শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বাদশ স্কন্ধ

"অবক্ষয়ের যুগ"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-এর

শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রথম অধ্যায়

কলিযুগের অধঃপতিত রাজবংশ

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধটি শুরু হয়েছে কলিযুগের ভবিষ্যৎ রাজাদের আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে। তারপর তিনি এই যুগের বহু ত্রুটির বর্ণনা দিয়েছেন। রাজবংশের যে সকল নির্বোধ রাজা পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে অবিরাম জয় করতে চেষ্টা করেছেন দেবী তাদের বিদ্রূপের সুরে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই জড়-জগতের চার প্রকার বিনাশের কথা ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই অনুসারে তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে তাঁর চরম উপদেশ দান করেছেন। তারপর তক্ষকনাগ মহারাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করলে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের কাছে শ্রীল সূত গোস্বামী বেদ ও পুরাণের বিভিন্ন শাখাসমূহের আচার্যদের পরম্পরা সম্পর্কে উল্লেখ করে মার্কেণ্ডেয় ঋষির পূত চরিত, সূর্যদেব রূপে ভগবানের প্রকাশ এবং তাঁর বিশ্বরূপের মহিমা, গ্রন্থের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে এবং অবশেষে অন্তিম আশীর্বাদ ও প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে তার শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা সমাপ্ত করেছেন।

এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে মাগধবংশের ভাবী রাজাদের কথা এবং কিভাবে তাঁরা কলিযুগের প্রভাবে অধঃপতিত হয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সূর্যবংশীয় রাজা পুরুর বংশে উপরিচর বসু থেকে পুরঞ্জয় পর্যন্ত বিশজন রাজা রাজত্ব করেন। পুরঞ্জয়ের পর থেকে এই বংশ কলুষিত হবে। পুরঞ্জয়ের পর প্রদ্যোতনরূপে পরিচিত পাঁচজন রাজা, তারপর শিশুনাগ, মৌর্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, আন্ধ্রজাতীয় ত্রিশজন রাজা, সাতজন আভীর, দশজন গর্দভী, ষোলজন কঙ্ক, আটজন যবন, চোদ্দজন তুরুস্ক, দশজন গুরুণ্ড, এগারজন মৌল, পাঁচজন কিলকিলা নৃপতি এবং তেরজন বাহ্লীক রাজাদের অধিকার কায়েম হবে। এরপর একই সময়ে সপ্ত আন্ধ্র, সপ্ত কৌশল, বিদূরপতিরা ও নিষধরা বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করবেন। তারপর মগধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে সেই সেই প্রদেশীয় শূদ্র ও ম্লেচ্ছপ্রায়, অধর্মপরায়ণ রাজারা শাসন করবেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

যোঽস্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যো বারহদ্রথঃ ।
তস্যামাত্যস্তু শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজম্ ॥ ১ ॥

প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্তা যৎপালকঃ সুতঃ ।
বিশাখযূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যিনি; **অন্ত্যঃ**—বংশের শেষ সদস্য; **পুরঞ্জয়ঃ**—পুরঞ্জয় (রিপুঞ্জয়); **নাম**—নামে; **ভবিষ্যঃ**—ভবিষ্যতে থাকবে; **বারহদ্রথঃ**—বৃহদ্রথের বংশধর; **তস্য**—তার; **অমাত্যঃ**—মন্ত্রী; **তু**—কিন্তু; **শুনকঃ**—শুনক; **হত্বা**—হত্যা করে; **স্বামিনম্**—প্রভু; **আত্মজম্**—তাঁর নিজের পুত্র; **প্রদ্যোতসংজ্ঞম্**—প্রদ্যোত নামক; **রাজানম্**—রাজা; **কর্তা**—করবেন; **যৎ**—যার; **পালকঃ**—পালক নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **বিশাখযূপঃ**—বিশাখযূপ; **তৎ-পুত্রঃ**—পালকের পুত্র; **ভবিতা**—হবে; **রাজকঃ**—রাজক; ততঃ—তারপর (বিশাখযূপের পুত্র রূপে)।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আমাদের পূর্ববর্তী গণনায় মগধ রাজ্যের শেষ রাজা হিসেবে পুরঞ্জয়ের কথা বলা হয়েছিল, যিনি বৃহদ্রথের বংশে জন্মগ্রহণ করবেন, পুরঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনক তাঁকে হত্যা করবেন এবং নিজের পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। প্রদ্যোতের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করবেন পালক এবং পালকের পুত্র হবেন বিশাখযূপ, আর বিশাখযূপের পুত্র হবেন রাজক।

তাৎপর্য

এখানে যে অধার্মিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা হল কলিযুগের লক্ষণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে সূর্য ও চন্দ্র এই দুই উচ্চ বংশ থেকে মহান রাজাদের উত্থান ঘটেছে। নবম স্কন্ধে শুকদেব গোস্বামী ভগবানের অবতার রামচন্দ্রের বর্ণনায় বংশ পরিচয় দিয়েছেন এবং নবম স্কন্ধের সমাপ্তিতে শুকদেব গোস্বামী ভগবান কৃষ্ণ ও বলরামের পূর্বপুরুষদের বর্ণনা দিয়েছেন। ভগবান কৃষ্ণ ও বলরামের আবির্ভাব হয়েছিল চন্দ্রবংশে।

বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার, মথুরায় তাঁর কৈশোরলীলার এবং দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের বিভিন্ন লীলার বর্ণনা পাওয়া যায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে। *মহাভারত* মহাকাব্যে পঞ্চপাণ্ডব এবং ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য ও বিদুরের মতো মহারথীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা আছে। *মহাভারতের* অন্তর্ভুক্ত *ভগবদ্গীতা*, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পরম সত্য রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ ও অন্তিম খণ্ডের অনুবাদ করছি, সেই *শ্রীমদ্ভাগবত* হল *মহাভারতের* তুলনায় উন্নত সাহিত্য। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র লীলার বর্ণনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পরম

সত্য ও জগতের সর্বময় সৃষ্টিকর্তা রূপে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থেরই প্রথম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে *মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় সন্তুষ্ট না হয়ে ব্যাসদেব কিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে যদিও বহু রাজবংশ এবং অসংখ্য রাজাদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমান কলিযুগের বর্ণনা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত, কোনও মন্ত্রী তাঁর নিজের রাজাকে বধ করে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, এমন নজির আমরা পাই না। এই ঘটনাটি অনেকটা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবদের হত্যার মাধ্যমে তার পুত্র দুর্যোধনকে রাজমুকুট পরানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনীয়। *মহাভারতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলিযুগ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হল এবং একই পরিবারে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এক স্বীকৃত কৌশলরূপে অনুপ্রবিষ্ট হতে লাগল।

শ্লোক ৩

নন্দিবর্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে ।
অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ ॥ ৩ ॥

নন্দিবর্ধনঃ—নন্দিবর্ধন; **তৎ-পুত্রঃ**—তার পুত্র; **পঞ্চ**—পাঁচ; **প্রদ্যোতনাঃ**—প্রদ্যোতন; **ইমে**—এইগুলি; **অষ্ট-ত্রিংশো**—আটত্রিশ; **উত্তরা**—অধিক; **শতম্**—এক শত; **ভোক্ষ্যন্তি**—তারা রাজত্ব করবে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **নৃপাঃ**—এই নৃপতিগণ।

অনুবাদ

রাজকের পুত্র হবেন নন্দিবর্ধন এবং এইভাবে প্রদ্যোতন নামে পাঁচজন নৃপতি একশত আটত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ৪

শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ ।
ক্ষেমধর্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্মজঃ ॥ ৪ ॥

শিশুনাগঃ—শিশুনাগ; **ততঃ**—তখন; **ভাব্যঃ**—জন্মগ্রহণ করবে; **কাকবর্ণঃ**—কাকবর্ণ; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **ক্ষেমধর্মা**—ক্ষেমধর্মা; **তস্য**—কাকবর্ণের; **সুতঃ**—পুত্র; **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **ক্ষেমধর্ম-জঃ**—ক্ষেমধর্মা থেকে জন্মগ্রহণ করবে।

অনুবাদ

শিশুনাগ নামে নন্দিবর্ধনের একটি পুত্র হবে এবং শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ নামে পরিচিত হবেন। কাকবর্ণের পুত্র হবেন ক্ষেমধর্মা এবং ক্ষেমধর্মার পুত্র হবেন ক্ষেত্রজ্ঞ।

শ্লোক ৫

বিধিসারঃ সুতস্তস্যাজাতশত্রুর্ভবিষ্যতি ।
দর্ভকস্তৎসুতো ভাবী দর্ভকস্যাজয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

বিধিসারঃ—বিধিসার; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—ক্ষেত্রজ্ঞের; **অজাতশত্রুঃ**—অজাতশত্রু; **ভবিষ্যতি**—হবে; **দর্ভক**—দর্ভক; **তৎ-সুতঃ**—অজাতশত্রুর পুত্র; **ভাবী**—জন্মগ্রহণ করবে; **দর্ভকস্য**—দর্ভকের; **অজয়ঃ**—অজয়; **স্মৃতঃ**—স্মরণীয়।

অনুবাদ

ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র হবেন বিধিসার, এবং তাঁহার পুত্র হবেন অজাতশত্রু। দর্ভক নামে অজাতশত্রুর একটি পুত্র হবে, এবং দর্ভকের পুত্র হবেন অজয়।

শ্লোক ৬-৮

নন্দিবর্ধন আজেয়ো মহানন্দিঃ সুতস্ততঃ ।
শিশুনাগা দশৈবৈতে ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ৬ ॥
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ ।
মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী ॥ ৭ ॥
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ ।
ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্মিকাঃ ॥ ৮ ॥

নন্দিবর্ধনঃ—নন্দিবর্ধন; **আজেয়ঃ**—অজয়ের পুত্র; **মহানন্দিঃ**—মহানন্দি; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তারপর (নন্দিবর্ধনের পরে); **শিশুনাগাঃ**—শিশুনাগেরা; **দশ**—দশ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **এতে**—এইসকল; **ষষ্টি**—ষাট; **উত্তর**—ব্যাপিত; **শত-ত্রয়ম্**—তিন শত; **সমা**—বছর; **ভোক্ষ্যন্তি**—ভোগ করবে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **কলৌ**—কলিযুগে; **নৃপাঃ**—নৃপগণ; **মহানন্দি-সুতঃ**—মহানন্দির পুত্র; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **শূদ্রা-গর্ভ**—শূদ্রারমণীর গর্ভে; **উদ্ভবঃ**—জন্ম নেয়; **বলী**—বলবান; **মহাপদ্ম**—একপ্রকার সৈন্য; **পতিঃ**—প্রভু; **কশ্চিৎ**—নিশ্চিত; **নন্দঃ**—নন্দ; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়; **বিনাশ-কৃৎ**—ধ্বংসকারী; **ততঃ**—তখন; **নৃপাঃ**—নৃপতিগণ; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **শূদ্র-প্রায়াঃ**—শূদ্র অপেক্ষা উন্নত নয়; **তু**—এবং; **অধার্মিকাঃ**—অধার্মিক।

অনুবাদ

অজয় হবেন দ্বিতীয় নন্দিবর্ধনের পিতা, যার পুত্র হবেন মহানন্দি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কলিযুগে শিশুনাগ বংশের এই দশজন নৃপতি তিনশত ষাট বছর যাবৎ রাজত্ব

করবেন। হে পরীক্ষিৎ, এক শূদ্রাণীর গর্ভে রাজা মহানন্দির ঔরসে একটি বলবান পুত্র জন্ম নেবে। তিনি নন্দ নামে পরিচিত হবেন এবং তাঁর অবিশ্বাস্য প্রচুর ধনসম্পদ ও বহু লক্ষ সৈন্য থাকবে। তিনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেন। সেই সময় থেকেই রাজাগণ শূদ্রপ্রায় ও অধার্মিক হয়ে উঠবেন।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে প্রকৃত ক্ষত্রিয়দের অধঃপতন ঘটেছে এবং তাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। সেই সময় ধার্মিক এবং শক্তিশালী ব্যক্তিরা রাজত্ব করতেন। কিন্তু কলির প্রভাবে শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও সততা নষ্ট হয় এবং অসৎ, ম্লেচ্ছ ব্যক্তিরা রাজা হন।

শ্লোক ৯

স একচ্ছত্রাং পৃথিবীমনুল্লঙ্ঘিতশাসনঃ ।
শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ ॥ ৯ ॥

সঃ—তিনি (নন্দ); **এক-ছত্রাম্**—একক অধিপতি; **পৃথিবীম্**—সমগ্র পৃথিবী; **অনুল্লঙ্ঘিতঃ**—অপ্রতিহত; **শাসনঃ**—তাঁর শাসন; **শাসিষ্যতি**—শাসন করবেন; **মহাপদ্মোঃ**—মহাপদ্মের প্রভু; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **ইব**—যেন; **ভার্গবঃ**—পরশুরাম।

অনুবাদ

মহাপদ্মের পতি নন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের মতো অপ্রতিহত প্রভাবে একচ্ছত্র ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা নন্দ অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশ বিনাশসাধন করবেন। পরশুরাম যেহেতু পূর্ববর্তী যুগে একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন তাই এখানে রাজা নন্দকে পরশুরামের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥ ১০ ॥

তস্য—তাঁর (নন্দের); **চ**—এবং; **অষ্টৌ**—আট; **ভবিষ্যন্তি**—জন্মগ্রহণ করবে; **সুমাল্য-প্রমুখাঃ**—সুমাল্য আদি; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **যে**—যারা; **ইমাম্**—এই; **ভোক্ষ্যন্তি**—উপভোগ করবে; **মহীম্**—পৃথিবী; **রাজানঃ**—নৃপতিগণ; **চ**—এবং; **শতম্**—এক শত; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

তাঁর ঔরসে সুমাল্য প্রভৃতি আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, যারা শক্তিশালী রাজা রূপে একশত বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ১১

নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি ।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥ ১১ ॥

নব—নয়; **নন্দান্**—নন্দগণ (রাজা নন্দ ও তাঁর আটপুত্র); **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **কশ্চিৎ**—নির্দিষ্ট; **প্রপন্নান্**—বিশ্বাসী; **উদ্ধরিষ্যতি**—সংহার করবে; **তেষাম্**—তাঁদের; **অভাবে**—অনুপস্থিতিতে; **জগতীম্**—জগৎ; **মৌর্যাঃ**—মৌর্য বংশ; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কলৌ**—কলিযুগে।

অনুবাদ

চাণক্য নামের এক ব্রাহ্মণ নন্দরাজ এবং তাঁর আট পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, এবং তাঁদের রাজ্য ধ্বংস করবেন। তাঁদের পতনের পর কলিযুগে মৌর্যরা রাজত্ব করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দুইজনেই মনে করেছেন, এখানে ব্রাহ্মণ বলতে চাণক্যের কথা বলা হয়েছে, যার অন্য নাম কৌটিল্য বা বাৎস্যায়ন। মহান ঐতিহাসিক গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত* যার বর্ণনা শুরু হয়েছিল জড়সৃষ্টিরও পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে, এখন তা আধুনিক যুগের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের গণ্ডীতে পৌঁছাল। আধুনিক ঐতিহাসিকরা মৌর্যবংশ ও চন্দ্রগুপ্ত উভয়ের সাথেই পরিচিত, যাদের কথা পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ।
তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্ধনঃ ॥ ১২ ॥

সঃ—তিনি (চাণক্য); **এব**—অবশ্যই; **চন্দ্রগুপ্তম্**—রাজা চন্দ্রগুপ্ত; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **রাজ্যে**—রাজার ভূমিকায়; **অভিষেক্ষ্যতি**—অভিষিক্ত হবেন; **তৎ**—চন্দ্রগুপ্তের; **সুতঃ**—পুত্র; **বারিসারঃ**—বারিসার; **তু**—এবং; **ততঃ**—বারিসারের পর; **চ**—এবং; **অশোকবর্ধনঃ**—অশোকবর্ধন।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করবেন। এরপর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার ও বারিসারের পুত্র অশোকবর্ধন রাজা হবেন।

শ্লোক ১৩

সুযশা ভবিতা তস্য সঙ্গতঃ সুযশঃসুতঃ ।
শালিশূকস্ততস্তস্য সোমশর্মা ভবিষ্যতি ।
শতধন্বা ততস্তস্য ভবিতা তদ্বৃহদ্রথঃ ॥ ১৩ ॥

সুযশাঃ—সুযশা; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবে; **তস্য**—তার (অশোকবর্ধন); **সঙ্গতঃ**—সঙ্গত; **সুযশাঃ সুতঃ**—সুযশার পুত্র; **শালিশূকঃ**—শালিশূক; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—তাঁর (শালিশূকের); **সোমশর্মা**—সোমশর্মা; **ভবিষ্যতি**—হবে; **শতধন্বা**—শতধন্বা; **ততঃ**—এরপর; **তস্য**—তাঁর (সোমশর্মার); **ভবিতা**—হবে; **তৎ**—তাঁর (শতধন্বার); **বৃহদ্রথঃ**—বৃহদ্রথ।

অনুবাদ

অশোকবর্ধনের পুত্র হবেন সুযশা, যার পুত্র হবেন সঙ্গত। সঙ্গতের পুত্র হবেন শালিশূক, শালিশূকের পুত্র হবেন সোমশর্মা, এবং সোমশর্মার পুত্র হবেন শতধন্বা। শতধন্বার পুত্র হবেন বৃহদ্রথ।

শ্লোক ১৪

মৌর্যা হ্যেতে দশ নৃপাঃ সপ্তত্রিংশচ্ছতোত্তরম্ ।
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কলৌ কুরুকুলোদ্বহ ॥ ১৪ ॥

মৌর্যাঃ—মৌর্যরা; **হি**—অবশ্যই; **এতে**—এইগুলি; **দশ**—দশ; **নৃপাঃ**—নৃপগণ; **সপ্ত-ত্রিংশৎ**—সাইত্রিশ; **শত**—একশত; **উত্তরম্**—অধিক; **সমাঃ**—বছর; **ভোক্ষ্যন্তি**—তাঁরা শাসন করবে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **কলৌ**—কলিযুগে; **কুরু-কুলো**—কুরু বংশ; **উদ্বহ**—হে বীর।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই দশজন মৌর্য নৃপতি কলিযুগে একশত সাইত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

তাৎপর্য

যদিও নয়জন নৃপতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সুযশের পরে এবং সঙ্গতের রাজত্বের পূর্বে দশরথ নামে আরেকজন রাজা থাকবেন। এইভাবে মৌর্যরাজা দশজন হবেন।

শ্লোক ১৫-১৭

অগ্নিমিত্রস্ততস্তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠো ভবিতা ততঃ ।
বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতা সুতঃ ॥ ১৫ ॥
ততো ঘোষঃ সুতস্তস্মাদ্ বজ্রমিত্রো ভবিষ্যতি ।
ততো ভাগবতস্তস্মাদ্দেবভূতিঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৬ ॥
শুঙ্গা দশৈতে ভোক্ষ্যন্তি ভূমিং বর্ষশতাধিকম্ ।
ততঃ কাণ্বানিয়ং ভূমির্যাস্যত্যল্পগুণান্নৃপ ॥ ১৭ ॥

অগ্নিমিত্রঃ—অগ্নিমিত্র; **ততঃ**—পুষ্পমিত্র থেকে, যে সেনাপতি বৃহদ্রথকে বধ করবেন; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (অগ্নিমিত্র); **সুজ্যেষ্ঠঃ**—সুজ্যেষ্ঠ; **ভবিতা**—হবে; **ততঃ**—সুজ্যেষ্ঠঃ থেকে; **বসুমিত্রঃ**—বসুমিত্র; **ভদ্রকঃ**—ভদ্রক; **চ**—এবং; **পুলিন্দঃ**—পুলিন্দ; **ভবিতা**—হবে; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—পুলিন্দ থেকে; **ঘোষঃ**—ঘোষ; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তার থেকে; **বজ্রমিত্রঃ**—বজ্রমিত্র; **ভবিষ্যতি**—হবে; **ততঃ**—তার থেকে; **ভাগবতঃ**—ভাগবত; **তস্মাৎ**—তার থেকে; **দেবভূতিঃ**—দেবভূতি; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **শুঙ্গাঃ**—শুঙ্গ; **দশ**—দশ; **এতে**—এইগুলি; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **ভূমিম্**—পৃথিবী; **বর্ষ**—বছর; **শত**—একশত; **অধিকম্**—অধিক; **ততঃ**—তারপর; **কাণ্বান্**—কণ্ব বংশীয়; **ইমাম্**—এই; **ভূমিঃ**—পৃথিবী; **যাস্যতি**—অধীনে থাকবে; **অল্প-গুণান্**—অল্পগুণ বিশিষ্ট; **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর রাজা হবেন অগ্নিমিত্র এবং তারপরে সুজ্যেষ্ঠ। সুজ্যেষ্ঠর পর রাজা হবেন যথাক্রমে বসুমিত্র, ভদ্রক এবং ভদ্রকের পুত্র পুলিন্দ। তারপরে পুলিন্দের পুত্র ঘোষ রাজা হবেন। ঘোষের পরবর্তী রাজারা হবেন যথাক্রমে বজ্রমিত্র, ভাগবত এবং দেবভূতি। এভাবে, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দশজন শুঙ্গ রাজা শত বছরের অধিক কাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। এরপর পৃথিবী অল্পগুণ বিশিষ্ট কণ্ব-বংশীয় রাজাদের হস্তগত হবে।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতে, যখন সেনাপতি পুষ্পমিত্র রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করেন তখন থেকেই শুঙ্গ রাজত্বের সূচনা। তারপরে অগ্নিমিত্র সহ বাকি শুঙ্গ রাজারা ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন।

শ্লোক ১৮

শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কাণ্বোঽমাত্যস্তু কামিনম্ ।
স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ ॥ ১৮ ॥

শুঙ্গম্—শুঙ্গরাজা; **হত্বা**—হত্যা করে; **দেবভূতিম্**—দেবভূতি; **কাণ্বঃ**—কণ্ব বংশীয়; **আমত্যঃ**—তাঁর মন্ত্রী; **তু**—কিন্তু; **কামিনাম্**—কামুক; **স্বয়ং**—নিজে; **করিষ্যতে**—সম্পাদন করবে; **রাজ্যম্**—রাজত্ব; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **মহা-মতি**—খুব বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

পরস্ত্রীকামুক শেষ শুঙ্গ রাজা দেবভূতিকে তাঁর কণ্ববংশীয় বুদ্ধিমান মন্ত্রী বসুদেব হত্যা করবেন এবং স্বয়ং রাজা হবেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে রাজা দেবভূতি ছিলেন পরস্ত্রীকামুক। তাই তাঁর মন্ত্রী তাঁকে হত্যা করে রাজা হন। এইভাবে কণ্ব রাজত্বের সূচনা হয়।

শ্লোক ১৯

তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য নারায়ণঃ সুতঃ ।
কাণ্বায়না ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাং চ কলৌ যুগে ॥ ১৯ ॥

তস্য—তাঁর (বসুদেবের); **পুত্রঃ**—পুত্র; **তু**—এবং; **ভূমিত্রঃ**—ভূমিত্র; **তস্য**—তাঁর; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **সুতঃ**—পুত্র; **কাণ্ব-অয়নাঃ**—কণ্ববংশীয় রাজা; **ইমে**—এই সকল; **ভূমিম্**—পৃথিবী; **চত্বারিংশৎ**—চল্লিশ; **চ**—এবং; **পঞ্চ**—পাঁচ; **চ**—এবং; **শতানি**—একশত; **ত্রীণি**—তিন; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **বর্ষাণাম্**—বছর ব্যাপী; **চ**—এবং; **কলৌযুগে**—কলিযুগে।

অনুবাদ

বসুদেবের পুত্র হবেন ভূমিত্র, এবং ভূমিত্রের পুত্র হবেন নারায়ণ। কণ্ববংশীয় এই সকল রাজারা কলিযুগে ৩৪৫ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ২০

হত্বা কাণ্বং সুশর্মাণং তদ্‌ভৃত্যো বৃষলো বলী ।
গাং ভোক্ষ্যত্যন্ধ্রজাতীয়ঃ কঞ্চিৎ কালমসত্তমঃ ॥ ২০ ॥

হত্বা—হত্যা করে; **কাণ্বং**—কণ্ব রাজা; **সুশর্মাণম্**—সুশর্মা নামে; **তদ্-ভৃত্য**—তাঁর আপন ভৃত্য; **বৃষলঃ**—নীচু শ্রেণীর শূদ্র; **বলী**—বলী নামে; **গাম্**—পৃথিবী;

ভোক্ষ্যতি—শাসন করবে; **অন্ধ্রজাতীয়ঃ**—অন্ধ্র জাতীয়; **কঞ্চিৎ**—কিছু; **কালম্**—সময়; **অসত্তমঃ**—মহা দুর্জন।

অনুবাদ

শেষ কণ্ব-নৃপতি সুশর্মাকে বলী নামে তাঁর এক অন্ধ্র জাতীয় শূদ্রভৃত্য হত্যা করবে। এই মহাদুর্জন বলী কিছুকাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে মহাদুর্জন ব্যক্তিদের রাজারূপে অনুপ্রবেশ ঘটে। এখানে তথাকথিত রাজা বলী অধার্মিক, মহাদুর্জন ব্যক্তির প্রতীক।

শ্লোক ২১-২৬

কৃষ্ণনামাথ তদ্‌ভ্রাতা ভবিতা পৃথিবীপতিঃ ।
শ্রীশান্তকর্ণস্তৎপুত্রঃ পৌর্ণমাসস্তু তৎসুতঃ ॥ ২১ ॥
লম্বোদরস্তু তৎপুত্রস্তস্মাচ্চিবিলকো নৃপঃ ।
মেঘস্বাতিশ্চিবিলকাদটমানস্তু তস্য চ ॥ ২২ ॥
অনিষ্টকর্মা হালেয়স্তলকস্তস্য চাত্মজঃ ।
পুরীষভীরুস্তৎপুত্রস্ততো রাজা সুনন্দনঃ ॥ ২৩ ॥
চকোরো বহবো যত্র শিবস্বাতিররিন্দমঃ ।
তস্যাপি গোমতী পুত্রঃ পুরীমান্ ভবিতা ততঃ ॥ ২৪ ॥
মেদশিরাঃ শিবস্কন্দো যজ্ঞশ্রীস্তৎসুতস্ততঃ ।
বিজয়স্তৎসুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবিজ্ঞঃ সলোমধিঃ ॥ ২৫ ॥
এতে ত্রিংশন্নৃপতয়শ্চত্বার্যব্দশতানি চ ।
ষট্‌পঞ্চাশচ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণনাম—কৃষ্ণ নামে; **অথ**—তারপর; **তদ্**—তার (বলীর); **ভ্রাতা**—ভাই; **ভবিতা**—হবে; **পৃথিবী-পতিঃ**—পৃথিবীর রাজা; **শ্রী-শান্তকর্ণঃ**—শ্রীশান্তকর্ণ; **তৎ**—কৃষ্ণের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **পৌর্ণমাসঃ**—পৌর্ণমাস; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—তার পুত্র; **লম্বোদরঃ**—লম্বোদর; **তু**—কিন্তু; **তৎ-পুত্র**—তার পুত্র; **তস্মাৎ**—লম্বোদর থেকে; **চিবিলকঃ**—চিবিলক; **নৃপঃ**—রাজা; **মেঘস্বাতিঃ**—মেঘস্বাতি; **চিবিলকাৎ**—চিবিলক থেকে; **অটমানঃ**—অটমান; **তু**—কিন্তু; **তস্য**—তার (মেঘস্বাতির); **চ**—এবং; **অনিষ্টকর্মা**—অনিষ্টকর্মা; **হালেয়ঃ**—হালেয়; **তলকঃ**—তলক; **তস্য**—তার (হালেয়ের); **চ**—এবং; **আত্মজঃ**—পুত্র; **পুরীষভীরুঃ**—পুরীষভীরু; **তৎ**—তলকের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ততঃ**

—তারপর; **রাজা**—রাজা; **সুনন্দনঃ**—সুনন্দন; **চকোরঃ**—চকোর; **বহবঃ**—বহু; **যত্র**—যাদের মধ্যে; **শিবস্বাতিঃ**—শিবস্বাতি; **অরিন্দমঃ**—শত্রুদমনকারী; **তস্য**—তার; **অপি**—ও; **গোমতী**—গোমতী; **পুত্রঃ**—পুত্র; **পুরীমান্**—পুরীমান; **ভবিতা**—হবে; **ততঃ**—তার থেকে (গোমতী); **মেদশিরাঃ**—মেদশিরা; **শিবস্কন্দঃ**—শিবস্কন্দ; **যজ্ঞশ্রীঃ**—যজ্ঞশ্রী; **তৎ**—শিবস্কন্দের; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তারপর; **বিজয়ঃ**—বিজয়; **তৎ-সুতঃ**—তার পুত্র; **ভাব্যঃ**—হবে; **চন্দ্রবিজ্ঞঃ**—চন্দ্রবিজ্ঞ; **স-লোমধি**—লোমধির সঙ্গে; **এতে**—এইগুলি; **ত্রিংশে**—ত্রিশ; **নৃপতয়ঃ**—নৃপতিগণ; **চত্বারি**—চার; **অব্দ-শতানি**—শতাব্দী; **চ**—এবং; **ষট্‌পঞ্চাশৎ**—ছাপান্ন; **চ**—এবং; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **ভোক্ষ্যন্তি**—শাসন করবে; **কুরু-নন্দন**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

বলীর ভাই কৃষ্ণ পৃথিবীর পরবর্তী রাজা হবেন। তার পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ এবং শ্রীশান্তকর্ণের পুত্র হবেন পৌর্ণমাস। পৌর্ণমাসের পুত্র লম্বোদর, তার পুত্র চিবিলক। চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি এবং মেঘস্বাতির পুত্র হবেন অটমান। অটমানের পুত্র অনিষ্টকর্মা, তাঁর পুত্র হালেয় এবং হালেয়র পুত্র হবেন তলক। তলকের পুত্র পুরীষভীরু এবং তাঁর পুত্র হবেন রাজা সুনন্দন। সুনন্দনের পুত্র চকোর। চকোরের পর আরও আটজন রাজা হবেন। তাদের মধ্যে শিবস্বাতি হবেন প্রবল শত্রু দমনকারী রাজা। শিবস্বাতির পুত্র হবেন গোমতী। তাঁর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের পুত্র হবেন মেদশিরা। মেদশিরার পুত্র শিবস্কন্দ, শিবস্কন্দের পুত্র যজ্ঞশ্রী, যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়। বিজয়ের দুইটি পুত্র হবে চন্দ্রবিজ্ঞ ও লোমধি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই ত্রিশজন নৃপতি চারশত ছাপান্ন বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ২৭

সপ্তাভীরা আবভৃত্যা দশ গর্দভিনো নৃপাঃ ।
কঙ্কাঃ ষোড়শ ভূপালা ভবিষ্যন্ত্যতিলোলুপাঃ ॥ ২৭ ॥

সপ্ত—সাত; **আভীরাঃ**—আভীর জাতীয়; **আবভৃত্যাঃ**—অবভৃতি নগরে; **দশ**—দশ; **গর্দভিনঃ**—গর্দভি জাতীয়; **নৃপাঃ**—নৃপতিগণ; **কঙ্কাঃ**—কঙ্ক জাতীয়; **ষোড়শ**—ষোল; **ভূ-পালাঃ**—পৃথিবীর রাজা; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **অতি-লোলুপাঃ**—অতি লোভী।

অনুবাদ

তারপর অবভৃতি নগরীর সাত জন আভীরজাতীয় নৃপতি রাজত্ব করবেন, এবং তারপর দশজন গর্দভি রাজা রাজত্ব করবেন। এরপরে ষোলজন অতিলোভী কঙ্ক রাজা রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ২৮

ততোঽষ্টৌ যবনা ভাব্যাশ্চতুর্দশ তুরুষ্ককাঃ ।
ভূয়ো দশ গুরুণ্ডাশ্চ মৌলা একাদশৈব তু ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তখন; **অষ্টৌ**—আট; **যবনাঃ**—যবন শ্রেণীর; **ভাব্যাঃ**—হবে; **চতুর্দশ**—চৌদ্দ; **তুরুষ্ককাঃ**—তুরুষ্ক জাতীয়; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **দশ**—দশ; **গুরুণ্ডাঃ**—গুরুণ্ড শ্রেণীর; **চ**—এবং; **মৌলাঃ**—মৌল বংশীয়; **একাদশ**—এগারো; **এব**—অবশ্যই; **তু**—এবং।

অনুবাদ

আটজন যবননৃপতি রাজত্ব করবেন। এদের পর চৌদ্দজন তুরুষ্কনৃপতি, দশজন গুরুণ্ড নৃপতি এবং এগারো জন মৌল বংশীয় নরপতি রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ২৯-৩১

এতে ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং দশ বর্ষশতানি চ ।
নবাধিকাং চ নবতিং মৌলা একাদশ ক্ষিতিম্ ॥ ২৯ ॥
ভোক্ষ্যন্ত্যব্দশতান্যঙ্গ ত্রীণি তৈঃ সংস্থিতে ততঃ ।
কিলকিলায়াং নৃপতয়ো ভূতনন্দোঽথ বঙ্গিরিঃ ॥ ৩০ ॥
শিশুনন্দিশ্চ তদ্ভ্রাতা যশোনন্দিঃ প্রবীরকঃ ।
ইত্যেতে বৈ বর্ষশতং ভবিষ্যন্ত্যধিকানি ষট্ ॥ ৩১ ॥

এতে—এরা; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **দশ**—দশ; **বর্ষ-শতানি**—শতাব্দী; **চ**—এবং; **নব-অধিকাম্**—নয়ের অধিক; **চ**—এবং; **নবতিম্**—নব্বই; **মৌলাঃ**—মৌলগণ; **একাদশ**—এগারো; **ক্ষিতিম্**—পৃথিবী; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **অব্দ-শতানি**—শতাব্দী; **অঙ্গ**—হে পরীক্ষিৎ; **ত্রীণি**—তিন; **তৈঃ**—তারা; **সংস্থিতে**—যখন তাঁদের অবসান হবে; **ততঃ**—তখন; **কিলকিলায়াম্**—কিলকিলা শহরে; **নৃ-পতয়ঃ**—নৃপতিগণ; **ভূতনন্দঃ**—ভূতনন্দ; **অথঃ**—তারপর; **বঙ্গিরিঃ**—বঙ্গিরি; **শিশুনন্দিঃ**—শিশুনন্দি; **চ**—এবং; **তদ্**—তার; **ভ্রাতা**—ভাই; **যশোনন্দিঃ**—যশোনন্দি; **প্রবীরকঃ**—প্রবীরক; **ইতি**—এভাবে; **এতে**—এরা; **বৈ**—অবশ্যই; **বর্ষ-শতম্**—একশত বছর; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **অধিকানি**—অধিক; **ষট্**—ষাট।

অনুবাদ

আভীর, গর্দভি এবং কঙ্ক নৃপতিগণ একহাজার নিরানব্বই বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন, এবং একাদশ মৌলরাজা তিনশ বছর রাজত্ব করবেন। তাদের অবসান হলে ভূতনন্দ, বঙ্গিরি, শিশুনন্দি, শিশুনন্দির ভ্রাতা যশোনন্দি, প্রবীরক—এঁরা কিলকিলা নগরীতে একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

তেষাং ত্রয়োদশ সুতা ভবিতারশ্চ বাহ্লিকাঃ ।
পুষ্পমিত্রোঽথ রাজন্যো দুর্মিত্রোঽস্য তথৈব চ ॥ ৩২ ॥
এককালা ইমে ভূপাঃ সপ্তান্ধ্রাঃ সপ্ত কৌশলাঃ ।
বিদূরপতয়ো ভাব্যা নিষধাস্তত এব হি ॥ ৩৩ ॥

তেষাম্—তাঁদের (ভূতনন্দ এবং কিলকিলা নগরীর অন্যান্য রাজাদের); **ত্রয়োদশ**—তেরো; **সুতাঃ**—পুত্ররা; **ভবিতারঃ**—হবে; **চ**—এবং; **বাহ্লিকাঃ**—বাহ্লিক নামের; **পুষ্পমিত্রঃ**—পুষ্পমিত্র; **অথ**—তখন; **রাজন্যঃ**—রাজা; **দুর্মিত্রঃ**—দুর্মিত্র; **অস্য**—তাঁর (পুত্র); **তথা**—আরও; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **এক-কালাঃ**—এককালে রাজত্ব করবেন; **ইমে**—এই সকল, **ভূপাঃ**—নৃপতিগণ; **সপ্ত**—সাত; **অন্ধ্রাঃ**—অন্ধ্র; **সপ্ত**—সাত; **কৌশলাঃ**—কৌশল দেশের রাজা; **বিদূর-পতয়ঃ**—বিদূর দেশের অধিপতি; **ভাব্যাঃ**—হবে; **নিষধাঃ**—নিষধ; **ততঃ**—তারপর; **এব হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

কিলকিলা নগরীতে এরপর রাজত্ব করবেন বাহ্লিকের তেরোজন পুত্র এবং তাদের পরে রাজা পুষ্পমিত্র, তাঁর পুত্র দুর্মিত্র, অন্ধ্রদেশীয় সাতজন রাজা, কৌশল দেশীয় সাতজন রাজা, বিদূর দেশের অধিপতিগণ এবং নিষধ দেশের অধিপতিগণ একই সময়ে পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্য সমূহে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ৩৪

মাগধানাং তু ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ ।
করিষ্যত্যপরো বর্ণান্ পুলিন্দযদুমদ্রকান্ ॥ ৩৪ ॥

মাগধানাম্—মগধ রাজ্য; **তু**—এবং; **ভবিতা**—হবে; **বিশ্বস্ফূর্জিঃ**—বিশ্বস্ফূর্জি; **পুরঞ্জয়ঃ**—রাজা পুরঞ্জয়; **করিষ্যতি**—করবে; **অপরঃ**—(পুরঞ্জয়ের) প্রতিরূপ হয়ে; **বর্ণান্**—সব উচ্চশ্রেণীর লোক; **পুলিন্দ-যদু-মদ্রকান্**—পুলিন্দ, যদু ও মদ্রক প্রভৃতির মতো হীনজাতিরূপে।

অনুবাদ

তারপর বিশ্বস্ফূর্জি নামে পুরঞ্জয়ের মতো মগধ প্রদেশে এক রাজার আবির্ভাব হবে। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে ম্লেচ্ছতুল্য পুলিন্দ, যদু, মদ্রক আদি হীনজাতিরূপে পরিণত করবেন।

শ্লোক ৩৫

প্রজাশ্চাব্রহ্মভূয়িষ্ঠাঃ স্থাপয়িষ্যতি দুর্মতিঃ ।
বীর্যবান্ ক্ষত্রমুৎসাদ্য পদ্মবত্যাং স বৈ পুরি ।
অনুগঙ্গমাপ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রজাঃ—প্রজাগণ; **চ**—এবং; **অব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণাদি বর্ণহীন; **ভূয়িষ্ঠাঃ**—বহুলভাবে; **স্থাপয়িষ্যতি**—স্থাপন করবে; **দুর্মতিঃ**—দুষ্টবুদ্ধি (বিশ্বস্ফূর্জি); **বীর্যবান্**—শক্তিশালী; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয় শ্রেণী; **উৎসাদ্য**—বিনাশ করবে; **পদ্মবত্যাম্**—পদ্মাবতীতে; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—অবশ্যই; **পুরি**—নগরে; **অনুগঙ্গম্**—গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) থেকে; **আপ্রয়াগম্**—প্রয়াগ পর্যন্ত; **গুপ্তাম্**—রক্ষিত; **ভোক্ষ্যতি**—শাসন করবে; **মেদিনীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

দুর্মতি রাজা বিশ্বস্ফূর্জি বহু অধার্মিক প্রজাদের প্রতিপালন এবং ক্ষত্রিয় নিধন কার্যে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তিনি তাঁর রাজধানী পদ্মাবতী নগরীতে অবস্থান করে গঙ্গার উৎস থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত নিজ ভুজরক্ষিত রাজ্য ভোগ করবেন।

শ্লোক ৩৬

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্বুদমালবাঃ ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ ॥ ৩৬ ॥

সৌরাষ্ট্র—সৌরাষ্ট্রে বসবাসকারী; **অবন্তী**—অবন্তী নগরে; আভীরাঃ—এবং আভীর দেশে; **চ**—এবং; **শূরাঃ**—শূরদেশে বসবাসকারী; **অর্বুদ-মালবাঃ**—অর্বুদ এবং মালব দেশীয়; **ব্রাত্যাঃ**—সমস্ত শুদ্ধাচার থেকে ভ্রষ্ট; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **শূদ্র-প্রায়াঃ**—শূদ্রপ্রায়; **জন-অধিপাঃ**—নৃপতিগণ।

অনুবাদ

সেইসময় সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্বুদ এবং মালবদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের সমস্ত শুদ্ধাচার থেকে ভ্রষ্ট হবেন এবং এই সমস্ত স্থানের রাজারা শূদ্রপ্রায় হয়ে যাবেন।

শ্লোক ৩৭

সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্ ।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চসঃ ॥ ৩৭ ॥

সিন্ধোঃ—সিন্ধুনদের; **তটম্**—তীর; **চন্দ্রভাগাম্**—চন্দ্রভাগা; **কৌন্তীম্**—কৌন্তী; **কাশ্মীর-মণ্ডলম্**—কাশ্মীর অঞ্চল; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **শূদ্রাঃ**—শূদ্রগণ; **ব্রাত্যাদ্যাঃ**—পতিত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য অযোগ্য মানুষেরা; **ম্লেচ্ছঃ**—মাংস ভক্ষণকারী; **চ**—এবং; **অব্রহ্মবর্চসঃ**—পারমার্থিক শক্তি শূন্য।

অনুবাদ

সিন্ধুনদের তীর সংলগ্ন অঞ্চল, চন্দ্রভাগা, কৌন্তী ও কাশ্মীরমণ্ডল ম্লেচ্ছ, পতিত ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের দ্বারা শাসিত হবে। বৈদিক সভ্যতার পন্থাকে বর্জন করার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক শক্তি শূন্য হয়ে পড়বেন।

শ্লোক ৩৮

তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ।
এতেঽধর্মানৃতপরাঃ ফল্গুদাস্তীব্রমন্যবঃ ॥ ৩৮ ॥

তুল্য-কালাঃ—একই সময়ে রাজত্ব করবেন; **ইমে**—এই সকল; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **ম্লেচ্ছ-প্রায়াঃ**—ম্লেচ্ছপ্রায়; **চ**—এবং; **ভূ-ভৃতঃ**—রাজারা; **এতে**—এই সকল; **অধর্ম**—অধার্মিক; **অনৃতপরাঃ**—অসত্যপরায়ণ; **ফল্গু-দা**—অল্পদাতা; **তীব্র**—প্রচণ্ড; **মন্যবঃ**—ক্রোধ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, একই সময়ে নানাস্থানে অনেক ম্লেচ্ছরাজা রাজত্ব করবেন, এবং তাঁরা সকলেই অধার্মিক, অসত্যপরায়ণ, অল্পদানশীল ও প্রচণ্ড ক্রোধযুক্ত স্বভাবের হবেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

স্ত্রীবালগোদ্বিজঘ্নাশ্চ পরদারধনাদৃতাঃ।
উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ ॥ ৩৯ ॥
অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ ॥ ৪০ ॥

স্ত্রী—নারী; **বাল**—শিশু; **গো**—গাভী; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **ঘ্নাঃ**—ঘাতকগণ; **চ**—এবং; **পর**—অন্যের; **দার**—স্ত্রী; **ধন**—সম্পদ; **আদৃতাঃ**—মনযোগী হবেন; **উদিত-অস্ত-মিত**—হতশোকাদিবহুল; **প্রায়াঃ**—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই; **অল্প-সত্ত্বা**—অল্প শক্তিসম্পন্ন; **অল্পকা-আয়ুষঃ**—স্বল্পায়ু; **অসংস্কৃতাঃ**—বৈদিক সংস্কৃতি বিহীন; **ক্রিয়া-**

হীনাঃ—বিধিনিষেধ বর্জিত; **রজসা-তমসা**—অজ্ঞতার আস্তরণ; **আবৃতাঃ**—আচ্ছন্ন; **প্রজাঃ**—নগরবাসী; **তে**—তাহারা; **ভক্ষয়িষ্যন্তি**—ভোগ করবেন; **ম্লেচ্ছঃ**—নীচু জাতি; **রাজন্য-রূপিণঃ**—রাজার ন্যায়।

অনুবাদ

ক্ষত্রিয়রাজরূপী এই ম্লেচ্ছগণ প্রজাপীড়ন করবেন, স্ত্রী, বালক, গাভী ও ব্রাহ্মণকে হত্যা করবেন এবং পরস্ত্রী ও পরধন ভোগ করবেন। স্বভাবগত দিক দিয়ে এরা অস্থির প্রকৃতির, চারিত্রিকভাবে অতি দুর্বল এবং অল্পায়ু হবেন। বস্তুতপক্ষে, বৈদিক সংস্কৃতিবিহীন বিধিনিষেধের অনুশীলন বর্জিত হয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আবৃত হয়ে পড়বে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলিতে কলিযুগের অধঃপতিত নেতৃবর্গের প্রজাপীড়নের সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪১

তন্নাথাস্তে জনপদাস্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ ।
অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ ॥ ৪১ ॥

তৎ-নাথাঃ—শাসক হিসেবে ম্লেচ্ছ রাজাদের কথা; **তে**—তারা; **জনপদাঃ**—নগরবাসী; **তৎ**—তাদের; **শীল**—চরিত্র; **আচার**—ব্যবহার; **বাদিনঃ**—ভাষা; **অন্যোন্যতঃ**—পরস্পর; **রাজভিঃ**—রাজাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **ক্ষয়ম্ যাস্যন্তি**—তাঁদের বিনাশ হবে; **পীড়িতাঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

এই ম্লেচ্ছ রাজাদের আশ্রিত প্রজারাও তাদের চরিত্র, ব্যবহার ও ভাষাবিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন। এই সকল প্রজারা পরস্পর ও রাজাদের দ্বারা পীড়িত হয়ে বিনষ্ট হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের শেষে বলা হয়েছে, রাজা রিপুঞ্জয় বা পুরঞ্জয়ের রাজত্বের অবসান হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এক হাজার বৎসর পর, যিনি এই অধ্যায়ের প্রথম উল্লিখিত রাজা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, সুতরাং রাজা পুরঞ্জয় রাজত্ব করতেন চার হাজার বছর পূর্বে, অর্থাৎ শেষ রাজা বিশ্বস্ফূর্জি রাজত্ব করতেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে।

আধুনিক পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবিরা অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় ধর্ম সাহিত্যে কোনও কালক্রমনুসারী ইতিহাস নেই, কিন্তু এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ঐতিহাসিক কালক্রমনুসারী তথ্য নিশ্চিতরূপে সেই হাস্যকর তথ্যকে খণ্ডন করেছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'কলিযুগের অধঃপতিত রাজবংশ' নামক প্রথম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিযুগের লক্ষণ

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে কলিযুগের মন্দ গুণগুলি যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে, তখন পরমেশ্বর ভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে অধার্মিক মানুষদের হত্যা করবেন। তারপর এক নতুন সত্য যুগের সূচনা হবে।

কলিযুগ যতই এগিয়ে যাবে, ততই মানুষের সৎগুণগুলি হ্রাস পাবে এবং অপবিত্র গুণগুলি বৃদ্ধি পাবে। নাস্তিক ধর্মের প্রাধান্য হবে এবং সেগুলি বৈদিক অনুশাসনের স্থান দখল করবে। রাজাগণ কেবল রাহাজান দস্যুতে পরিণত হবে। জনসাধারণ নীচ প্রকৃতির কাজে লিপ্ত হবে এবং সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ শূদ্রপ্রায় হয়ে যাবে। সমস্ত গাভীরা ছাগলের মতো, তপোবনগুলি জড় ভোগে লিপ্ত গৃহের মতো এবং পারিবারিক বন্ধন হবে তাৎক্ষণিক বৈবাহিক সম্পর্ক মাত্র।

কলিযুগের প্রায় শেষের দিকে পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হবেন। তিনি শম্ভল গ্রামের মহান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর নাম হবে কল্কি। তিনি তাঁর দেবদত্ত নামক ঘোড়ায় চড়ে, হাতে অসি নিয়ে, রাজবেশ পরিহিত অসংখ্য দস্যুদের হত্যা করতে করতে পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াবেন। তারপর পরবর্তী সত্যযুগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করবে। যখন চন্দ্র, সূর্য এবং বৃহস্পতি যুগপৎ একই মণ্ডলে প্রবেশ করবে এবং পুষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে, তখনই সত্য যুগ শুরু হবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি যুগ পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

পরবর্তী সত্যযুগে বৈবস্বত মনু থেকে উদ্ভূত চন্দ্রবংশ এবং সূর্যবংশের রাজাদের ভবিষ্যৎ বংশধর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়। এমন কি এখনো দুজন সাধু প্রকৃতির ক্ষত্রিয় জীবিত আছেন যাঁরা এই কলিযুগের শেষ দিকে পবিত্র বিবস্বান তথা সূর্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের পুনঃসংস্থাপন করবেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শান্তনু মহারাজের ভাই দেবাপি এবং অন্যজন হচ্ছেন ইক্ষ্বাকুর বংশধর মরু। তাঁরা কলাপ গ্রামে অজ্ঞাতরূপে তাঁদের সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া ।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—তারপর; **চ**—এবং; **অনুদিনম্**—দিনের পর দিন; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সত্যম্**—সত্য; **শৌচম্**—শুচিতা; **ক্ষমা**—সহিষ্ণুতা; **দয়া**—দয়া; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **বলিনা**—বলশালী; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিত; **নঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে; **আয়ুঃ**—আয়ু; **বলম্**—শক্তি; **স্মৃতিঃ**—স্মরণশক্তি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, তারপর থেকে কলির প্রবল প্রভাবে ধর্ম, সত্যনিষ্ঠা, শুচিতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, দৈহিক বল এবং স্মরণশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, বর্তমান কলিযুগে বস্তুতপক্ষে সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষিত গুণগুলিই ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে। .দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধর্ম, যা মানুষের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধার দ্যোতক, তা হ্রাস পাবে।

পাশ্চাত্য দেশে ঈশ্বরতত্ত্ববিদগণ বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরের আইন সম্পর্কে কোন বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করতে পারেনি, ফলে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মধ্যে এক কঠোর বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়াস স্বরূপ কোন কোন ঈশ্বর তত্ত্ববিদ তাঁদের মতবাদগুলি সংশোধন করতে সম্মত হয়েছেন, তাঁরা প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গেই যে সাদৃশ্য দেখাতে পারবেন, শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান জগতের এমন কি জল্পনা-কল্পনা ভিত্তিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলি যেগুলি অপ্রমাণিত এবং কপটতায় পূর্ণ, সেগুলির সঙ্গেও তাদের সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব হবে। অপরপক্ষে বলা যায়, কিছু গোঁড়া ঈশ্বরতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক পন্থাকেই সামগ্রিকভাবে উপেক্ষা করতে উদ্যত এবং তাদের কতগুলি সেকেলে সাম্প্রদায়িক অন্ধবিচারকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট।

এইভাবে সুসংবদ্ধ বৈদিক তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে, জড় বিজ্ঞান স্থূল ধ্বংসাত্মক জড়বাদে পর্যবসিত হয়েছে, যেক্ষেত্রে জল্পনাকল্পনা ভিত্তিক পাশ্চাত্য দর্শনসমূহও কতগুলি সিদ্ধান্তবিহীন ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তথা আপেক্ষিক নীতি দর্শনের বাহ্য রাগাড়ম্বরের স্তূপে পরিণত হয়েছে মাত্র। জড়বাদী বিশ্লেষণে নিযুক্ত এত বেশী সংখ্যক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য ধর্ম জীবনের এক বিপুল অংশ মূল বৌদ্ধিক স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অযৌক্তিক গোঁড়ামিতে পূর্ণ কতগুলি অপ্রামাণিক রহস্যবাদী মতবাদের কবলীভূত হয়ে পড়েছে। ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ এত বেশী অজ্ঞ হয়ে পড়েছে যে প্রায়শই তারা ধর্ম এবং ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে এই সমস্ত পাঁচমিশালী কাল্পনিক প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। এইভাবে সত্যিকারের ধর্ম, যা হচ্ছে ঈশ্বরের আইনের প্রতি কঠোর এবং সচেতন আনুগত্য, তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে।

সত্যও হ্রাস পাচ্ছে শুধুমাত্র এই কারণে যে মানুষ জানেনা সত্য কী। পরম সত্যকে না জেনে, শুধুমাত্র আপেক্ষিক বা ধরে নেওয়া সত্যের বিপুল সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষ কখনো সুস্পষ্টভাবে জীবনের যথার্থ তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবে না।

সহিষ্ণুতা বা ক্ষমাও হ্রাস পাচ্ছে কেননা নিজেদেরকে পবিত্র করে ঈর্ষা থেকে মুক্ত হওয়ার কোন বাস্তবিক পন্থা মানুষের কাছে নেই। মানুষ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতির স্বীকৃত অনুষ্ঠানে ভগবানের দিব্য নাম জপ কীর্তন করে পবিত্র না হয়, তাহলে তাদের মন ক্রোধ, ঈর্ষা আদি সমস্ত রকমের ক্ষুদ্র চেতনার দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়বে। এইভাবে দয়াও কমে আসছে। ভগবানের দিব্য অস্তিত্বে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্ত জীব নিত্যকাল ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। যখন নাস্তিক্যবাদ এবং অজ্ঞেয়তাবাদের মাধ্যমে জীবের এই অস্তিত্বগত একতা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, মানুষ তখন পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে প্রেরণা বোধ করে না। অন্য জীবের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমেই নিজেদের স্বার্থগতি লাভ হয়—একথা তারা বুঝতে পারে না। বস্তুতপক্ষে, মানুষ আজকাল এমন কি নিজেদের প্রতিও দয়াশীল নয়—যৌন ব্যভিচার, মাংসাহার, তামাক সেবন, মদ্য আদি নেশা ইত্যাদি সহজলভ্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মাধ্যমে তারা নিজেদের নিয়মিতভাবে ধ্বংস করছে।

এই সমস্ত আত্মঘাতী অভ্যাসের ফলে এবং কালের প্রবল প্রভাবে মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান জনসাধারণের বিশ্বাস ভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায়শই বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যাতে তারা ধরে নেয় যে বিজ্ঞান মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিহত শিশুদের সংখ্যা হিসাব করা হয় না। যখন আমরা সমগ্র জনসংখ্যার অনুমিত আয়ুর সঙ্গে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিহত শিশুদের যোগ করা হয়, তখন আমরা দেখতে পাই যে এই কলিযুগে মানুষের গড় আয়ু আদৌ বাড়েনি, বরং তা প্রচণ্ডভাবে কমে যাচ্ছে।*

*১৯৮৪ সালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান তথ্য সংক্ষেপের বর্ণনা অনুসারে, ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৩.৭ মিলিয়ন জীবিত সন্তানের জন্ম হয়েছিল এবং জাতকদের গড় আয়ু হয়েছিল ৭৪.৫ বৎসর। কিন্তু এই সমস্ত জীবিত সন্তানদের সংখ্যার সঙ্গে যখন গর্ভপাতে নিহত ১.৫ মিলিয়ন সন্তানের সংখ্যাকে যোগ করা হয়, তখন গর্ভস্থ শিশুদের গড় আয়ু ৫৩.০ তে নেমে আসে।

দৈহিক বলও কমে আসছে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ, এমন কি পশু এবং বৃক্ষলতাগুলিও ছিল বৃহত্তর এবং অধিকতর বলশালী। কলিযুগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈহিক উচ্চতা এবং শক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে।

স্মৃতি শক্তি নিঃসন্দেহে দুর্বল হচ্ছে। পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মানুষের উন্নততর স্মৃতি শক্তি ছিল। আমরা যেমন আমাদেরকে এক ভয়ঙ্কর আমলাতান্ত্রিক এবং যান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি, তারা সেরকমও কিছু করেনি। এইভাবে লেখার আশ্রয় গ্রহণ না করেও মানুষ অত্যাবশ্যক তথ্য এবং চিরস্থায়ী জ্ঞান ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করেছিল। অবশ্য এই কলিযুগে সবকিছুরই এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে।

শ্লোক ২

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ ।
ধর্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি ॥ ২ ॥

বিত্তম্—সম্পদ; **এব**—কেবল; **কলৌ**—কলিযুগে; **নৃণাম্**—মানুষদের মধ্যে; **জন্ম**—ভাল জন্ম; **আচার**—ভাল আচরণ; **গুণ**—এবং ভাল গুণাবলী; **উদয়ঃ**—প্রকাশের কারণ; **ধর্ম**—ধর্মীয় কর্তব্যের; **ন্যায়**—যুক্তি; **ব্যবস্থায়াম্**—ব্যবস্থায়; **কারণম্**—কারণ; **বলম্**—শক্তি; **এব**—কেবল; **হি**—বাস্তবিকই।

অনুবাদ

কলিযুগে ধনদৌলতই কেবল মানুষের শুভ জন্ম, যথার্থ ব্যবহার এবং সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে। মানুষের গায়ের জোরের ভিত্তিতেই ধর্ম এবং আইন প্রয়োগ করা হবে।

তাৎপর্য

কলিযুগে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে উচ্চশ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয় এবং এ ব্যাপারে তার জ্ঞান, সংস্কৃতি ও ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই যুগে বহু শিল্পকারখানা সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক নগরাদি রয়েছে যেখানে ধনী মানুষদের বসবাসের জন্য সংরক্ষিত অনেক বিলাসবহুল ঘরবাড়ি ইত্যাদি রয়েছে। বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত রাস্তার পাশে আপাত আভিজাত্যে পূর্ণ ঐ সকল বাড়িঘরে বহু বিকৃত, অসৎ এবং পাপপঙ্কিল আচরণ খুঁজে পাওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বৈদিক মানদণ্ড অনুসারে একজন মানুষকে উচ্চশ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা হয় যদি তাঁর ব্যবহার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত

থাকে এবং ব্যবহারকে তখনই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত বলে গণ্য করা হত যখন মানুষ সমস্ত জীবের সুখ বিধানের জন্যই তাঁর কর্মসমূহকে উৎসর্গ করতেন। প্রতিটি জীবই মূলত সুখী, কেননা সমস্ত জীবদেহে এক নিত্য চিৎ কণা রয়েছে যা ভগবানের দিব্য চিন্ময় প্রকৃতিতে অংশগ্রহণ করে। যখন আমাদের স্বরূপগত চিন্ময় জ্ঞান জাগ্রত হয়, তখন আমরা স্বভাবতই আনন্দময় হয়ে উঠি এবং জ্ঞান ও প্রশান্তি লাভ করে তৃপ্ত হই। একজন জ্ঞানী বা শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তাঁর নিজস্ব পারমার্থিক উপলব্ধিকে বিকশিত করা এবং অন্যাদের সেই উন্নত চেতনার আনন্দ আস্বাদনে সাহায্য করা।

মহান পাশ্চাত্য দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন যে, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সদাচারে লিপ্ত হয়। শ্রীল প্রভুপাদও এই সত্যের অনুমোদন করেন। কিন্তু এই কলিযুগে এই অতি সুস্পষ্ট সত্যকেও অগ্রাহ্য করা হচ্ছে এবং সদ্‌গুণ ও জ্ঞান অনুসন্ধানের এই স্থানটি দখল করেছে অর্থ সংগ্রহের এক পাপপূর্ণ পাশবিক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হয়, তারাই হচ্ছে বর্তমান সমাজের "কুকুর শিরোমণি" এবং তাদের খরিদ্দারগণ তাদেরকে সর্বজন শ্রদ্ধেয়, অভিজাত এবং সুশিক্ষিত বলে এক প্রকার সুখ্যাতি দান করে।

এই শ্লোকে আরও বলা হয়েছে যে কলিযুগে পাশবিক বলই ন্যায় এবং বিচার নির্ধারণ করবে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রগতিশীল বৈদিক সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিক জীবন এবং সর্বসাধারণের জীবন ধারার ক্ষেত্রে কোন কৃত্রিম বিভেদ ছিল না। সমস্ত সত্য মানুষই স্বীকার করে নিয়েছিল যে, ভগবান সর্বব্যাপী এবং সমস্ত জীবের উপরই তাঁর আইনের বন্ধন আরোপিত হয়। সুতরাং সংস্কৃত *ধর্ম* শব্দটি মানুষের সামাজিক তথা লৌকিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি মানুষের ধর্মীয় কর্তব্যকেও বুঝিয়ে থাকে। এইভাবে দায়িত্বের সঙ্গে নিজের পরিবারের যত্ন নেওয়া যেমন ধর্ম, ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়াও তেমনি ধর্ম। যাই হোক, এই শ্লোকটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে কলিযুগে "জোর যার মুলুক তার" এই নীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে।

এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কিভাবে এই নীতিটি ভারতের অতীত ইতিহাসে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। অনুরূপভাবে, পাশ্চাত্য জগৎ যখন এশিয়ার ভূখণ্ডে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে আধিপত্য লাভ করল, তার ফলশ্রুতি স্বরূপ এক মিথ্যা প্রচার প্রসার লাভ করেছিল যে ভারতীয় তথা সাধারণভাবে সমস্ত প্রাচ্য ধর্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং দর্শনগুলি হচ্ছে এক প্রকার অবৈজ্ঞানিক সেকেলে চিন্তাধারা—শুধুমাত্র কল্পকাহিনী এবং কুসংস্কার মাত্র।

সৌভাগ্যবশতঃ এই উগ্র এবং অযৌক্তিক মতবাদ এখন দূরীভূত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষ এখন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে লভ্য বিজ্ঞান এবং পারমার্থিক দর্শনের আন্দোলন সৃষ্টিকারী সম্পদকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশ মানব-সমাজের জাতিগত এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শুধু দমন করতে পেরেছে বলেই বহু বুদ্ধিমান মানুষ আজকাল আর চিরাচরিত পাশ্চাত্য ধর্ম কিংবা অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানকে অত্যাবশ্যকরূপে প্রামাণিক বলে গণ্য করেন না। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান কার্যতঃ ধর্মকে পাশ্চাত্য ধর্মাধ্যক্ষদের অন্ধ বিশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করেছে। এইভাবে এখন আশা করা যায় যে, শুধু মাত্র অমার্জিত বাহুবলে নয়, পারমার্থিক বিষয় সম্পর্কে বিতর্ক করা এবং দার্শনিক স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখন সম্ভব হতে পারে।

এই শ্লোকটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে বলবান এবং বলহীনদের মধ্যে আইন বিচারে বৈষম্য আরোপিত হবে। ইতিমধ্যেই বহু জাতির মধ্যে ন্যায় বিচার শুধু তারাই পায় যারা তার ব্যয়ভার বহন করতে পারে এবং এর জন্য সংগ্রাম করতে পারে। একটি সভ্য রাষ্ট্রে, প্রতিটি মানুষ, মহিলা এবং শিশু—সকলেরই ন্যায় বিচারে দ্রুত এবং সমান প্রবেশাধিকার অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। আজকাল একেই আমরা মানবাধিকার বলে থাকি। নিঃসন্দেহে এই মানবাধিকার কলিযুগের এক অতি সুস্পষ্ট দুর্দশা কবলিত বিষয়।

শ্লোক ৩

দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যাবহারিকে ।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি ॥ ৩ ॥

দাম্পত্যে—স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে; **অভিরুচিঃ**—বাহ্য আকর্ষণ; **হেতুঃ**—কারণ; **মায়া**—প্রতারণা; **এব**—বাস্তবিকই; **ব্যবহারিকে**—ব্যবসায়; **স্ত্রীত্বে**—নারীত্বে; **পুংস্ত্বে**—পুরুষত্বে; **চ**—এবং; **হি**—বস্তুত; **রতিঃ**—রতি; **বিপ্রত্বে**—ব্রাহ্মণত্বে; **সূত্রম্**—পৈতা; **এব**—কেবল; **হি**—বস্তুত পক্ষে।

অনুবাদ

শুধু বাহ্য আকর্ষণের ফলেই নারী এবং পুরুষ একত্রে বসবাস করবে। বাণিজ্যে সাফল্য নির্ভর করবে প্রতারণার উপর। রতিক্রিয়ায় দক্ষতা অনুসারে নারীত্ব ও পুরুষত্বের বিচার হবে এবং শুধুমাত্র পৈতা ধারণের মাধ্যমে কোন মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে।

তাৎপর্য

সামগ্রিকভাবে মনুষ্য জীবনে যেহেতু এক মহান এবং গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। তা হচ্ছে পারমার্থিক মুক্তি, তাই বিবাহ এবং শিশু পালনের মতো মানবীয় মৌলিক বিধানগুলিকেও সেই মহান উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান যুগে সম্পূর্ণরূপে না হলেও বিবাহের প্রধান কারণ হচ্ছে যৌন আবেগ।

এই যৌন বেগ যা সমস্ত প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষকে দৈহিকভাবে মিলিত হতে প্রেরণা দেয় এবং উন্নত প্রজাতিদের মধ্যে আবেগমূলক সম্পর্কও স্থাপন করে, তা কিন্তু মূলত কোন স্বাভাবিক বেগ নয়, কেননা তার ভিত্তি হচ্ছে অস্বাভাবিক দেহাত্মবোধ। প্রাণ হচ্ছে এক চিন্ময় বস্তু। আত্মাই বেঁচে থাকে এবং দেহ নামক যন্ত্রটিকে আপাতদৃষ্টিতে জীবন্ত করে রাখে। চেতনা হচ্ছে আত্মার প্রকাশিত শক্তি এবং এইভাবে এই চেতনাই হচ্ছে মূলতঃ ও সম্পূর্ণরূপে এক চিন্ময় ব্যাপার। প্রাণ বা চেতনা যখন কোন জৈবিক যন্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং ভ্রমবশতঃ নিজেকে সেই যন্ত্রের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে, তখনই জড় জীবনের সূচনা হয় এবং যৌন বাসনা জাগ্রত হয়।

এই জড় অস্তিত্বের এই মোহ বন্ধনকে সংশোধন করে শুদ্ধসাত্ত্বিক ঐশ্বরিক অস্তিত্বের অসীম তৃপ্তিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করবার উদ্দেশ্যেই ভগবান এই মনুষ্য জন্ম দান করেছেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেহাত্মবোধ হচ্ছে এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ব্যাপার, তাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে মুহূর্তের মধ্যে জড় ভাবনায় ভাবিত মনের এই চাহিদাকে ভেঙে মুক্ত হওয়া এক কঠিন ব্যাপার। এই জন্যই বৈদিক শাস্ত্র সমূহে পবিত্র বিবাহ ব্যবস্থার অনুমোদন করা হয়েছে যাতে তথাকথিত একজন পুরুষ কোন তথাকথিত নারীর সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ধর্মীয় বিধি নিষেধের ছত্র ছায়ায় আশ্রিত হয়ে বিবাহের মাধ্যমে মিলিত হতে পারে। এইভাবে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু গৃহস্থ তাঁর ইন্দ্রিয়ের জন্য পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেন এবং যুগপৎ ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত ভগবানকেও সন্তুষ্ট করতে পারেন। ভগবান তখন তাঁর জড় বাসনাকে পবিত্র করেন।

কলিযুগে এই গভীর উপলব্ধি প্রায় হারিয়ে গেছে এবং এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, নারী এবং পুরুষ শুধুমাত্র রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা এবং ঝিল্লী প্রভৃতি সমন্বিত এই জড় দেহের পারস্পরিক আকর্ষণের ভিত্তিতেই পশুদের মতো মিলিত হবে। অন্যভাবে বলা চলে, বর্তমান নিরীশ্বরবাদী সমাজে মানুষের দুর্বল এবং ভাসাভাসা বুদ্ধি কদাচিৎ নিত্য আত্মার এই স্থূল জড় আবরণকে ভেদ করতে পারে এবং ফলে গৃহস্থ জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও মূল্যকে হারিয়ে ফেলেছে।

এই শ্লোকে আনুষঙ্গিক যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে এই কলিযুগে একটি নারীকে তখনই "ভাল নারী" বলে গণ্য করা হবে যদি তার যৌন আকর্ষণ করার এবং বস্তুতপক্ষে যৌন জীবনকে ভোগ করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকে। অনুরূপভাবে, যৌন আকর্ষণে সক্ষম পুরুষই "ভাল পুরুষ"। এই বাহ্যিক আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে জড়বাদী চলচ্চিত্র তারকা, সঙ্গীত তারকা এবং বিনোদন শিল্পে জড়িত অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিত্বের প্রতি বিংশ শতাব্দির মানুষের অবিশ্বাস্য মনোযোগ। বস্তুতপক্ষে, বিভিন্ন দেহের সঙ্গে যৌন উপভোগের অভিজ্ঞতা অর্জনের যে প্রয়াস, তা হচ্ছে নতুন বোতলে পুরাতন মদ পান করার মতো। কিন্তু কলিযুগে খুব কম সংখ্যক লোকই তা বুঝতে পারে।

সবশেষে, এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বেশ ধারণের মাধ্যমে কোন মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা পৈতা ধারণ করেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে পুরোহিত শ্রেণীর মানুষেরা বিভিন্ন প্রতীকী পোষাক এবং অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। কিন্তু এই কলিযুগে ভগবান সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্ত্বেও এই সব প্রতীকগুলিই একজন মানুষকে ধর্মনেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত বলে পরিগণিত হবে।

শ্লোক ৪

লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্ ।
অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ ॥ ৪ ॥

লিঙ্গম্—বাহ্য প্রতীক; **এব**—শুধুমাত্র; **আশ্রম-খ্যাতৌ**—কোন মানুষের আশ্রম সম্পর্কে পরিচিতি; **অন্যোন্য**—পরস্পর; **আপত্তি**—বিনিময়ের; **কারণম্**—কারণ; **অবৃত্ত্যা**—জীবিকার অভাবে; **ন্যায়**—বিশ্বাসযোগ্যতায়; **দৌর্বল্যম্**—দুর্বলতা; **পাণ্ডিত্যে**—পাণ্ডিত্যে; **চাপলম্**—চতুরতাপূর্ণ; **বচঃ**—বাক্য।

অনুবাদ

শুধুমাত্র বাহ্য প্রতীক অনুসারে ব্যক্তির আশ্রম নির্ধারণ করা হবে এবং এই ভিত্তিতেই মানুষ এক আশ্রম থেকে পরবর্তী আশ্রমে স্থানান্তরিত হবে। যথেষ্ট উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির নৈতিকতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ আরোপ করা হবে। এবং যিনি খুব বাক্ চাতুর্য প্রদর্শন করতে পারবেন, তাকে বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে গণ্য করা হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে বলা হয়েছিল যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র বাহ্য প্রতীকের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করবেন। আর এই শ্লোকটিতে সেই একই সূত্রের বিস্তার

করে অন্যান্য বর্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেমন ক্ষত্রিয় বা শাসক শ্রেণী, বৈশ্য বা উৎপাদক শ্রেণী এবং চরমে শূদ্র তথা শ্রমিক শ্রেণী।

আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদরা দেখিয়েছেন যে মুলত প্রোটেস্টান্ট নীতির দ্বারা শাসিত সমাজে, দারিদ্র্যকে আলস্য, নোংরামি, মুঢ়তা, দুর্নীতি এবং মুল্যহীন জীবনের লক্ষণ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তবে ঈশ্বর ভাবনায় ভাবিত সমাজে অনেক মানুষ আছেন যারা জড় সম্পত্তি অর্জনে আত্ম নিয়োগ না করে স্বেচ্ছায় জ্ঞানানুসন্ধান তথা পারমার্থিক জীবন যাপনে জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এইভাবে সরল এবং তপস্যাপূর্ণ জীবনের প্রতি অধিকতর প্রাধান্য আরোপ করা বুদ্ধি ও আত্মসংযম তথা জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতি এক গভীর অনুভূতিরই দ্যোতক। অবশ্য শুধুমাত্র দারিদ্র্যই এই গুণগুলি প্রতিষ্ঠিত করে না, কিন্তু অনেক সময় এই সকল গুণের ফলেই দারিদ্র্য আসতে পারে। যাই হোক, কলিযুগে এই সম্ভাবনার কথা মানুষ প্রায়শই ভুলে যায়।

বিভ্রান্ত এই কলিযুগে মানুষের জ্ঞান গরিমা আর একটি দুর্দশাগ্রস্ত বিষয়। আধুনিক তথাকথিত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা শিক্ষার প্রতিটি বিভাগের জন্য এক প্রকার রহস্যময় পারিভাষিক শব্দভাণ্ডারের সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তারা বক্তৃতা দেন, মানুষ তাদেরকে পণ্ডিত বলে মনে করে শুধুমাত্র এই কারণে যে তাদের এমন সব কথা বলার সামার্থ্য আছে যা অন্য আর কেউ বুঝতে পারে না। সর্বপ্রথমে গ্রীক তার্কিকগণ জ্ঞান ও শুদ্ধতার উর্ধ্বে এই বাগ্মিতা তথা ভাষাগত দক্ষতার পক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে যুক্তি দেখাতে থাকেন এবং নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীতে এই তার্কিক দক্ষতা বিশেষভাবে বিকশিত হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞান খুব কমই রয়েছে, যদিও তাদের কাছে অসংখ্য পারিভাষিক তথ্যাদি রয়েছে। যদিও বহু আধুনিক চিন্তাবিদ্ উন্নত পারমার্থিক সত্য সম্পর্কে মুলত অজ্ঞ, তবু বলতে হয় যে, তারা শুধু "বাক্য বাগীশ" এবং অধিকাংশ লোক তাদের অজ্ঞতাকে ধরতেই পারেন না।

শ্লোক ৫

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু ।
স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্ ॥ ৫ ॥

অনাঢ্যতা—দারিদ্র্য; **এব**—শুধু; **অসাধুত্বে**—অসাধুতায়; **সাধুত্বে**—সাধুতা বা সাফল্যে; **দম্ভঃ**—কপটতা; **এব**—কেবল; **তু**—এবং; **স্বীকারঃ**—মৌখিক স্বীকৃতি; **এব**—কেবল; **চ**—এবং; **উদ্বাহে**—বিবাহে; **স্নানম্**—জলে স্নান করা; **এব**—কেবল; **প্রসাধনম্**—দেহের প্রসাধন।

অনুবাদ

কোন মানুষের হাতে যদি টাকা না থাকে, তাকে অসাধু বলে গণ্য করা হবে। ভণ্ডামিকে গুণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং মানুষ মনে করবে যে শুধুমাত্র স্নান করলেই তিনি জনসমাজে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

তাৎপর্য

দম্ভ শব্দে স্বঘোষিত ধর্মপরায়ণ ভণ্ডদের বুঝিয়ে থাকে—যারা সাধু হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা তৎপর নয়, কিন্তু সাধু সাজার ব্যাপারে খুবই তৎপর। কলিযুগে বরং এই সব স্বঘোষিত ধর্মপরায়ণ ভণ্ড ধর্মীয় গোঁড়াদেরই প্রাধান্য যারা দাবী করে, তাদের পথই একমাত্র পথ, একমাত্র সত্য এবং একমাত্র আলোক। বহু মুসলমান দেশে এই মনোভাবের ফলশ্রুতিরূপেই ধর্মীয় স্বাধীনতাকে পাশবিক শক্তির দ্বারা অবদমিত করা হয়েছে এবং এইভাবে দিব্য জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত যুক্তি বিনিময়ের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাধীন ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশের এক প্রকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এমন কি পাশ্চাত্য দেশেও, ঐ সব স্বঘোষিত ধর্মপরায়ণ ভণ্ডেরা অন্যান্য ধর্মের নিষ্ঠাবান সাধুদের শয়তান এবং বর্বর বলে গণ্য করে।

পাশ্চাত্যদেশের ধর্মীয় গোঁড়ারা সাধারণতঃ ধূমপান, মদ্যপান, যৌনতা, জুয়া এবং পশু হত্যা আদি বহু বদ অভ্যাসে আসক্ত। যদিও কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের অনুগামীরা কঠোরভাবে অবৈধ যৌন জীবন বর্জন করেন, নেশা, জুয়া ও পশু হত্যা বর্জন করেন, এবং যদিও তারা অবিশ্রান্তভাবে ভগবানের গুণকীর্তনে তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেন, তবুও স্বঘোষিত ধর্মপরায়ণ ভণ্ডেরা দাবী করে যে ঐসব কঠোর তপস্যা এবং ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে "শয়তানের কৌশল"। এইভাবে পাপীরাই ধার্মিকরূপে উৎসাহিত হচ্ছে এবং সাধুদেরকে অসুররূপে নিন্দা করা হচ্ছে। পারমার্থিক জীবনের অত্যাবশ্যক মৌলিক মানদণ্ডকে হৃদয়ঙ্গম করার নিদারুণ অসামার্থ্য হচ্ছে কলিযুগের এক প্রধান লক্ষণ।

এই যুগে বিবাহ ব্যবস্থার অধঃপতন ঘটবে। বস্তুতপক্ষে ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে বিবাহের ছাড়পত্রকে কখনো কখনো "শুধুমাত্র এক টুকরা কাগজ" বলে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করা হয়েছে। বিবাহের পারমার্থিক উদ্দেশ্যের কথা ভুলে এবং যৌনতাকেই পারিবারিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলে ভুল বুঝাবুঝির ফলে কামুক নারী এবং পুরুষেরা বৈধ সম্পর্কের কষ্টকর আনুষ্ঠানিকতা এবং দায়িত্বকে বর্জন করে সরাসরি কাম উপভোগে লিপ্ত হচ্ছে। ঐ সব বোকা লোকেরা যুক্তি দেখায়

যে "যৌনতা হচ্ছে স্বাভাবিক"। কিন্তু যৌনতা যদি স্বাভাবিক হয়, গর্ভধারণ এবং সন্তানের জন্ম দেওয়াও সমানভাবেই স্বাভাবিক। একটি শিশুর পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক যে সে একজন স্নেহময় পিতা এবং স্নেহময়ী মাতার দ্বারা লালিত পালিত হবে এবং বস্তুতপক্ষে সারা জীবন ধরে একই পিতা বা মাতাকে লাভ করবে। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় একথা নিশ্চিত হয়েছে যে পিতা এবং মাতা—উভয়ের যত্নই শিশুর প্রয়োজন হয় এবং এইভাবে একথা সুস্পষ্ট যে যৌন জীবনের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী বিবাহ ব্যবস্থার আয়োজন করাই স্বাভাবিক। ভণ্ড মানুষেরা উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে এটি হচ্ছে স্বাভাবিক"। কিন্তু যৌন জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি গর্ভসঞ্চারকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তারা গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেগুলি নিঃসন্দেহে গাছে জন্মায় না। বস্তুতপক্ষে এই সমস্ত গর্ভ নিরোধক বস্তুগুলি আদৌ স্বাভাবিক নয়। এইভাবে কলিযুগে ভণ্ডামি এবং বোকামিরই প্রাচুর্য দেখা যায়।

এই শ্লোকের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে বর্তমান যুগে মানুষ যথাযথভাবে তাদের দেহকে অলঙ্কৃত করার ব্যাপারে অবহেলা করবে। মানুষের কর্তব্য বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় অলঙ্কারে তার দেহকে সজ্জিত করা। বৈষ্ণবগণ ভগবানের পবিত্র নাম সমন্বিত এবং আশীর্বাদপুষ্ট তিলক চিহ্ন দ্বারা তাদের দেহকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এই কলিযুগে ধর্মীয় এবং এমন কি জড় জাগতিক আনুষ্ঠানিকতা সমূহকেও নির্বিচারে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

দূরে বার্যয়নং তীর্থং লাবণ্যং কেশধারণম্ ।
উদরম্ভরতা স্বার্থঃ সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি ।
দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোঽর্থে ধর্মসেবনম্ ॥ ৬ ॥

দূরে—দূরে অবস্থিত; **বারি**—জল; **অয়নম্**—জলাশয়; **তীর্থম্**—তীর্থ; **লাবণ্যম্**—লাবণ্য; **কেশ**—চুল; **ধারণম্**—বহন করে; **উদরম্-ভরতা**—উদর পূর্তি; **স্ব-অর্থঃ**—জীবনের লক্ষ্য; **সত্যত্বে**—তথা-কথিত সত্যে; **ধার্ষ্ট্যম্**—ধৃষ্টতা; **এব**—শুধুমাত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দাক্ষ্যম্**—দক্ষতা; **কুটুম্বভরণম্**—পরিবার ভরণ পোষণ করা; **যশঃ**—যশ; **অর্থে**—জন্য; **ধর্ম-সেবনম্**—ধর্ম অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

দূরে অবস্থিত জলাশয়কেই তীর্থরূপে গণ্য করা হবে এবং মানুষের কেশ বিন্যাসকেই সৌন্দর্য বলে মনে করা হবে। উদরপূর্তিই হবে জীবনের লক্ষ্য এবং

ধৃষ্ট ব্যক্তিকে সত্যনিষ্ঠ বলে স্বীকার করা হবে। পরিবার ভরণপোষণে সক্ষম ব্যক্তিকে সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে এবং শুধুমাত্র খ্যাতি অর্জনের জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা হবে।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে বহু তীর্থক্ষেত্র রয়েছে যার উপর দিয়ে পবিত্র নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বোকা লোকেরা এই সমস্ত নদীতে স্নান করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে, কিন্তু তারা সেই সমস্ত তীর্থে বসবাসকারী অভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে কোন উপদেশ গ্রহণ করে না। পারমার্থিক জ্ঞানের অনুসন্ধান করবার জন্যই তীর্থস্থানে যাওয়া উচিত, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করবার জন্য নয়।

এই যুগে, মানুষ অবিশ্রান্তভাবে বিভিন্ন কৌশলে তাদের কেশ বিন্যাস করে তাদের মুখের সৌন্দর্য ও যৌনতাকে বৃদ্ধি করতে চায়। তারা জানে না যে, প্রকৃত সৌন্দর্য আসে হৃদয় তথা আত্মা থেকে এবং একমাত্র একজন শুদ্ধ মানুষই কেবল প্রকৃতপক্ষে আকর্ষণীয় হতে পারে। এই যুগে সমস্যাদি যেহেতু বৃদ্ধি পাবে, তাই উদরপূর্তিই হবে মানুষের সাফল্যের চাবিকাঠি এবং যিনি তার নিজের পরিবার ভরণ পোষণ করতে পারবে, তাকেই অর্থনৈতিক ব্যাপারে সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে। পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে অত্যাবশ্যক জ্ঞানলাভ না করেই শুধুমাত্র খ্যাতি অর্জনের জন্যই মানুষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান করবে।

শ্লোক ৭

এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে ।
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রজাভিঃ**—প্রজাদের দ্বারা; **দুষ্টাভিঃ**—দুষ্ট; **আকীর্ণে**—জনাকীর্ণ হয়ে; **ক্ষিতি-মণ্ডলে**—পৃথিবী; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে; **বিট্**—বৈশ্যগণ; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়গণ; **শূদ্রাণাম্**—এবং শূদ্রগণ; **যঃ**—যিনি; **বলী**—সবচেয়ে শক্তিশালী; **ভবিতা**—হবে; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথিবী যখন দুষ্ট প্রজাদের দ্বারা জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে যিনিই নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবেন।

শ্লোক ৮

প্রজা হি লুব্ধৈরাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্ ॥ ৮ ॥

প্রজাঃ—প্রজাগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **লুব্ধৈঃ**—প্রলুব্ধ; **রাজন্যৈঃ**—রাজন্যবর্গের দ্বারা; **নির্ঘৃণৈঃ**—নির্দয়; **দস্যু**—দস্যু; **ধর্মভিঃ**—স্বভাব অনুসারে কর্ম করে; **আচ্ছিন্ন**—ছিনিয়ে নিয়ে; **দার**—তাদের স্ত্রী; **দ্রবিণাঃ**—সম্পত্তি; **যাস্যন্তি**—যাবে; **গিরি**—পর্বতে; **কাননম্**—বনে।

অনুবাদ

ঐ সমস্ত লোভী, নিষ্ঠুর দস্যু স্বভাব রাজারা প্রজাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজারা পর্বত-জঙ্গলে পলায়ন করবে।

শ্লোক ৯

শাকমূলামিষক্ষৌদ্র-ফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ ।
অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ ॥ ৯ ॥

শাক—শাকপাতা; **মূল**—মূল; **আমিষ**—মাংস; **ক্ষৌদ্র**—বন্যমধু; **ফল**—ফল; **পুষ্প**—ফুল; **অষ্টি**—বীজ; **ভোজনাঃ**—খেয়ে; **অনাবৃষ্ট্যা**—খরার দরুণ; **বিনঙ্ক্ষ্যন্তি**—তারা বিনষ্ট হবে; **দুর্ভিক্ষ**—দুর্ভিক্ষের দ্বারা; **কর**—কর; **পীড়িতাঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

অতিরিক্ত কর এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পীড়িত হয়ে মানুষ শাক পাতা, বৃক্ষমূল, মাংস, বন্যমধু, ফল, ফুল এবং ফলের বীজ খেতে শুরু করবে। খরায় পীড়িত হয়ে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত প্রামাণিকভাবে আমাদের এই সমাজের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করছে। বৃক্ষ থেকে বিচ্যুত পাতা যেমন ম্লান হয়ে শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে, ঠিক তেমনি মানব সমাজ যখন পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাও ম্লান হয়ে পড়ে এবং হিংসা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ তাদের একতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের রকেট এবং কম্পিউটারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, পরমেশ্বর যদি বৃষ্টি না পাঠান, তাহলে সকলেই আমরা অনাহারে থাকব।

শ্লোক ১০

শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্‌হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ ।
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্স্যন্তে চ চিন্তয়া ॥ ১০ ॥

শীত—শীতের দ্বারা; **বাত**—বাতাস; **আতপ**—সূর্যের তাপ; **প্রাবৃট্‌**—প্রচণ্ড বর্ষণ; **হিমৈঃ**—তুষার পাত; **অন্যোন্যতঃ**—ঝগড়ার দ্বারা; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধায়; **তৃড়্‌ভ্যাম্**—তৃষ্ণায়; **ব্যাধিভিঃ**—ব্যাধির দ্বারা; **চ**—ও; **এব**—বাস্তবিকই; **সন্তপ্স্যন্তে**—সন্তপ্ত হবে; **চ**—এবং; **চিন্তয়া**—উদ্বেগে।

অনুবাদ

তুষারপাত, প্রবল বর্ষণ, প্রখর তাপ, ঝড় এবং ঠাণ্ডায় মানুষ অশেষ কষ্ট ভোগ করবে। ঝগড়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ এবং প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তারা আরও সন্তপ্ত হবে।

শ্লোক ১১

ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্ ॥ ১১ ॥

ত্রিংশৎ—ত্রিশ; **বিংশতি**—এবং কুড়ি; **বর্ষাণি**—বৎসর; **পরম-আয়ুঃ**—সর্বোচ্চ আয়ু; **কলৌ**—কলিযুগে; **নৃণাম্**—মানুষের।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষের সর্বোচ্চ পরমায়ু হবে পঞ্চাশ বছর।

শ্লোক ১২-১৬

ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্ ॥ ১২ ॥
পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু ।
চৌর্যানৃতবৃথাহিংসানানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু ॥ ১৩ ॥
শূদ্রপ্রায়েষু বর্ণেষু ছাগপ্রায়াসু ধেনুষু ।
গৃহপ্রায়েষ্বাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু ॥ ১৪ ॥
অণুপ্রায়াস্বোষধীষু শমীপ্রায়েষু স্থাস্নুষু ।
বিদ্যুৎপ্রায়েষু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু ॥ ১৫ ॥
ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্মিষু ।
ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

ক্ষীয়মাণেষু—ক্ষুদ্রতর হয়ে; **দেহেষু**—দেহ সমূহ; **দেহিনাম্**—সমস্ত জীবদের; **কলিদোষতঃ**—কলিযুগের দোষের দ্বারা; **বর্ণ-আশ্রম-বতাম্**—বর্ণাশ্রম সমাজের সদস্যদের; **ধর্মে**—যখন তাদের ধর্ম; **নষ্টে**—নষ্ট হয়েছে; **বেদ-পথে**—বৈদিক পন্থা; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষদের জন্য; **পাষণ্ড-প্রচুরে**—প্রধানতঃ নাস্তিক্যবাদ; **ধর্মে**—ধর্ম; **দস্যু-প্রায়েষু**—প্রধানতঃ দস্যুতস্কর; **রাজসু**—রাজাগণ; **চৌর্য**—চৌর্যবৃত্তি; **অনৃত**—মিথ্যা; **বৃথা-হিংসা**—বৃথা পশুহত্যা; **নানা**—নানারকম; **বৃত্তিষু**—তাদের পেশা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নৃষু**—মানুষ যখন; **শূদ্র-প্রায়েষু**—প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীভুক্ত শূদ্র; **বর্ণেষু**—তথাকথিত বর্ণ সমূহ; **ছাগ-প্রায়েষু**—প্রায় ছাগলের মতো; **ধেনুষু**—গাভীসমূহ; **গৃহ-প্রায়েষু**—ঠিক ভোগবাদী বাড়ীর মতো; **আশ্রমেষু**—আশ্রম সমূহ; **যৌন-প্রায়েষু**—বিবাহ থেকে অধিক কিছু নয়; **বন্ধুষু**—পারিবারিক বন্ধন; **অণু প্রায়াসু**—প্রধানতঃ অতি ক্ষুদ্র; **ওষধীষু**—বৃক্ষ লতা সমূহ; **শমী-প্রায়েষু**—ঠিক যেন শমী গাছের মতো; **স্থানুষু**—সমস্ত গাছ; **বিদ্যুৎ-প্রায়েষু**—সর্বদা বিদ্যুৎ প্রকাশ করে; **মেঘেষু**—মেঘ সমূহ; **শূন্য-প্রায়েষু**—ধর্মহীন; **সদ্মসু**—বাড়ীঘর; **ইত্থম্**—এইভাবে; **কলৌ**—কলিযুগ; **গতপ্রায়ে**—গত প্রায়; **জনেষু**—জনগণ; **খর-ধর্মিষু**—যখন তারা গাধার মতো স্বভাব বিশিষ্ট হবে; **ধর্মত্রাণায়**—ধর্ম রক্ষার জন্য; **সত্ত্বেন**—শুদ্ধ সত্ত্বগুণে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অবতরিষ্যতি**—অবতরণ করবেন।

অনুবাদ

কলিযুগ যখন শেষের পথে, তখন সমস্ত জীবের দৈহিক আকৃতি বিপুলভাবে কমে আসবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের ধর্মীয় বিধিনিষেধ সব ধ্বংস হবে। মানব সমাজে বৈদিক পন্থা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে এবং তথাকথিত ধর্মগুলি হবে প্রধানতঃ নাস্তিক্যবাদী। রাজারা হবে দস্যুতস্কর প্রায়, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ এবং অনাবশ্যক হিংসা হবে মানুষের পেশা। সমস্ত বর্ণের মানুষ নিম্নতম শূদ্রস্তরে অধঃপতিত হবে। গাভীগুলি হবে প্রায় ছাগলের মতো, আশ্রম তপোবনগুলির সঙ্গে জড়বাদী বাড়ীঘরের কোন পার্থক্য থাকবে না, তাৎক্ষণিক বিবাহ বন্ধনই হবে পারিবারিক বন্ধন। অধিকাংশ বৃক্ষলতা হবে ক্ষুদ্র, সমস্ত গাছগুলি দেখতে হবে খর্বাকৃতি শমী গাছের মতো। মেঘে শুধু বিদ্যুৎ চমকানি দেখা যাবে, বাড়ীঘর হবে ধর্মহীন এবং সমস্ত মানুষ গাধার মতো হয়ে যাবে। সেই সময় পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের শক্তিতে কার্য করে তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন।

তাৎপর্য

এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে এই শ্লোকসমূহ এই যুগের অধিকাংশ তথাকথিত ধর্মকে নাস্তিক্যবাদী বলে বর্ণনা করেছে *(পাষণ্ড-প্রচুরে ধর্মে)*। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই

ভবিষ্যদ্বাণীকে নিশ্চিত করে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট বিধান জারি করেছেন যে, কোন বিশ্বাস বা মতবাদকে ধর্মরূপে পরিগণিত হতে হলে কোন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এছাড়া প্রায়শ প্রাচ্য থেকে আমদানী করা বহু নাস্তিক্যবাদী তথা শূন্যবাদী বিশ্বাস আধুনিক নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যারা চিরাচরিতভাবে রহস্যবাদী গ্রন্থাদি রচনা করে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শূন্যবাদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে থাকে।

এই শ্লোকগুলি কলিযুগের বহু অপ্রীতিকর লক্ষণ সম্পর্কে এক প্রাণবন্ত বর্ণনা উপস্থাপিত করেছে। অবশেষে, এই যুগের শেষভাগে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন এবং পৃথিবীর বক্ষ থেকে কট্টর অসুরদের দূরীভূত করবেন।

শ্লোক ১৭

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ ।
ধর্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম কর্মাপনুত্তয়ে ॥ ১৭ ॥

চর-অচর—সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী; **গুরোঃ**—গুরুদেবের; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অখিল**—সমগ্র; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **ধর্ম-ত্রাণায়**—ধর্ম রক্ষার জন্য; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **অপনুত্তয়ে**—নিবৃত্তির জন্য।

অনুবাদ

চরাচর সমস্ত জীবের গুরু ও পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধর্মরক্ষার জন্য এবং সাধু-ভক্তদের জড় জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে ত্রাণ করার জন্য এ জগতে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ১৮

শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

শম্ভল-গ্রাম—শম্ভলগ্রামে; **মুখ্যস্য**—মুখ্য প্রজার; **ব্রাহ্মণস্য**—ব্রাহ্মণের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **ভবনে**—গৃহে; **বিষ্ণুযশসঃ**—বিষ্ণুযশার; **কল্কি**—ভগবান কল্কি; **প্রাদুর্ভবিষ্যতি**—আবির্ভূত হবেন।

অনুবাদ

ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে আবির্ভূত হবেন।

শ্লোক ১৯-২০

অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ ।
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ ।
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥ ২০ ॥

অশ্বম্—তাঁর অশ্ব; **আশু-গম্**—দ্রুতগামী; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **দেবদত্তম্**—দেবদত্ত নামক; **জগৎ-পতিঃ**—জগতের স্বামী; **অসিনা**—তাঁর তলোয়ার নিয়ে; **অসাধু-দমনম্**—অসাধু দমনকারী (ঘোড়া); **অষ্ট**—আট প্রকার; **ঐশ্বর্য**—যোগৈশ্বর্য; **গুণ**—পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলী; **অন্বিতঃ**—অন্বিত; **বিচরন্**—বিচরণ করে; **আশুনা**—তীব্র; **ক্ষৌণ্যাম্**—পৃথিবীর উপর; **হয়েন**—তাঁর ঘোড়ার দ্বারা; **অপ্রতিম্**—অপ্রতিদ্বন্দ্বী; **দ্যুতি**—যাঁর প্রভা; **নৃপ-লিঙ্গ**—রাজার পোষাক পরে; **ছদঃ**—ছদ্মবেশে; **দস্যূন্**—দস্যুতস্কর; **কোটিশঃ**—কোটি কোটি; **নিহনিষ্যতি**—হত্যা করবেন।

অনুবাদ

জগৎপতি ভগবান কল্কি তাঁর দ্রুতগামী দেবদত্ত নামক ঘোড়ায় চড়ে, হাতে অসি নিয়ে তাঁর আট প্রকার যোগৈশ্বর্য এবং আট প্রকার বিশেষ ভগবৎ-ঐশ্বর্য প্রকট করে পৃথিবীর উপর বিচরণ করবেন। তাঁর অপ্রতিম প্রভা প্রদর্শন করে এবং অতি দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে তিনি কোটি কোটি রাজপোষাক পরিহিত দস্যু তস্করদের হত্যা করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলি ভগবান কল্কির রোমাঞ্চকর লীলা সম্পর্কে বর্ণনা করছে। বিদ্যুৎবেগে ধাবিত এক চমৎকার ঘোড়ায় আরোহণ করে এক শক্তিশালী সুপুরুষ হাতে তলোয়ার নিয়ে নিষ্ঠুর আসুরিক মানুষদের তাড়িত করে ধ্বংস করছেন—এই দৃশ্যে যে কেউ আকৃষ্ট হবেন।

অবশ্য গোঁড়া জড়বাদীরা যুক্তি দেখাতে পারে যে ভগবান কল্কির এই চিত্রটি হচ্ছে মানুষের কল্পনা প্রসূত এক ধারণা যাতে ঈশ্বরে মানুষের দেহ বা ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট এক পৌরাণিক দেবতা এবং যাঁরা এক উন্নততর সত্তার বিশ্বাস করার প্রয়োজন বোধ করেন, তাঁরাই এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিগ্রাহ্য নয় এবং এটি কিছু প্রমাণও করে না। এটি হচ্ছে কিছু লোকের মতামত মাত্র। আমাদের জলের প্রয়োজন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষ জল সৃষ্টি করে। আমাদের খাদ্য, অক্সিজেন এবং আরও

বহু জিনিসের প্রয়োজন যা আমরা সৃষ্টি করি না। যেহেতু সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি যে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তার সঙ্গে বাহ্য জগতে অস্তিশীল বস্তুগুলির মিল রয়েছে, তা থেকে এটাই নির্দেশিত হচ্ছে যে আমরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি, তাই বস্তুতপক্ষেও ভগবান আছেন। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃতি আমাদের সেই সব বিষয়ের প্রয়োজন বোধের প্রবৃত্তি দিয়েই ভূষিত করেছে যেগুলি বস্তুতপক্ষে রয়েছে এবং যেগুলি বাস্তবিকই আমাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, আমরা ভগবানকে লাভ করার প্রয়োজন বোধ করি, কেননা আমরা বস্তুতই ভগবানের অংশ এবং তাঁকে ছাড়া বাঁচতে পারি না। কলিযুগের শেষভাগে এই ভগবানই সর্বশক্তিমান কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন এবং অসুরদের দ্বারা উৎপন্ন কলুষকে পরাভূত করবেন।

শ্লোক ২১

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈঃ ।
বাসুদেবাঙ্গরাগাতিপুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাম্ ।
পৌরজানপদানাং বৈ হতেষ্খিলদস্যুষু ॥ ২১ ॥

অথ—তারপর; **তেষাম্**—তাদের; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **মনাংসি**—মন; **বিশদানি**—স্বচ্ছ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বাসুদেব**—ভগবান বাসুদেবের; **অঙ্গ**—দেহের; **রাগ**—প্রসাধনী থেকে; **অতিপুণ্য**—সবচেয়ে পবিত্র; **গন্ধ**—সুগন্ধযুক্ত; **অনিল**—বায়ুর দ্বারা; **স্পৃশাম্**—যারা স্পর্শ পেয়েছে; **পৌর**—পুরবাসীদের; **জানপদানাম্**—ক্ষুদ্রতর শহর এবং গ্রামের বাসিন্দাগণ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হতেষু**—যখন তারা নিহত হয়েছে; **অখিল**—সমগ্র; **দস্যুষু**—দস্যু রাজাগণ।

অনুবাদ

দস্যু রাজাগণ নিহত হলে পুরবাসী এবং জনপদ বাসীরা ভগবান বাসুদেবের অঙ্গরাগ তথা চন্দন লেপনের অতি পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী বায়ুর গন্ধ অনুভব করবেন এবং এর ফলে তাদের মন দিব্যভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে।

তাৎপর্য

নাটকীয়ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার এই মহান অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা করা চলে না। কলিযুগের শেষভাগে অসুরদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধীযুক্ত চিন্ময় বায়ু প্রবাহিত হবে এবং এইভাবে এক অতি মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

শ্লোক ২২

তেষাং প্রজাবিসর্গশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সম্ভবিষ্যতি ।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বমূর্তৌ হৃদি স্থিতে ॥ ২২ ॥

তেষাম্—তাদের; **প্রজা**—প্রজাদের; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **চ**—এবং; **স্থবিষ্ঠঃ**—প্রচুর; **সম্ভবিষ্যতি**—হবে; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর; **সত্ত্ব-মূর্তৌ**—তাঁর শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিন্ময় রূপে; **হৃদি**—তাঁদের হৃদয়ে; **স্থিতে**—যখন তিনি স্থিত হবেন।

অনুবাদ

ভগবান বাসুদেব যখন তাঁর শুদ্ধ সাত্ত্বিক দিব্য চিন্ময়রূপে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হবেন, অবশিষ্ট নাগরিকেরা তখন পুনরায় এই পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রজা সৃষ্টি করবেন।

শ্লোক ২৩

যদাবতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্মপতির্হরিঃ ।
কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্ত্বিকী ॥ ২৩ ॥

যদা—যখন; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হবেন; **ভগবান্**—ভগবান; **কল্কিঃ**—কল্কি; **ধর্ম-পতিঃ**—ধর্মপতি; **হরিঃ**—পরমেশ্বর শ্রীহরি; **কৃতম্**—সত্যযুগ; **ভবিষ্যতি**—শুরু হবে; **তদা**—তখন; **প্রজা-সূতিঃ**—প্রজা সৃষ্টি; **চ**—এবং; **সাত্ত্বিকী**—সাত্ত্বিকভাবাপন্ন।

অনুবাদ

কল্কিরূপে ধর্মপতি পরমেশ্বর ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন তখন সত্য যুগের সূচনা হবে এবং মানব সমাজ তখন সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট সন্তানদের জন্ম দান করবে।

শ্লোক ২৪

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী ।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥ ২৪ ॥

যদা—যখন; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **চ**—এবং; **সূর্যঃ**—সূর্য; **চ**—এবং; **তথা**—ও; **তিষ্য**—তিষ্যা নক্ষত্র (৩ডিগ্রী ২০মিনিট থেকে ১৬ডিগ্রী ৪০মিনিট বা কর্কট পর্যন্ত প্রসারিত, যা পুষ্যা নক্ষত্র নামে অধিক পরিচিত); **বৃহস্পতি**—বৃহস্পতি গ্রহ; **এক-রাশৌ**—একই রাশিতে (কর্কট); **সমেষ্যন্তি**—যুগপৎ প্রবেশ করবে; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **তদা**—তখন; **কৃতম্**—সত্যযুগ।

অনুবাদ

যখন চন্দ্র, সূর্য এবং বৃহস্পতি যুগপৎ কর্কট রাশিতে অবস্থান করবে এবং এই তিনটিই একযোগে পুষ্যা নামক চান্দ্র নক্ষত্রে প্রবেশ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে সত্য তথা কৃতযুগের সূচনা হবে।

শ্লোক ২৫

যেঽতীতা বর্তমানা যে ভবিষ্যন্তি চ পার্থিবাঃ।
তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমসূর্যয়োঃ ॥ ২৫ ॥

যে—যারা; **অতীতাঃ**—অতীত; **বর্তমানাঃ**—বর্তমান; **যে**—যারা; **ভবিষ্যন্তি**—ভবিষ্যতে হবে; **চ**—এবং; **পার্থিবাঃ**—পৃথিবীর রাজাগণ; **তে** তে—তাদের সকলে; **উদ্দেশতঃ**—সংক্ষেপে উদ্দেশ করে; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **বংশীয়াঃ**—বংশীয়গণ; **সোম-সূর্যয়োঃ**—সূর্য এবং চন্দ্রদেব।

অনুবাদ

এইভাবে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত রাজাদের সম্পর্কে আমি বর্ণনা করলাম, যাঁরা ছিলেন চন্দ্র এবং সূর্য বংশীয়।

শ্লোক ২৬

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ২৬ ॥

আরভ্য—আরম্ভ করে; **ভবতঃ**—আপনি (পরীক্ষিত); **জন্ম**—জন্ম; **যাবৎ**—এখন পর্যন্ত; **নন্দ**—মহানন্দীর পুত্র মহারাজ নন্দের; **অভিষেচনম্**—অভিষেক; **এতৎ**—এই; **বর্ষ**—বৎসর; **সহস্রম্**—এক হাজার; **তু**—এবং; **শতম্**—এক শত; **পঞ্চদশ**—আরও পঞ্চাশ।

অনুবাদ

আপনার জন্ম থেকে নন্দ মহারাজের অভিষেক পর্যন্ত ১,১৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আগে যদিও প্রায় দেড় হাজার বছরের রাজবংশের বর্ণনা করেছেন, তবুও বুঝা যাচ্ছে যে এই সব রাজাদের মধ্যে অনেকেই একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং এখানে উপস্থাপিত পরম্পরার হিসাবটি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ২৭-২৮

সপ্তর্ষীণাং তু যৌ পূর্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি ।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥ ২৭ ॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্ ।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কাল অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥ ২৮ ॥

সপ্ত-ঋষীণাম্—সপ্তর্ষি তারামণ্ডল (পাশ্চাত্য দেশে যা আরসা মেজর নামে পরিচিত); **তু**—এবং; **যৌ**—যে দুটি নক্ষত্র; **পূর্বৌ**—আগে; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **উদিতৌ**—উদিত; **দিবি**—আকাশে; **তয়োঃ**—এই দুটির (পুলহ এবং ক্রতু নামক); **তু**—এবং; **মধ্যে**—মধ্যে; **নক্ষত্রম্**—চান্দ্র নক্ষত্র; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **যৎ**—যা; **সমম্**—স্বর্গীয় দ্রাঘিমা রেখা বরাবর, তাদের মধ্যবিন্দু হিসাবে; **নিশি**—রাত্রির আকাশে; **তেন**—সেই চান্দ্র নক্ষত্রের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ঋষয়**—সপ্তর্ষি; **যুক্তাঃ**—যুক্ত; **তিষ্ঠন্তি**—তারা থাকে; **অব্দ শতম্**—একশত বৎসর; **নৃণাম্**—মানুষের; **তে**—এই সাতজন ঋষি; **ত্বদীয়ে**—আপনার; **দ্বিজাঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ; **কালে**—কালে; **অধুনা**—এখন; **চ**—এবং; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রিত; **মঘাঃ**—মঘা নক্ষত্রে।

অনুবাদ

সপ্তর্ষির সাতটি নক্ষত্রের মধ্যে পুলহ এবং ক্রতুই রাত্রির আকাশে প্রথম উদিত হয়। তাদের মধ্যবিন্দুতে যদি উত্তরমুখী এবং দক্ষিণমুখী একটি রেখা টানা হয়, যে কোন চান্দ্র নক্ষত্র যখন এই রেখার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ঐ নক্ষত্রকে সেই সময়কার তারামণ্ডলের অধিপতি বলে গণ্য করা হয়। সপ্তর্ষিগণ মানুষের একশত বৎসর সময় ঐ বিশেষ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন। অধুনা, আপনার জীবদ্দশায়, তারা মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করছেন।

শ্লোক ২৯

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্ রমতে জনঃ ॥ ২৯ ॥

বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভানুঃ**—সূর্য; **কৃষ্ণ-আখ্যঃ**—কৃষ্ণ নামে পরিচিত; **অসৌ**—তিনি; **দিবম্**—চিদাকাশে; **গতঃ**—ফিরে গেলে; **তদা**—তখন; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **কলিঃ**—কলিযুগ; **লোকম্**—জগৎ; **পাপে**—পাপে; **যৎ**—যে যুগে; **রমতে**—আনন্দ লাভ করে; **জনঃ**—জনগণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণনামে পরিচিত। যখন তিনি চিদাকাশে প্রত্যাবর্তন করলেন, কলি তখন এ জগতে প্রবেশ করল এবং তখন থেকে জনগণ পাপকর্মে আনন্দ লাভ করতে শুরু করল।

শ্লোক ৩০

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশনাস্তে রমাপতিঃ ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তুং ন চাশকৎ ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতদিন পর্যন্ত; **সঃ**—তিনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পাদ-পদ্মাভ্যাম্**—তাঁর চরণ কমলের দ্বারা; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **আস্তে**—ছিলেন; **রমাপতিঃ**—লক্ষ্মীপতি; **তাবৎ**—ততদিন পর্যন্ত; **কলিঃ**—কলিযুগ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **পরাক্রন্তুম্**—পরাভব করতে; **ন**—না; **চ**—এবং; **অশকৎ**—সক্ষম হয়েছিল।

অনুবাদ

যতদিন পর্যন্ত লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণকমল দিয়ে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কলি এই গ্রহকে পরাভূত করতে অক্ষম হয়েছিল।

তাৎপর্য

যদিও এই পৃথিবীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সময়েও দুর্যোধন এবং তার মিত্রপক্ষের পাপপূর্ণ কর্মের মধ্য দিয়ে কলি কিঞ্চিৎ মাত্রায় এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অটলভাবে কলির প্রভাবকে পরাহত করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ধরাধাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত কলি বিকশিত হতে পারেনি।

শ্লোক ৩১

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি ।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥ ৩১ ॥

যদা—যখন; **দেব-ঋষয়ঃ সপ্ত**—সাত জন দেবর্ষি; **মঘাসু**—চান্দ্র নক্ষত্র মঘাতে; **বিচরন্তি**—ভ্রমণ করছেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; তদা—তখন; **প্রবৃত্তঃ**—শুরু হয়; **তু**—এবং; **কলিঃ**—কলিযুগ; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **অব্দ-শত**—শতাব্দি (দেবতাদের এই দ্বাদশ শতাব্দি এই পৃথিবীর ৪৩২ হাজার বৎসরের সমান); **আত্মকঃ**—অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ

যখন সপ্তর্ষিদের নক্ষত্রগুলি এই মঘা নক্ষত্র অতিক্রম করে, তখন কলিযুগের শুরু হয়। দেবতাদের দ্বাদশ শতাব্দি এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্লোক ৩২

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

যদা—যখন; **মঘাভ্যঃ**—মঘা থেকে; **যাস্যন্তি**—যাবে; **পূর্বাষাঢ়াম্**—পরবর্তী নক্ষত্র, পূর্বাষাঢ়া; **মহা-ঋষয়ঃ**—সাত জন মহাঋষি; **তদা**—তখন; **নন্দাৎ**—নন্দ থেকে শুরু করে; **প্রভৃতি**—এবং তার বংশধরগণ; **এষঃ**—এই; **কলিঃ**—কলিযুগ; **বৃদ্ধিম্**—পরিপূর্ণতা; **গমিষ্যতি**—লাভ করবে।

অনুবাদ

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতজন মহান ঋষি যখন মঘা থেকে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপনীত হবে, তখন মহারাজ নন্দ ও তাঁর বংশ থেকে শুরু করে কলি তার পূর্ণপরাক্রম লাভ করবে।

শ্লোক ৩৩

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি ।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্—যাতে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **দিবম্**—দিব্যধামে; **যাতঃ**—গত হবেন; **তস্মিন্**—তাতে; **এব**—সেই রকম; **তদা**—তখন; **অহনি**—দিবা; **প্রতিপন্নম্**—প্রতিপন্ন; **কলি-যুগম্**—কলিযুগ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রাহুঃ**—তাঁরা বলেন; **পুরা**—অতীতকালের; **বিদঃ**—পারদর্শীগণ।

অনুবাদ

পুরাবিদগণ বলেন যে যেদিন থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করলেন, সেই দিন থেকে কলিযুগের প্রভাব আরম্ভ হয়েছে।

তাৎপর্য

যদিও পৃথিবীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সময় থেকেই প্রায়োগিকভাবে কলিযুগের আরম্ভ হওয়ার কথা, তবুও এই অধঃপতিত যুগকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যাবর্তনের জন্যে বিনীতভাবে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে চতুর্থে তু পুনঃ কৃতম্ ।
ভবিষ্যতি তদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্ ॥ ৩৪ ॥

দিব্য—দেবতাদের; **অব্দানাম্**—বৎসর; **সহস্র**—এক হাজার; **অন্তে**—শেষে; **চতুর্থে**—চতুর্থ যুগ কলিতে; **তু**—এবং; **পুনঃ**—পুনরায়; **কৃতম্**—সত্যযুগ; **ভবিষ্যতি**—হবে; **তদা**—তখন; **নৃণাম্**—মানুষের; **মনঃ**—মন; **আত্ম-প্রকাশকম্**—স্বপ্রকাশ।

অনুবাদ

কলিযুগের এক হাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় সত্যযুগের প্রকাশ হবে। ঐ সময় সমস্ত মানুষের মন স্বয়ং উদ্ভাসিত হবে।

শ্লোক ৩৫

ইত্যেষ মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি ।
তথা বিট্‌শূদ্রবিপ্রাণাং তাস্তা জ্ঞেয়া যুগে যুগে ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে (শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্কন্ধে); **এষঃ**—এই; **মানবঃ**—বৈবস্বত মনু থেকে উদ্ভূত হয়ে; **বংশঃ**—বংশ; **যথা**—যেমন; **সংখ্যায়তে**—গণনা করা হয়েছে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **তথা**—একইভাবে; **বিট্**—বৈশ্যদের; **শূদ্র**—শূদ্রদের; **বিপ্রাণাম্**—এবং ব্রাহ্মণদের; **তাঃ তাঃ**—প্রত্যেকের অবস্থা; **জ্ঞেয়াঃ**—বুঝতে হবে; **যুগে যুগে**—প্রত্যেক যুগে।

অনুবাদ

এইভাবে আমি পৃথিবীতে খ্যাত মনুর রাজবংশের বর্ণনা করলাম। অনুরূপভাবে বিভিন্ন যুগে বসবাসকারী বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণদের ইতিহাসও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন রাজবংশের মধ্যে মহীয়ান এবং তুচ্ছ, পুণ্যবান এবং কুটিল প্রকৃতির রাজারা রয়েছেন, তেমনি সমাজের বুদ্ধিমান শ্রেণী, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের মধ্যেও বিচিত্র রকমের চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩৬

এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্ ।
কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্তিরেব স্থিতা ভুবি ॥ ৩৬ ॥

এতেষাম্—এদের; **নাম**—তাদের নাম; **লিঙ্গানাম্**—যা তাদের স্মরণ করার একমাত্র উপায়; **পুরুষাণাম্**—ব্যক্তিদের; **মহা-আত্মনাম্**—যাঁরা ছিলেন মহাত্মা; **কথা**—কাহিনী; **মাত্র**—শুধুমাত্র; **অবশিষ্টাণাম্**—যাদের অবশিষ্ট অংশ; **কীর্তিঃ**—মহিমা; **এব**—শুধু; **স্থিতা**—আছে; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

এই সকল মহাত্মাগণ এখন শুধু নামে মাত্র পরিচিত আছেন। শুধু অতীতের ইতিহাসেই তাদের অবস্থান এবং এই পৃথিবীতে শুধু তাদের কীর্তিই বর্তমান আছে।

তাৎপর্য

যদিও কেউ নিজেকে এক মহান শক্তিশালী নেতা বলে ভাবতে পারেন, শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ এক নামের তালিকাতে একটি নাম হয়েই তিনি থেকে যাবেন। অন্যভাবে বলা যায়, এই জড় জগতে ক্ষমতা এবং পদের প্রতি আসক্ত হওয়া অর্থহীন।

শ্লোক ৩৭

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥ ৩৭ ॥

দেবাপিঃ—দেবাপি; **শান্তনোঃ**—মহারাজ শান্তনুর; **ভ্রাতা**—ভাই; **মরুঃ**—মরু; **চ**—এবং; **ইক্ষ্বাকু-বংশজঃ**—ইক্ষ্বাকু বংশজাত; **কলাপগ্রামে**—কলাপগ্রামে; **আসাতে**—দুজনে বাস করছেন; **মহা**—মহা; **যোগবল**—যোগবল; **অন্বিতৌ**—অন্বিত।

অনুবাদ

মহারাজ শান্তনুর ভাই দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকুবংশজাত মরু—তারা দুজনেই মহা যোগবলে বলীয়ান এবং এমনকি এখনও তারা কলাপগ্রামে বাস করছেন।

শ্লোক ৩৮

তাবিহৈত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥

তৌ—তারা (মরু এবং দেবাপি); **ইহ**—মানব সমাজে; **এত্য**—ফিরে; **কলেঃ**—কলিযুগের; **অন্তে**—শেষভাগে; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর বাসুদেবের দ্বারা; **অনুশিক্ষিতৌ**—উপদিষ্ট; **বর্ণ-আশ্রম**—দিব্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা; **যুতম্**—সংযুত; **ধর্ম্মম্**—সনাতন ধর্ম; **পূর্ব্ববৎ**—ঠিক পূর্বের মতো; **প্রথয়িষ্যতঃ**—তাঁরা প্রচার করছেন।

অনুবাদ

কলিযুগের শেষভাগে এই দুজন রাজা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে মানব সমাজে ফিরে আসবেন এবং পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রম সমন্বিত সনাতন ধর্ম পুন প্রবর্তন করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক এবং পূর্ববর্তী শ্লোক অনুসারে এই দুজন মহান রাজা কলিযুগের শেষভাগে মানবীয় সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ

হয়েছেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করবার জন্য তাঁরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন।

শ্লোক ৩৯

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ ।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ততে ॥ ৩৯ ॥

কৃতম্—সত্যযুগ; **ত্রেতা**—ত্রেতাযুগ; **দ্বাপরম্**—দ্বাপর যুগ; **চ**—এবং; **কলিঃ**—কলিযুগ; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **চতুঃ-যুগম্**—চারটি যুগের চক্র; **অনেন**—এর দ্বারা; **ক্রম**—ক্রম; **যোগেন**—প্রকার; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **প্রাণিষু**—প্রাণিদের মধ্যে; **বর্ততে**—অবিরাম চলছে।

অনুবাদ

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগের চক্র সাধারণ ঘটনা প্রবাহের পুনরাবৃত্তি করে এই পৃথিবীর জীবদের মধ্যে অবিরাম গতিতে চলতে থাকে।

শ্লোক ৪০

রাজন্নেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাপরে ।
ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ ॥ ৪০ ॥

রাজন্—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **এতে**—এই সকল; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হল; **নর-দেবাঃ**—রাজাগণ; **তথা**—এবং; **অপরে**—অন্য মানুষেরা; **ভূমৌ**—পৃথিবীর উপর; **মমত্বম্**—অধিকার বোধ; **কৃত্বা**—প্রয়োগ করে; **অন্তে**—অবশেষে; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ইমাম্**—এই জগৎ; **নিধনম্**—নিধন; **গতা**—গতি লাভ করেছেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে সমস্ত রাজা এবং অন্যান্য মানুষের কথা আমি বর্ণনা করলাম, তাঁরা এই পৃথিবীতে আসেন এবং তাঁদের মালিকানা চিহ্নিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলকেই এই বিশ্ব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হয় এবং নিধনগতি লাভ করতে হয়।

শ্লোক ৪১

কৃমিবিড্ ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনাম্নোঽপি যস্য চ ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ৪১ ॥

ক্রিমি—ক্রিমির; **বিঠ্**—মল; **ভস্ম**—ভস্ম; **সংজ্ঞা**—সংজ্ঞা; **অন্তে**—শেষে; **রাজ-নাম্নঃ**—রাজা নামে চলছে; **অপি**—যদিও; **যস্য**—যার (দেহ); **চ**—এবং; **ভূত**—জীব সকল; **ধ্রুক্**—শত্রু; **তৎ-কৃতে**—সেই দেহের জন্য; **স্ব-অর্থম্**—তার প্রকৃষ্ট স্বার্থ; **কিম্**—কী; **বেদ**—জানে; **নিরয়ঃ**—নরকে শাস্তি; **যতঃ**—যার জন্য।

অনুবাদ

যদিও এখন কোন ব্যক্তির উপাধি 'রাজা' হতে পারে, পরিণামে এর নাম হবে 'ক্রিমি', 'মল' বা 'ভস্ম'। যিনি তাঁর দেহের জন্য অন্য জীবকে আঘাত করেন, তিনি তাঁর স্বার্থ সম্পর্কে কী জানতে পারেন? কারণ তাঁর কর্মসমূহ তাঁকে শুধু নরকের অভিমুখেই ধাবিত করছে।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পর দেহকে হয়ত কবর দেওয়া হতে পারে, এবং তা ক্রিমির দ্বারা ভুক্ত হতে পারে, কিংবা এটিকে রাস্তায় বা বনে ছুঁড়ে দেওয়া যেতে পারে যাতে তা পশুপাখীর খাদ্য হতে পারে, যারা এর অবশিষ্ট অংশকে মলরূপে ত্যাগ করবে। কিংবা দেহটি পুড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং তা ভস্মে পরিণত হতে পারে। সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী দেহের মাধ্যমে অন্য জীবের দেহে আঘাত করে নরকের রাস্তাকে সুগম করা মানুষের উচিত নয়। এই শ্লোকে ভূত শব্দে মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবদের বুঝানো হয়েছে, যারা ভগবানের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে। মানুষের কর্তব্য সমস্ত প্রকার হিংসা ত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দর্শন করার শিক্ষা লাভ করা।

শ্লোক ৪২

কথং সেয়মখণ্ডা ভূঃ পূর্বৈর্মে পুরুষৈর্ধৃতা ।
মৎপুত্রস্য চ পৌত্রস্য মৎপূর্বা বংশজস্য বা ॥ ৪২ ॥

কথম্—কিভাবে; **সা ইয়ম্**—এই সেই; **অখণ্ডা**—অখণ্ড; **ভূঃ**—পৃথিবী; **পূর্বৈঃ**—পূর্ব পুরুষদের দ্বারা; **মে**—আমার; **পুরুষৈঃ**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **ধৃতা**—নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন; **মৎ-পুত্রস্য**—আমার পুত্রের; **চ**—এবং; **পৌত্রস্য**—পৌত্রের; **মৎ-পূর্বা**—এখন আমার অধিকারে; **বংশজস্য**—বংশজদের; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

(জড়বাদী রাজা চিন্তা করেন—) "এই অখণ্ড পৃথিবী আমার পূর্বপুরুষদের অধিকারে ছিল এবং এখন তা আমার আধিপত্যে আছে। এটি যাতে আমার পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য উত্তরসূরীদের হাতে থাকে কিভাবে আমি সেই ব্যবস্থা করতে পারি?"

তাৎপর্য

এই হচ্ছে মূর্খ অধিকারবোধের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৪৩

তেজোঽবন্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াবুধাঃ ।
মহীং মমতয়া চোভৌ হিত্বান্তেঽদর্শনং গতাঃ ॥ ৪৩ ॥

তেজঃ—অগ্নি; **অপ্**—জল; **অন্ন**—এবং পৃথিবী; **ময়ম্**—নির্মিত; **কায়ম্**—এই দেহ; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **আত্মতয়া**—আমিত্ব বোধের দ্বারা; **অবুধাঃ**—নির্বোধেরা; **মহীম্**—এই পৃথিবী; **মমতয়া**—'আমার' বোধে; **চ**—এবং; **উভৌ**—উভয়; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অন্তে**—অবশেষে; **অদর্শনম্**—তিরোভাব; **গতা**—গতি লাভ করেছেন।

অনুবাদ

যদিও মূর্খরা ক্ষিতি, অপ এবং তেজ নির্মিত এই দেহকে 'আমি' এবং এই পৃথিবীকে 'আমার' বলে গ্রহণ করে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা পরিণামে তাদের দেহ এবং পৃথিবী—উভয়কেই ত্যাগ করে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

তাৎপর্য

আত্মা যদিও নিত্য, আমাদের তথাকথিত পারিবারিক ঐতিহ্য এবং পার্থিব খ্যাতি নিঃসন্দেহে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে।

শ্লোক ৪৪

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা ।
কালেন তে কৃতাঃ সর্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ ॥ ৪৪ ॥

যে যে—যা কিছু; **ভূ-পতয়ঃ**—রাজাগণ; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ভুঞ্জতে**—ভোগ করে; **ভুবম্**—পৃথিবী; **ওজসা**—তাদের শক্তির দ্বারা; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **তে**—তারা; **কৃতাঃ**—করা হয়েছে; **সর্বে**—সকল; **কথা-মাত্রাঃ**—শুধু হিসাব; **কথাসু**—বিভিন্ন ইতিহাসে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে সমস্ত রাজারা তাঁদের শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীকে ভোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, কালের প্রভাবে তাঁরা শুধু ইতিহাসের কথা মাত্রই হয়ে রইলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে 'রাজন্' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরীক্ষিৎ মহারাজ দেহত্যাগের জন্য এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং তাঁর অতি করুণাময় গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রাজপদের মতো পদও যে চরমে কত তুচ্ছ তা দেখিয়ে ঐ পদের প্রতি তাঁর সম্ভাব্য সমস্ত আসক্তিকে একেবারে ধ্বংস করে দিলেন। গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপার ফলে মানুষ ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়। গুরুদেব মানুষকে জড় মায়ার প্রতি তাদের দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করে মায়ার রাজ্যকে পেছনে ফেলে যাওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যদিও জড় জগতের তথাকথিত মহিমা সম্পর্কে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায়ে খুব সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু তিনি এখানে গুরুদেবের অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করছেন, যিনি তাঁর শরণাগত শিষ্যকে ভগবদ্ধাম তথা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'কলিযুগের লক্ষণ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি গীতা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে ভূমিদেবী তাঁকে জয় করতে আগ্রহী রাজাদের মূর্খামির বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। এই অধ্যায়ে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে যদিও কলিযুগ দোষে পরিপূর্ণ, তবুও হরিনাম সঙ্কীর্তন সমস্ত দোষকে ধ্বংস করে।

মহান রাজাগণ, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর হাতের ক্রীড়নকমাত্র, তাঁরা তাদের ষড়রিপু পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মনকে দমন করার ইচ্ছা করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা সসাগরা পৃথিবীকে জয় করবেন বলে কল্পনা করেন। তাঁদের এই মিথ্যা আশা দেখে বসুন্ধরা শুধু হাসেন, কেননা পরিণামে তাঁদের সকলকে অবশ্যই এই ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে, যেমনটি অতীতের মহান রাজাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। অধিকন্তু, পৃথিবী বা পৃথিবীর কিছু অংশ জবর দখল করার পর, যা প্রকৃতপক্ষে অজেয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্য পরিত্যাজ্য—পিতা, পুত্র, ভাই, বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনেরা একে নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়।

এইভাবে ইতিহাসের পর্যালোচনা স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, সমস্ত প্রকার জাগতিক লাভ হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং এই সিদ্ধান্ত থেকে মানুষের বৈরাগ্য জাগ্রত হওয়া উচিত। চরমে, সমস্ত জীবের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা, যা জীবনের সমস্ত অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে। সত্যযুগে ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ এবং তখনও তাঁর সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান নামক চারটি পা বিদ্যমান ছিল। প্রতিটি পরবর্তী যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, যা ত্রেতা যুগ থেকে শুরু হয়েছিল, ধর্মের এই গুণগুলির প্রতিটি একপাদ করে কমে আসে। কলিযুগে ধর্মের শুধু একটি মাত্র পাদ অবশিষ্ট আছে এবং সেটিও কালের প্রবাহে হারিয়ে যাবে। সত্যযুগে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, ত্রেতাযুগে রজোগুণ, দ্বাপরযুগে রজ তমোর মিশ্র গুণ এবং কলিযুগে তমোগুণেরই প্রাধান্য থাকে। নাস্তিকতা, সমস্ত বস্তুর খর্বতা ও নিকৃষ্টতা এবং শিশ্নোদরপরায়ণতাই হচ্ছে কলিযুগের সুস্পষ্ট লক্ষণ। কলির প্রভাবে কলুষিত জীব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজনা করে না, যদিও শুধুমাত্র তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর নাম সঙ্কীর্তন করলেই তারা সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম লক্ষ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি কোনও ক্রমে কলিযুগের এই সমস্ত বদ্ধ জীবদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশিত হতে পারেন, তাহলে এই যুগের স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার দোষেরই বিনাশ হবে। কলিযুগ হচ্ছে দোষের সমুদ্র, কিন্তু এর একটি মহান গুণ আছে

—শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্তন করেই মানুষ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম সত্যকে লাভ করতে পারবে। সত্যযুগে ধ্যানের মাধ্যমে, ত্রেতা যুগে যজ্ঞের মাধ্যমে এবং দ্বাপর যুগে মন্দিরে বিগ্রহ অর্চনের মাধ্যমে যা কিছু লাভ হত, শুধুমাত্র এই সরল হরিকীর্তনের পন্থায় কলিযুগের মানুষেরও সহজেই সেই সবকিছু লাভ হয়ে থাকে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

দৃষ্ট্বাত্মনি জয়ে ব্যগ্রান্ নৃপান্ হসতি ভূরিয়ম্ ।
অহো মা বিজিগীষন্তি মৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **দৃষ্ট্বাঃ**—দেখে; **আত্মনি**—নিজের; **জয়ে**—জয়ের ব্যাপারে; **ব্যগ্রান্**—ব্যগ্রভাবে নিযুক্ত; **নৃপান্**—নৃপগণ; **হসতি**—হাসেন; **ভূঃ**—পৃথিবী; **ইয়ম্**—এই; **অহো**—আহা; **মা**—আমাকে; **বিজিগীষন্তি**—তাঁরা জয় করতে আকাঙ্ক্ষা করেন; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **ক্রীড়নকাঃ**—ক্রীড়নক; **নৃপাঃ**—রাজাগণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁকে জয় করার প্রচেষ্টায় ব্যগ্র পৃথিবীর এই রাজাদের দেখে বসুন্ধরা নিজেই হেসেছিলেন, তিনি বললেন—"শুধু দেখ, বস্তুত মৃত্যুর হাতের ক্রীড়নক এই সমস্ত রাজাগণ কিভাবে আমাকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা করছে।"

শ্লোক ২

কাম এষ নরেন্দ্রানাং মোঘঃ স্যাদ্ বিদুষামপি ।
যেন ফেনোপমে পিণ্ডে যেঽতিবিশ্রম্ভিতা নৃপাঃ ॥ ২ ॥

কামঃ—কাম; **এষঃ**—এই; **নর-ইন্দ্রাণাম্**—মানুষের শাসনকর্তাগণ; **মোঘঃ**—ব্যর্থতা; **স্যাৎ**—হয়; **বিদুষাম্**—যাঁরা জ্ঞানী; **অপি**—এমন কি; **যেন**—যার দ্বারা (কাম); **ফেন-উপমে**—ফেনার মতো; **পিণ্ডে**—এই পিণ্ডে; **যে**—যারা; **অতি-বিশ্রম্ভিতাঃ**—পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে; **নৃপাঃ**—রাজাগণ।

অনুবাদ

মহান নরেন্দ্রগণ এমন কি পণ্ডিত হলেও জড় কামের বশবর্তী হয়ে হতাশা এবং ব্যর্থতাকে বরণ করেন। কামনার দ্বারা তাড়িত হয়ে এই সমস্ত রাজাগণ দেহ

নামক মৃত মাংসপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করেন, যদিও এই জড় শরীর জলের ফেনার মতোই ক্ষণস্থায়ী।

শ্লোক ৩-৪

পূর্বং নির্জিত্য ষড়্বর্গং জেষ্যামো রাজমন্ত্রিণঃ ।
ততঃ সচিবপৌরাপ্তকরীন্দ্রানস্য কণ্টকান্ ॥ ৩ ॥
এবং ক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্ ।
ইত্যাশাবদ্ধহৃদয়া ন পশ্যন্ত্যন্তিকেঽন্তকম্ ॥ ৪ ॥

পূর্বম্—সর্বপ্রথমে; **নির্জিত্য**—জয় করে; **ষট্-বর্গম্**—পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন; **জেষ্যামঃ**—আমরা জয় করব; **রাজ-মন্ত্রিণঃ**—রাজমন্ত্রীগণ; **ততঃ**—তারপর; **সচিব**—ব্যক্তিগত সচিবগণ; **পৌর**—পুরবাসীগণ; **আপ্ত**—বন্ধুগণ; **করি-ইন্দ্রান্**—হস্তীরক্ষকগণ; **অস্য**—নিজেদেরকে মুক্ত করে; **কণ্টকান্**—কাঁটা; **এবম্**—এইভাবে; **ক্রমেণ**—ক্রমে ক্রমে; **জেষ্যামঃ**—আমরা জয় করব; **পৃথ্বীম্**—পৃথিবীকে; **সাগর**—সাগর; **মেখলাম্**—যাঁর মেখলা; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **আশা**—আশার দ্বারা; **বদ্ধা**—বদ্ধ হয়ে; **হৃদয়াঃ**—তাদের হৃদয়; **ন পশ্যন্তি**—তারা দেখে না; **অন্তিকে**—নিকটে; **অন্তকম্**—তাদের নিজেদের মৃত্যু।

অনুবাদ

রাজা এবং রাজনীতিবিদগণ কল্পনা করেন—"প্রথমে আমি আমার মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করব; তারপর আমি আমার প্রধান মন্ত্রীগণকে দমন করব এবং আমার উপদেষ্টামণ্ডলী, প্রজা, বন্ধু ও আত্মীয়দের তথা হস্তীরক্ষকদের কণ্টক থেকে নিজেকে মুক্ত করব। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আমি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করব।" যেহেতু এই সকল নেতাদের হৃদয় বিপুল প্রত্যাশার বন্ধনে আবদ্ধ, তাই তাঁরা নিকটে অপেক্ষমান মৃত্যুকে দর্শন করতে ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

ক্ষমতা লোভকে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে দৃঢ়নিষ্ঠ রাজনীতিবিদগণ, একনায়কতন্ত্রী শাসকগণ ও সেনাপতিগণ কঠোর তপস্যা ও আত্মত্যাগ স্বীকার করেন এবং যথেষ্টভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তারপর তাঁরা তাঁদের বিশাল দেশকে সাগর, ভূমি, বায়ুমণ্ডল এবং মহাকাশ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রামে চালিত করে। যদিও রাজনৈতিক নেতাগণ এবং তাদের অনুগামীগণ শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবে, কেননা এই জগতে জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে অনিবার্য, তবুও তারা ক্ষণস্থায়ী মহিমা লাভের জন্য তাদের উন্নত সংগ্রামে অটলভাবে লিপ্ত হয়।

শ্লোক ৫

সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্ত্যব্ধিমোজসা ।
কিয়দাত্মজয়স্যৈতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্ ॥ ৫ ॥

সমুদ্র-আবরণাম্—সমুদ্র দ্বারা আবৃত; **জিত্বা**—জয় করে; **মাম্**—আমাকে; **বিশন্তি**—তাঁরা প্রবেশ করে; **অব্ধিম্**—সমুদ্র; **ওজসা**—তাঁদের শক্তির দ্বারা; **কিয়ৎ**—কতটুকু; **আত্ম-জয়স্য**—নিজেকে জয় করার; **এতৎ**—এই; **মুক্তিঃ**—মুক্তি; **আত্ম-জয়ে**—নিজেকে জয়ের; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

আমার সমস্ত স্থলভাগ ভূমি জয় করার পর, এই সকল গর্বিত রাজারা সমুদ্র ভাগকেই জয় করার জন্য সবলে সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে আত্মসংযমের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক শোষণ, তাদের সেই আত্মসংযমের কী মূল্য আছে? আত্মসংযমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক মুক্তি।

শ্লোক ৬

যাং বিসৃজ্যৈব মনবস্তৎসুতাশ্চ কুরূদ্বহ ।
গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥

যাম্—যাকে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **এব**—বাস্তবিকই; **মনবঃ**—মানুষ; **তৎ-সুতাঃ**—তাদের পুত্রগণ; **চ**—ও; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **গতাঃ**—চলে গেছেন; **যথা-আগতম্**—ঠিক যেভাবে তাঁরা প্রথমে এসেছিলেন; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **তাম্**—তা; **মাম্**—আমাকে, পৃথিবীকে; **জেষ্যন্তি**—তাঁরা জয় করার চেষ্টা করেন; **অবুদ্ধয়ঃ**—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বসুন্ধরা এইভাবে বলতে লাগলেন—"অতীতে যদিও মহান ব্যক্তি এবং তাঁদের উত্তরসূরীগণ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন অসহায়ভাবে তাঁরা এই জগতে এসেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তবুও এমনকি আজও মূর্খ মানুষেরা আমাকে জয় করার চেষ্টা করছে।

শ্লোক ৭

মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাং চাপি বিগ্রহঃ ।
জায়তে হ্যসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

মৎকৃতে—আমার জন্য; **পিতৃ-পুত্রাণাম্**—পিতা এবং পুত্রদের মধ্যে; **ভ্রাতৃণাম্**—ভাইদের মধ্যে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **বিগ্রহঃ**—দ্বন্দ্ব; **জায়তে**—জন্মায়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসতাম্**—জড়বাদীদের মধ্যে; **রাজ্যে**—রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতার জন্য; **মমতা**—মমত্ব বোধের দ্বারা; **বদ্ধ**—বদ্ধ; **চেতসাম্**—সম্পূর্ণ হৃদয়।

অনুবাদ

"আমাকে জয় করবার জন্য জড়বাদী মানুষেরা পরস্পর যুদ্ধ করে। পিতৃগণ তাঁদের পুত্রদের সঙ্গে বিরোধিতা করেন, ভ্রাতাগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করেন, কেননা তাঁদের হৃদয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতি বদ্ধ হয়ে আছে।

শ্লোক ৮

মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিনঃ ।
স্পর্ধমানা মিথো ঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ ॥ ৮ ॥

মম—আমার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইয়ম্**—এই; **মহী**—ভূমি; **কৃৎস্না**—সমগ্র; **ন**—না; **তে**—তোমার; **মূঢ়া**—হে মূর্খ; **ইতি বাদিনঃ**—এইরকম বলে; **স্পর্ধমানাঃ**—কলহ করে; **মিথঃ**—পরস্পর; **ঘ্নন্তি**—তারা হত্যা করে; **ম্রিয়ন্তে**—তারা নিহত হয়; **মৎকৃতে**—আমার জন্য; **নৃপাঃ**—রাজাগণ।

অনুবাদ

রাজনৈতিক নেতাগণ পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে—"এই সব ভূমি আমার। হে মূর্খ, এটি তোমার নয়।' এইভাবে তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে মৃত্যুবরণ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি জগতে অসংখ্য দ্বন্দ্বের প্ররোচনা সৃষ্টিকারী জড়বাদী রাজনৈতিক মানসিকতা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যখন *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অনুবাদ করছি, বৃটিশ এবং আর্জেন্টিনার সৈন্যেরা তখন ক্ষুদ্র ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে তীব্রভাবে লড়াই করছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছে সমস্ত ভূমির মালিক। অবশ্য ভগবৎ ভাবনায় ভাবিত পৃথিবীতেও রাজনৈতিক সীমারেখা থাকে। কিন্তু সেরকম ভগবৎ ভাবনায় ভাবিত পরিবেশে রাজনৈতিক উদ্বেগ অনেকাংশে কমে আসে এবং প্রত্যেকটি দেশের মানুষই পরস্পরকে স্বাগত জানায় এবং প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের অধিকারকে শ্রদ্ধা করে থাকে।

শ্লোক ৯-১৩

পৃথুঃ পুরূরবা গাধির্নহুষো ভরতোঽর্জুনঃ ।
মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্বাঙ্গো ধুন্ধুহা রঘুঃ ॥ ৯ ॥
তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্যাতিঃ শন্তনুর্গয়ঃ ।
ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ ॥ ১০ ॥
হিরণ্যকশিপুর্বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ ।
নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোঽথ তারকঃ ॥ ১১ ॥
অন্যে চ বহবো দৈত্যা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ ।
সর্বে সর্ববিদঃ শূরাঃ সর্বে সর্বজিতোঽজিতাঃ ॥ ১২ ॥
মমতাং ময্যবর্তন্ত কৃত্বোচ্চৈর্মর্ত্যধর্মিণঃ ।
কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো ॥ ১৩ ॥

পৃথুঃ পুরূরবাঃ গাধিঃ—মহারাজ পৃথু, পুরূরবা এবং গাধি; **নহুষঃ ভরতঃ অর্জুনঃ**—নহুষ, ভরত এবং কার্তবীর্য অর্জুন; **মান্ধাতা সগরঃ রামঃ**—মান্ধাতা, সগর এবং রাম; **খট্বাঙ্গঃ ধুন্ধুহা রঘুঃ**—খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা এবং রঘু; **তৃণবিন্দুঃ যযাতিঃ চ**—তৃণবিন্দু এবং যযাতি; **শর্যাতিঃ শন্তনুঃ গয়ঃ**—শর্যাতি, শন্তনু এবং গয়; **ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ**—ভগীরথ এবং কুবলয়াশ্ব; **ককুৎস্থঃ নৈষধঃ নৃগঃ**—ককুৎস্থ, নৈষধ এবং নৃগ; **হিরণ্যকশিপুঃ বৃত্রঃ**—হিরণ্যকশিপু এবং বৃত্রাসুর; **রাবণঃ**—রাবণ; **লোক-রাবণঃ**—যিনি সমস্ত জগৎকে কাঁদিয়েছিলেন; **নমুচিঃ শম্বরঃ ভৌমঃ**—নমুচি, শম্বর এবং ভৌম; **হিরণ্যাক্ষঃ**—হিরণ্যাক্ষ; **অথ**—এবং; **তারকঃ**—তারক; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **বহবঃ**—বহু; **দৈত্যাঃ**—দৈত্যগণ; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **যে**—যিনি; **মহা-ঈশ্বরাঃ**—মহা নিয়ন্ত্রকগণ; **সর্বে**—তাদের সকলে; **সর্ববিদঃ**—সর্বজ্ঞ; **শূরাঃ**—বীরগণ; **সর্বে**—সকলে; **সর্ব-জিতঃ**—সর্ব জয়কারী; **অজিতাঃ**—অজেয়; **মমতাম্**—মমত্ববোধ; **ময়ি**—আমার জন্য; **অবর্তন্ত**—তাঁরা বেঁচেছিলেন; **কৃত্বা**—প্রকাশ করে; **উচ্চৈঃ**—বিশেষ মাত্রায়; **মর্ত্য-ধর্মিণঃ**—জন্মমৃত্যুর অধীন; **কথা-অবশেষাঃ**—শুধু ঐতিহাসিক কথা হয়ে থাকা; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অকৃত-অর্থাঃ**—তাদের বাঞ্ছা পূরণে অকৃতার্থ; **কৃতাঃ**—তারা কৃত হয়েছিলেন; **বিভো**—হে ভগবান।

অনুবাদ

পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, কার্তবীর্য অর্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, সমগ্র জগতে শোক সৃষ্টিকারী রাবণ, শম্বর, ভৌম,

হিরণ্যাক্ষ এবং তারকের মতো রাজাগণ এবং অন্যদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মহান ক্ষমতার অধিকারী অন্যান্য বহু অসুর এবং রাজাগণ সকলেই ছিলেন সর্ববিদ্ বীর, সর্বজয়ী এবং অজেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হে সর্বশক্তিমান ভগবান, যদিও তাঁরা আমাকে জয় করার জন্য সুতীব্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছিলেন, তবুও এই সকল রাজারা কাল প্রবাহের অধীন হয়েছিলেন, যে কাল তাদের সকলকেই শুধুমাত্র ইতিহাসের কথায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। তাঁদের কেউই স্থায়ীভাবে তাঁদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও এ কথা নিশ্চিত করেছেন যে এখানে উল্লেখিত রাম ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্র নন। পৃথু মহারাজকে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে গণ্য করা হয় যিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য দাবী করে সম্পূর্ণরূপে একজন পার্থিব রাজার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছিলেন। পৃথু মহারাজের মতো সন্ত স্বভাবের রাজা নিশ্চয় পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, অপরপক্ষে হিরণ্যকশিপু এবং রাবণের মতো রাজারা তাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য পৃথিবীকে শোষণ করার চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও, সাধু এবং অসুর—উভয় প্রকৃতির রাজাদেরই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। এইভাবে তাঁদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব শেষ পর্যন্ত কালের প্রভাবে প্রশমিত হয়েছিল।

আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতারা এমনকি ক্ষণস্থায়ীভাবেও সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাদের ঐশ্বর্য এবং বুদ্ধিও সীমাহীন নয়। হতাশাজনকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষমতার অধিকারী, অল্প আয়ু উপভোগকারী এবং জীবন সম্পর্কে গভীর বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত আধুনিক নেতাগণ নিশ্চিতরূপে হতাশা এবং দিগভ্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক মাত্র।

শ্লোক ১৪

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্ ।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচোবিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্ ॥ ১৪ ॥

কথা—বর্ণনা; **ইমাঃ**—এই সকল; **তে**—তোমার কাছে; **কথিতাঃ**—কথিত হয়েছে; **মহীয়সাম্**—মহান রাজাদের; **বিতায়**—প্রসার করে; **লোকেষু**—সমস্ত জগৎ জুড়ে;

যশঃ—তাদের খ্যাতি; **পরেয়ুষাম্**—যাঁরা দেহত্যাগ করেছেন; **বিজ্ঞান**—দিব্যজ্ঞান; **বৈরাগ্য**—এবং বৈরাগ্য; **বিবক্ষয়া**—শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছায়; **বিভো**—হে শক্তিশালী পরীক্ষিৎ; **বচঃ**—বাক্যের; **বিভূতীঃ**—সজ্জা; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **পারমার্থ্যম্**—পরমার্থ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে শক্তিশালী পরীক্ষিৎ, আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত মহান রাজাদের কথা বর্ণনা করেছি যারা জগৎ জুড়ে তাঁদের খ্যাতির প্রসার করে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দিব্যজ্ঞান এবং বৈরাগ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। রাজাদের কাহিনী এই সমস্ত বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু সেগুলি জ্ঞানের পরম বিষয় নয়।

তাৎপর্য

যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবতের* সমস্ত বর্ণনা পাঠককে দিব্যজ্ঞানের পূর্ণতা দান করে, তাই এ সবই পারমার্থিক শিক্ষাই দান করে যদিও আপাত বিচারে সেগুলি রাজাদের কাহিনী বা জড় বিষয়ের আলোচনা বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে সমস্ত সাধারণ বর্ণনাও দিব্য কথায় রূপান্তরিত হয় যা তার পাঠককে জীবনের পূর্ণতা দান করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ১৫

যস্ত্বুত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ১৫ ॥

যঃ—যা; **তু**—অপরপক্ষে; **উত্তম-শ্লোক**—উত্তমশ্লোক পরমেশ্বর ভগবান; **গুণ**—গুণের; **অনুবাদঃ**—পুনরাবৃত্তি; **সঙ্গীয়তে**—গীত হয়; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা; **অমঙ্গল-ঘ্নঃ**—অমঙ্গল নাশকারী; **তম্**—তা; **এব**—বাস্তবিকই; **নিত্যম্**—নিয়মিত; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করা উচিত; **অভীক্ষ্ণম্**—অবিরাম; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **অমলম্**—অমল; **ভক্তিম্**—ভক্তিমূলক সেবা; **অভীপ্সমানঃ**—যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন।

অনুবাদ

যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পক্ষে উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণ মহিমার কথা শ্রবণ করা উচিত, যাঁর অবিরাম নাম সঙ্কীর্তন সর্ব অমঙ্গল বিনাশ করে। ভক্তের কর্তব্য

প্রত্যহ সাধুসঙ্গে নিয়মিত হরিকথা শ্রবণে নিযুক্ত থাকা এবং সারাদিনই এই শ্রবণ চালিয়ে যাওয়া।

তাৎপর্য

যেহেতু কৃষ্ণকথা হচ্ছে শুভ এবং দিব্য, তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক লীলা সমূহের কথা প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করাই হচ্ছে নিঃসন্দেহে পরম শ্রবণীয় বিষয়। '*নিত্যম্*' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে কৃষ্ণকথা নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত এবং '*অভীক্ষ্ণম্*' শব্দে সেই রকম চিন্ময় উপলব্ধির অবিরাম স্মরণকেই বুঝায়।

শ্লোক ১৬

শ্রীরাজোবাচ

কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দোষান্ কলৌ জনাঃ ।
বিধমিষ্যন্ত্যপচিতাংস্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কেন**—কিসের দ্বারা; **উপায়েন**—উপায়; **ভগবন্**—হে ভগবন; **কলেঃ**—কলিযুগের; **দোষান্**—দোষসমূহ; **কলৌ**—কলিযুগে বাস করে; **জনাঃ**—জনগণ; **বিধমিষ্যন্তি**—মুক্ত করবে; **উপচিতান্**—সঞ্চিত; **তৎ**—সেই; **মে**—আমার প্রতি; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন; **যথা**—যথাযথভাবে; **মুনে**—হে মুনিবর।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ভগবন, কলিযুগে বসবাসকারী মানুষেরা কিভাবে এই যুগের পুঞ্জীভূত কলুষ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে? হে মুনিবর, অনুগ্রহ করে একথা আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এক সহানুভূতিশীল সন্ত প্রকৃতির শাসক। এইভাবে কলিযুগের জঘন্য দোষের কথা শ্রবণ করে স্বভাবতই তিনি জানতে চাইলেন যে এই যুগে জাত ব্যক্তিরা কিভাবে এই যুগের অন্তর্নিহিত কলুষ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে।

শ্লোক ১৭

যুগানি যুগধর্মাংশ্চ মানং প্রলয়কল্পয়োঃ ।
কালস্যেশ্বররূপস্য গতিং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

যুগানি—মহাজাগতিক ঐতিহাসিক যুগসমূহ; **যুগ-ধর্মান্**—প্রতিটি যুগের বিশেষ গুণাবলী; **চ**—এবং; **মানম্**—পরিমাণ; **প্রলয়**—প্রলয়ের; **কল্পয়োঃ**—এবং ব্রহ্মাণ্ড পালনের; **কালস্য**—কালের; **ঈশ্বর-রূপস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব; **গতিম্**—গতি; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **মহাত্মানঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

অনুগ্রহ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন যুগসমূহের ইতিহাস, প্রতিটি যুগের বিশেষ গুণাবলী, ব্রহ্মাণ্ড পালনের স্থিতিকাল, প্রলয় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি কাল প্রবাহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

কৃতে প্রবর্ততে ধর্মশ্চতুষ্পাৎ তজ্জনৈর্ধৃতঃ।
সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোর্নৃপ ॥ ১৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কৃতে**—সত্যযুগে; **প্রবর্ততে**—আছে; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **চতুঃ-পাৎ**—চার পদবিশিষ্ট; **তৎ**—সেই যুগের; **জনৈঃ**—জনগণের দ্বারা; **ধৃতঃ**—পালিত; **সত্যম্**—সত্য; **দয়া**—দয়া; **তপঃ**—তপস্যা; **দানম্**—দান; **ইতি**—এইভাবে; **পাদাঃ**—পদ সমূহ; **বিভোঃ**—শক্তিশালী ধর্মের; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, শুরুতে সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা অক্ষত ছিল এবং তৎকালীন মানুষ তা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। শক্তিশালী ধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন চারটি ঋতু রয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে চারটি যুগও রয়েছে যার প্রত্যেকটি শতসহস্র বছর ধরে চলতে থাকে। এদের প্রথমটি হচ্ছে সত্যযুগ, যখন দান ইত্যাদি সৎ গুণগুলি বলবৎ থাকে।

এখানে 'দান' শব্দে যা বুঝানো হয়েছে, প্রকৃত অর্থে সেই দান হচ্ছে অপরকে স্বাধীনতা এবং অভয় দান করা, কিছু ক্ষণস্থায়ী জড় সুখ বা স্বস্তি লাভের উপায় দান করাকে বুঝাচ্ছে না। যে কোন জড় দাতব্য ব্যবস্থাপনা অনিবার্যভাবে কালের প্রবাহে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। এইভাবে কালের উর্ধ্বে আত্মার নিত্য অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধিই কেবল মানুষকে অভয় দান করতে পারে এবং কেবল জড় বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করাই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি কেননা তা মানুষকে জড়া প্রকৃতির নিয়মের

বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের ক্ষমতা দান করে। তাই প্রকৃত দান হচ্ছে মানুষকে তাদের নিত্য চিন্ময় চেতনার পুনর্জাগরণে সাহায্য করা।

এখানে ধর্মকে বিভু অর্থাৎ শক্তিশালী বলা হয়েছে, কারণ মহাজাগতিক ধর্ম পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয় এবং চরমে তা মানুষকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যায়। এখানে যে সমস্ত গুণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান—এগুলি হচ্ছে সার্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক, পুণ্যবান জীবনের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে শুচিতাকে ধর্মের প্রথম পা বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এটি হচ্ছে দান শব্দেরই বিকল্প সংজ্ঞা।

শ্লোক ১৯

সন্তুষ্টাঃ করুণা মৈত্রাঃ শান্তা দান্তাস্তিতিক্ষবঃ ।
আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণা জনাঃ ॥ ১৯ ॥

সন্তুষ্টাঃ—সন্তুষ্ট; **করুণাঃ**—করুণাময়; **মৈত্রাঃ**—বন্ধুভাবাপন্ন; **শান্তাঃ**—শান্ত; **দান্তাঃ**—আত্ম-সংযত; **তিতিক্ষবঃ**—সহিষ্ণু; **আত্মারামাঃ**—অন্তর থেকে উৎসাহিত; **সমদৃশঃ**—সমদৃষ্টি সম্পন্ন; **প্রায়শঃ**—প্রায়শই; **শ্রমণাঃ**—অধ্যবসায়ের সঙ্গে (আত্মোপলব্ধির জন্য) প্রচেষ্টা করে; **জনাঃ**—জনগণ।

অনুবাদ

সত্যযুগের মানুষেরা প্রায়শই আত্মতৃপ্ত, দয়াশীল, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, প্রশান্ত, ধীর এবং সহিষ্ণু। তাঁরা আত্মারাম, সমদর্শী এবং সর্বদাই পারমার্থিক পূর্ণতা লাভের জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচেষ্টা করেন।

তাৎপর্য

সমদর্শনের ভিত্তি হচ্ছে সমস্ত জড় বৈচিত্রের নেপথ্যে এবং জীবের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মার উপস্থিতিকে উপলব্ধি করা।

শ্লোক ২০

ত্রেতায়াং ধর্মপাদানাং তুর্যাংশো হীয়তে শনৈঃ ।
অধর্মপাদৈরনৃতহিংসাসন্তোষবিগ্রহৈঃ ॥ ২০ ॥

ত্রেতায়াম্—দ্বিতীয় যুগে; **ধর্ম-পাদানাম্**—ধর্মের পাদসমূহের; **তুর্য**—চার ভাগের একভাগ; **অংশঃ**—অংশ; **হীয়তে**—হারিয়ে গেছে; **শনৈঃ**—ক্রমে ক্রমে; **অধর্ম-পাদৈঃ**—অধর্মের পাদ সমূহের দ্বারা; **অনৃত**—মিথ্যার দ্বারা; **হিংসা**—হিংসা; **অসন্তোষ**—অসন্তোষ; **বিগ্রহৈঃ**—কলহ।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে ধর্মের প্রতিটি পা অধর্মের চারিটি স্তম্ভের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এক চতুর্থাংশ করে কমে আসবে। অধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে—মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ এবং কলহ।

তাৎপর্য

মিথ্যার দ্বারা সত্য, হিংসার দ্বারা দয়া, অসন্তোষের দ্বারা তপস্যা এবং কলহের দ্বারা দান এবং শুচিতার ক্ষয় হয়।

শ্লোক ২১

তদা ক্রিয়াতপোনিষ্ঠা নাতিহিংস্রা ন লম্পটাঃ ।
ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবৃদ্ধা বর্ণা ব্রহ্মোত্তরা নৃপ ॥ ২১ ॥

তদা—তারপর (ত্রেতাযুগে); **ক্রিয়া**—যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রতি; **তপঃ**—এবং তপস্যার প্রতি; **নিষ্ঠাঃ**—নিষ্ঠাযুক্ত; **ন অতি-হিংস্রাঃ**—অতি হিংসা নয়; **ন লম্পটাঃ**—অনিয়ন্ত্রিতভাবে ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা না করে; **ত্রৈবর্গিকাঃ**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম উপভোগরূপ ত্রিবর্গের প্রতি আগ্রহী; **ত্রয়ী**—তিন বেদের দ্বারা; **বৃদ্ধাঃ**—সমৃদ্ধ করেছিল; **বর্ণাঃ**—সমাজের চারটি বর্ণ; **ব্রহ্ম-উত্তরাঃ**—অধিকাংশ ব্রাহ্মণ; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে মানুষ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান এবং তপস্যার প্রতি নিষ্ঠা পরায়ণ। তারা অতি হিংস্র বা অতি লম্পট নয়। তাদের স্বার্থ মূলত ধর্ম, অর্থ এবং নিয়ন্ত্রিত কামের মধ্যেই নিহিত। তিনটি বেদের নির্দেশ অনুসরণ করে তারা সমৃদ্ধি লাভ করে। হে রাজন, এই ত্রেতাযুগের সমাজ যদিও চারটি পৃথক বর্ণে বিকশিত, তবুও অধিকাংশ মানুষই ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ২২

তপঃসত্যদয়াদানেষ্বর্ধং হ্রস্বতি দ্বাপরে ।
হিংসাতুষ্ট্যনৃতদ্বেষৈর্ধর্মস্যাধর্মলক্ষণৈঃ ॥ ২২ ॥

তপঃ—তপস্যার; **সত্য**—সত্য; **দয়া**—দয়া; **দানেষু**—এবং দান; **অর্ধম্**—অর্ধ; **হ্রস্বতি**—হ্রাস পায়; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **হিংসা**—হিংসা; **অতুষ্টি**—অসন্তোষ; **অনৃত**—মিথ্যা; **দ্বেষৈঃ**—বিদ্বেষের দ্বারা; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **অধর্ম-লক্ষণৈঃ**—অধর্ম লক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

দ্বাপর যুগে তপস্যা, সত্য, দয়া এবং দান—এই সকল ধর্ম লক্ষণগুলি তাদের প্রতিপক্ষীয় অধর্ম লক্ষণ অসন্তোষ, মিথ্যা, হিংসা এবং বিদ্বেষের দ্বারা অর্ধেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

শ্লোক ২৩

যশস্বিনো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ ।
আঢ্যাঃ কুটুম্বিনো হৃষ্টা বর্ণাঃ ক্ষত্রদ্বিজোত্তরাঃ ॥ ২৩ ॥

যশস্বিনঃ—যশ লাভের জন্য ব্যগ্র; **মহাশীলাঃ**—মহান; **স্বাধ্যায়-অধ্যয়নে**—বৈদিক শাস্ত্রের অধ্যয়নে; **রতাঃ**—নিমগ্ন; **আঢ্যাঃ**—সমৃদ্ধিশালী; **কুটুম্বিনঃ**—বহু কুটুম্বপূর্ণ বড় পরিবার; **হৃষ্টাঃ**—উৎফুল্ল; **বর্ণাঃ**—সমাজের চারটি বর্ণ; **ক্ষত্র-দ্বিজ-উত্তরাঃ**—প্রধানত ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ প্রতিনিধিতে পরিপূর্ণ।

অনুবাদ

দ্বাপরযুগের মানুষ যশ লাভে উৎসাহী এবং অতি মহান প্রকৃতির। তাঁরা বেদ অধ্যয়নে রত হয়, মহা সমৃদ্ধিশালী, বহু কুটুম্বে পূর্ণ বিশাল পরিবারের ভরণপোষণে রত এবং প্রাণবন্ত উৎফুল্ল জীবন উপভোগ করেন। চারিটি বর্ণের মধ্যে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দেরই প্রাধান্য থাকে।

শ্লোক ২৪

কলৌ তু ধর্মপাদানাং তুর্যাংশোঽধর্মহেতুভিঃ ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ২৪ ॥

কলৌ—কলিযুগে; **তু**—এবং; **ধর্ম-পাদানাম্**—ধর্মের পাদসমূহের; **তুর্য-অংশঃ**—এক চতুর্থাংশ; **অধর্ম**—অধর্মের; **হেতুভিঃ**—নীতির দ্বারা; **এধমানৈঃ**—বর্ধমান; **ক্ষীয়মাণঃ**—ক্ষীয়মাণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তে**—শেষভাগে; **সঃ**—সেই এক চতুর্থাংশ; **অপি**—ও; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে।

অনুবাদ

কলিযুগে ধর্মের এক চতুর্থাংশ ভাগই শুধু অবশিষ্ট থাকে। নিত্য বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে সেই অবশিষ্ট ভাগটিও অবিরাম হ্রাস পেতে থাকবে এবং অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ২৫

**তস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ ।
দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাসোত্তরাঃ প্রজাঃ ॥ ২৫ ॥**

তস্মিন্—সেই যুগে; **লুব্ধাঃ**—লোভী; **দুরাচারাঃ**—দুরাচার; **নির্দয়াঃ**—নির্দয়; **শুষ্ক-বৈরিণঃ**—অনাবশ্যক কলহপ্রবণ; **দুর্ভগাঃ**—দুর্ভাগা; **ভূরি-তর্ষাঃ**—বহু বাসনায় জর্জরিত; **চ**—এবং; **শূদ্র-দাস-উত্তরাঃ**—প্রধানত বর্বর এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষ লোভপ্রবণ, দুরাচার এবং নির্দয় এবং তারা কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। জড় বাসনায় জর্জরিত কলিযুগের দুর্ভাগা মানুষদের অধিকাংশই শূদ্র এবং বর্বরশ্রেণীর।

তাৎপর্য

এই যুগে আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ লোকই হচ্ছে শ্রমিক, কেরাণী, জেলে, কারিগর এবং শূদ্র শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য প্রকার কর্মী। জ্ঞানী, ভক্ত এবং মহান রাজনৈতিক নেতা অতি বিরল। এমনকি স্বাধীন ব্যবসায়ী এবং কৃষকরাও লুপ্তপ্রায় বংশধর মাত্র। কেননা বিশাল ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা ক্রমবর্ধমান হারে তাদেরকে অধীনস্থ কর্মচারীরূপেই রূপান্তরিত করছে। পৃথিবীর সুবিশাল এলাকা ইতিমধ্যেই বর্বর বা অর্ধবর্বর জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত হয়ে গেছে যা সমগ্র পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক এবং নিরানন্দময় করে তুলেছে। বর্তমানের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই বিষণ্ণ পরিবেশকে সংশোধন করার শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছে। ভয়ঙ্কর কলিযুগের পক্ষে এই হচ্ছে একমাত্র ভরসা।

শ্লোক ২৬

**সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ ।
কালসঞ্চোদিতাস্তে বৈ পরিবর্তন্তে আত্মনি ॥ ২৬ ॥**

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**—অজ্ঞানতা; **ইতি**—এইভাবে; **দৃশ্যন্তে**—দেখা যায়; **পুরুষে**—ব্যক্তির মধ্যে; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **কাল-সঞ্চোদিতাঃ**—কালপ্রভাবে; **তে**—তারা; **বৈ**—বস্তুত; **পরিবর্তন্তে**—পরিবর্তিত হয়; **আত্মনি**—মনে।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই জড় গুণগুলি, মানুষের মনের মধ্যে যাদের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়—কালের প্রভাবেই গতিশীল হয়ে উঠে।

তাৎপর্য

এই সকল শ্লোকে বর্ণিত চারটি যুগ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রকাশ। সত্যযুগে জড় জাগতিক সত্ত্বগুণই অধিক প্রকাশিত আর কলিযুগে তমোগুণই অধিক প্রকাশিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিটি যুগেই অন্য তিনটি যুগ সাময়িকভাবে অধীনস্থ যুগ হিসাবে প্রকাশিত হয়। এইভাবে এমনকি সত্যযুগেও তমোগুণে আচ্ছন্ন অসুরের প্রাদুর্ভাব হতে পারে এবং কলিযুগেও কিছু সময়ের জন্য সর্বোচ্চ ধর্মনীতি প্রস্ফুটিত হতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বত্র এবং প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ বর্তমান আছে। কিন্তু অধিক প্রভাব বিস্তারকারী গুণ বা গুণের সমষ্টিই যে কোন জড়ীয় বিষয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। তাই, প্রতিটি যুগেই বিভিন্ন আনুপাতিক হারে এই তিনটি গুণ বর্তমান থাকে। সত্ত্বগুণের প্রতিরূপ (সত্যযুগ) রজোগুণের প্রতিভূ (ত্রেতা), রজ এবং তমোগুণের মিশ্র প্রাধান্যে দ্বাপর বা তমোপ্রধান কলি—প্রতিটি বিশেষ যুগই অন্যান্য প্রতিটি যুগের অভ্যন্তরে অধীনস্থ যুগরূপে বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২৭

প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্জ্ঞানে তপসি যদ্ রুচিঃ ॥ ২৭ ॥

প্রভবন্তি—তারা প্রধানত প্রকাশিত হয়; **যদা**—যখন; **সত্ত্বে**—সত্ত্বগুণে; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **চ**—এবং; **তদা**—তখন; **কৃত-যুগম্**—সত্য যুগ; **বিদ্যাৎ**—উপলব্ধি করা উচিত; **জ্ঞানে**—জ্ঞানে; **তপসি**—এবং তপস্যা; **যৎ**—যখন; **রুচিঃ**—আনন্দ।

অনুবাদ

যখন মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে স্থিত হয়, সেই সময়কে সত্যযুগ বলে বুঝতে হবে। সেই সময় মানুষ জ্ঞান এবং তপস্যায় আনন্দলাভ করে।

তাৎপর্য

কৃত শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অনুষ্ঠিত' বা 'সম্পাদিত' এইভাবে সত্যযুগে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং পারমার্থিক জ্ঞান ও তপস্যায় মানুষ মহানন্দ অনুভব করে। এমনকি কলিযুগেও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত মানুষেরা পারমার্থিক জ্ঞান অনুশীলন এবং নিয়মিত তপ-অনুষ্ঠানে আনন্দলাভ করে। এই মহান স্থিতি তাঁর পক্ষেই লাভ করা সম্ভব যিনি যৌন কামনাকে জয় করেছেন।

শ্লোক ২৮

যদা কর্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাম্ ।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি বুদ্ধিমন্ ॥ ২৮ ॥

যদা—যখন; **কর্মসু**—কর্তব্য কর্মে; **কাম্যেষু**—স্বার্থ কেন্দ্রিক কামনা ভিত্তিক; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **যশসি**—যশে; **দেহিনাম্**—দেহবদ্ধ জীবাত্মা; **তদা**—তখন; **ত্রেতা**—ত্রেতাযুগ; **রজঃ-বৃত্তিঃ**—রজোগুণ প্রধান কর্ম; **ইতি**—এইভাবে; **জানীহি**—তোমার জানা উচিত; **বুদ্ধিমান্**—হে বুদ্ধিমান মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে বুদ্ধিমান, দেহবদ্ধ জীব যখন ব্যক্তিগত যশ লাভের অভিপ্রায়ে নিষ্ঠা সহকারে তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে, তখন তাকে ত্রেতা যুগের পরিস্থিতি বলে বুঝতে হবে। এই যুগে রজোগুণের প্রভাবই প্রাধান্য পায়।

শ্লোক ২৯

যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ ।
কর্মণাং চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্ রজস্তমঃ ॥ ২৯ ॥

যদা—যখন; **লোভঃ**—লোভ; **তু**—বাস্তবিকই; **অসন্তোষঃ**—অসন্তোষ; **মানঃ**—মিথ্যা অহঙ্কার; **দম্ভঃ**—কপটতা; **অথ**—এবং; **মৎসরঃ**—ঈর্ষা; **কর্মণাম্**—কর্মসমূহের; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **কাম্যানাম্**—স্বার্থপর; **দ্বাপরম্**—দ্বাপরযুগ; **তৎ**—তা; **রজঃ-তমঃ**—মিশ্র রজ ও তমোগুণ প্রধান।

অনুবাদ

যখন লোভ, অসন্তোষ, অহংকার, কপটতা ও ঈর্ষা প্রাধান্য পায় এবং সেই সঙ্গে স্বার্থপর কর্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়, মিশ্র তম ও রজোগুণ প্রধান সেই যুগটিই হচ্ছে দ্বাপর যুগ।

শ্লোক ৩০

যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্ ।
শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥

যদা—যখন; **মায়া**—প্রতারণা; **অনৃতম্**—মিথ্যাভাষণ; **তন্দ্রা**—তন্দ্রা; **নিদ্রা**—নিদ্রা এবং নেশা; **হিংসা**—হিংসা; **বিষাদনম্**—বিষাদ; **শোক**—শোক; **মোহৌ**—এবং মোহ; **ভয়ম্**—ভয়; **দৈন্যম্**—দরিদ্র; **সঃ**—তা; **কলিঃ**—কলিযুগ; **তামসঃ**—তমোগুণের; **স্মৃতঃ**—বিবেচিত হয়।

অনুবাদ

যখন প্রতারণা, মিথ্যাভাষণ, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয় এবং দরিদ্র প্রাধান্য পায়, তমোগুণ প্রধান সেই যুগই হচ্ছে কলিযুগ।

তাৎপর্য

কলিযুগে, জনগণ প্রায় সর্বতোভাবে স্থূল জড়বাদের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ এবং আত্মোপলব্ধির সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

শ্লোক ৩১

তস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ—কলিযুগের এইসব দোষের জন্য; **ক্ষুদ্র-দৃশঃ**—ক্ষুদ্র দৃষ্টিসম্পন্ন; **মর্ত্যাঃ**—মানুষ; **ক্ষুদ্র-ভাগ্যাঃ**—হতভাগ্য; **মহা-অশনাঃ**—ভুরি ভোজনে অভ্যস্থ; **কামিনঃ**—কামুক; **বিত্ত-হীনাঃ**—বিত্তহীন; **চ**—এবং; **স্বৈরিণ্যঃ**—সামাজিক ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী; **চ**—এবং; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **অসতীঃ**—অসতী।

অনুবাদ

কলিযুগের অসদগুণাবলীর জন্য মানুষ ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন, দুর্ভাগা, ভুরিভোজী, কামুক এবং দরিদ্র হবে। স্ত্রীজাতি অসতী হয়ে স্বেচ্ছাচারিণী ভাবে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গমন করবে।

তাৎপর্য

কলিযুগে কিছু কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে যৌন ব্যভিচারকে সমর্থন করে। বস্তুতপক্ষে, দেহের সঙ্গে আত্মার তাদাত্ম্য বোধ এবং আত্মাকে পরিত্যাগ করে শুধু দেহের মধ্যেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুসন্ধান করা হচ্ছে গভীরতম অজ্ঞানের অন্ধকার তথা কামের প্রতি দাসত্বের লক্ষণ। স্ত্রীরা যখন অসতী হয়, তখন বিবাহ বন্ধনের বাইরে কাম উপভোগের ফলস্বরূপ বহু সন্তানের জন্ম হয়। ঐ শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রতিকূল পরিবেশে বড় হয় এবং এইভাবে স্নায়ুরোগগ্রস্ত এক অজ্ঞ সমাজের উদ্ভব হয়। এইসব লক্ষণ ইতিমধ্যেই বিশ্বের সর্বত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্লোক ৩২

দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ ।
রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ ॥ ৩২ ॥

দস্যু-উৎকৃষ্টাঃ—দস্যু তস্কর অধ্যুষিত; **জনপদাঃ**—জনপদগুলি; **বেদাঃ**—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; **পাষণ্ড**—নাস্তিকগণ; **দূষিতাঃ**—দূষিত; **রাজানঃ**—রাজনৈতিক নেতাগণ; **চ**—এবং; **প্রজা-ভক্ষাঃ**—প্রজাদের ভক্ষণকারী; **শিশ্ন-উদর**—উপস্থ এবং উদর; **পরাঃ**—পরায়ণ; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

জনপদগুলি দস্যুতস্করে অধ্যুষিত হবে, নাস্তিকদের কাল্পনিক ব্যাখ্যায় বেদ দূষিত হবে, রাজনৈতিক নেতারা বস্তুতপক্ষে প্রজাদের ভক্ষণ করবে, আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হবে শিশ্নোদর পরায়ণ।

তাৎপর্য

বহু বিশাল নগরী রাত্রিবেলায় নিরাপত্তাবিহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাত্রিবেলায় নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই চলা ফেরা করবে না—একথা সুস্পষ্ট, কেননা প্রত্যেকেই জানেন যে নিঃসন্দেহে তাকে প্রায় গলা টিপে লুণ্ঠন করা হবে। সাধারণ চোর, এই যুগে যাদের সংখ্যা খুবই প্রচুর, তারা ছাড়াও বড় বড় নগরীগুলি, গলাকাটা ব্যবসায়ীতে পরিপূর্ণ যারা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে মানুষকে নিষ্প্রয়োজনীয় এবং এমনকি ক্ষতিকারক বস্তুও ক্রয় করতে বুঝিয়ে থাকে। একথা সুপ্রমাণিত যে গোমাংস, তামাক, মদ এবং অন্যান্য বহু আধুনিক সামগ্রী মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তার মানসিক স্বাস্থ্যের আর কী কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক পুঁজিবাদীগণ এই সকল জিনিস ব্যবহার করার জন্য মানুষের প্রত্যয় উৎপাদন করতে যে কোন রকমের মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করার ব্যাপারে ইতস্তত বোধ করে না। আধুনিক শহরগুলি মানসিক ও পারিবেশিক দূষণে পরিপূর্ণ এবং এমন কি সাধারণ নাগরিকেরাও এই সকল দূষণ সহ্য করতে অক্ষম হচ্ছে।

এই শ্লোকে এ কথাও বলা হচ্ছে যে, এই যুগে বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষাকে বিকৃত করা হবে। বিশাল বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিন্দুদর্শন সম্পর্কে পড়ানো হয় যেখানে তারা হিন্দুদর্শনকে বহু ঈশ্বরবাদ বলে বর্ণনা করে, যা মানুষকে নিরাকার ব্রহ্ম সাযুজ্যের প্রতি ধাবিত করে, যদিও বৈদিক শাস্ত্রে এর বিরুদ্ধে অজস্র প্রমাণ রয়েছে। বস্তুতপক্ষে, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত এক সামগ্রিক ব্যাপার, যে কথা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ঘোষণা করেছেন —*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। "আমিই হচ্ছি সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য" সমস্ত বৈদিক গ্রন্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করা। যদিও ভগবান বহু নামে এবং বহুরূপে আবির্ভূত হন, তবুও তিনি হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব এবং একজন ব্যক্তি। কিন্তু এই প্রকৃত বৈদিক জ্ঞান কলিযুগে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিচক্ষণতার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, রাজনৈতিক নেতারা বাস্তবিকপক্ষেই প্রজাদের ভক্ষণ করবে এবং তথাকথিত পুরোহিত ও বুদ্ধিজীবীরা শিশ্নোদর পরায়ণ হবে। কী দুঃখজনকভাবে এই কথাটি সত্য হয়ে গেছে।

শ্লোক ৩৩

অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ ।
তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ ॥ ৩৩ ॥

অব্রতাঃ—ব্রত পালনে অক্ষম; **বটবঃ**—ব্রহ্মচারীরা; **অশৌচাঃ**—অশুচি; **ভিক্ষবঃ**—ভিক্ষা করতে আগ্রহী; **চ**—এবং; **কুটুম্বিনঃ**—গৃহস্থরা; **তপস্বিনঃ**—বনবাসী তপস্বীরা; **গ্রাম-বাসাঃ**—গ্রামবাসী; **ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাসীরা; **অত্যর্থ-লোলুপাঃ**—অতিরিক্ত অর্থ লোলুপ।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীরা তাদের ব্রতপালনে অক্ষম হবে এবং তারা শুচিতা বর্জিত হবে। গৃহস্থরা ভিক্ষা করতে থাকবে। বানপ্রস্থীরা গ্রামে বাস করবে এবং সন্ন্যাসীরা অতিশয় অর্থলোলুপ হবে।

তাৎপর্য

কলিযুগে ব্রহ্মচর্য পালনকারী ছাত্রদের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। আমেরিকায় ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত বহু বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে কেননা যুবকরা খোলাখুলিভাবেই কামার্ত যুবতীদের অবিরাম সঙ্গ ছাড়া বসবাস করতে অস্বীকার করে। সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এও লক্ষ্য করেছি যে ছাত্রছাত্রীদের আবাসগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা জায়গায় বর্তমান, যে কথা এই শ্লোকের '*অশৌচাঃ*' শব্দে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে।

গৃহস্থ ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে বলা চলে যে, ভগবদ্ভক্তেরা যখন দিব্য গ্রন্থাবলী বিতরণ এবং ভগবানের মহিমা প্রচার করার উদ্দেশ্যে দান সংগ্রহ করতে দরজায় দরজায় গমন করে, বিরক্ত গৃহস্থরা সাধারণত উত্তর দেয় যে "কোন মানুষের কর্তব্য আমাকেই অর্থ দান করা।" কলিযুগের গৃহস্থরা দানশীল নয়। বরং তাদের কৃপণ মনোবৃত্তির ফলে পারমার্থিক ভিক্ষুরা যখন তাদের কাছে যায়, তারা বিরক্ত হয়ে উঠে।

বৈদিক সংস্কৃতিতে, পঞ্চাশ বছর বয়সে স্বামী-স্ত্রী বানপ্রস্থ গ্রহণ করে তপস্যার জীবন ও পারমার্থিক পূর্ণতালাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র স্থানে গমন করেন। তবে আমেরিকার মতো দেশগুলিতে অবসর যাপনের জন্য কিছু শহর নির্মাণ করা হয়েছে

যেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গল্ফ্, টেবিল টেনিস ও শাফল্ বোর্ড খেলে এবং প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার নিদারুণ প্রচেষ্টায় জীবনের শেষ কয়টা বছর অপচয় করে নিজেদের বোকা বানাতে পারে, যদিও তাদের দেহ ভয়ঙ্করভাবে কুঞ্চিত এবং মন বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত হচ্ছে। জীবনের অতি মূল্যবান এই শেষ কয়টি বছর এইরকম নির্লজ্জভাবে অপব্যবহার করার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষের অনিচ্ছা খুবই অনমনীয় এবং নিশ্চিতরূপে তা হচ্ছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক অপরাধ।

ন্যাসিনোঽত্যর্থ-লোলুপাঃ এই কথাগুলির দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রভাবশালী ধর্ম নেতাগণ এবং এমনকি যারা প্রভাবশালী নয়, তারাও সরল মানুষকে প্রতারণা করে তাদের ব্যাঙ্কের টাকা বৃদ্ধি করার জন্য নিজেদেরকে ঈশ্বরের দূত, সন্তপুরুষ এবং অবতার বলে দাবী করবে। তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রকৃত ব্রহ্মচারী ছাত্রজীবন, ধার্মিক গৃহস্থ জীবন, মহিমান্বিত ও প্রগতিশীল বানপ্রস্থ এবং খাঁটি পারমার্থিক নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করছে। আজ ১৯৮২সালের ৯ই মে ইন্দ্রিয় ভোগ পরায়ণ ব্রাজিলের রিও ডি জনেইরো নামক শহরে তিনজন যুবককে আমরা সন্ন্যাসদীক্ষা দান করলাম যাদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন ব্রাজিলবাসী এবং একজন আমেরিকাবাসী। এই আন্তরিক আশা নিয়ে তাঁদেরকে এই দীক্ষা দেওয়া হল যে তাঁরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর ব্রতসমূহ সম্পাদন করবেন এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রকৃত পারমার্থিক নেতৃত্বদান করবেন।

শ্লোক ৩৪

হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ ।
শশ্বৎ কটুকভাষিণ্যশ্চৌর্যমায়োরুসাহসাঃ ॥ ৩৪ ॥

হ্রস্ব-কায়াঃ—খর্বাকৃতি দেহ বিশিষ্ট; **মহা-আহারাঃ**—ভূরি ভোজনকারী; **ভূরি-অপত্যাঃ**—বহু সন্তানবিশিষ্ট; **গত-হ্রিয়ঃ**—নির্লজ্জ; **শশ্বৎ**—অবিরাম; **কটুকঃ**—কর্কশভাবে; **ভাষিণ্যঃ**—কথা বলে; **চৌর্য**—চৌর্যপ্রবণতা প্রদর্শন করে; **মায়া**—প্রতারণা; **উরু-সাহসাঃ**—এবং অতি ধৃষ্টতা।

অনুবাদ

স্ত্রীদের দেহ হবে খর্বাকৃতি, তারা অতিরিক্ত আহার করবে, লালন পালনে অক্ষম হলেও তারা বহু সন্তান লাভ করবে এবং সম্পূর্ণভাবে নির্লজ্জ হবে। তারা সর্বদা কর্কশভাবে কথা বলবে এবং চৌর্যপ্রবণতা, প্রতারণা এবং অনিয়ন্ত্রিত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে।

শ্লোক ৩৫

পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ ।
অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্তাং সাধু জুগুপ্সিতাম্ ॥ ৩৫ ॥

পণয়িষ্যন্তি—বাণিজ্যে লিপ্ত হবে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ক্ষুদ্রাঃ**—ক্ষুদ্র; **কিরাটাঃ**—ব্যবসায়ীগণ; **কূট-কারিণঃ**—প্রতারণায় লিপ্ত হয়ে; **অনাপদি**—যখন কোন জরুরী প্রয়োজন নেই; **অপি**—এমন কি; **মংস্যন্তে**—মানুষ মনে করবে; **বার্তাম্**—পেশা; **সাধু**—ভাল; **জুগুপ্সিতাম্**—যা প্রকৃতপক্ষেই ঘৃণ্য।

অনুবাদ

ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে লিপ্ত হবে এবং প্রতারণার দ্বারা তাদের অর্থ উপার্জন করবে। এমন কি যখন কোনও জরুরী প্রয়োজন থাকবে না, তখনও মানুষ যে কোন ঘৃণ্য কাজকে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় বলেই বিবেচনা করবে।

তাৎপর্য

যদিও অন্যান্য পেশা সুলভ, তবুও মানুষ কয়লাখনি, কসাইখানা, ইস্পাত কারখানা, মরুভূমি, তৈলখনি, ডুবোজাহাজ এবং অন্যান্য সমতুল্য জঘন্য পরিস্থিতিতে কাজ করতে ইতস্তত করে না। এখানে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যবসায়ীরা প্রতারণা এবং মিথ্যা কথা বলাকে ব্যবসা করার এক নিখুঁত এবং সম্মানজনক পন্থা বলেই গণ্য করবে। এই সকলই হচ্ছে কলিযুগের বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৩৬

পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্ ।
ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ ॥ ৩৬ ॥

পতিম্—পতি; **ত্যক্ষ্যন্তি**—তারা পরিত্যাগ করবে; **নির্দ্রব্যম্**—সম্পত্তিহীন; **ভৃত্যাঃ**—ভৃত্যবর্গকে; **অপি**—এমনকি; **অখিল-উত্তমম্**—ব্যক্তিগত গুণের বিচারে সর্বোত্তম; **ভৃত্যম্**—ভৃত্য; **বিপন্নম্**—বিপদগ্রস্ত; **পতয়ঃ**—প্রভুগণ; **কৌলম্**—বংশপরম্পরাভাবে পরিবারভুক্ত; **গাঃ**—গাভীরা; **চ**—এবং; **অপয়স্বিনীঃ**—দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে যে গাভী।

অনুবাদ

যে প্রভু সম্পত্তিহীন হয়ে গেছেন, ভৃত্য তাকে পরিত্যাগ করবে, এমন কি প্রভু যদি সাধু পুরুষও হন এবং উজ্জ্বল চারিত্রিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করেন। প্রভুরাও অক্ষম ভৃত্যকে পরিত্যাগ করবে, সেই ভৃত্য যদি বংশানুক্রমেও সেই পরিবারভুক্ত

হয়। গাভীরা যখন দুধ দিতে অক্ষম হবে, মানুষ তাদের পরিত্যাগ করবে কিংবা হত্যা করবে।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে গাভীকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয় এই কারণে নয় যে ভারতবাসীরা পৌরাণিক প্রতীকের আদিম উপাসক, কিন্তু এই জন্য যে হিন্দুরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বুঝতে পারে যে গাভী হচ্ছে মাতৃবৎ। শৈশবে আমরা প্রায় সকলেই গাভীর দুধ থেকে পুষ্টি লাভ করেছি এবং তাই গাভী আমাদের অন্যতম মাতা। একথা নিশ্চিত যে মানুষের মাতা পবিত্র এবং তাই পবিত্র গাভীকে হত্যা করা আমাদের উচিত নয়।

শ্লোক ৩৭

পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ ।
ননান্দৃশ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ ॥ ৩৭ ॥

পিতৃ—তাদের পিতৃপুরুষগণ; **ভ্রাতৃ**—ভাই; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, জ্ঞাতি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **সৌরত**—যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে; **সৌহৃদাঃ**—বন্ধুত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা; **ননান্দৃ**—শালিকা এবং ননদের সঙ্গে; **শ্যাল**—এবং শ্যালকদের; **সংবাদাঃ**—নিয়মিতভাবে সঙ্গ করে; **দীনাঃ**—চরম দুর্দশাগ্রস্ত; **স্ত্রৈণাঃ**—স্ত্রৈণ; **কলৌ**—কলিযুগে; **নরাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষেরা হবে চরম দুর্দশাগ্রস্ত এবং স্ত্রৈণ। তারা তাদের পিতামাতা, ভাই জ্ঞাতি এবং বন্ধুদের পরিত্যাগ করে শালিকা, ননদ এবং শ্যালকদের সঙ্গ করবে। এইভাবে বন্ধুত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা সর্বতোভাবে যৌন বন্ধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

শ্লোক ৩৮

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ ।
ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্ ॥ ৩৮ ॥

শূদ্রাঃ—নিম্নস্তরের সাধারণ কর্মচারীগণ; **প্রতিগ্রহীষ্যন্তি**—ধর্ম সংক্রান্ত দানদক্ষিণা গ্রহণ করবে; **তপঃ**—তপস্যার অভিনয়ের দ্বারা; **বেশ**—ভিক্ষুকের বেশে; **উপজীবিনঃ**—জীবিকা নির্বাহ করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **বক্ষ্যন্তি**—বলবে; **অধর্মজ্ঞাঃ**—যারা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না; **অধিরুহ্য**—আরোহণ করে; **উত্তম-আসনম্**—উচ্চ আসনে।

অনুবাদ

সংস্কৃতিবিহীন ব্যক্তিরা ভগবানের পক্ষে দান গ্রহণ করবে। ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে এবং তপস্যার অভিনয় করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে। যারা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা উচ্চাসনে বসে ধর্মকথা আলোচনা করার স্পর্ধা করবে।

তাৎপর্য

এখানে ভণ্ড গুরু, স্বামীজী, পুরোহিত এবং ইত্যাদি মানুষের ব্যাপক বিস্তারের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯-৪০

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ ।
নিরন্নে ভূতলে রাজননাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ ॥ ৩৯ ॥
বাসোঽন্নপানশয়নব্যবায়স্নানভূষণৈঃ ।
হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ ॥ ৪০ ॥

নিত্যম্—সব সময়; **উদ্বিগ্ন**—উদ্বিগ্ন; **মনসঃ**—তাদের মন; **দুর্ভিক্ষ**—দুর্ভিক্ষের দ্বারা; **কর**—করের দ্বারা; **কর্শিতাঃ**—কৃশতাপ্রাপ্ত; **নিরন্নে**—অন্নহীন; **ভূতলে**—পৃথিবীপৃষ্ঠে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অনাবৃষ্টি**—অনাবৃষ্টিতে; **ভয়**—ভয়ের দরুণ; **আতুরাঃ**—উদ্বিগ্ন; **বাসঃ**—বস্ত্র; **অন্ন**—খাদ্য; **পান**—পানীয়; **শয়ন**—বিশ্রাম; **ব্যবায়**—কাম; **স্নান**—স্নান করা; **ভূষণৈঃ**—ব্যক্তিগত অলঙ্কার; **হীনাঃ**—বঞ্চিত; **পিশাচ-সন্দর্শাঃ**—দেখতে পিশাচের মতো; **ভবিষ্যন্তি**—তারা হবে; **কলৌ**—কলিযুগে; **প্রজাঃ**—জনগণ।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষের মন সর্বদাই উত্তেজিত থাকবে। হে মহারাজ, দুর্ভিক্ষ এবং কর পীড়িত হয়ে তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং সর্বদাই অনাবৃষ্টির ভয়ে উদ্বিগ্ন হবে। পর্যাপ্ত অন্ন, বস্ত্র ও পানীয়ের অভাব হবে এবং তারা উপযুক্ত বিশ্রাম, কাম উপভোগ কিংবা স্নান করতে অক্ষম হবে। তাদের দেহকে সজ্জিত করার কোনও অলঙ্কার থাকবে না। বস্তুতপক্ষে ক্রমে ক্রমে কলিযুগের মানুষদের দেখতে পিশাচের মতোই হবে।

তাৎপর্য

এখানে যে সব লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অনেক দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ক্রমে ক্রমে জড়বাদ ও পাপের প্রভাব প্রসারিত হয়ে অন্যান্য স্থানকেও গ্রাস করবে।

শ্লোক ৪১

কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি ॥ ৪১ ॥

কলৌ—কলিযুগে; **কাকিণিকে**—ক্ষুদ্র পয়সার; **অপি**—এমন কি; **অর্থে**—জন্য; **বিগৃহ্য**—শত্রুতা বৃদ্ধি করে; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **সৌহৃদাঃ**—বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক; **ত্যক্ষ্যন্তি**—তারা পরিত্যাগ করবে; **চ**—এবং; **প্রিয়ান্**—প্রিয়; **প্রাণান্**—তাদের নিজেদের প্রাণ; **হনিষ্যন্তি**—তারা হত্যা করবে; **স্বকান্**—তাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজন; **অপি**—এমন কি।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষ এমনকি কয়েক পয়সার জন্যও পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করবে। সমস্ত প্রকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পরিত্যাগ করে তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবে এবং তারা এমনকি নিজেদের আত্মীয় স্বজনকেও হত্যা করবে।

শ্লোক ৪২

ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি ।
পুত্রান্ ভার্যাং চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ ॥ ৪২ ॥

ন রক্ষিষ্যন্তি—তারা রক্ষা করবে না; **মনুজাঃ**—মানুষেরা; **স্থবিরৌ**—বয়স্ক; **পিতরৌ**—পিতামাতাকে; **অপি**—এমন কি; **পুত্রান্**—সন্তানদেরকে; **ভার্যাম্**—স্ত্রীকে; **চ**—এবং; **কুলজাম্**—সৎ কুলে জাত; **ক্ষুদ্রাঃ**—ক্ষুদ্র; **শিশ্ন-উদরম্**—উদর এবং উপস্থ; **ভরাঃ**—শুধু ভরণ পোষণ করে।

অনুবাদ

মানুষ তাদের বয়স্ক পিতামাতাকে, সন্তান সন্ততি কিংবা সৎকুলজাতা পত্নীদের আর রক্ষণাবেক্ষণ করবে না। সম্পূর্ণরূপে অধঃপতিত হয়ে তারা শুধু নিজেদের উদর এবং উপস্থকে তুষ্ট করতেই যত্নবান হবে।

তাৎপর্য

এই যুগে বহু মানুষ ইতিমধ্যেই তাদের বয়স্ক পিতামাতাকে অনেক দূরে এক নিঃসঙ্গ এবং প্রায়শই অদ্ভুত বার্ধক্যাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে, যদিও এই সকল বৃদ্ধ পিতামাতারা তাদের সমগ্র জীবন সন্তানদের সেবাতেই উৎসর্গ করেছে।

কচি শিশুদেরও এই যুগে নানাভাবে উৎপীড়ন করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিশুদের মধ্যে আত্মহত্যার হারও নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা স্নেহাস্পদ-ধার্মিক পিতামাতার সন্তানরূপে তাদের জন্ম হয়নি। তাদের জন্ম হয়েছে অধঃপতিত স্বার্থপর নারীপুরুষের সন্তানরূপে। বস্তুতপক্ষে অনেক সময় শিশুদের জন্ম হয় এই কারণে যে জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি, ঔষধ বা অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রক কৌশলগুলি সঠিকভাবে কাজ করে না। এই পরিস্থিতিতে, আজকাল পিতামাতার পক্ষে তাদের শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দান করা এক অতি কঠিন ব্যাপার হয়ে গেছে। সাধারণত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞ হওয়ার ফলে পিতামাতারা তাদের সন্তানদেরকে মুক্তির পথে পরিচালিত করতে পারে না এবং এইভাবে পরিবার জীবনে তাদের মূল দায়িত্ব পালন করতে তারা ব্যর্থ হয়।

এই শ্লোকের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, যৌন ব্যভিচার এক সাধারণ ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ আহার এবং রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রচণ্ডভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে, যাকে তারা পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

শ্লোক ৪৩

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥ ৪৩ ॥

কলৌ—কলিযুগে; **ন**—না; **রাজন্**—হে মহারাজ; **জগতাম্**—বিশ্বের; **পরম্**—পরম; **গুরুম্**—গুরু; **ত্রিলোক**—ত্রিলোকের; **নাথ**—বিভিন্ন প্রভুর দ্বারা; **আনত**—নতমস্তক; **পাদপঙ্কজম্**—যার পাদপঙ্কজ; **প্রায়েণ**—প্রায়শই; **মর্ত্যাঃ**—মানুষ; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অচ্যুতম্**—ভগবান অচ্যুত; **যক্ষ্যন্তি**—তারা যজ্ঞ করবে; **পাষণ্ড**—নাস্তিক্যবাদের দ্বারা; **বিভিন্ন**—বিপদগামী; **চেতসঃ**—তাদের বুদ্ধি।

অনুবাদ

হে মহারাজ, কলিযুগে মানুষের বুদ্ধি নাস্তিক্যবাদের দ্বারা বিপথগামী হবে এবং তারা প্রায় কখনই পরম জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে কোন যজ্ঞ নিবেদন করবে না। যদিও ত্রিলোকের নিয়ন্তা মহান দেবতাগণও সকলেই পরমেশ্বরের চরণে প্রণত হয়, তবুও এই যুগের তুচ্ছ এবং আর্ত মর্ত্যবাসীগণ তা করবে না।

তাৎপর্য

সমস্ত অস্তিত্বের উৎস পরম সত্যকে অনসন্ধান করার প্রেরণা স্মরণাতীতকাল ধরে দার্শনিক, ঈশ্বরতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন মার্গের বুদ্ধিজীবীদের উদ্বুদ্ধ করেছে এবং আজও উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। তবে যাই হোক, নিত্য বর্ধমান তথাকথিত বহুমুখী দর্শন, ধর্মমত, পথ এবং জীবনধারা প্রভৃতি বিষয়কে ধীরভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরম লক্ষ্যবস্তু বলতে তারা নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক কোনও এক সত্তাকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু এই নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের বহু গুরুতর যৌক্তিক ত্রুটি রয়ে গেছে। যুক্তির সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোনও বিশেষ কার্যের মধ্যে তার স্বীয় কারণের স্বভাব বা গুণগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূর্ত হওয়া উচিত। এইভাবে বলা যায় যে, যার কোনও ব্যক্তিত্ব বা সক্রিয়তা নেই, তার পক্ষে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এবং সক্রিয়তার কারণ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

পরম সত্য সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসার অদম্য স্পৃহা প্রায়শই সমস্ত প্রকাশের উৎস আবিষ্কার করার জন্য আমাদের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক তথা রহস্যবাদী প্রচেষ্টার মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই জড় জগৎ যাকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক অনন্ত জাল বলে মনে হয়, তা নিশ্চিতরূপে পরম সত্য নয়, কেন না জড় উপাদান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝা যায় যে এই জগতের উপাদান যে জড় শক্তি, তা অনন্তরূপে বিভিন্ন আকার এবং অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং জড় সত্তার কোন বিশেষ একটি অবস্থার দৃষ্টান্ত অন্য সমস্ত বস্তুর পরম উৎস হতে পারে না।

আমরা হয়তো কল্পনা করতে পারি যে, কোনও না কোনও রূপে জড় বস্তু চিরকাল বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্ব ম্যাসাচুসেট-এর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির তাত্ত্বিকদের মতো আধুনিক বিশ্বতাত্ত্বিকদের কাছে আর আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। আমরা যদি একথা স্বীকারও করি যে জড়বস্তু নিত্যকাল বিদ্যমান রয়েছে, তবুও আমরা যদি পরম সত্যকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে আমাদের দার্শনিক প্রেরণাকে পরিতৃপ্ত করতে চাই, তাহলেও আমাদের চেতনার উৎস সম্পর্কে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। যদিও আধুনিক গোঁড়া অভিজ্ঞতাবাদীগণ বলেন যে জড়বস্তু ছাড়া কোনও কিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তবুও প্রত্যেকেই সাধারণ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারেন যে চেতনা পাথর, পেন্সিল বা জলের মতো একই প্রকারের বস্তু নয়। স্বয়ং সচেতনতা তার চিন্তনীয় বিষয় থেকে স্পষ্টতই ভিন্ন। এটি কোনও জড় সত্তা নয়, বরং এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধির একটি পন্থা মাত্র। একদিকে যদিও জড় বস্তু এবং চেতনার মধ্যে এক সুশৃঙ্খল পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে, অন্যদিকে জড়বস্তুই যে চেতনার

উৎস সে সম্পর্কে কঠোর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এমন কোনও প্রমাণই নেই। এইভাবে জড় জগৎ নিত্যকাল বিদ্যমান রয়েছে এবং তাই জড় জগতই হচ্ছে পরম সত্য— এই যে তত্ত্ব, তা বিজ্ঞান সম্মতভাবে কিংবা অনুভূতিমূলকভাবেও চেতনার উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করে না। অথচ এই চেতনাই হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে মৌলিক এবং বাস্তব বিষয়।

অধিকন্তু, বিংহামটনের নিউইয়র্ক স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রিচার্ড থমসন প্রামাণিকভাবে যা ব্যাখ্যা করেছেন এবং পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী বহু বৈজ্ঞানিক যে কথা নিশ্চিতরূপে সমর্থন করেছেন এবং তার গবেষণার প্রশংসা করেছেন, তা হচ্ছে জড় বস্তুর রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক নিয়মগুলিতে আমাদের দেহের মধ্যে এবং অন্যান্য জীবদেহে যে সমস্ত অচিন্ত্য জটিল ঘটনাসমূহ ঘটে চলেছে সেসব ব্যাখ্যা করার মতো পর্যাপ্ত জটিল তথ্য আদৌ নেই। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃতির এই জড় নিয়মগুলি চেতনার অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতেই যে ব্যর্থ হয়েছে শুধু তাই নয়, এগুলি এমন কি জটিল জৈব স্তরে সংঘটিত জড় উপাদান সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেও ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমন কি পাশ্চাত্য জগতের প্রথম মহান দার্শনিক সক্রেটিসও জড়বাদী নিয়মের ভিত্তিতে পরম কারণকে প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রচেষ্টায় নিদারুণভাবে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সূর্যরশ্মির উত্তাপ এবং জ্যোতির্ময়তা যে কোন যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের কাছে সন্তোষজনকভাবে একথাই প্রমাণ করে যে রশ্মিসমূহের উৎস যে সূর্য, তা নিশ্চয়ই কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতল গোলক নয়, বরং তা হচ্ছে প্রায় অসীম উত্তাপ এবং আলোকের আধার। অনুরূপভাবে, এই সৃষ্টিতে ব্যক্তিচেতনা এবং ব্যক্তিত্বের অসংখ্য দৃষ্টান্তগুলি প্রয়োজনের থেকেও অধিকতর প্রমাণ দেয় যে, কোথাও না কোথাও চেতনা এবং ব্যক্তিত্বমূলক আচরণের এক অসীম উৎস রয়ে গেছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তার ফিলেবাস নামক সংলাপে যুক্তি দেখিয়েছেন যে আমাদের দেহের মধ্যে জড় উপাদানগুলি ঠিক যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অস্তিত্বশীল জড় উপাদানের এক বিশাল আধার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ঠিক তেমনি আমাদের যুক্তি-বুদ্ধিও এই ব্রহ্মাণ্ডে অস্তিত্বশীল এক মহাজাগতিক বুদ্ধি থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পরম বুদ্ধিই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ভগবান। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে বহু নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ এই কথা বুঝতে পারেন না। আমাদের ব্যক্তিত্বমূলক চেতনার উৎস যে পরম সত্য, তাঁরও যে চেতনা এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তারা বরং একথা অস্বীকারই করেন। সূর্যকে শীতল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যেমন যুক্তিহীন, একথা বলাও তেমনই যুক্তিহীন।

কলিযুগের অনেক মানুষ বহু গতানুগতিক সস্তা যুক্তির উপস্থাপনা করেন। যেমন "ভগবানের যদি দেহ এবং ব্যক্তিত্ব থাকতো, তাহলে তিনি তো সীমিত হয়ে যেতেন।" যুক্তির এই অপর্যাপ্ত প্রচেষ্টায় একটি বিশিষ্ট পদকে ভ্রান্তিবশত ব্যাপক অর্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আসলে যা বলা উচিত, তা হচ্ছে— "আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জড় ব্যক্তিত্ব বা জড় দেহের মতো ভগবানেরও যদি জড় ব্যক্তিত্ব বা জড় দেহ থাকে, তাহলে তিনি সীমিত হয়ে যাবেন।" কিন্তু আমরা এই বিশেষ গুণ নির্ধারক 'জড়' বিশেষণটিকে পরিত্যাগ করি এবং এক তথাকথিত ব্যাপক অর্থ প্রয়োগ করি, যাতে মনে হয় যে আমরা যেন দেহ এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সামগ্রিক সত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিসরটি পূর্ণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে পরম সত্যের দিব্য রূপ এবং ব্যক্তিত্ব হচ্ছে অসীম। স্পষ্টতই, অসীম ভগবান হতে হলে তাকে শুধু পরিমাণগতভাবে নয়, তাকে গুণগতভাবেও অসীম হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের এই যান্ত্রিক কারিগরী সভ্যতার যুগে অসীম তত্ত্বকে আমরা শুধু পরিমাণগতভাবেই সংজ্ঞা দেওয়ার প্রবণতা বোধ করি এবং এইভাবে অসীম ব্যক্তিত্বমূলক গুণগুলিও যে অসীম তত্ত্বের অত্যাবশ্যক অঙ্গ, তা লক্ষ্য করতে আমরা ব্যর্থ হয়ে পড়ি। অন্যভাবে বলা যায় যে অসীম সৌন্দর্য, অসীম ঐশ্বর্য, অসীম বুদ্ধিমত্তা, অসীম রসময়তা, অসীম দয়া, অসীম ক্রোধ প্রভৃতি গুণাবলী অবশ্যই ভগবানের মধ্যে রয়েছে। অসীম মানেই পরম এবং এই জগতে আমরা যা কিছু দেখি, সে সব যদি কোনও না কোনও ভাবে পরম সত্য সম্পর্কে আমাদের ধারণার মধ্যে না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তা হচ্ছে কোনও জীবিত সত্যের ধারণা, তা আদৌ পরম সত্যের ধারণা নয়।

শুধু কলিযুগেই ঐ সকল মহামূর্খ তথাকথিত দার্শনিকদের দেখা যায় যারা সমস্ত পরিভাষার পরম পরিভাষা এই ঈশ্বরকে জড়বাদী আপেক্ষিক উপায়ে সংজ্ঞা নিরূপণ করার মতো অহংকার করে এবং নিজেদেরকে অতি জ্ঞানী চিন্তাবিদ্‌রূপে জাহির করে। আমাদের মগজ যত বড়ই হোক না কেন, পরমেশ্বর ভগবানের চরণে তাকে স্থাপন করার মতো সাধারণ জ্ঞানটুকু আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত।

শ্লোক ৪৪

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ ।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

যৎ—যাঁর; **নামধেয়ম্**—নাম; **ম্রিয়মানঃ**—মৃত্যুপথযাত্রী; আতুরঃ—দুঃখিত; **পতন্**—পতনশীল; **স্খলন্**—স্খলিতবাক; বা—অথবা; **বিবশঃ**—অসহায়ভাবে; গৃণন্—জপ কীর্তন করে; **পুমান্**—ব্যক্তি; **বিমুক্ত**—মুক্ত হয়; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **অর্গলঃ**—শৃঙ্খল থেকে; **উত্তমাম্**—উত্তম; **গতিম্**—গতি; **প্রাপ্নোতি**—লাভ করে; **যক্ষ্যন্তি ন**—তারা আরাধনা করে না; তম্—তাঁকে, পরমেশ্বর ভগবানকে; **কলৌ**—কলিযুগে; **জনাঃ**—জনগণ।

অনুবাদ

মৃত্যুপথযাত্রী সন্ত্রস্ত ব্যক্তি তার শয্যায় পতিত হয়। যদিও তার কণ্ঠ স্খলিত হয় এবং সে যা বলে সে সম্পর্কে প্রায় অচেতন, তবুও সে যদি পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে, তাহলে তার সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং পরমলক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলিযুগের মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করবে না।

তাৎপর্য

একটি ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারেন না।

শ্লোক ৪৫

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্ ।
সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥

পুংসাম্—মানুষের; **কলিকৃতান্**—কলিকৃত; দোষান্—দোষ সমূহ; **দ্রব্য**—দ্রব্যসমূহ; **দেশ**—স্থান; **আত্ম**—এবং ব্যক্তিগত স্বভাব; **সম্ভবান্**—ভিত্তি করে; **সর্বান্**—সব; **হরতি**—হরণ করে; **চিত্তস্থঃ**—চিত্তে স্থিত; **ভগবান্**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **পুরুষোত্তমঃ**—পুরুষোত্তম।

অনুবাদ

কলিযুগে, দ্রব্যসমূহ, স্থান এবং এমন কি মানুষের ব্যক্তিত্ব—সকলই কলুষিত। তা সত্ত্বেও যে মানুষ তাঁর চিত্ত ভগবানে স্থির করেছেন, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জীবন থেকে এই প্রকার সমস্ত কলুষই বিদূরিত করে থাকেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রুতঃ সঙ্কীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা ।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রুতঃ—শ্রুত; **সংকীর্তিতঃ**—মহিমা কীর্তিত; **ধ্যাতঃ**—ধ্যান করা হয়েছে; **পূজিতঃ**—পূজিত; **চ**—এবং; **আদৃতঃ**—আদৃত; **অপি**—এমন কি; **বা**—অথবা; **নৃণাম্**—মানুষের; **ধুনোতি**—পরিষ্কার করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হৃৎ-স্থঃ**—তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত; **জন্ম অযুত**—সহস্র জন্মের; **অশুভম্**—অশুভ কলুষ।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তি যদি তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, ধ্যান করেন, তাঁর আরাধনা করেন কিংবা শুধুমাত্র তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাহলে ভগবান তার সহস্র সহস্র জন্মের অর্জিত কলুষ বিদূরিত করবেন।

শ্লোক ৪৭

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্ ।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **হেম্নি**—স্বর্ণের মধ্যে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **বহ্নিঃ**—আগুন; **দুর্বর্ণম্**—নষ্ট রঙকে; **হন্তি**—ধ্বংস করে; **ধাতুজম্**—অন্য ধাতুজ কলুষ; **এবম্**—একইভাবে; **আত্মগতঃ**—আত্মায় প্রবিষ্ট হলে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **যোগিনাম্**—যোগিদের; **অশুভ-আশয়ম্**—কলুষিত মন।

অনুবাদ

ঠিক যেমন স্বর্ণের মধ্যে আগুন প্রয়োগ করলে অন্য ধাতুজ বর্ণের কলুষ বিদূরিত হয়, ঠিক তেমনি হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান শ্রীবিষ্ণু যোগিদের মন পবিত্র করেন।

তাৎপর্য

কোন মানুষ যদিও অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস করতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে তার হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বরের কৃপার উপর। এটি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর তপস্যা এবং ধ্যানের ফল নয়। যোগের নাম করে কেউ যদি মূর্খের মতো অহংকার বোধ করে, তাহলে তার আধ্যাত্মিক অবস্থা হাস্যকর হয়ে উঠে।

শ্লোক ৪৮

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ ।

নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ৪৮ ॥

বিদ্যা—দেবতাদের উপাসনার দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **প্রাণ-নিরোধ**—প্রাণায়াম; **মৈত্রী**—মৈত্রী; **তীর্থ-অভিষেক**—তীর্থে স্নান; **ব্রত**—কঠোর ব্রত; **দান**—দান; **জপ্যৈঃ**—বিভিন্ন মন্ত্রের জপ; **ন**—না; **অত্যন্ত**—সম্পূর্ণ; **শুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **লভতে**—লাভ করতে পারে; **অন্তঃ-আত্মা**—মন; **যথা**—যেমন; **হৃদিস্থে**—তিনি যখন হৃদয়ে স্থিত হন; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তে**—অসীম ভগবান।

অনুবাদ

হৃদয়ে অনন্ত ভগবান আবির্ভূত হলে মনে যে পরম পবিত্রতা লাভ করা সম্ভব, তা কখনো দেবতা-উপাসনা, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থস্নান, ব্রত, দান এবং নানাবিধ মন্ত্র জপের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে না।

শ্লোক ৪৯

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্ ।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্ ॥ ৪৯ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সর্ব-আত্মনা**—সমস্ত প্রচেষ্টার দ্বারা; **রাজন্**—হে মহারাজ; **হৃদিস্থম্**—আপনার হৃদয়ে; **কুরু**—করুন; **কেশবম্**—ভগবান কেশবকে; **ম্রিয়মাণঃ**—ম্রিয়মান; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবহিতঃ**—নিবদ্ধ; **ততঃ**—তারপর; **যাসি**—গমন করবেন; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

সুতরাং, হে মহারাজ, পরমেশ্বর শ্রীকেশবকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করুন। ভগবানে মনকে এইভাবে নিবদ্ধ করুন এবং মৃত্যুর সময় আপনি নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত, *হৃদিস্থং কুরু কেশবম্* কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে হৃদয়ে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য এবং প্রতিমুহূর্তে সেই চেতনাকে ধারণ করার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা করা উচিত। এই জগৎ পরিত্যাগ করার প্রাক্কালে পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে চরম উপদেশ গ্রহণ করছেন। মহারাজের আসন্ন মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

শ্লোক ৫০

ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্বাত্মা সর্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৫০ ॥

ম্রিয়মাণৈঃ—ম্রিয়মান ব্যক্তিদের দ্বারা; **অভিধেয়ঃ**—ধ্যান করা হয়; **ভগবান্**—ভগবান; **পরম ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর; **আত্ম-ভাবম্**—তাদের প্রকৃত স্বরূপ; **নয়তি**—তাদের নিয়ে যায়; **অঙ্গ**—হে মহারাজ; **সর্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **সর্ব-সংশ্রয়ঃ**—সমস্ত জীবের আশ্রয়।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তিনিই পরম আত্মা এবং সমস্ত জীবের আশ্রয়। ম্রিয়মান ব্যক্তিরা যখন তাঁর ধ্যান করেন, তিনি তখন তাঁদের কাছে তাঁদের নিত্য চিন্ময় স্বরূপ ব্যক্ত করেন।

শ্লোক ৫১

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥

কলেঃ—কলিযুগের; **দোষ-নিধেঃ**—দোষের সমুদ্রে; **রাজন্**—হে রাজা; **অস্তি**—আছে; **হি**—নিশ্চয়ই; **একঃ**—এক; **মহান্**—মহান; **গুণঃ**—গুণ; **কীর্তনাৎ**—কীর্তনের দ্বারা; **এব**—নিশ্চয়ই; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে; **পরম্**—দিব্য চিন্ময়ধামে; **ব্রজেৎ**—যেতে পারেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও কলিযুগ হচ্ছে এক দোষের সাগর, তবুও তার একটি মহান গুণ আছে—শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে মানুষ জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমধামে উন্নীত হবেন।

তাৎপর্য

কলিযুগের অসংখ্য দোষ বর্ণনা করার পর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন এর একটি উজ্জ্বল গুণের কথা উল্লেখ করছেন। ঠিক যেমন একজন প্রবল পরাক্রমী রাজা অসংখ্য চোরদের হত্যা করতে পারেন, তেমনি একটি উজ্জ্বল পারমার্থিক গুণ এই যুগের সমস্ত কলুষকে ধ্বংস করতে পারে। বিশেষত এই পতিত যুগে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র জপ কীর্তনের মহিমাকে অতিমূল্যায়ণ করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

শ্লোক ৫২

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ৫২ ॥

কৃতে—সত্যযুগে; **যৎ**—যা; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করা থেকে; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ত্রেতায়াম্**—ত্রেতাযুগে; **যজতঃ**—পূজা থেকে; **মখৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **পরিচর্যায়াম্**—শ্রীকৃষ্ণের চরণের আরাধনা করে; **কলৌ**—কলিযুগে; **তৎ**—ঠিক সেই ফল (লাভ করা যায়); **হরি কীর্তনাৎ**—শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা।

অনুবাদ

সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের চরণ পরিচর্যার মাধ্যমে যা কিছু ফল লাভ হয়, কলিযুগে শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে (৬/২/১৭) এবং *পদ্ম পুরাণ* (উত্তর খণ্ড, ৭২/২৫) এবং *বৃহন্নারদীয় পুরাণেও* (৩৮/৯৭) অনুরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায়।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াংদ্বাপরেঽর্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্ ॥

"সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদ অর্চনের দ্বারা যা কিছু ফল লাভ হত, কলিযুগে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকেশবের নাম কীর্তনের দ্বারা সেই ফল লাভ হয়।"

কলিযুগে মানুষের অধপতিত অবস্থা সম্পর্কে *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* থেকে শ্রীল জীব গোস্বামী আরও কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন—

অতঃ কলৌ তপোযোগ-বিদ্যা-যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ ॥

"এইভাবে কলিযুগে তপ অনুশীলন, ধ্যান যোগ, বিগ্রহ অর্চন, যজ্ঞ প্রভৃতি এবং এদের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহ এমন কি অত্যন্ত পারদর্শী দেহবদ্ধ জীবাত্মার দ্বারাও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হবে না।"

শ্রীল জীব গোস্বামী এই যুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের আবশ্যকতা সম্পর্কে *স্কন্দ পুরাণের* চাতুর্মাস্য মাহাত্ম্যেরও উল্লেখ করেছেন—

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্ ।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

"এইভাবে এই জগতের উত্তম তপস্যা হচ্ছে ভগবান শ্রীহরির নাম কীর্তন করা। বিশেষত এই কলিযুগে, সংকীর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন।"

সিদ্ধান্তে বলা যায় যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, যার দ্বারা কলিযুগের বিপদ সঙ্কুল সমুদ্র থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করা যেতে পারে, তার জপ ও কীর্তনে বিশ্বজুড়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক প্রচার করা উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'ভূমি গীতা' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিধ প্রলয়

এই অধ্যায়ে চতুর্বিধ প্রলয় (নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং আত্যন্তিক) এবং সংসার চক্র নিবারণের একমাত্র উপায় স্বরূপ শ্রীহরির পবিত্র নাম জপ কীর্তনের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

সহস্র যুগচক্রে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং ব্রহ্মার প্রতি দিবস তথা কল্প হচ্ছে চৌদ্দজন মনুর জীবনকাল। ব্রহ্মার রাত্রির সময়সীমাও তাঁর দিবসেরই সমান। ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে তিনি নিদ্রা যান এবং তখন তিনটি লোকের প্রলয় হয়। এই হচ্ছে নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার যখন একশত বছর আয়ু শেষ হয়, তখন প্রাকৃত তথা জড় জগতের সামগ্রিক প্রলয় হয়। সেই সময় জড়া প্রকৃতির মহৎ আদি সাতটি উপাদান এবং উক্ত উপাদানে নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হয়। কোন মানুষ যখন পরম সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন, তখনই তিনি বাস্তব বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তিনি এই সমগ্র সৃষ্ট জগৎকে পরম তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন তথা অবাস্তবরূপে দর্শন করেন। এই উপলব্ধিকে বলা হয় আত্যন্তিক প্রলয় (মুক্তি)। প্রতি মুহূর্তে কাল অদৃশ্যরূপে সমস্ত সৃষ্ট জীবের দেহ এবং জড়ের অন্যান্য প্রকাশকে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরের পন্থাই জীবের জন্ম মৃত্যুরূপ নিত্য প্রলয়ের কারণ। সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলেন যে স্বয়ং ব্রহ্মা সহ সমস্ত জীবেরাই সর্বদা এই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কবলীভূত হয়। জড় জীবন মানেই জন্ম-মৃত্যু কিংবা সৃষ্টি ও প্রলয়ের বশ্যতা স্বীকার করা। এই ভব সাগরকে অতিক্রম করার একমাত্র উপযুক্ত নৌকা হচ্ছে বিনীতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলাকথা শ্রবণ করা। এছাড়া একে অতিক্রম করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কালস্তে পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্ধাবধির্নৃপ ।
কথিতো যুগমানং চ শৃণু কল্পলয়াবপি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কালঃ**—কাল; **তে**—তোমাকে; **পরম-অণু**—অদৃশ্য পরমাণু (যার পরিপ্রেক্ষিতে কালের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের পরিমাপ করা হয়); **আদিঃ**—আদি; **দ্বি-পর-অর্ধ**—ব্রহ্মার জীবদ্দশার দুই অর্ধাংশ আয়ু; **অবধিঃ**—অবধি; **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **কথিতঃ**—কথিত হয়েছে; **যুগ-মানম্**—যুগের

সময়সীমা; চ—এবং; শৃণু—এখন শ্রবণ কর; কল্প—ব্রহ্মার দিবস; লয়ৌ—প্রলয়; অপি—ও।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ, একটি পরমাণুর গতির ভিত্তিতে পরিমিতি কালের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীবৎকাল পর্যন্ত সময়ের পরিমিতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন যুগের পরিমিতি সম্পর্কেও আপনাকে বলেছি। এখন ব্রহ্মার দিবসকাল এবং প্রলয় সম্পর্কে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২

চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে ।
স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দশ বিশাম্পতে ॥ ২ ॥

চতুঃ-যুগ—চারি যুগ; **সহস্রম্**—এক হাজার; **তু**—বস্তুত পক্ষে; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **দিনম্**—দিবস; **উচ্যতে**—বলা হয়; **সঃ**—সেই; **কল্পঃ**—এক কল্পকাল; **যত্র**—যাতে; **মনবঃ**—মানব জাতির আদি প্রজাপতিগণ; **চতুর্দশ**—চৌদ্দজন; **বিশাম্পতে**—হে রাজা।

অনুবাদ

এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয় যা কল্প নামে পরিচিত। হে মহারাজ, সেই সময়ের মধ্যে চৌদ্দজন মনু গমনাগমন করেন।

শ্লোক ৩

তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা ।
ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি ॥ ৩ ॥

তৎ-অন্তে—সেই সকল (সহস্র যুগচক্রের) অবসানে; **প্রলয়ঃ**—প্রলয়; **তাবান্**—অনুরূপ সময় সীমা; **ব্রাহ্মী**—ব্রহ্মার; **রাত্রিঃ**—রাত্রি; **উদাহৃতা**—বর্ণিত হয়; **ত্রয়ঃ**—তিনটি; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **ইমে**—এই সকল; **তত্র**—সেই সময়; **কল্পন্তে**—প্রবণতা সম্পন্ন হয়; **প্রলয়ায়**—প্রলয়ের জন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

ব্রহ্মার একদিবসের অবসানে একই রকম সময় সীমা বিশিষ্ট তাঁর রাত্রি কালেও প্রলয় সংঘটিত হয়। সেই সময় ত্রিলোক ধ্বংস হয়ে যায়।

শ্লোক ৪

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্ ।
শেতেঽনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ ॥ ৪ ॥

এষঃ—এই; **নৈমিত্তিকঃ**—নৈমিত্তিক; **প্রোক্তঃ**—উক্ত হয়; **প্রলয়ঃ**—প্রলয়; **যত্র**—যাতে; **বিশ্ব-সৃক্**—বিশ্ব স্রষ্টা পরমেশ্বর নারায়ণ; **শেতে**—শয়ন করেন; **অনন্ত-আসনঃ**—অনন্তশেষ নাগের শয্যায়; **বিশ্বম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **আত্ম-সাৎ-কৃত্য**—আত্মসাৎ করে; **চ**—ও; **আত্মভূঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

যখন আদি স্রষ্টা পরমেশ্বর নারায়ণ অনন্তশেষ-শয্যায় শয়ন করেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করেন তখন একে বলা হয় নৈমিত্তিক প্রলয়। এই সময় ব্রহ্মা নিদ্রামগ্ন থাকেন।

শ্লোক ৫

দ্বিপরার্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পন্তে প্রলয়ায় বৈ ॥ ৫ ॥

দ্বি-পরার্ধে—দুই পরার্ধ; **তু**—এবং; **অতিক্রান্তে**—যখন অতিক্রান্ত হয়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পরমেষ্ঠিনঃ**—সর্বোচ্চ অধিষ্ঠিত জীব; **তদা**—তখন; **প্রকৃতয়ঃ**—প্রকৃতির উপাদান সমূহ; **সপ্ত**—সাত; **কল্পন্তে**—অধীনস্থ হয়; **প্রলয়ায়**—প্রলয়ের; **বৈ**—বস্তুত পক্ষে।

অনুবাদ

যখন পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার দুই পরার্ধ কাল অতিক্রান্ত হয়, তখন সৃষ্টির সাতটি মৌলিক উপাদানের প্রলয় হয়।

শ্লোক ৬

এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে ।
অণ্ডকোষস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে ॥ ৬ ॥

এষঃ—এই; **প্রাকৃতিকঃ**—জড়া প্রকৃতির উপাদান সমূহের; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিত; **প্রলয়ঃ**—প্রলয়; **যত্র**—যাতে; **লীয়তে**—লয় প্রাপ্ত হয়; **অণ্ডকোষঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **তু**—এবং; **সংঘাতঃ**—সংঘাত; **বিঘাতে**—বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ; **উপসাদিতে**—সম্মুখীন হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, জড় উপাদান সমূহের প্রলয় হলে পর, সৃষ্টির উপাদান সমূহের সংঘাত থেকে উদ্ভূত এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের সম্মুখীন হয়।

তাৎপর্য

এটি তাৎপর্যমণ্ডিত যে মহারাজ পরীক্ষিতের গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর শিষ্যের মৃত্যুর ঠিক প্রাক্কালে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করছেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের কাহিনী শ্রবণ করলে পরে মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে এই অনিত্য জগৎ থেকে তার ব্যক্তিগত প্রস্থান সমগ্র প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের সুবিশাল পরিধির মধ্যে এক অতি তুচ্ছ ঘটনা মাত্র। এইভাবে ভগবানের সৃষ্টি সম্পর্কে তার গভীর এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী একজন আদর্শ গুরুরূপে তাঁর শিষ্যকে মৃত্যুর মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছেন।

শ্লোক ৭

পর্জন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ ন বর্ষতি ।
তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষ্যমাণাঃ ক্ষুধার্দিতাঃ ।
ক্ষয়ং যাস্যন্তি শনকৈঃ কালেনোপদ্রুতাঃ প্রজাঃ ॥ ৭ ॥

পর্জন্যঃ—মেঘ; **শত-বর্ষাণি**—এক শত বৎসর ধরে; **ভূমৌ**—এই পৃথিবীতে; **রাজন্**—হে মহারাজ; **ন বর্ষতি**—বর্ষিত হবে না; **তদা**—তখন; **নিরন্নে**—দুর্ভিক্ষের আগমনে; **হি**—বস্তুতই; **অন্যোন্যম্**—একে অপরকে; **ভক্ষ্যমাণাঃ**—ভক্ষণ করে; **ক্ষুধা-আর্দিতাঃ**—ক্ষুধার দ্বারা ক্লিষ্ট; **ক্ষয়ম্**—ক্ষয়; **যাস্যন্তি**—প্রাপ্ত হবে; **শনকৈঃ**—ক্রমে ক্রমে; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **উপদ্রুতাঃ**—উপদ্রুত; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

হে মহারাজ, প্রলয় সমাগত হলে পরে এই পৃথিবীতে একশত বৎসর বৃষ্টি হবে না। অনাবৃষ্টি থেকে দুর্ভিক্ষ হবে। ক্ষুধার্ত জনগণ আক্ষরিক অর্থেই একে অপরকে ভক্ষণ করবে। পৃথিবীর বাসিন্দাগণ কালের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হবে।

শ্লোক ৮

সামুদ্রং দৈহিকং ভৌমং রসং সাংবর্তকো রবিঃ ।
রশ্মিভিঃ পিবতে ঘোরৈঃ সর্বং নৈব বিমুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

সামুদ্রম্—সমুদ্রের; দৈহিকম্—দেহধারী জীবদের; ভৌমম্—পৃথিবীর; রসম্—রস; সাংবর্তকঃ—ধ্বংসকারী; রবিঃ—সূর্য; রশ্মিভিঃ—রশ্মির দ্বারা; পিবতে—পান করে; ঘোরৈঃ—ঘোর; সর্বম্—সবকিছু; ন—না; এব—এমন কি; বিমুঞ্চতি—দেয়।

অনুবাদ

সূর্যদেব তাঁর প্রলয়ঙ্কর সাম্বর্তকরূপে তাঁর ঘোরতর রশ্মি দ্বারা সমুদ্র, জীবদেহ এবং স্বয়ং ভূমির সমস্ত রস পান করবে। কিন্তু সেই ধ্বংসোন্মুখ সূর্য প্রতিদানে কোনও বৃষ্টি দান করবে না।

শ্লোক ৯

ততঃ সংবর্তকো বহ্নিঃ সঙ্কর্ষণমুখোত্থিতঃ ।
দহত্যনিলবেগোত্থঃ শূন্যান্ ভূবিবরানথ ॥ ৯ ॥

ততঃ—তারপর; সংবর্তকঃ—প্রলয়ঙ্কর; বহ্নিঃ—আগুন; সঙ্কর্ষণ—পরমেশ্বর সঙ্কর্ষণের; মুখ—মুখ থেকে; উত্থিতঃ—উত্থিত; দহতি—দহন করে; অনিল-বেগ—বায়ুর বেগে; উত্থিতঃ—উত্থিত; শূন্যান্—শূন্য; ভূ—গ্রহদের; বিবরান্—ফাটলসমূহ; অথ—তারপর।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ থেকে মহা সম্বর্তক বহ্নি উত্থিত হবে। প্রবল বায়ুর শক্তিতে প্রবাহিত হয়ে নিষ্প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড কোষকে উত্তপ্ত করে সেই বহ্নি সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রজ্জ্বলিত হবে।

শ্লোক ১০

উপর্যধঃ সমন্তাচ্চ শিখাভির্বহ্নিসূর্যয়োঃ ।
দহ্যমানং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ ॥ ১০ ॥

উপরি—উপর; অধঃ—নীচে; সমন্তাৎ—সমস্ত দিকে; চ—এবং; শিখাভিঃ—শিখার দ্বারা; বহ্নি—বহ্নির; সূর্যয়োঃ—এবং সূর্যের; দহ্যমানম্—দহনশীল; বিভাতি—বিকীর্ণ হয়; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ড; দগ্ধ—দগ্ধ; গোময়—গোবর; পিণ্ড-বৎ—পিণ্ডের মতো।

অনুবাদ

উপর দিক থেকে দহনশীল সূর্য এবং নিম্নদিক থেকে ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ-নিঃসৃত আগুন—এইভাবে সমস্ত দিক থেকে দগ্ধ হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড গোলক এক জ্বলন্ত গোময় পিণ্ডবৎ প্রতিভাত হবে।

শ্লোক ১১

ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতম্ ।
পরঃ সাংবর্তকো বাতি ধূম্রং খং রজসাবৃতম্ ॥ ১১ ॥

ততঃ—তারপর; **প্রচণ্ড**—প্রচণ্ড; **পবনঃ**—বায়ু; **বর্ষানাম্**—বর্ষসমূহের; **অধিকম্**—অধিকতর; **শতম্**—একশত; **পরঃ**—মহান; **সাংবর্তকঃ**—ধ্বংসের কারণ হয়ে; **বাতি**—প্রবাহিত হয়; **ধূম্রম্**—ধূম্রবর্ণ; **খম্**—আকাশ; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **আবৃতম্**—আবৃত।

অনুবাদ

এক মহান ও প্রচণ্ড সাংবর্তক বায়ু একশত বৎসরেরও অধিক সময় ধরে প্রবাহিত হতে শুরু করবে এবং ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আকাশ ধূম্রবর্ণ ধারণ করবে।

শ্লোক ১২

ততো মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ ।
শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি নদন্তি রভসস্বনৈঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; **মেঘ-কুলানি**—মেঘকুল; **অঙ্গ**—হে রাজা; **চিত্রবর্ণানি**—বিচিত্র বর্ণের; **অনেকশঃ**—বহু সংখ্যক; **শতম্**—একশত; **বর্ষাণি**—বৎসর; **বর্ষন্তি**—বৃষ্টি বর্ষণ করবে; **নন্দতি**—বজ্র পাত করবে; **রভস-স্বনৈঃ**—প্রচণ্ড শব্দে।

অনুবাদ

হে মহারাজা, তারপর প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ গর্জন করতে করতে বিচিত্রবর্ণের মেঘকুল পুঞ্জীভূত হবে এবং এক শত বৎসর ধরে জগতকে বর্ষণে প্লাবিত করবে।

শ্লোক ১৩

তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডবিবরান্তরম্ ॥ ১৩ ॥

ততঃ—তারপর; **এক-উদকম্**—একটি মাত্র জলাধার; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **ব্রহ্ম-অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ড; **বিবর-অন্তরম্**—ভিতরে।

অনুবাদ

সেই সময়, একটি মাত্র মহাজাগতিক সমুদ্র সৃষ্টি করে এই ব্রহ্মাণ্ডগোলক জলে নিমজ্জিত হবে।

শ্লোক ১৪

তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উদপ্লবে ।
গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে ॥ ১৪ ॥

তদা—তখন; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **গন্ধ-গুণম্**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ নামক গুণটি; **গ্রসন্তি**—গ্রাস করে; **আপঃ**—জল; **উদপ্লবে**—প্লাবনের সময়; **গ্রস্ত-গন্ধা**—গন্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে; **তু**—এবং; **পৃথিবী**—ক্ষিতি রূপ উপাদান; **প্রলয়ত্বায় কল্পতে**—অপ্রকাশিত হয়ে যায়।

অনুবাদ

সমগ্র বিশ্ব যখন প্লাবিত হবে, সেই জল তখন ক্ষিতির অনুপম গন্ধ গুণটিকে গ্রাস করবে এবং গন্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে এই ক্ষিতিরূপ উপাদানটি লয় প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত জুড়ে যা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, ব্যোম নামক প্রাথমিক উপাদানটির বিশেষ গুণ হচ্ছে শব্দ। সৃষ্টি যতই প্রসারিত হতে থাকে, ক্রমে ক্রমে বায়ু নামক দ্বিতীয় উপাদানটি সৃষ্টি হয় এবং শব্দ ও স্পর্শ গুণটি এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। তেজ নামক তৃতীয় উপাদানটি শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ—এই গুণগুলি ধারণ করে এবং চতুর্থ উপাদান অপ শব্দ স্পর্শ রূপ এবং রসকে ধারণ করে। ক্ষিতি ধারণ করছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধকে। প্রতিটি উপাদান যখন তাদের বিশিষ্ট গুণকে হারিয়ে ফেলে তখন স্বভাবতই তার সূক্ষ্মতর উপাদানগুলি থেকে আর পৃথক করা যায় না এবং এইভাবে সেটি তার অনুপম সত্তা হারিয়ে কার্যতই বিলীন হয়ে যায়।

শ্লোক ১৫-১৯

অপাং রসমথো তেজস্তা লীয়ন্তেঽথ নীরসাঃ।
গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুস্তদ্রহিতং তদা ॥ ১৫ ॥
লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রসতে গুণম্।
স বৈ বিশতি খং রাজংস্ততশ্চ নভসো গুণম্ ॥ ১৬ ॥
শব্দং গ্রসতি ভূতাদির্নভস্তমনু লীয়তে।
তৈজসশ্চেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান্ বৈকারিকো গুণৈঃ ॥ ১৭ ॥
মহান্ গ্রসত্যহঙ্কারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চ তম্।
গ্রসতেঽব্যাকৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতম্ ॥ ১৮ ॥
ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ।
অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্ ॥ ১৯ ॥

অপাম্—জলের; **রসম্**—রস; **অথ**—তারপর; **তেজঃ**—তেজ; **তাঃ**—সেই জল; **লীয়ন্তে**—লয় প্রাপ্ত হয়; **অথ**—তারপর; **নীরসাঃ**—রস নামক গুণকে বঞ্চিত হয়ে; **গ্রসতে**—গ্রাস করে; **তেজসঃ**—তেজের; **রূপম্**—রূপ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **তৎ-রহিতম্**—সেই রূপ থেকে রহিত হয়ে; **তদা**—তখন; **লীয়তে**—লয় প্রাপ্ত হয়; **চ**—এবং; **অনিলে**—বায়ুতে; **তেজঃ**—তেজ; **বায়োঃ**—বায়ুর; **খম্**—ব্যোম; **গ্রসতে**—গ্রাস করে; **গুণম্**—অনুভব যোগ্য গুণ (স্পর্শ); **সঃ**—সেই বায়ু; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিশতি**—প্রবেশ করে; **খম্**—ব্যোম; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিত; ততঃ—তারপর; **চ**—এবং; **নভসঃ**—ব্যোমের; **গুণম্**—গুণ; **শব্দম্**—শব্দ; **গ্রসতি**—গ্রাস করে; **ভূত-আদিঃ**—তম গুণাশ্রিত অহংকার নামক উপাদান; **নভঃ**—ব্যোম; **তম্**—সেই অহংকারে; **অনু**—পরিণামে; **লীয়তে**—লীন হয়; **তৈজসঃ**—রজগুণাশ্রিত অহংকার; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **দেবান্**—দেবতাগণ; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণাশ্রিত অহংকার; **গুণৈঃ**—(অহংকারের) ব্যক্ত কার্যাদি সহ; **মহান্**—মহৎতত্ত্ব; **গ্রসতি**—গ্রাস করে; **অহংকারম্**—অহংকার; **গুণাঃ**—প্রকৃতির মৌলিক গুণসমূহ; **সত্ত্ব-আদয়ঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তম; **চ**—এবং; **তম্**—সেই মহৎ; **গ্রসতে**—গ্রাস করে; **অব্যাকৃতম্**—প্রকৃতির আদি এবং অব্যক্তরূপ; **রাজন্**—হে রাজন্; **গুণান্**—তিনটি গুণ; **কালেন**—কালক্রমে; **চোদিতম্**—চালিত; **ন**—না; তস্য—সেই অব্যক্ত প্রকৃতির; **কাল**—সময়ের; **অবয়বৈঃ**—অংশের দ্বারা; **পরিণাম-আদয়ঃ**—দৃশ্য বস্তুসমূহের রূপান্তর এবং বিভিন্ন পরিবর্তন (সৃষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি); **গুণাঃ**—সেই সকল গুণ; **অনাদি**—অনাদি; **অনন্তম্**—অনন্ত; **অব্যক্তম্**—অব্যক্তম; **নিত্যম্**—নিত্য; **কারণম্**—কারণ; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

অনুবাদ

তেজ তখন অপ-এর রস গুণটিকে গ্রাস করে, যা তার বিশিষ্ট গুণ থেকে রহিত হয়ে তেজে বিলীন হয়। বায়ু তেজের অন্তর্ভুক্ত রূপ গুণটিকে গ্রাস করে এবং তেজ অতপর রূপ রহিত হয়ে বায়ুতে বিলীন হয়। ব্যোম বায়ুর গুণ তথা স্পর্শকে গ্রাস করে এবং সেই বায়ু ব্যোমে প্রবেশ করে। তারপর, হে রাজন্, তমোগুণাশ্রিত অহংকার ব্যোমের গুণ শব্দকে হরণ করে, যার পর ব্যোম অহংকারে বিলীন হয়ে যায়। রজোগুণাশ্রিত অহংকার ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করে এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত অহংকার দেবতাদের গ্রাস করে। তারপর সমগ্র মহৎ তত্ত্ব তার বিচিত্র কার্যাবলী সহ অহংকারকে গ্রাস করে এবং সেই মহৎ প্রকৃতির তিনটি মৌলিক গুণ সত্ত্ব রজ এবং তমের দ্বারা গ্রস্ত হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এই সকল গুণগুলি পুনরায় কাল প্রেরিত হয়ে প্রকৃতির আদি এবং অব্যক্তরূপ প্রধানের দ্বারা গ্রস্ত

হয়। সেই অব্যক্ত প্রকৃতি কালের প্রভাবে সংঘটিত ছয় প্রকার পরিবর্তনের অধীনস্থ হয় না। বরং, এর কোন আদি বা অন্ত নেই। এই হচ্ছে সৃষ্টির অব্যক্ত, নিত্য এবং অব্যয় কারণ।

শ্লোক ২০-২১

> ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং
> তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী ।
> ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়দেবতা বা
> ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ ॥ ২০ ॥
> ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং
> ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ ।
> সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং
> তন্মূলভূতং পদমামনন্তি ॥ ২১ ॥

ন—না; **যত্র**—যেখানে; **বাচঃ**—বাক্য; **ন**—না; **মনঃ**—মন; **ন**—না; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **বা**—অথবা; **মহৎ**—মহৎতত্ত্ব; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **অমী**—এই সকল গুণগুলি; **ন**—না; **প্রাণ**—প্রাণ; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **দেবতাঃ**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **বা**—অথবা; **ন**—না; **সন্নিবেশঃ**—সন্নিবেশ; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **লোক-কল্পঃ**—গ্রহলোকের সন্নিবেশ; **ন**—না; **স্বপ্ন**—নিদ্রা; **জাগ্রৎ**—জাগ্রত অবস্থা; **ন**—না; **চ**—এবং; **তৎ**—তা; **সুষুপ্তম্**—সুষুপ্তি; **ন**—না; **খম্**—ক্ষিতি; **জলম্**—অপ; **ভূঃ**—ক্ষিতি; **অনিলঃ**—বায়ু; **অগ্নিঃ**—তেজ; **অর্কঃ**—সূর্য; **সংসুপ্তবৎ**—গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির মতো; **শূন্যবৎ**—শূন্যের মতো; **অপ্রতর্ক্যম্**—তর্কের অতীত; **তৎ**—সেই প্রধান; **মূল-ভূতম্**—মূলভূত; **পদম্**—বস্তু; **আমনন্তি**—মহান প্রামাণিক ব্যক্তিগণ বলেন।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত প্রধান রূপে কোন বাক্যের প্রকাশ হয় না, মহৎ তত্ত্ব আদি সূক্ষ্ম উপাদানসমূহের প্রকাশ হয় না এবং মনের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে সত্ত্ব রজ তম গুণেরও অস্তিত্ব নেই। সেখানে প্রাণবায়ু বা বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব নেই, ইন্দ্রিয় সমূহ বা দেবতাগণও নেই। গ্রহপুঞ্জের নির্দিষ্ট কোনও সন্নিবেশ নেই এবং চেতনার নিদ্রা, জাগ্রত ও সুষুপ্তি আদি স্তরও নেই। ব্যোম, অপ, ক্ষিতি, মরুৎ, তেজ অথবা সূর্যও নেই। তা যেন ঠিক এক গভীর নিদ্রামগ্ন বা

শূন্যময় অবস্থা। বস্তুতপক্ষে তা অবর্ণনীয়। পরমার্থ তত্ত্ববিদগণ ব্যাখ্যা করেন যে সেই প্রধানই যেহেতু আদি উপাদান, তাই এটিই হচ্ছে জড়া সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি।

শ্লোক ২২

লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা ।
শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ ॥ ২২ ॥

লয়ঃ—প্রলয়; **প্রাকৃতিকঃ**—জড় উপাদান সমূহের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এষঃ**—এই; **পুরুষ**—পরমপুরুষ ভগবানের; **অব্যক্তয়োঃ**—অব্যক্ত রূপে তাঁর জড়া প্রকৃতির; **যদা**—যখন; **শক্তয়ঃ**—শক্তি সমূহ; **সম্প্রলীয়ন্তে**—সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়; **বিবশাঃ**—বিবশ; **কাল**—কালের দ্বারা; **বিদ্রুতাঃ**—বিশৃঙ্খলিত।

অনুবাদ

এই প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় বলে, যে সময় পরম পুরুষ ভগবানের শক্তিসমূহ এবং তাঁর অব্যক্ত জড়া প্রকৃতি কাল প্রভাবে বিশৃঙ্খলিত হয়ে শক্তিরহিত অবস্থায় সামগ্রিকভাবে একত্রে বিলীন হয়ে যায়।

শ্লোক ২৩

বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ম্ ।
দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধি—বুদ্ধির; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অর্থ**—উপলব্ধির বিষয়; **রূপেণ**—রূপে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ভাতি**—প্রকাশিত হয়; **তৎ**—এই সকল উপাদানের; **আশ্রয়ম্**—ভিত্তি; **দৃশ্যত্ব**—দৃশ্য হওয়ার ফলে; **অব্যতিরেকাভ্যাম্**—তার নিজস্ব কারণ থেকে অভিন্ন হওয়ার ফলে; **আদি-অন্ত-বৎ**—আদি এবং অন্ত সমন্বিত; **অবস্তু**—অবাস্তব; **যৎ**—যা কিছু।

অনুবাদ

এই সেই পরম সত্য যিনি বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রকাশিত হন এবং যিনি এই সকলের পরম ভিত্তি। সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ বিষয় হওয়ার ফলে এবং তাঁর স্বীয় কারণ থেকে অভিন্ন হওয়ার ফলে যা কিছুই আদি এবং অন্তবৎ, তাই হচ্ছে অবস্তু।

তাৎপর্য

দৃশ্যত্ব শব্দটি ইঙ্গিত করে যে সূক্ষ্ম ও স্থূল যাবতীয় জড় প্রকাশ পরমেশ্বরের শক্তির দ্বারাই দৃশ্য হয় এবং পুনরায় প্রলয়কালে অদৃশ্য বা অব্যক্ত হয়ে যায়। তাই মূলত এগুলি তাদের সঙ্কোচন এবং প্রসারণের মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

মহাপ্রভু আদেশ করেছেন যে, সারা বিশ্বের মানুষের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃতে গ্রহণ করা। ভগবানের যথার্থ ভক্তদের কর্তব্য সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে মহাপ্রভুর সেই আদেশের পুনরাবৃত্তি করা। এইভাবে তাঁরা তাঁর অনিবার্য আদেশ প্রদান করে, সেই অলৌকিক ঐশ্বর্যের অংশীদার হতে পারেন।

শ্লোক ২৮

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা ॥ ২৮ ॥

মৎ-ভক্ত্যা—আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা; **শুদ্ধ-সত্ত্বস্য**—যিনি শুদ্ধ হয়েছেন তাঁর; **যোগিনঃ**—যোগীর; **ধারণাবিদঃ**—যিনি ধ্যানের পদ্ধতি জানেন; **তস্য**—তার; **ত্রৈকালিকী**—তিন কালেই কার্যকারী যেমন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **জন্ম-মৃত্যু**—জন্ম-মৃত্যু; **উপবৃংহিতা**—সহ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে বিশুদ্ধ করেছে, যে ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে নিপুণ, সে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তাই সে তার নিজের এবং অন্যদের জন্ম এবং মৃত্যু দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

আটটি মুখ্য এবং দশটি গৌণ যোগসিদ্ধি বর্ণনা করার পর, ভগবান এখন আরও পাঁচটি নিকৃষ্ট শক্তির ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ২৯

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ ।
মদ্যোগশান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা ॥ ২৯ ॥

অগ্নি—আগুন দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি (সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদি); **ন**—না; **হন্যেত**—আহত হতে পারে; **মুনেঃ**—জ্ঞানী যোগীর; **যোগময়ম্**—যোগ বিজ্ঞানে পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; **বপুঃ**—শরীর; **মৎ-যোগ**—আমার সহিত ভক্তিযুক্ত সম্পর্কের দ্বারা; **শান্ত**—শান্ত; **চিত্তস্য**—যার চেতনা; **যাদসাম্**—জলজ প্রাণীদের; **উদকম্**—জল; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

জলজ প্রাণীর দেহকে যেমন জল দ্বারা আহত করা যায় না, ঠিক তেমনই যে যোগীর চেতনা আমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে শান্ত, যোগ বিজ্ঞানে যে প্রকৃত উন্নত, তার শরীরকে আগুন, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না।

শ্লোক ২৬

যথা জলধরা ব্যোম্নি ভবন্তি ন ভবন্তি চ ।
ব্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমবয়ব্যুদয়াপ্যয়াৎ ॥ ২৬ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **জল-ধরাঃ**—মেঘরাজি; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ভবন্তি**—হয়; **ন ভবন্তি**—হয় না; **চ**—এবং; **ব্রহ্মণি**—পরম সত্য ব্রহ্মে; **ইদম্**—এই; **তথা**—অনুরূপভাবে; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **অবয়বি**—অংশ যুক্ত; **উদয়**—সৃষ্টির জন্য; **অপ্যয়াৎ**—এবং লয় প্রাপ্ত হওয়া।

অনুবাদ

ঠিক যেমন আকাশের মেঘপুঞ্জ তাদের স্বরূপগত উপাদান সমূহের সংযোগ এবং বিয়োগের ফলে সৃষ্ট এবং অন্তর্হিত হয়, তেমনি এই জড় ব্রহ্মাণ্ড তার স্বরূপগত উপাদান সমূহের অংশের সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা পরম সত্যের মধ্যেই সৃষ্ট এবং ধ্বংস হয়।

শ্লোক ২৭

সত্যং হ্যবয়বঃ প্রোক্তঃ সর্বাবয়বিনামিহ ।
বিনার্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্যেবাঙ্গ তন্তবঃ ॥ ২৭ ॥

সত্যম্—সত্য; **হি**—কারণ; **অবয়বঃ**—উপাদান কারণ; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়েছে; **সর্ব-অবয়বিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের; **ইহ**—এই সৃষ্ট জগতে; **বিনা**—বিনা; **অর্থেন**—তাদের ব্যক্ত সৃষ্টি; **প্রতীয়েরন্**—উপলব্ধ হতে পারে; **পটস্য**—একটি বস্ত্রের; **ইব**—যেন; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **তন্তবঃ**—সূতাগুলি।

অনুবাদ

হে রাজন্, (বেদান্ত সূত্রে) বলা হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ডে উপাদান-কারণ যা কিছু ব্যক্ত বস্তুর সৃষ্টি করে, তাকে পৃথক সত্যরূপেও অনুভব করা যেতে পারে, ঠিক যেমন বস্ত্র সৃষ্টি করে যে সূতা, সেগুলিকে তাদের উৎপাদিত বস্তু থেকে পৃথকরূপে অনুভব করা যায়।

শ্লোক ২৮

যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ ॥ ২৮ ॥

যৎ—যা কিছু; **সামান্য**—সাধারণ কারণের পরিপ্রেক্ষিতে; **বিশেষাভ্যাম্**—এবং বিশিষ্ট উৎপাদন; **উপলভ্যেত**—উপলব্ধ হয়; **সঃ**—সেই; **ভ্রমঃ**—ভ্রম; **অন্যোন্য**—পারস্পরিক; **অপাশ্রয়াৎ**—নির্ভরতা হেতু; **সর্বম্**—সব কিছু; **আদি-অন্ত-বৎ**—যার শুরু এবং শেষ আছে; **অবস্তু**—অবাস্তব; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

সাধারণ কারণ এবং বিশেষ কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু উপলব্ধ হয়, তা অবশ্যই ভ্রম, কেননা এই কার্য এবং কারণ সমূহ শুধুমাত্র পরস্পর সাপেক্ষে বিদ্যমান। বস্তুতপক্ষে যা কিছুর আদি এবং অন্ত আছে, তা-ই অবাস্তব।

তাৎপর্য

কার্যকে প্রত্যক্ষ না করে কোনও জড় কারণের প্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি জ্বলন্ত বস্তু বা ভস্মরূপে অগ্নির যে কার্য, তাকে পর্যবেক্ষণ না করলে অগ্নির দাহিকা শক্তির উপলব্ধি হতে পারে না। অনুরূপভাবে, জলের আর্দ্রতা গুণটি একটি ভিজা কাপড় বা কাগজের মধ্যে কার্যরূপে দর্শন না করলে তার উপলব্ধি হতে পারে না। একজন মানুষের সাংগঠনিক শক্তি তাঁর গতিশীল কার্যের ফলশ্রুতি স্বরূপ একটি সুদৃঢ় সংস্থাকে না দেখলে অনুধাবন করা যায় না। এইভাবে, কার্যগুলি যে কারণের উপর নির্ভর করে, শুধু তাই নয়, কারণের উপলব্ধিও কার্যের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। এইভাবে উভয়েরই সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় আপেক্ষিকভাবে, এবং এদের আদি ও অন্ত আছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে এই রকম সমস্ত জড় কার্য এবং কারণই হচ্ছে মূলত তাৎক্ষণিক এবং আপেক্ষিক, এবং পরিণামে মায়া মাত্র।

পরমেশ্বর ভগবান যদিও সর্ব কারণের পরম কারণ, তবুও তার কোনও আদি বা অন্ত নেই। তাই তিনি জড় বা মায়া নন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য এবং শক্তি সমূহ হচ্ছে পরম সত্য এবং এগুলি জড় কার্য এবং কারণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ২৯

বিকারঃ খ্যায়মানোঽপি প্রত্যগাত্মানমন্তরা ।
ন নিরূপ্যোঽস্ত্যণুরপি স্যাচ্চেচ্চিৎসম আত্মবৎ ॥ ২৯ ॥

বিকারঃ—সৃষ্ট বিষয়ের রূপান্তর; **খ্যায়মানঃ**—প্রতিভাত হয়; **অপি**—যদিও; **প্রত্যক্-আত্মানম্**—পরম আত্মা; **অন্তরা**—ছাড়া; **ন**—না; **নিরূপ্যঃ**—চিন্তনীয়; **অস্তি**—হয়; **অণুঃ**—একটি অণু; **অপি**—এমন কি; **স্যাৎ**—এরকমই হয়; **চেৎ**—যদিও; **চিৎ-সমঃ**—সমভাবে চিন্ময়; **আত্মবৎ**—অপরিবর্তিত থাকে।

অনুবাদ

রূপান্তরকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলেও, পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলে জড়া প্রকৃতির এমন কি একটিমাত্র পরমাণুর রূপান্তরেরও কোন পরম সংজ্ঞা থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে অস্তিত্বশীল বলে স্বীকার করতে হলে যে কোন বস্তুকে অবশ্যই শুদ্ধ আত্মার মতোই নিত্য অপরিবর্তিত চিৎগুণকে ধারণ করতে হবে।

তাৎপর্য

মরুভূতিতে জলের মতো প্রতিভাত হয় যে মরীচিকা, বস্তুতপক্ষে তা হচ্ছে আলোকেরই একটি প্রকাশ। জলের এই মিথ্যা প্রকাশ হচ্ছে আলোকেরই এক বিশেষ রূপান্তর। অনুরূপভাবে যা কিছু ভ্রান্তরূপে স্বতন্ত্র জড়া প্রকৃতি বলে প্রতিভাত হয়, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানেরই শক্তির পরিণাম মাত্র। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি।

শ্লোক ৩০

ন হি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে ।
নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব ॥ ৩০ ॥

ন—নেই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সত্যস্য**—পরম সত্যের; **নানাত্বম্**—দ্বৈতভাব; **অবিদ্বান্**—অবিদ্বান; **যদি**—যদি; **মন্যতে**—মনে করে; **নানাত্বম্**—দ্বৈতভাব; **ছিদ্রয়োঃ**—দুই আকাশের; **যদ্বৎ**—ঠিক যেন; **জ্যোতিষোঃ**—আকাশস্থ দুটি আলোকের; **বাতয়োঃ**—দুটি বায়ুর; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

পরম সত্যে কোন জড়ীয় দ্বৈতভাব নেই। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যে দ্বৈতভাব দর্শন করে, তা হচ্ছে একটি শূন্যপাত্রে অবস্থিত আকাশ এবং পাত্রের বাহিরে অবস্থিত আকাশের পার্থক্যের মতো, কিংবা জলে প্রতিভাত সূর্য এবং আকাশে অবস্থিত স্বয়ং সূর্যের পার্থক্যের মতো, অথবা কোন জীবদেহের অভ্যন্তরে স্থিত এবং অন্য দেহে স্থিত প্রাণবায়ুর পার্থক্যের মতো।

শ্লোক ৩১

যথা হিরণ্যং বহুধা সমীয়তে
নৃভিঃ ক্রিয়াভির্ব্যবহারবর্ত্মসু ।
এবং বচোভির্ভগবানধোক্ষজো
ব্যাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈর্জনৈঃ ॥ ৩১ ॥

যথা—ঠিক যেন; **হিরণ্যম্**—সোনা; **বহুধা**—বিভিন্ন রূপে; **সমীয়তে**—প্রতিভাত হয়; **নৃভিঃ**—মানুষদের কাছে; **ক্রিয়াভিঃ**—ক্রিয়ার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে; **ব্যবহার-বর্ত্মসু**—সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে; **এবম্**—অনুরূপভাবে; **বচোভিঃ**—বিচিত্র শব্দে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজঃ**—জড় ইন্দ্রিয়াতীত চিন্ময় ভগবান; **ব্যাখ্যায়তে**—বর্ণিত হয়; **লৌকিক**—লৌকিক; **বৈদিকৈঃ**—বৈদিক; **জনৈঃ**—মানুষদের দ্বারা।

অনুবাদ

উদ্দেশ্যের ভিন্নতা অনুসারে মানুষ বিচিত্ররূপে স্বর্ণের ব্যবহার করেন এবং তাই স্বর্ণকে বিভিন্নরূপে দর্শন করা হয়। অনুরূপভাবে, জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাকেও বিভিন্ন প্রকার বেদজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

তাৎপর্য

যারা পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নয়, তারা সকলেই ভগবান এবং তাঁর শক্তিকে শোষণ করার চেষ্টা করছে। তাদের এই শোষণ কৌশলের তারতম্য অনুসারে তারা পরম সত্যকে বিচিত্ররূপে অনুভব করে এবং বর্ণনা করে। আন্তরিক নিষ্ঠা পরায়ণ মানুষেরা মূর্খের মতো পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীয় স্বার্থের উপযোগী ধারণায় পর্যবসিত করেন না, তাঁদের কল্যাণের জন্য পরম সত্য স্বয়ং *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* নিজেকে যথাযথরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

শ্লোক ৩২

যথা ঘনোঽর্কপ্রভবোঽর্কদর্শিতো
হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ।
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো
ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ ॥ ৩২ ॥

যথা—যেমন; **ঘনঃ**—মেঘ; **অর্ক**—সূর্যের; **প্রভবঃ**—উৎপাদন; **অর্ক**—সূর্যের দ্বারা; **দর্শিতঃ**—দর্শনযোগ্য করা হয়েছে; **হি**—বস্তুত পক্ষে; **অর্ক**—সূর্যের; **অংশ-ভূতস্য**—আংশিক বিস্তার; **চ**—এবং; **চক্ষুষঃ**—চক্ষুর; **তমঃ**—অন্ধকার; **এবম্**—একইভাবে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—অহংকার; **ব্রহ্ম-গুণঃ**—পরম সত্য ব্রহ্মের গুণ; **তৎ-ঈক্ষিতঃ**—পরম সত্যের প্রতিনিধির মাধ্যমে দর্শনীয়; **ব্রহ্ম-অংশকস্য**—পরমসত্যের অংশ প্রকাশ; **আত্মনঃ**—জীবাত্মার; **আত্ম-বন্ধনঃ**—পরম আত্মার দর্শনে বাধা সৃষ্টি করে।

অনুবাদ

যদিও মেঘ হচ্ছে সূর্যেরই সৃষ্টি এবং সূর্যের দ্বারাই দৃষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও সূর্যেরই আরেকটি অংশ বিস্তার এই দর্শনকারী চক্ষুর পক্ষে তা অন্ধকার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, পরম সত্যেরই একটি বিশেষ সৃষ্টি এই জড় এবং মিথ্যা অহংকার পরম সত্যের দ্বারাই দৃষ্ট হয়, এবং পরম সত্যেরই আর একটি অংশ প্রকাশ জীবাত্মার পক্ষে পরম সত্যের উপলব্ধির পথে তা বাধার সৃষ্টি করে।

শ্লোক ৩৩

ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্যতে
চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা ।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো
জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥ ৩৩ ॥

ঘনঃ—মেঘ; **যদা**—যখন; **অর্কপ্রভবঃ**—সূর্যের উৎপাদন; **বিদীর্যতে**—বিদীর্ণ হয়; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **স্বরূপম্**—তার প্রকৃত স্বরূপে; **রবিম্**—সূর্য; **ঈক্ষতে**—দর্শন করে; **তদা**—তখন; **যদা**—যখন; **হি**—বাস্তবিকই; **অহঙ্কারঃ**—অহংকার; **উপাধিঃ**—বাহ্য আবরণ; **আত্মনঃ**—আত্মার; **জিজ্ঞাসয়া**—পারমার্থিক জিজ্ঞাসার দ্বারা; **নস্যতি**—বিনাশপ্রাপ্ত হয়; **তর্হি**—সেই সময়; **অনুস্মরেৎ**—মানুষ তার যথার্থ স্মৃতি লাভ করে।

অনুবাদ

মূলত সূর্য থেকেই সৃষ্ট মেঘ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চক্ষু তখন সূর্যের প্রকৃত রূপকে দর্শন করতে পারে। অনুরূপভাবে, জীবাত্মা যখন দিব্য বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তার মিথ্যা অহংকারের আবরণকে ধ্বংস করতে পারে, তখন তিনি তার আদি স্বরূপ চেতনাকে অনুস্মরণ করতে পারেন।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন সূর্য দর্শনের পথে মানুষের প্রতিবন্ধক স্বরূপ মেঘকে সূর্যই উত্তাপের দ্বারা বিদীর্ণ করতে পারে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান (এবং কেবল তিনিই) তাঁর দর্শনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী মিথ্যা অহংকারকে দূরীভূত করতে পারে। তবে পেঁচার মতো কিছু জীব আছে যারা সূর্যকে দর্শন করতে পরাঙ্মুখ। একইভাবে, যারা চিন্ময় জ্ঞানে আগ্রহী নয়, তারা কখনই ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ গ্রহণ করবে না।

শ্লোক ৩৪

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা
মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্ ।
ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্ ॥ ৩৪ ॥

যদা—যখন; **এবম্**—এইভাবে; **এতেন**—এর দ্বারা; **বিবেক**—ভালমন্দ বিচারের; **হেতিনা**—হাতিয়ার; **মায়াময়**—ভ্রমাত্মক; **অহঙ্করণ**—মিথ্যা অহংকার; **আত্ম**—আত্মার; **বন্ধনম্**—বন্ধনের কারণ; **ছিত্ত্বা**—ছিন্ন করে; **অচ্যুত**—অচ্যুতের; **আত্ম**—পরমাত্মা; **অনুভবঃ**—অনুভব; **অবতিষ্ঠতে**—দৃঢ়ভাবে বিকশিত করে; **তম্**—তা; **আহুঃ**—তারা বলেন; **আত্যন্তিকম্**—আত্যন্তিক; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **সংপ্লবম্**—প্রলয়।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিবেক বিচারের জ্ঞানরূপ হাতিয়ার দিয়ে আত্মার বন্ধন সৃষ্টিকারী ভ্রমাত্মক এই মিথ্যা অহংকার যখন ছিন্ন হয়, এবং মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের উপলব্ধি বিকশিত করেন, তখন তাকে জড় জগতের আত্যন্তিক প্রলয় বলে।

শ্লোক ৩৫

নিত্যদা সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং পরন্তপ ।
উৎপত্তিপ্রলয়াবেকে সূক্ষ্মজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

নিত্যদা—অবিরাম; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত সৃষ্ট জীবের; **ব্রহ্ম-আদিনাম্**—ব্রহ্মা আদি; **পরম্-তপ**—হে শত্রু দমনকারী; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **প্রলয়ৌ**—প্রলয়; **একে**—কিছু; **সূক্ষ্ম-জ্ঞাঃ**—সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানে পারদর্শী; **সম্প্রচক্ষতে**—ঘোষণা করে।

অনুবাদ

হে পরন্তপ, প্রকৃতির সূক্ষ্ম কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঘোষণা করেছেন যে ব্রহ্মা আদি সমস্ত সৃষ্ট জীবই অবিরাম সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অধীন হয়।

শ্লোক ৩৬

কালস্রোতোজবেনাশু হ্রিয়মাণস্য নিত্যদা ।
পরিণামিনামবস্থাস্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ ॥ ৩৬ ॥

কাল—কালের; **স্রোতঃ**—শক্তিশালী স্রোতের; **জবেন**—শক্তির দ্বারা; **আশু**—দ্রুত; **হ্রিয়মাণস্য**—ক্ষয়শীল বিষয়ের; **নিত্যদা**—অবিরাম; **পরিণামিনাম্**—পরিণামী বিষয়ের; **অবস্থাঃ**—বিভিন্ন অবস্থা; **তাঃ**—তারা; **জন্ম**—জন্মের; **প্রলয়**—এবং প্রলয়; **হেতবঃ**—হেতু সমূহ।

অনুবাদ

সমস্ত জড়-জাগতিক বস্তু রূপান্তরিত হয় এবং অবিরাম ও দ্রুত প্রবল কাল-প্রবাহের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জড় বস্তু সমূহ তাদের অস্তিত্বের যে সকল স্তর প্রকাশ করে, সেগুলি হচ্ছে তাদের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিত্যকারণ।

শ্লোক ৩৭

অনাদ্যন্তবতানেন কালেনেশ্বরমূর্তিনা ।
অবস্থা নৈব দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব ॥ ৩৭ ॥

অনাদি-অন্ত-বতা—আদি অন্তহীন; **অনেন**—এর দ্বারা; **কালেন**—কাল; **ঈশ্বর**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মূর্তিনা**—প্রতিনিধি; **অবস্থাঃ**—বিভিন্ন অবস্থা; **ন**—না; **এব**—বস্তুতই; **দৃশ্যন্তে**—দৃষ্ট হয়; **বিয়তি**—বাহ্য আকাশে; **জ্যোতিষাম্**—চলমান গ্রহ পুঞ্জের; **ইব**—ঠিক যেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের নৈর্ব্যক্তিক প্রতিনিধি আদি অন্তহীন কালের দ্বারা সৃষ্ট এই অবস্থাগুলি দৃশ্য নয়, ঠিক যেমন বাহ্য আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থার অতিসূক্ষ্ম তাৎক্ষণিক পরিবর্তনকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

তাৎপর্য

যদিও প্রত্যেকেই জানে যে সূর্য অবিরাম আকাশে ভ্রমণ করছে, তবুও মানুষ সাধারণত সূর্যকে ভ্রমণ করতে দেখে না! অনুরূপভাবে, কেউ সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করেনা যে তার চুল বা নখের বৃদ্ধি হচ্ছে, যদিও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে আমরা বৃদ্ধির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করি। ভগবানের শক্তি এই কাল অতিসূক্ষ্ম এবং প্রবল এবং যে সমস্ত মূর্খরা এই জড় সৃষ্টিকে শোষণ করার চেষ্টা করছে তাদের পক্ষে এক দুরতিক্রম্য বাধা স্বরূপ।

শ্লোক ৩৮

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব তথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ ।
আত্যন্তিকশ্চ কথিতঃ কালস্য গতিরীদৃশী ॥ ৩৮ ॥

নিত্যঃ—নিত্য; নৈমিত্তিকঃ—নৈমিত্তিক; চ—এবং; এব—বস্তুত; তথা—ও; প্রাকৃতিকঃ—প্রাকৃতিক; লয়ঃ—লয়; আত্যন্তিকঃ—আত্যন্তিক; চ—এবং; কথিতঃ—কথিত হয়; কালস্য—কালের; গতিঃ—গতি; ঈদৃশী—এইরূপ।

অনুবাদ

এইভাবে কালের গতিকে নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং আত্যন্তিক—এই চার প্রকার প্রলয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হল।

শ্লোক ৩৯

এতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ জগদ্বিধাতু-
র্নারায়ণস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ ।
লীলাকথাস্তে কথিতাঃ সমাসতঃ
কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ ॥ ৩৯ ॥

এতঃ—এই সকল; কুরুশ্রেষ্ঠ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; জগৎ-বিধাতুঃ—জগৎ স্রষ্টার; নারায়ণস্য—ভগবান নারায়ণের; অখিল-সত্ত্ব-ধাম্নঃ—সমস্ত অস্তিত্বের উৎস; লীলা-কথাঃ—লীলা কথা; তে—তোমাকে; কথিতাঃ—কথিত হয়েছে; সমাসতঃ—সংক্ষেপে; কার্ৎস্ন্যেন—সম্পূর্ণরূপে; ন—না; অজঃ—অজ ব্রহ্মা; অপি—এমন কি; অভিধাতুম্—বিবরণ দিতে; ঈশঃ—সক্ষম।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি শুধু সংক্ষেপে তোমার কাছে জগৎ স্রষ্টা এবং সমস্ত অস্তিত্বের পরম উৎস ভগবান শ্রীনারায়ণের এই সকল লীলাকথা বর্ণনা করলাম। এমন কি ব্রহ্মা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে এইসকল লীলা বর্ণনা করতে অক্ষম।

শ্লোক ৪০

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য ।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য ॥ ৪০ ॥

সংসার—সংসারের; সিন্ধুম্—সমুদ্র; অতি-দুস্তরম্—অতিক্রম করা অসম্ভব; উত্তিতীর্ষোঃ—উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে; ন—নেই; অন্যঃ—অন্য; প্লবঃ—নৌকা; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; পুরুষ-উত্তমস্য—উত্তম পুরুষ; লীলা-কথা—

লীলা কথা; **রস**—দিব্যরস; **নিষেবণম্**—সেবা দান করা; **অন্তরেণ**—এর থেকে পৃথক; **পুংসঃ**—ব্যক্তির; **ভবেৎ**—হতে পারে; **বিবিধ**—বিবিধ; **দুঃখ**—জড় দুঃখ; **দব**—অগ্নির দ্বারা; **আর্দিতস্য**—দুঃখিত।

অনুবাদ

যে মানুষ অগণিত দুঃখের আগুনে জর্জরিত হচ্ছে এবং যিনি এই জড় অস্তিত্বের দুরতিক্রম্য সাগরকে অতিক্রম করতে আগ্রহী, তাঁর পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাকথার দিব্য রসের প্রতি ভক্তি অনুশীলন ছাড়া আর কোন উপযুক্ত নৌকা নেই।

তাৎপর্য

যদিও পরমেশ্বর ভগবানের লীলাকথা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এমন কি তার আংশিক উপলব্ধিও মানুষকে তার জড় অস্তিত্বের অসহনীয় দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে। এই জড় জগতের জ্বর শুধুমাত্র হরিনাম এবং শ্রীমদ্ভাগবতে নিখুঁতরূপে বর্ণিত পরমেশ্বরের লীলা কথারূপ ঔষধের দ্বারাই নিরাময় করা যেতে পারে।

শ্লোক ৪১

পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ ॥ ৪১ ॥

পুরাণ—সমস্ত পুরাণের মধ্যে; **সংহিতাম্**—সারকথা; **এতাম্**—এই; **ঋষিঃ**—মহাঋষি; **নারায়ণঃ**—ভগবান নর-নারায়ণ; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **নারদায়**—নারদ মুনির প্রতি; **পুরা**—পুরাকালে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **কৃষ্ণদ্বৈপায়নায়**—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস; **সঃ**—তিনি, নারদ।

অনুবাদ

বহুকাল পূর্বে সমস্ত পুরাণের এই সার সংহিতা অচ্যুত ভগবান শ্রীনরনারায়ণ ঋষি নারদমুনিকে বলেছিলেন, যিনি তা পরবর্তীকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি; **বৈঃ**—বস্তুত পক্ষে; **মহ্যম্**—আমাকে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিশালী

অবতার; **বাদরায়ণঃ**—শ্রীল ব্যাসদেব; **ইমাম্**—এই; **ভাগবতীম্**—ভাগবত শাস্ত্র; **প্রীতঃ**—তৃপ্ত হয়ে; **সংহিতাম্**—সংহিতা; **বেদ-সম্মিতাম্**—চার বেদের সমতুল্য মর্যদাসম্পন্ন।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিত মহারাজ, সেই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রীল ব্যাসদেব চারিবেদের সমান গুরুত্ব সম্পন্ন এই একই শাস্ত্র তথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

ইমাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে ।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংপৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইমাম্—এই; **বক্ষ্যতি**—বলবেন; **অসৌ**—আমাদের সম্মুখে উপস্থিত; **সূতঃ**—সূত গোস্বামী; **ঋষিভ্যঃ**—ঋষিদের কাছে; **নৈমিষ-আলয়ে**—নৈমিষারণ্যে; **দীর্ঘ-সত্রে**—দীর্ঘায়িত যজ্ঞানুষ্ঠানে; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **সংপৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **শৌনক-আদিভিঃ**—শৌনকাদি পরিচালিত সভার দ্বারা।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমাদের সম্মুখে আসীন এই সেই সূত গোস্বামী যিনি নৈমিষারণ্যের সুদীর্ঘ মহাযজ্ঞে সমবেত মুনিঋষিদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত কথা বর্ণনা করবেন। শৌনকাদি সভাষদদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি তা কীর্তন করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিধ প্রলয়' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরম উপদেশ

এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে পরম সত্য সম্পর্কে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত উপদেশ শুনে মহারাজ পরীক্ষিতের নাগপক্ষী তক্ষকের হাতে তাঁর মৃত্যুর ভয় নিরস্ত হয়েছিল।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই জড় জগতে কার্যশীল চার প্রকার প্রলয় সম্পর্কে বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন পরীক্ষিৎ মহারাজকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে কিভাবে তিনি পূর্বে তৃতীয় স্কন্ধে কালের পরিমাপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক সহস্র চতুর্যুগ চক্রে ব্রহ্মার একটি মাত্র দিবসে ভিন্ন ভিন্ন চৌদ্দ জন মনু শাসন করে মৃত্যু বরণ করেন। এইভাবে প্রতিটি দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে আত্মা কখনই মরে না। তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেন যে *শ্রীমদ্ভাগবতে* তিনি পুনপুন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণ কীর্তন করেছেন, যার তুষ্টি থেকে ব্রহ্মার জন্ম এবং যার ক্রোধ থেকে রুদ্রের জন্ম। "আমি মৃত্যুবরণ করব"—এই ধারণাটি কেবলই পশুসুলভ মনোবৃত্তি কেননা পূর্ববর্তী অস্তিত্বহীনতা, জন্ম, স্থিতি এবং মৃত্যুরূপে দেহ পরিবর্তনের যে বিভিন্ন ধাপগুলি, আত্মা এসবের অধীনস্থ হয় না। দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে দেহের সূক্ষ্ম মানসিক আবরণটি যখন ধ্বংস হয়ে যায়, দেহ মধ্যস্থ আত্মা তখন পুনরায় তার মূল স্বরূপ প্রদর্শন করে। ঠিক যেমন তেল, পাত্র, পলিতা এবং আগুন—এসবের সংমিশ্রণে ক্ষণস্থায়ী প্রদীপের প্রকাশ হয়, ঠিক তেমনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সংমিশ্রণে এই জড় দেহের সৃষ্টি হয়। জন্মের সময় এই জড়দেহের প্রকাশ হয় এবং কিছু কালের জন্য প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করে। চরমে জড় গুণের এই সংমিশ্রণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং দেহ মৃত্যুর অধীনস্থ হয় যা হচ্ছে প্রদীপেরই নিভে যাওয়ার মতো একটি ঘটনা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন— "ভগবান বাসুদেবের ধ্যানে আপনার মনকে নিবদ্ধ করা উচিত এবং এইভাবেই নাগপক্ষীর দংশন আপনাকে প্রভাবিত করবে না।"

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অত্র**—এই শ্রীমদ্ভাগবতে; **অনুবর্ণ্যতে**—বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে; **অভীক্ষ্ণম্**—পুন পুন; **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র বিশ্বের আত্মা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **যস্য**—যাঁর; **প্রসাদ**—পরিতৃপ্তি থেকে; **জঃ**—জাত হয়েছে; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **রুদ্রঃ**—শিব; **ক্রোধ**—ক্রোধ থেকে; **সমুদ্ভবঃ**—যার জন্ম।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্বাত্মা শ্রীহরির বিচিত্র লীলাকথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁর তুষ্টি থেকে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ থেকে রুদ্রের জন্ম হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের উপর তাঁর টীকায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* এক অতি বিস্তারিত সারাংশ প্রদান করেছেন। মহান আচার্যের বক্তব্যের সার কথা হচ্ছে এই যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী প্রেমময়ী আত্মসমর্পণই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহবদ্ধ জীব যাতে সেই প্রকার আত্মসমর্পণের অনুশীলন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে সেই বিষয়ে প্রত্যয় উৎপাদন করা।

শ্লোক ২

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি ।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি ॥ ২ ॥

ত্বম্—তুমি; **তু**—কিন্তু; **রাজন্**—হে রাজন; **মরিষ্যে**—আমি মৃত্যুবরণ করব; **ইতি**—এরকম চিন্তা করে; **পশু-বুদ্ধিম্**—পাশবিক বুদ্ধি; **ইমাম্**—এই; **জহি**—পরিত্যাগ কর; **ন**—না; **জাতঃ**—জাত; **প্রাক্**—পূর্বে; **অভূতঃ**—অস্তিত্বহীন; **অদ্য**—আজ; **দেহ-বৎ**—দেহের মতো; **ত্বম্**—তুমি; **ন নঙ্ক্ষ্যসি**—ধ্বংস হবে না।

অনুবাদ

হে রাজন্, "আমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি"—এই পশুসুলভ মনোবৃত্তি ত্যাগ কর। দেহের যেরকম জন্ম হয়, তুমি সেরকম জন্মগ্রহণ করনি। অতীতে এমন কোন সময় ছিল না যখন তুমি ছিলে না, এবং তোমার বিনাশও হবে না।

তাৎপর্য

প্রথম স্কন্ধের শেষ ভাগে (১/১৯/১৫) মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—

তং মোপজাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে ।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥

"হে ব্রাহ্মণগণ, আমাকে একজন পূর্ণরূপে শরণাগত জীব বলেই গণ্য করুন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপা মা গঙ্গাদেবী আমাকে সেইরূপেই গণ্য করুন। কেননা আমি ইতিমধ্যেই ভগবানের চরণকমল আমার হৃদয়ে ধারণ করেছি। ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট সেই তক্ষক বা যে কোন কুহকই আমাকে এই মুহূর্তে দংশন করুক। আমার একমাত্র বাঞ্ছা এই যে আপনারা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর যশোগাথা কীর্তন করুন।"

এমন কি *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার পূর্বেও মহারাজ পরীক্ষিত একজন মহান শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। রাজার হৃদয়ে পশুসুলভ মৃত্যুভয় ছিল না। কিন্তু শুধু আমাদের কল্যাণের জন্যই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর শিষ্যকে অতি কঠোরভাবে উপদেশ দিচ্ছেন, ঠিক যেমন *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কঠোর উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

ন ভবিষ্যসি ভূত্বা ত্বং পুত্রপৌত্রাদিরূপবান্ ।
বীজাঙ্কুরবদ্দেহাদের্ব্যতিরিক্তো যথানলঃ ॥ ৩ ॥

ন ভবিষ্যসি—তুমি উৎপন্ন হবে না; **ভূত্বা**—উৎপন্ন হয়ে; **ত্বম্**—তুমি; **পুত্র**—পুত্রদের; **পৌত্রা**—পৌত্রগণ; **আদি**—ইত্যাদি; **রূপবান্**—রূপ ধারণ করে; **বীজ**—বীজ; **অঙ্কুরবৎ**—অঙ্কুরের মতো; **দেহ-আদেঃ**—জড়দেহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে; **ব্যতিরিক্তঃ**—স্বতন্ত্র; **যথা**—যেমন; **অনলঃ**—অগ্নি (কাঠ থেকে)।

অনুবাদ

বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তা নতুন বীজ উৎপন্ন করে সেই রকম তোমাকে পুনরায় তোমার পুত্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে

না। বরং তুমি এই জড় দেহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন অগ্নি তার জ্বালানী থেকে স্বতন্ত্র হয়।

তাৎপর্য

একই জড় পরিবারে অবিরাম বসবাস করার বাসনায় কখনো কখনো মানুষ স্বপ্ন দেখে যে, সে তার পুত্রের পুত্র হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। *শ্রুতিমন্ত্রে* যেমন উল্লেখ আছে, *পিতা পুত্রেণ পিতৃমান যোনি-যোনৌঃ* একজন পিতার পিতা তার পুত্রের মধ্যে রয়েছে, কেননা পিতা হয়তো তার নিজেরই পৌত্র হয়ে জন্মাতে পারে।" *শ্রীমদ্ভাগবতের* উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের পারমার্থিক মুক্তি, মূর্খের মতো মোহাত্মক দেহাত্মবোধকে দীর্ঘায়িত করা নয়। একথা এই শ্লোকে স্পষ্টতই বলা হয়েছে।

শ্লোক ৪

স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্ ।
যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ ॥ ৪ ॥

স্বপ্নে—স্বপ্নে; **যথা**—যেমন; **শিরঃ**—একজনের মস্তক; **ছেদম্**—ছেদন; **পঞ্চত্ব-আদি**—জড় পঞ্চভূতের সংমিশ্রণ এবং অন্যান্য জড় হেতু; **আত্মনঃ**—নিজের; **স্বয়ং**—স্বয়ং; **যস্মাৎ**—কারণ; **পশ্যতি**—দেখতে পায়; **দেহস্য**—দেহের; **ততঃ**—অতএব; **আত্মা**—আত্মা; **হি**—নিশ্চয়ই; **অজঃ**—জন্মরহিত; **অমরঃ**—অমর।

অনুবাদ

স্বপ্নে মানুষ দেখতে পারে যে তার নিজেরই মস্তক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এইভাবে সে বুঝতে পারে যে তার প্রকৃত আত্মা এই স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ দেখতে পারে যে তার দেহ হচ্ছে পাঁচটি জড় উপাদানে গঠিত। সুতরাং একথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে প্রকৃত আত্মা তার দৃষ্ট দেহ থেকে স্বতন্ত্র এবং অজ ও অমর।

শ্লোক ৫

ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা ।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ ॥ ৫ ॥

ঘটে—ঘট; **ভিন্নে**—যখন তা ভেঙে যায়; **ঘট-আকাশঃ**—ঘটের আভ্যন্তরীণ আকাশ; **আকাশঃ**—আকাশ; **স্যাৎ**—থাকে; **যথা**—যেমন; **পুরা**—পূর্বে; **এবম্**—অনুরূপভাবে; **দেহে**—দেহ; **মৃতে**—যখন তা পরিত্যাগ করা হয়, মুক্ত অবস্থায়; **জীবঃ**—জীবাত্মা; **ব্রহ্ম**—তার পারমার্থিক স্থিতি; **সম্পদ্যতে**—লাভ করে; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

একটি ঘট যখন ভেঙে যায়, ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশের অংশটি পূর্ববৎ ব্যোমরূপ উপাদানরূপেই থেকে যায়। অনুরূপভাবে, যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের মৃত্যু হয়, দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মা তার চিন্ময় স্বরূপে পুন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্লোক ৬

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্মাণি চাত্মনঃ ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥ ৬ ॥

মনঃ—মন; **সৃজতি**—সৃজন করে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **দেহান্**—জড় দেহসমূহ; **গুণান্**—গুণসমূহ; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তৎ**—তা; **মনঃ**—মন; **সৃজতে**—সৃজন করে; **মায়া**—পরমেশ্বর ভগবানের মায়া শক্তি; **ততঃ**—এইভাবে; **জীবস্য**—জীবের; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্ব।

অনুবাদ

জীবাত্মার জড় দেহ, গুণ এবং কার্যসমূহ জড় মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়। সেই মন স্বয়ং সৃষ্ট হয় পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা এবং এইভাবে আত্মা জড় অস্তিত্বকে ধারণ করে।

শ্লোক ৭

স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্যগ্নিসংযোগো যাবদীয়তে ।
তাবদ্দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভবঃ ।
রজঃসত্ত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তেঽথ বিনশ্যতি ॥ ৭ ॥

স্নেহ—তেলের; **অধিষ্ঠান**—পাত্র; **বর্তি**—পলিতা; **অগ্নি**—এবং অগ্নি; **সংযোগঃ**—সংমিশ্রণ; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **ঈয়তে**—দৃশ্য হয়; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **দীপস্য**—দীপের; **দীপত্বম্**—দীপ হওয়ার যোগ্যতা; **এবম্**—অনুরূপভাবে; **দেহ-কৃতঃ**—জড় দেহের জন্য; **ভবঃ**—জড় অস্তিত্ব; **রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণের; **বৃত্ত্যা**—কার্যের দ্বারা; **জায়তে**—জন্মায়; **অথ**—এবং; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়।

অনুবাদ

প্রদীপ প্রদীপরূপে কাজ করে শুধুমাত্র জ্বালানী, তৈলাধার, পলিতা এবং অগ্নির সংমিশ্রণে। অনুরূপভাবে, আত্মার দেহাত্মবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জড়জীবন, দেহের উপাদান স্বরূপ জড় সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কার্যের দ্বারাই বিকশিত এবং বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ৮

ন তত্রাত্মা স্বয়ংজ্যোতির্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ ।
আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ ॥ ৮ ॥

ন—না; **তত্র**—সেখানে; **আত্মা**—আত্মা; **স্বয়ম্‌-জ্যোতিঃ**—স্বয়ং জ্যোতির্ময়; **যঃ**—যিনি; **ব্যক্ত-অব্যক্তয়োঃ**—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত (স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ); **পরঃ**—ভিন্ন; **আকাশঃ**—আকাশ; **ইব**—মতো; **চ**—এবং; **আধারঃ**—ভিত্তি; **ধ্রুবঃ**—স্থির; **অনন্ত**—অন্তহীন; **উপমঃ**—তুলনা; **ততঃ**—এইরূপে।

অনুবাদ

দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা স্বয়ং জ্যোতির্ময়। তা ব্যক্ত স্থূলদেহ এবং অব্যক্ত সূক্ষ্ম দেহ থেকে স্বতন্ত্র। আকাশ যেমন জড় পরিবর্তনের স্থায়ী ভিত্তি, ঠিক তেমনি এই আত্মাও দেহগত পরিবর্তনের স্থির ভিত্তি। তাই আত্মা হচ্ছে অনন্ত এবং কোন জড় বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

শ্লোক ৯

এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মনৈবামৃশ প্রভো ।
বুদ্ধ্যানুমানগর্ভিণ্যা বাসুদেবানুচিন্তয়া ॥ ৯ ॥

এবম্‌—এইভাবে; **আত্মানম্‌**—তোমার প্রকৃত আত্মা; **আত্মস্থম্‌**—দেহের আবরণের মধ্যে অবস্থিত; **আত্মনা**—তোমার মনের দ্বারা; **এব**—বস্তুতঃ; **আমৃশা**—সতর্কভাবে গণ্য কর; **প্রভো**—হে আত্মার প্রভু (মহারাজ পরীক্ষিত); **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **অনুমান-গর্ভিণ্যা**—যুক্তিগর্ভ; **বাসুদেব-অনুচিন্তয়া**—ভগবান বাসুদেবের ধ্যানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্‌, অবিরাম পরমেশ্বর বাসুদেবের ধ্যান করে এবং স্বচ্ছ ও যুক্তিগর্ভ বুদ্ধি প্রয়োগ করে সতর্কভাবে তোমার প্রকৃত আত্মা সম্পর্কে এবং কিভাবে তা জড় দেহের মধ্যে অবস্থিত, সেই সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

শ্লোক ১০

চোদিতো বিপ্রবাক্যেন ন ত্বাং ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ ।
মৃত্যবো নোপধক্ষ্যন্তি মৃত্যূনাং মৃত্যুমীশ্বরম্‌ ॥ ১০ ॥

চোদিতঃ—প্রেরিত; **বিপ্র-বাক্যেন**—ব্রাহ্মণের বাক্যে; **ন**—না; **ত্বাম্‌**—তুমি; **ধক্ষ্যতি**—দহন করবে; **তক্ষকঃ**—নাগপক্ষী তক্ষক; **মৃত্যবঃ**—মৃত্যুর প্রতিনিধি; **ন উপধক্ষ্যন্তি**—

দহন করতে পারে না; **মৃত্যুনাম্**—মৃত্যুর এই সকল কারণের; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু স্বয়ং; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের অভিশাপ প্রেরিত সেই নাগপক্ষী তক্ষক তোমার প্রকৃত আত্মাকে দহন করতে পারবে না। তোমার মতো আত্ম নিয়ন্ত্রণকারী প্রভুকে মৃত্যুর দূতেরা কখনই দহন করতে পারবে না, কেননা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে যাবতীয় বিপদকেই তুমি ইতিমধ্যেই জয় করেছ।

তাৎপর্য

প্রকৃত মৃত্যু হচ্ছে মানুষের সনাতন কৃষ্ণভাবনামৃতকে আচ্ছাদিত করা। আত্মার পক্ষে এই জড় মোহই হচ্ছে ঠিক মৃত্যুর মতো। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ ইতিমধ্যেই মানুষের পারমার্থিক জীবনে ভীতি উৎপাদনকারী কাম, ক্রোধ, ভয় আদি বিপদগুলিকে ধ্বংস করেছেন। এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহান রাজর্ষি পরীক্ষিত মহারাজকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তরূপে যিনি ছিলেন চিন্ময় আকাশে অবস্থিত গৃহের অভিমুখী এবং মৃত্যু সীমানার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ১১-১২

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্ ।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে ॥ ১১ ॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরং চ বিশ্বং চ পৃথগাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

অহম্—আমি; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য ব্রহ্ম; **পরম্**—পরম; **ধাম**—ধাম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **অহম্**—আমি; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—লক্ষ্য; **এবম্**—এইরূপে; **সমীক্ষ্য**—বিবেচনা করে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—তোমার নিজের; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **আধায়**—স্থাপন করে; **নিষ্কলে**—যা জড় উপাধি থেকে মুক্ত; **দশন্তম্**—দংশন করে; **তক্ষকম্**—তক্ষক; **পাদে**—তোমার পদে; **লেলিহানম্**—ওষ্ঠ লেহনকারী সর্প; **বিষ-আননৈঃ**—বিষপূর্ণ মুখে; **ন দ্রক্ষ্যসি**—তুমি এমন কি দেখতেও পাবে না; **শরীরম্**—তোমার দেহ; **চ**—এবং; **বিশ্বম্**—সমগ্র জড় জগৎ; **চ**—এবং; **পৃথক্**—পৃথক; **আত্মনঃ**—আত্মা থেকে।

অনুবাদ

তোমার বিচার করা উচিত—আমি পরম সত্য এবং পরম ধাম থেকে অভিন্ন এবং সেই পরম সত্য তথা পরম ধাম আমার থেকে অভিন্ন।" এইভাবে সমস্ত প্রকার

জড় উপাধি থেকে মুক্ত পরমাত্মার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি এমন কি লক্ষ্যও করতে পারবে না যে কখন সেই নাগপক্ষী তক্ষক তোমার সম্মুখীন হয়ে তার বিষাক্ত দাঁত দিয়ে তোমার পায়ে দংশন করবে। তুমি তোমার মরণশীল দেহকে কিংবা তোমার চতুর্পার্শ্বস্থ জড় জগৎকেও দেখতে পাবে না, কেননা তুমি উপলব্ধি করে থাকবে যে তুমি ঐ সকল বিষয় থেকে স্বতন্ত্র।

শ্লোক ১৩

এতৎ তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবান্ নৃপ।
হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩ ॥

এতৎ—এই; **তে**—তোমার কাছে; **কথিতম্**—বলেছি; **তাত**—হে পরীক্ষিত; **যৎ**—যা; **আত্মা**—তুমি; **পৃষ্টবান্**—জিজ্ঞাসিত; **নৃপ**—হে রাজন্; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির; **বিশ্ব-আত্মনঃ**—বিশ্বাত্মার; **চেষ্টাম্**—লীলা; **কিম্**—কী; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **শ্রোতুম্**—শুনতে; **ইচ্ছসি**—তুমি চাও।

অনুবাদ

হে প্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, তুমি বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাকথা সম্পর্কে প্রথমে আমাকে যা প্রশ্ন করেছিলে, আমি তা তোমাকে বর্ণনা করে শুনালাম। এখন তুমি আর কী শ্রবণ করতে চাও?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী *ভাগবতের* বহু শ্লোক উদ্ধৃত করে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণরূপে মনকে নিবদ্ধ করতে এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে বদ্ধপরিকর মহারাজ পরীক্ষিতের মহান ভক্তিমূলক স্তর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরম উপদেশ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ

এই অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের মুক্তিলাভ, সমস্ত সর্পদের হত্যা করার জন্য মহারাজ জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদের উৎস এবং শ্রীল বেদব্যাসের বেদ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কথা শ্রবণ করার পর পরীক্ষিত মহারাজ বললেন যে, সমস্ত পুরাণের সারাতিসার পরমেশ্বর ভগবান উত্তমশ্লোকের অমৃতময় লীলাকথায় পরিপূর্ণ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার পর তিনি অভয় এবং পরম তত্ত্বের সঙ্গে একত্বের স্তর লাভ করেছেন। তাঁর অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়েছে এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃপায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পরম কল্যাণময় ব্যক্তিগত রূপের দর্শন তিনি লাভ করেছেন। ফলস্বরূপ, তিনি মৃত্যুর সমস্ত ভয়কে পরিত্যাগ করেছেন। তারপর পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর হৃদয়কে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে স্থির করে দেহত্যাগ করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর অনুমতি ভিক্ষা করলেন। এই অনুমতি দেওয়ার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী গাত্রোত্থান পূর্বক প্রস্থান করলেন। অতপর, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত অবস্থায় মহারাজ পরীক্ষিত যোগাসনে বসে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। সেই সময় নাগপক্ষী তক্ষক এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে তাঁকে দংশন করলেন এবং সেই রাজর্ষির দেহটি তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ভস্মে পরিণত হয়।

মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় যখন তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনলেন, তখন তিনি সমস্ত সর্পদের বিনাশ করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেন। যদিও ইন্দ্র তক্ষককে রক্ষা করেছিলেন, তবু মন্ত্র তাকে আকৃষ্ট করেছিল এবং যজ্ঞের আগুনে প্রায় পতিত হতে যাচ্ছিল। তা দেখে অঙ্গিরা ঋষির পুত্র বৃহস্পতি এসে মহারাজ জনমেজয়কে পরামর্শ দিলেন যে দেবতাদের অমৃত পান করার জন্য তক্ষককে হত্যা করা সম্ভব হবে না। অধিকন্তু, অঙ্গিরা ঋষি বললেন যে সমস্ত জীবেরা অবশ্যই তাদের পূর্বকৃত কর্মফল ভোগ করে। তাই মহারাজের উচিত এই যজ্ঞ পরিত্যাগ করা। এইভাবে বৃহস্পতির কথায় জনমেজয়ের বিশ্বাস হয়েছিল এবং তিনি যজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন।

তারপর, সূত গোস্বামী শ্রীশৌনক ঋষির প্রশ্নের উত্তরে বেদ বিভাজন সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। সর্বোচ্চ দেবতা ব্রহ্মার হৃদয় থেকে সূক্ষ্ম দিব্য তরঙ্গ উদ্ভূত হয়েছিল এবং সেই সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ থেকে ওঁ অক্ষরটি উৎপন্ন হয়েছিল যা অতি শক্তিশালী

এবং স্বয়ং জ্যোতির্ময়। এই ওঁকার প্রয়োগ ক'রে ব্রহ্মা আদি বেদ সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র মরীচি এবং অন্যান্যদের তা শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃস্থানীয় সন্ত পুরুষ। দ্বাপর যুগের প্রান্তভাগ পর্যন্ত, যখন শ্রীল ব্যাসদেব একে চারভাগে বিভক্ত করে এই চার সংহিতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের তা উপদেশ করেন, তখন পর্যন্ত এই জ্ঞানভাণ্ডার গুরু-পরম্পরার ধারায় হস্তান্তরিত হয়ে আসছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন তাঁর গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেন; তখন গুরু থেকে যা কিছু বৈদিক মন্ত্র তিনি লাভ করেছিলেন, সবই তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। যজুর্বেদীয় নতুন মন্ত্র লাভ করার জন্য সূর্যরূপী ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। শ্রীসূর্যদেব পরিণামে তার প্রার্থনা পুরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

এতন্নিশম্য মুনিনাভিহিতং পরীক্ষিদ্
ব্যাসাত্মজেন নিখিলাত্মদৃশা সমেন ।
তৎপাদমূলমুপসৃত্য নতেন মূর্ধ্না
বদ্ধাঞ্জলিস্তমিদমাহ স বিষ্ণুরাতঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এতৎ**—এই; **নিশম্য**—শুনে; **মুনিনা**—মুনির দ্বারা (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী); **অভিহিতম্**—বর্ণনা করেছিলেন; **পরীক্ষিৎ**—পরীক্ষিত মহারাজ; **ব্যাস-আত্মজেন**—ব্যাসদেবের পুত্রের দ্বারা; **নিখিল**—সমস্ত জীব; **আত্মা**—পরমেশ্বর ভগবান; **দৃশা**—যাঁরা দেখেন; **সমেন**—যিনি পূর্ণরূপে সাম্য ভাব লাভ করেছেন; **তৎ**—তাঁর (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী); **পাদমূলম্**—চরণ কমলে; **উপসৃত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **নতেন**—নত মস্তকে প্রণাম করলেন; **মূর্ধ্না**—তার মস্তক দিয়ে; **বদ্ধ-অঞ্জলিঃ**—অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে; **তম্**—তাকে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বললেন; **সঃ**—তিনি; **বিষ্ণু-রাতঃ**—পরীক্ষিত মহারাজ, যিনি মাতৃগর্ভেও ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—শ্রীল ব্যাসদেবের সমদর্শী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করার পর, মহারাজ পরীক্ষিত বিনীতভাবে তাঁর চরণকমলের সমীপবর্তী হলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরণে অবনত মস্তকে মহারাজ বিষ্ণুরাত, সমগ্র জীবন যিনি শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক সুরক্ষিত হয়েছেন, তিনি অঞ্জলি বদ্ধ অবস্থায় নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন মহারাজ পরীক্ষিতকে উপদেশ দিয়েছিলেন তখন সেখানে কিছু নির্বিশেষবাদী দার্শনিকও উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে, *সমেন* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আত্মতত্ত্বদর্শন এমনভাবে বলেছিলেন যে ঐ সকল জ্ঞানমার্গী যোগীদের যাতে আনন্দ হয়।

শ্লোক ২

রাজোবাচ

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা ।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ ॥ ২ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিত বললেন; **সিদ্ধঃ**—পূর্ণরূপে সাফল্য মণ্ডিত; **অস্মি**—আমি; **অনুগৃহীতঃ**—মহান কৃপা প্রদর্শন করেছেন; **অস্মি**—আমি; **ভবতা**—আপনার মতো মহান ব্যক্তির দ্বারা; **করুণা-আত্মনা**—পূর্ণ করুণাময়; **শ্রাবিতঃ**—মৌখিকভাবে বর্ণিত হয়েছে; **যৎ**—কারণ; **চ**—এবং; **মে**—আমার প্রতি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **অনাদি**—যার কোনও শুরু নেই; **নিধনঃ**—কিংবা সমাপ্তি; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—আমি এখন আমার জীবনের লক্ষ্য লাভ করেছি, কেননা আপনার মতো মহান করুণাময় ব্যক্তি আমাকে এরকম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আদি অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির এই গুণকথা ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমাকে বলেছেন।

শ্লোক ৩

নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্ ।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

ন—না; **অতি-অদ্ভুতম্**—অতি আশ্চর্যজনক; **অহম্**—আমি; **মন্যে**—মনে করি; **মহতাম্**—মহান আত্মার; **অচ্যুত-আত্মনাম্**—যাদের মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ; **অজ্ঞেষু**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর; **তাপ**—জড় জীবনের দুঃখ জ্বালা; **তপ্তেষু**—পীড়িত; **ভূতেষু**—দেহবদ্ধ জীবের প্রতি; **যৎ**—যা; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের ধ্যানে সদা নিমগ্নচিত্ত আপনার মতো মহাত্মার পক্ষে আমাদের মতো জড় জীবনের সমস্যা পীড়িত মূর্খ দেহবদ্ধ জীবকে করুণা প্রদর্শন করাকে আমি অতি অদ্ভুত কিছু বলে মনে করি না।

শ্লোক ৪

পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্ ।
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে ॥ ৪ ॥

পুরাণ-সংহিতাম্—সমস্ত পুরাণের সারাতিসার; **এতাম্**—এই; **অশ্রৌষ্ম**—শ্রবণ করেছি; **ভবতঃ**—আপনার কাছ থেকে; **বয়ম্**—আমরা; **যস্যাম্**—যাতে; **খলু**—প্রকৃতপক্ষে; **উত্তমঃ-শ্লোকঃ**—উত্তম শ্লোকে বর্ণিত হয় যে ভগবান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুবর্ণ্যতে**—উপযুক্তভাবে বর্ণিত হয়।

অনুবাদ

আমি আপনার কাছে এই শ্রীমদ্ভাগবত, যা পরমেশ্বর উত্তমশ্লোক ভগবানকে সুচারুরূপে বর্ণনা করে এবং যা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের নিখুঁত সারকথা, তা শ্রবণ করলাম।

শ্লোক ৫

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্ ।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া ॥ ৫ ॥

ভগবন্—হে প্রভু; **তক্ষক**—নাগপক্ষী তক্ষক থেকে; **আদিভ্যঃ**—বা অন্যান্য জীবদের; **মৃত্যুভ্যঃ**—পুনপুন মৃত্যুর হাত থেকে; **ন বিভেমি**—ভয় করি না; **অহম্**—আমি; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য ব্রহ্ম; **নির্বাণম্**—সমস্ত জড় বিষয়ের নির্বাণ; **অভয়ম্**—ভয়শূন্যতা; **দর্শিতম্**—দর্শিত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা।

অনুবাদ

হে প্রভু, এখন আমার তক্ষক বা অন্য যে কোন জীব, এমন কি পুনঃপুনঃ মৃত্যুবরণ করার প্রতিও ভয় নেই, কেননা সকল প্রকার ভয় বিনাশকারী যে বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মের কথা আপনি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন আমি আমাকে সেই পরম সত্যে নিমগ্ন করেছি।

শ্লোক ৬

অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে ।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্ ॥ ৬ ॥

অনুজানীহি—অনুগ্রহ করে আপনার অনুমতি দিন; **মাম্**—আমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে মহা ব্রাহ্মণ; **বাচম্**—আমার বাক্য (এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য); **যচ্ছামি**—আমি স্থাপন করব; **অধোক্ষজে**—পরমেশ্বর অধোক্ষজে; **মুক্ত**—পরিত্যাগ করার পর; **কাম-আশয়ম্**—সমস্ত কাম বাসনা; **চেতঃ**—আমার মন; **প্রবেশ্য**—প্রবেশ করে; **বিসৃজামি**—আমি পরিত্যাগ করব; **অসূন্**—আমার প্রাণবায়ু।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, অনুগ্রহপূর্বক আমার বাক্য এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলীকে ভগবান অধোক্ষজে স্থাপন করার অনুমতি দিন। কামবাসনা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র হয়ে আমার মন যেন তাঁর মধ্যে নিমগ্ন হয় এবং এইভাবেই যেন প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, সেই অনুমতি দিন।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন, "তুমি আর বেশি কী শ্রবণ করতে চাও?" মহারাজ উত্তর দিলেন যে, তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* সংবাদ যথাযথরূপেই অনুধাবন করেছেন এবং আর অধিক আলোচনা না করে তিনি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে প্রস্তুত।

শ্লোক ৭

অজ্ঞানং চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া ।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞানম্—অজ্ঞানতা; **চ**—ও; **নিরস্তম্**—নিরস্ত হয়েছে; **মে**—আমার; **জ্ঞান**—পরমেশ্বরের জ্ঞানে; **বিজ্ঞান**—তাঁর ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যের প্রত্যক্ষ অনুভব; **নিষ্ঠয়া**—স্থির নিষ্ঠ হয়ে; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **দর্শিতম্**—দর্শিত হয়েছে; **ক্ষেমম্**—সর্ব কল্যাণময়; **পরম্**—পরম; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **পদম্**—ব্যক্তিত্ব।

অনুবাদ

আপনি আমার কাছে ভগবানের পরম কল্যাণময় পরম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। আমি এখন আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে স্থিত হয়েছি এবং আমার অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রী সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়েছে; **তম্**—তাকে; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি দান করে; **ভগবান্**—শক্তিশালী সন্ত পুরুষ; **বাদরায়ণিঃ**—বাদরায়ণ বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব গোস্বামী; **জগাম্**—গিয়েছিলেন; **ভিক্ষুভিঃ**—ভিক্ষু ঋষিগণ; **সাকম্**—সঙ্গে; **নরদেবেন**—রাজার দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে প্রার্থিত হয়ে শ্রীল ব্যাসদেবের সাধু পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর অনুমতি দান করলেন। তারপর রাজা এবং উপস্থিত অন্যান্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়ে, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

শ্লোক ৯-১০

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা ।
সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ ॥ ৯ ॥
প্রাক্‌কূলে বর্হিষ্যাসীনো গঙ্গাকূল উদঙ্মুখঃ ।
ব্রহ্মভূতো মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

পরীক্ষিৎ—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অপি**—ও; **রাজ-ঋষিঃ**—মহান রাজর্ষি; **আত্মনি**—তাঁর স্বীয় চিন্ময় স্বরূপে; **আত্মানম্**—তার মন; **আত্মনা**—তাঁর বুদ্ধির দ্বারা; **সমাধায়**—স্থাপন করে; **পরম্**—পরমেশ্বরে; **দধ্যৌ**—তিনি ধ্যান করেছিলেন; **অস্পন্দ**—স্পন্দনহীন; **অসুঃ**—তার প্রাণবায়ু; **যথা**—ঠিক যেন; **তরুঃ**—একটি গাছ; **প্রাক্‌কূলে**—বোঁটার প্রান্তভাগ পূর্বমুখী করে; **বর্হিষি**—দর্ভ ঘাসের উপর; **আসীনঃ**—বসে; **গঙ্গাকূলে**—গঙ্গানদীর কূলে; **উদক্-মুখঃ**—উত্তরমুখী হয়ে; **ব্রহ্ম-ভূতঃ**—তাঁর প্রকৃত স্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধিতে; **মহাযোগী**—মহাযোগী; **নিঃসঙ্গঃ**—সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি থেকে মুক্ত; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **সংশয়ঃ**—সমস্ত সন্দেহ।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিতও তখন গঙ্গা কূলে, দর্ভঘাসের বোঁটার প্রান্তভাগ পূর্বমুখী করে নির্মিত আসনে, স্বয়ং উত্তরমুখী হয়ে উপবিষ্ট হলেন। পূর্ণরূপে যোগসিদ্ধি লাভ

করার পর, তিনি পূর্ণ ব্রহ্মভূত স্তর অনুভব করলেন এবং সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হলেন। রাজর্ষি পরীক্ষিত তাঁর বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর মনকে আত্মায় নিবদ্ধ করলেন এবং পরম সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তাঁর প্রাণবায়ু নিঃস্পন্দ হল এবং তিনি একটি গাছের মতো স্থিরতা লাভ করলেন।

শ্লোক ১১

তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা ।
হন্তুকামো নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পথি কশ্যপম্ ॥ ১১ ॥

তক্ষকঃ—নাগপক্ষী তক্ষক; **প্রহিত**—প্রেরিত; **বিপ্রাঃ**—হে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ; **ক্রুদ্ধেন**—ক্রুদ্ধ; **দ্বিজ**—সমীক ঋষির; **সূনুনা**—পুত্রের দ্বারা; **হন্তু-কামঃ**—হত্যা করতে ইচ্ছুক; **নৃপম্**—রাজাকে; **গচ্ছন্**—যাওয়ার সময়; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **পথি**—পথের মধ্যে; **কশ্যপম্**—কশ্যপমুনি।

অনুবাদ

হে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, তারপর ক্রুদ্ধ-দ্বিজপুত্রের দ্বারা প্রেরিত তক্ষক যখন রাজাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন পথে তার সঙ্গে কশ্যপ মুনির সাক্ষাৎ হয়েছিল।

শ্লোক ১২

তং তর্পয়িত্বা দ্রবিণৈর্নিবর্ত্য বিষহারিণম্ ।
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ কামরূপোঽদশন্নৃপম্ ॥ ১২ ॥

তম্—তাকে (কশ্যপকে); **তর্পয়িত্বা**—তৃপ্ত করে; **দ্রবিণৈঃ**—মূল্যবান উপহার দ্বারা; **নিবর্ত্য**—নিবারণ করে; **বিষ-হারিণম্**—বিষ হরণে সুদক্ষ; **দ্বিজ-রূপ**—ব্রাহ্মণের রূপে; **প্রতিচ্ছন্নঃ**—ছদ্মবেশে; **কামরূপঃ**—কামরূপী তক্ষক, যে ইচ্ছামতো রূপ গ্রহণে সমর্থ; **অদশৎ**—দংশন করেছিল; **নৃপম্**—মহারাজ পরীক্ষিতকে।

অনুবাদ

তক্ষক মূল্যবান উপহার সামগ্রী দ্বারা বিষ হরণে সুদক্ষ কশ্যপ মুনির তোষামোদ করে, মহারাজ পরীক্ষিতের সুরক্ষা দান করার ব্যাপারে তাকে নিরস্ত করল। তারপর কামরূপী সেই নাগপক্ষী তক্ষক, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তাঁকে দংশন করল।

তাৎপর্য

কশ্যপমুনি তক্ষকের বিষ প্রতিরোধ করতে পারতেন, এবং তক্ষক যখন তার বিষ দাঁত দিয়ে একটি তালগাছকে ভস্ম পরিণত করে, কশ্যপ তখন সেই বৃক্ষে পুনর্জীবন

সঞ্চার করে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। ভাগ্যচক্রের বিধান অনুসারে তক্ষক কশ্যপমুনির মনের পরিবর্তন করেছিলেন এবং অনিবার্য ভবিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দেহোঽহিগরলাগ্নিনা ।
বভূব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মভূতস্য—পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির; **রাজ-ঋষেঃ**—রাজর্ষি; **দেহঃ**—দেহ; **অহি**—সাপের; **গরল**—বিষ থেকে; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **বভূব**—রূপান্তরিত করেছিলেন; **ভস্মসাৎ**—ভস্মসাৎ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পশ্যতাম্**—যখন তারা দেখছিলেন; **সর্বদেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীব।

অনুবাদ

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ যখন দর্শন করছিলেন, সেই সময় মহান আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষির দেহটি মুহূর্তের মধ্যে সাপের বিষানলে ভস্মসাৎ হয়ে গেল।

শ্লোক ১৪

হাহাকারো মহানাসীদ্ভুবি খে দিক্ষু সর্বতঃ ।
বিস্মিতা হ্যভবন্ সর্বে দেবাসুরনরাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥

হাহাকারঃ—হাহাকার; **মহান্**—মহান; **আসীৎ**—ছিল; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **খে**—আকাশে; **দিক্ষু**—দিক সমূহে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভবন্**—তারা হয়েছিল; **সর্বে**—সকলে; **দেব**—দেবতাগণ; **অসুর**—অসুরগণ; **নর**—মনুষ্যগণ; **আদয়**—এবং অন্য জীবেরা।

অনুবাদ

তখন পৃথিবী এবং স্বর্গের সমস্ত দিকে এক মহা হাহাকার রব উত্থিত হল এবং সমস্ত দেবতা, অসুর, মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবগণ বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধর্বাপ্সরসো জগুঃ ।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিবুধাঃ সাধুবাদিনঃ ॥ ১৫ ॥

দেব—দেবতাদের; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—বেজে উঠেছিল; **গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ**—গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ; **জগুঃ**—গান গেয়েছিলেন; **ববৃষুঃ**—তারা বর্ষণ করেছিলেন; **পুষ্পবর্ষাণি**—পুষ্পবৃষ্টি; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **সাধু-বাদিনঃ**—সাধুবাদ বলে।

অনুবাদ

দেব সমাজে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল এবং স্বর্গীয় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ গান গেয়েছিলেন। দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করে সাধুবাদ উচ্চারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও প্রথমে অনুতাপ করেছিলেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই দেবতাগণ সহ সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝতে পেরেছিলেন যে এক মহাত্মা ভগবদ্ধামে গমন করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ছিল এক আনন্দ উৎসবের কারণ স্বরূপ।

শ্লোক ১৬

জন্মেজয়ঃ স্বপিতরং শ্রুত্বা তক্ষকভক্ষিতম্ ।
যথাজুহাব সংক্রুদ্ধো নাগান্ সত্রে সহ দ্বিজৈঃ ॥ ১৬ ॥

জন্মেজয়ঃ—পরীক্ষিত পুত্র মহারাজ জনমেজয়; **স্বপিতরম্**—তাঁর স্বীয় পিতার; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তক্ষক**—নাগপক্ষী তক্ষকের দ্বারা; **ভক্ষিতম্**—দংশিত; **যথা**—যথারূপে; **আজুহাব**—আহুতি প্রদান করেছিলেন; **সংক্রুদ্ধঃ**—প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ; **নাগান্**—নাগগণ; **সত্রে**—মহান যজ্ঞে; **সহ**—সহ; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

মহারাজ জনমেজয় তাঁর পিতা মারাত্মকভাবে নাগপক্ষী তক্ষকের দ্বারা দংশিত হয়েছে, একথা শুনে প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা এক মহাশক্তিশালী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন যাতে তিনি জগতের সমস্ত সর্পকে যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

সর্পসত্রে সমিদ্ধাগ্নৌ দহ্যমানান্মহোরগান্ ।
দৃষ্ট্বেন্দ্রং ভয়সংবিগ্নস্তক্ষকঃ শরণং যযৌ ॥ ১৭ ॥

সর্প-সত্রে—সর্পযজ্ঞে; **সমিদ্ধ**—জ্বলন্ত; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **দহ্যমানান্**—দহনশীল; **মহা-উরগান্**—মহান সর্পগণ; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **ভয়**—ভয়ে; **সংবিগ্নঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; **তক্ষকঃ**—তক্ষক; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যযৌ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তক্ষক যখন দেখল যে সবচেয়ে শক্তিশালী সর্পও সেই সর্পযজ্ঞের জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হচ্ছিল, তখন সে ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

অপশ্যংস্তক্ষকং তত্র রাজা পারীক্ষিতো দ্বিজান্ ।
উবাচ তক্ষকঃ কস্মান্ন দহ্যেতোরগাধমঃ ॥ ১৮ ॥

অপশ্যন্—না দেখে; **তক্ষকম্**—তক্ষক; **তত্র**—সেখানে; **রাজা**—রাজা; **পারীক্ষিতঃ**—জনমেজয়; **দ্বিজান্**—ব্রাহ্মণদের; **উবাচ**—বললেন; **তক্ষকঃ**—তক্ষক; **কস্মাৎ**—কেন; **ন দহ্যেত**—দগ্ধ হয়নি; **উরগ**—সমস্ত সাপদের মধ্যে; **অধমঃ**—অধম।

অনুবাদ

মহারাজ জনমেজয় যখন দেখলেন যে তক্ষক তাঁর যজ্ঞের আগুনে প্রবেশ করেনি, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করলেন—কেন উরগাধম তক্ষক এই অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে না?

শ্লোক ১৯

তং গোপায়তি রাজেন্দ্র শক্রঃ শরণমাগতম্ ।
তেন সংস্তম্ভিতঃ সর্পস্তস্মান্নাগ্নৌ পতত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

তম্—তাকে (তক্ষক); **গোপায়তি**—গোপন করছে; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **আগতম্**—যিনি সমাগত হয়েছিলেন; **তেন**—সেই ইন্দ্রের দ্বারা; **সংস্তম্ভিতঃ**—রাখা হয়েছিল; **সর্পঃ**—সর্প; **তস্মাৎ**—এইভাবে; **ন**—না; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **পততি**—পতিত হয়; **অসৌ**—সে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিলেন—হে রাজেন্দ্র, তক্ষক এখনো যজ্ঞের অগ্নিতে পতিত হয়নি কারণ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের শরণাগত হওয়ার ফলে সে এখন ইন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে।

শ্লোক ২০

পারীক্ষিত ইতি শ্রুত্বা প্রাহর্ত্বিজ উদারধীঃ ।
সহেন্দ্রস্তক্ষকো বিপ্রা নাগ্নৌ কিমিতি পাত্যতে ॥ ২০ ॥

পারীক্ষিতঃ—মহারাজ জনমেজয়; **ইতি**—এই সকল কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতদের কাছে; **উদার**—উদার; **ধীঃ**—যাদের বুদ্ধি; **সহ**—সঙ্গে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **তক্ষকঃ**—তক্ষক; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ন**—না; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **কিম্**—কেন; **ইতি**—বাস্তবিকই; **পাত্যতে**—পতিত হতে বাধ্য করা হয়।

অনুবাদ

এই সমস্ত কথা শুনে বুদ্ধিমান রাজা জনমেজয় পুরোহিতদের উত্তর দিলেন—হে প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, তাহলে তাঁর রক্ষক ইন্দ্র সহ তক্ষককে অগ্নিতে পতিত হতে বাধ্য করছেন না কেন?

শ্লোক ২১

তচ্ছ্রুত্বাজুহুবুর্বিপ্রাঃ সহেন্দ্রং তক্ষকং মখে ।
তক্ষকাশু পতস্বেহ সহেন্দ্রেণ মরুত্বতা ॥ ২১ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **আজুহুবুঃ**—তাঁরা আহুতি প্রদানের অনুষ্ঠান করলেন; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ; **সহ**—সঙ্গে; **ইন্দ্রম্**—মহারাজ ইন্দ্র; **তক্ষক**—নাগপক্ষী তক্ষক; **মখে**—যজ্ঞাগ্নিতে; **তক্ষক**—হে তক্ষক; **আশু**—শীঘ্র; **পতস্ব**—তোমার পতিত হওয়া উচিত; **ইহ**—এখানে; **সহ-ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের সঙ্গে; **মরুৎ-বতা**—যিনি সমস্ত দেবতাদের দ্বারা সমাবৃত।

অনুবাদ

এই কথা শুনে পুরোহিতগণ তখন ইন্দ্র সহ তক্ষককে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—হে তক্ষক, সমগ্র দেবতাকুল সমভিব্যাহারে ইন্দ্র সহ শীঘ্রই তুমি এই যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হও!

শ্লোক ২২

ইতি ব্রহ্মোদিতাক্ষেপৈঃ স্থানাদিন্দ্রঃ প্রচালিতঃ ।
বভূব সংভ্রান্তমতিঃ সবিমানঃ সতক্ষকঃ ॥ ২২ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণদের সঙ্গে; **উদিত**—উক্ত; **আক্ষেপৈঃ**—অপমানজনক বাক্যে; **স্থানাৎ**—তার স্থান থেকে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **প্রচালিত**—চালিত; **বভূব**—হয়েছিলেন; **সম্ভ্রান্ত**—বিচলিত; **মতিঃ**—তাঁর মনে; **স-বিমানঃ**—তাঁর স্বর্গীয় বিমান সহযোগে; **স-তক্ষকঃ**—তক্ষকের সঙ্গে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের এই অপমানজনক বাক্যে ইন্দ্র যখন তাঁর বিমান এবং তক্ষক সহযোগে তাঁর পদ থেকে অকস্মাৎ নিক্ষিপ্ত হলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

তং পতন্তং বিমানেন সহতক্ষকমম্বরাৎ ।
বিলোক্যাঙ্গিরসঃ প্রাহ রাজানং তং বৃহস্পতিঃ ॥ ২৩ ॥

তম্—তাকে; **পতন্তম্**—পতনশীল; **বিমানেন**—তাঁর বিমানে; **সহতক্ষকম্**—তক্ষক সহ; **অম্বরাৎ**—আকাশ থেকে; **বিলোক্য**—দেখে; **আঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরার পুত্র; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **রাজানম্**—রাজাকে (জনমেজয়কে); **তম্**—তাকে; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি।

অনুবাদ

অঙ্গিরা মুনির পুত্র বৃহস্পতি যখন দেখলেন যে ইন্দ্র তাঁর বিমানে তক্ষক সহযোগে আকাশ থেকে পতিত হচ্ছেন, তখন তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সমীপবর্তী হয়ে নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন।

শ্লোক ২৪

নৈষ ত্বয়া মনুষ্যেন্দ্র বধমর্হতি সর্পরাট্ ।
অনেন পীতমমৃতমথ বা অজরামরঃ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **এষঃ**—এই নাগপক্ষী; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **মনুষ্য-ইন্দ্র**—হে নরেন্দ্র; **বধম্**—বধ; **অর্হতি**—যোগ্য হয়; **সর্প-রাট্**—সর্পরাজ; **অনেন**—তার দ্বারা; **পীতম্**—পীত হয়েছে; **অমৃতম্**—দেবতাদের অমৃত; **অথ**—অতএব; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **অজর**—বার্ধক্যের প্রভাব থেকে মুক্ত; **অমরঃ**—কার্যত অমর।

অনুবাদ

হে নরেন্দ্র, তোমার হাতে এই সর্পরাজের মৃত্যু হওয়া যথোচিত নয়, কেননা সে দেবতাদের অমৃত পান করেছে। ফলত, সে বার্ধক্য এবং মৃত্যুর সাধারণ লক্ষণগুলির অধীনস্থ নয়।

শ্লোক ২৫

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্মণা ।
রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২৫ ॥

জীবিতম্—জীবগণ; **মরণম্**—মরণশীল; **জন্তোঃ**—প্রাণীর; **গতিঃ**—পরজন্মের গতি; **স্বেন**—তার নিজের; **এব**—কেবলমাত্র; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **ততঃ**—তা থেকে; **অন্যঃ**—অন্য; **ন অস্তি**—নেই; **অস্য**—তার জন্য; **প্রদাতা**—প্রদাতা; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের।

অনুবাদ

জীবের জন্ম-মৃত্যু, এবং তার পরজন্মের গতি সবই নির্ধারিত হয় তার স্বীয় কর্মের দ্বারা। অতএব হে রাজন্, কোন জীবের সুখ বা দুঃখ সৃষ্টির জন্য অন্য কেউ বস্তুতপক্ষে দায়ী নয়।

তাৎপর্য

যদিও আপাত দৃষ্টিতে তক্ষকের দংশনে মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে ভগবদ্‌ধামে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বৃহস্পতি চেয়েছিলেন যে তরুণ রাজা জনমেজয় যেন সমস্ত বিষয়কে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন।

শ্লোক ২৬

সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্‌ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড়্‌ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ ।
পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্তে আরব্ধকর্ম তৎ ॥ ২৬ ॥

সর্প—সর্প থেকে; **চৌর**—চোর; **অগ্নি**—আগুন; **বিদ্যুদ্‌ভ্যঃ**—বিদ্যুৎ থেকে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা থেকে; **তৃট্‌**—তৃষ্ণা; **ব্যাধি**—রোগ; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য কারণ; **নৃপ**—হে রাজন্‌; **পঞ্চত্বম্‌**—মৃত্যু; **ঋচ্ছতে**—লাভ করে; **জন্তুঃ**—জীব; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **আরব্ধ**—তার অতীত কর্মের ফল; **কর্ম**—সকাম কর্মফল; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

যখন কোন দেহবদ্ধ জীব সর্পাঘাত, চোর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, ব্যাধি বা অন্য কোন কারণ থেকে মৃত্যুবরণ করে, তখন সে তার স্বীয় অতীত কর্মের ফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে মহারাজ পরীক্ষিত স্পষ্টতই তাঁর অতীত কর্মের ফল ভোগ করছিলেন না। একজন মহান ভক্ত হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে ভগবান স্বয়ং তাঁকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্মাৎ সত্রমিদং রাজন্‌ সংস্থীয়েতাভিচারিকম্‌ ।
সর্পা অনাগসো দগ্ধা জনৈর্দিষ্টং হি ভুজ্যতে ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ—তাই; **সত্রম্‌**—যজ্ঞ; **ইদম্‌**—এই; **রাজন্‌**—হে রাজন; **সংস্থীয়তে**—বন্ধ করা উচিত; **আভিচারিকম্‌**—ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত; **সর্পাঃ**—সর্পগণ; **অনাগসঃ**—নির্দোষ; **দগ্ধাঃ**—দগ্ধ; **জনৈঃ**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **দিষ্টম্‌**—ভাগ্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভুজ্যতে**—ভুক্ত হয়।

অনুবাদ

অতএব, হে রাজন্, অন্যের ক্ষতি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিত এই যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ করুন। ইতিমধ্যেই বহু নির্দোষ সর্প অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সকল জীবই তাদের অতীত কর্মের অদৃশ্য ফল অবশ্যই ভোগ করবে।

তাৎপর্য

বৃহস্পতি এখানে স্বীকার করলেন যে যদিও বাহ্যত সাপগুলিকে নির্দোষ মনে হয়েছিল, তবুও ভগবানের ব্যবস্থাপনায় তারাও তাদের পূর্বকৃত পাপ কর্মের শাস্তিই ভোগ করছিল।

শ্লোক ২৮

সূত উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তথেত্যাহ মহর্ষের্মানয়ন্ বচঃ ।
সর্পসত্রাদুপরতঃ পূজয়ামাস বাক্‌পতিম্ ॥ ২৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়েছিলেন; **সঃ**—সে (জনমেজয়); **তথা ইতি**—তবে তাই হোক; **আহ**—তিনি বললেন; **মহা-ঋষেঃ**—মহা ঋষির; **মানয়ন্**—মান্য করে; **বচঃ**—বাক্য; **সর্পসত্রাৎ**—সর্পযজ্ঞ থেকে; **উপরতঃ**—নিরস্ত হয়ে; **পূজয়াম্ আস**—পূজা করেছিলেন; **বাক্-পতিম্**—বাচস্পতি বৃহস্পতিকে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে মহারাজ জনমেজয় উত্তর দিলেন, "তবে তাই হোক।" মহান সাধু বৃহস্পতির বাক্যের মর্যাদা দান করে তিনি সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান থেকে বিরত হলেন এবং বাচস্পতি বৃহস্পতির পূজা করলেন।

শ্লোক ২৯

সৈষা বিষ্ণোর্মহামায়াবাধ্যয়ালক্ষণা যয়া ।
মুহ্যন্ত্যস্যৈবাত্মভূতা ভূতেষু গুণবৃত্তিভিঃ ॥ ২৯ ॥

সা এষা—এই সেই; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর; **মহা-মায়া**—মোহাত্মিকা জড় মায়াশক্তি; **অবাধ্যয়া**—অপ্রতিরোধ্য তাঁর দ্বারা; **অলক্ষণা**—অলক্ষ্য; **যয়া**—যার দ্বারা; **মুহ্যন্তি**—মোহগ্রস্ত হয়; **অস্য**—ভগবানের; **এব**—বাস্তবিকই; **আত্মভূতাঃ**—অংশস্বরূপ জীবাত্মাগণ; **ভূতেষু**—তাদের জড় দেহের মধ্যে; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের; **বৃত্তিভিঃ**—কার্যের দ্বারা।

অনুবাদ

বাস্তবিকই তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অলক্ষ্য এবং অপ্রতিরোধ্য মহামায়া। যদিও স্বতন্ত্র জীবেরা হচ্ছে ভগবানেরই অংশ বিশেষ, তবু এই মহামায়ার প্রভাবে তাদের বিচিত্র জড় দেহাত্মবোধের দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তি এতই প্রবল যে এমন কি মহারাজ পরীক্ষিতের অতি বিশিষ্ট পুত্রও তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত তাই তাঁর বিভ্রম খুব দ্রুতই সংশোধিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে, ভগবানের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত একজন সাধারণ জড়বাদী মানুষ জড় অজ্ঞতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে, জড়বাদী মানুষেরা ভগবানের সুরক্ষায় আগ্রহী নয়। তাই তাদের পূর্ণ ধ্বংস অনিবার্য।

শ্লোক ৩০-৩১

ন যত্র দম্ভীত্যভয়া বিরাজিতা
মায়াত্মবাদেঽসকৃদাত্মবাদিভিঃ ।
ন যদ্বিবাদো বিবিধস্তদাশ্রয়ো
মনশ্চ সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তি যৎ ॥ ৩০ ॥
ন যত্র সৃজ্যং সৃজতোভয়োঃ পরং
শ্রেয়শ্চ জীবস্ত্রিভিরন্বিতস্ত্বহম্ ।
তদেতদুৎসাদিতবাধ্যবাধকং
নিষিধ্য চোর্মীন্ বিরমেত তন্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **যত্র**—যাতে; **দম্ভী**—কপট; **ইতি**—এই রকম চিন্তা করে; **অভয়া**—ভয়শূন্য; **বিরাজিতা**—দৃশ্য; **মায়া**—মোহাত্মিকা মায়া শক্তি; **আত্মবাদে**—যখন পারমার্থিক জিজ্ঞাসা সম্পাদিত হয়; **অসকৃৎ**—অবিরাম; **আত্ম-বাদিভিঃ**—আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান যারা বর্ণনা করেন; **ন**—না; **যৎ**—যাতে; **বিবাদঃ**—জড়বাদী বিতর্ক; **বিবিধঃ**—বিবিধরূপ গ্রহণ করে; **তৎ-আশ্রয়ঃ**—সেই মায়াতে আশ্রিত; **মনঃ**—মন; **চ**—এবং; **সংকল্প**—সংকল্প; **বিকল্প**—এবং সন্দেহ; **বৃত্তি**—যার কার্যাবলী; **যৎ**—যাতে; **ন**—না; **যত্র**—যাতে; **সৃজ্যম্**—জড় জগতের সৃষ্ট বস্তুসমূহ; **সৃজতা**—তাদের কারণের সঙ্গে; **উভয়োঃ**—উভয়ের দ্বারা; **পরম্**—লব্ধ; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয় লাভ; **চ**—এবং; **জীবঃ**—জীব; **ত্রিভিঃ**—তিন প্রকার (জড়া প্রকৃতির গুণ); **অন্বিতঃ**—যুক্ত; **তু**—বস্তুত; **অহম্**—অহংকার (দ্বারা আবদ্ধ); **তৎ এতৎ**—তা বাস্তবিকই; **উৎসাদিত**—বর্জন করে;

বাধ্য—বাধাপ্রাপ্ত (দেহবদ্ধ জীবগণ); **বাধকম্**—বাধাসৃষ্টি কারী (জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ); **নিষিধ্য**—নিষেধ করে; **চ**—এবং; **ঊর্মীন্**—(অহংকার প্রভৃতির) ঢেউ; **বিরমেত**—বিশেষ আনন্দ লাভ করা উচিত; **তৎ**—তাতে; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

কিন্তু এক পরম তত্ত্ব রয়েছে যেখানে মায়াদেবী "আমি এই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, কেননা সে কপট"—এরকম চিন্তা করে নির্ভয়ে তার আধিপত্য স্থাপন করতে পারে না। সেই পরম তত্ত্বে মোহাত্মিকা বিতর্কবহুল দর্শনের কোনও স্থান নেই। বরং পারমার্থিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু যথার্থ শিক্ষার্থীগণ সেখানে অবিরাম প্রামাণিক ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় নিযুক্ত হয়। সেই পরম তত্ত্বে সংকল্প এবং বিকল্প ধর্মী জড় মনের কোনও প্রকাশ নেই। সৃষ্ট জড় বস্তু সমূহ, তাদের সূক্ষ্ম কারণ সমূহ এবং তাদের প্রয়োগে লব্ধ ভোগরূপ যে লক্ষ্য—সেগুলিও সেখানে নেই। অধিকন্তু সেই পরম তত্ত্বে অহংকার এবং জড়া প্রকৃতির তিন গুণে আচ্ছাদিত বদ্ধ আত্মাও নেই। সেই পরম তত্ত্ব সমস্ত সীমিত বা সীমা নির্ধারণকারী বিষয়কে বর্জন করে। বিজ্ঞগণের কর্তব্য জড় জীবনের তরঙ্গকে রোধ করে সেই পরম সত্যে রমণ করা।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের আইন অমান্য করে, যারা প্রতারক বা কপট, ভগবানের মায়াশক্তি মুক্তভাবে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত, স্বয়ং মায়াদেবীও তাঁর সম্মুখে ভীত হয়ে পড়েন। যে কথা ব্রহ্মা বলেছেন, তা হচ্ছে *(বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া)*—"সরাসরি পরমেশ্বরের সম্মুখীন হতে মায়াদেবী লজ্জাবোধ করেন।"

পারমার্থিক তত্ত্বের জগতে অর্থহীন পাণ্ডিত্যমূলক কলহের কোনও স্থানই নেই। যেমন, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৪/৩১) বলা হয়েছে,

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

"অসীম চিন্ময়গুণের আধার সর্ব ব্যাপক পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বিভিন্ন মতবাদের প্রবর্তক সমস্ত দার্শনিকদের অন্তরের অন্তস্থলে কার্য করে তিনি তাদের আত্মবিস্মৃতি সৃষ্টি করেছেন, যে অবস্থায় কখনো

কখনো তারা নিজেদের মধ্যে একমত পোষণ করে, কখনো বা ভিন্নমত পোষণ করে। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে তারা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।"

শ্লোক ৩২

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যাবসিতং সমাহিতৈঃ ॥ ৩২ ॥

পরম্—পরম; **পদম্**—পদ; **বৈষ্ণবম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **আমনন্তি**—নিযুক্ত হয়; **তৎ**—তা; **যৎ**—যা; **ন ইতি ন ইতি**—"এটি নয়, এটি নয়"; **ইতি**—এইভাবে বিশ্লেষণ করে; **অতৎ**—বাহ্য সমস্ত কিছু; **উৎসিসৃক্ষবঃ**—পরিত্যাগ করতে আকাঙ্ক্ষী; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **দৌরাত্ম্যম্**—তুচ্ছ জড়বাদ; **অনন্য**—অন্যত্র স্থাপন না করে; **সৌহৃদাঃ**—তাদের সহৃদয়তা; **হৃদা**—তাদের হৃদয়ে; **উপগুহ্য**—তাঁকে আলিঙ্গন করে; **অবসিতম্**—ধৃত; **সমাহিতৈঃ**—যাঁরা তাঁর ধ্যানে সমাহিত, তাদের দ্বারা।

অনুবাদ

মূলত অবাস্তব বিষয়কে পরিত্যাগ করতে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে প্রপত্তি করেন। তুচ্ছ জড়বাদ বর্জন করে, তাঁরা তাঁদের অন্তরে সেই পরম সত্যের প্রতি তাদের প্রেম অর্পণ করেন এবং সমাহিত চিত্তে সেই পরম সত্যকে আলিঙ্গন করেন।

তাৎপর্য

'যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ' কথাটি নেতি নেতি বিচারের পন্থাকে ইঙ্গিত করছে যার দ্বারা মানুষ সার সত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয় এবং সেই পরম সত্য সুসংবদ্ধভাবে সমস্ত বাহ্য এবং আপেক্ষিক বিষয় সমূহকে বর্জন করে। সমস্ত বিশ্বজুড়ে মানুষ রাজনৈতিক, সামাজিক, এমন কি ধর্মীয় সত্যের পরম প্রামাণিকতাকেও ক্রমে ক্রমে বর্জন করেছে, কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই, তাই তারা বিভ্রান্ত এবং নিন্দুক রূপেই থেকে যায়। সে যাই হোক, এখানে যে কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হল তা হচ্ছে, *পরং পদং বৈষ্ণবম্ আমনন্তি* তৎ। যারা

বাস্তবিকপক্ষে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা করেন, তাদের শুধু অসার বিষয় ত্যাগ করলেই চলবে না, তাদের অবশ্যই চরমে সার চিন্ময় তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হবে যাকে এখানে *পরং পদং বৈষ্ণবম্* অর্থাৎ পরম গন্তব্য শ্রীবিষ্ণুর ধাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। *পদম্* বলতে পরমেশ্বর ভগবানের পদ এবং ধাম উভয়কেই বুঝিয়ে থাকে, যা শুধু মাত্র তাঁদের দ্বারাই উপলব্ধ হতে পারে যাঁরা ভগবানের প্রতি অনন্য *সৌহৃদম্* তথা একান্ত প্রেম লাভ করেছেন এবং তুচ্ছ জড়বাদকে বর্জন করেছেন। সেই একান্ত প্রেম কোন সঙ্কীর্ণ মানসিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা নয়, কেননা কেউ যখন পরম তত্ত্বের প্রত্যক্ষ সেবা করেন তখন ভগবানেরই অভ্যন্তরস্থ হওয়ার ফলে স্বতস্ফূর্তভাবেই অন্যান্য সমস্ত জীবেরও সেবা হয়ে যায়। ভগবানের প্রতি এবং সমস্ত জীবের প্রতি সর্বোচ্চ সেবা দান করার এই পন্থাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিজ্ঞান, যা সমগ্র *শ্রীমদ্ভাগবতে* শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ।
অহং মমেতি দৌর্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্ ॥ ৩৩ ॥

তে—তারা; **এতৎ**—এই; **অধিগচ্ছন্তি**—জানতে পারে; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **যৎ**—যা; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—ব্যক্তিগত স্থিতি; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইরূপে; **দৌর্জন্যম্**—লাম্পট্য; **ন**—না; **যেষাম্**—যাদের জন্য; **দেহ**—দেহ; **গেহ**—গৃহ; **জম্**—ভিত্তি করে।

অনুবাদ

সেই প্রকার ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য পরম পদ উপলব্ধি করতে পারেন কারণ তাঁরা গৃহ এবং দেহ ভিত্তিক 'আমি' 'আমার' বোধের দ্বারা আর কলুষিত হন না।

শ্লোক ৩৪

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন ।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥ ৩৪ ॥

অতি-বাদান্—অপমানজনক কথা; **তিতিক্ষেত**—সহ্য করা উচিত; **ন**—কখনই না; **অবমন্যেত**—অবমাননা করা উচিত; **কঞ্চন**—যে কেউ; **ন চ**—নয়; **ইমম্**—এই; **দেহম্**—জড় দেহ; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় করে; **বৈরম্**—বৈরিতা; **কুর্বীত**—থাকা উচিত; **কেনচিৎ**—যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য সমস্ত অবমাননা সহ্য করা এবং যে কোন ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কখনোই ব্যর্থ না হওয়া। এই জড় দেহ আশ্রয় করে কারও সঙ্গেই বৈরিতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৫

নমো ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ সংহিতামধ্যগামিমাম্ ॥ ৩৫ ॥

নমঃ—প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **তস্মৈ**—তাঁকে; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **অকুণ্ঠ-মেধসে**—যাঁর শক্তি কখনই কুণ্ঠিত হয় না; **যৎ**—যাঁর; **পাদ-অম্বু-রুহ**—চরণ কমলে; **ধ্যানাৎ**—ধ্যানের দ্বারা; **সংহিতাম্**—শাস্ত্র; **অধ্যগাম্**—অধিগত হয়েছি; **ইমাম্**—এই ভাগবতী।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অজেয় শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি। শুধুমাত্র তাঁর চরণকমলের ধ্যান করেই আমি এই মহান ভাগবতী সংহিতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি।

শ্লোক ৩৬

শ্রীশৌনক উবাচ

পৈলাদিভির্ব্যাসশিষ্যৈর্বেদাচার্যৈর্মহাত্মভিঃ ।
বেদাশ্চ কথিতা ব্যস্তা এতৎ সৌম্যাভিধেহি নঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক ঋষি বললেন; **পৈল-আদিভিঃ**—পৈল এবং অন্য সকলে; **ব্যাস-শিষ্যৈঃ**—শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য সমূহ; **বেদ-আচার্যৈঃ**—বেদাচার্যগণ; **মহা-আত্মভিঃ**—মহাত্মাগণ; **বেদাঃ**—বেদসমূহ; **চ**—এবং; **কথিতাঃ**—কথিত; **ব্যস্তাঃ**—বিভক্ত করেছিলেন; **এতৎ**—এই; **সৌম্য**—হে বিনম্র সূত গোস্বামী; **অভিধেহি**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **নঃ**—আমাদেরকে।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি বললেন—হে সৌম্য সূত গোস্বামী, পৈল এবং শ্রীল ব্যাসদেবের অন্যান্য মহান শিষ্যগণ যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের আচার্য রূপে পরিচিত, তাঁরা কিভাবে বেদ বর্ণন এবং সম্পাদন করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের বলুন।

শ্লোক ৩৭

সূত উবাচ

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে ॥ ৩৭ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **সমাহিত-আত্মনঃ**—যাঁর মন সমাহিত; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শৌনক); **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পরমে-স্থিনঃ**—সব চেয়ে উন্নত জীব; **হৃদি**—হৃদয়ে; **আকাশাৎ**—আকাশ থেকে; **অভূৎ**—উত্থিত হয়েছিল; **নাদঃ**—দিব্য এবং সূক্ষ্ম শব্দ; **বৃত্তি-রোধাৎ**—(কর্ণের) বৃত্তি রোধ করে; **বিভাব্যতে**—উপলব্ধ হয়।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে ব্রাহ্মণ, প্রথমে পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সমাহিত মনা পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ থেকে দিব্য শব্দের সূক্ষ্ম তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল। কোন মানুষ যখন বাহ্য শ্রবণকে রোধ করে, তখন সে সেই সূক্ষ্ম তরঙ্গ অনুভব করতে পারে।

তাৎপর্য

যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে পরম বৈদিক গ্রন্থ, শৌনক প্রমুখ ঋষিগণ তার উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ ।
দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্ ॥ ৩৮ ॥

যৎ—যার (বেদের সূক্ষ্মরূপ); **উপাসনয়া**—উপাসনার দ্বারা; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **মলম্**—কলুষতা; **আত্মনঃ**—হৃদয়ের; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **ক্রিয়া**—ক্রিয়া; **কারক**—এবং অনুষ্ঠানকারী; **আখ্যম্**—এইরূপে আখ্যায়িত; **ধূত্বা**—ধৌত করে; **যান্তি**—তারা লাভ করে; **অপুনঃ-ভবম্**—পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বেদের এই সূক্ষ্মরূপের আরাধনা করে যোগিগণ দ্রব্য, ক্রিয়া এবং কারকের কলুষ থেকে উদ্ভূত তাদের হৃদয়ের সমস্ত ময়লা ধৌত করেন এবং এইভাবে তারা জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৩৯

ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্ ।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥

ততঃ—সেই থেকে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ত্রি-বৃৎ**—তিন প্রকার; **ওঙ্কারঃ**—অক্ষর ওঁ; **যঃ**—যা; **অব্যক্ত**—ব্যক্ত নয়; **প্রভবঃ**—এর প্রভাব; **স্ব-রাট্**—স্ব-প্রকাশ; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **লিঙ্গম্**—প্রতিভূ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ব্রহ্মণঃ**—নিরাকার ব্রহ্মরূপে পরম সত্যের; **পরম-আত্মনঃ**—এবং পরমাত্মার।

অনুবাদ

সেই সূক্ষ্ম এবং দিব্য শব্দ তরঙ্গ থেকে তিনটি শব্দ বিশিষ্ট ওঁকার উত্থিত হল। এই ওঁ কারের অব্যক্ত শক্তি রয়েছে এবং তা বিশুদ্ধ হৃদয়ে স্বতই প্রকাশিত হয়। এই ওঁকার হচ্ছে পরম সত্যের তিনটি স্তর—নিরাকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান—এই সকলেরই প্রতিভূ।

শ্লোক ৪০-৪১

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্ ।
যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ ।
স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্ ॥ ৪১ ॥

শৃণোতি—শ্রবণ করে; **যঃ**—যিনি; **ইমম্**—এই; **স্ফোটম্**—অব্যক্ত এবং নিত্য সূক্ষ্ম শব্দ; **সুপ্ত-শ্রোত্রে**—যখন শ্রবণেন্দ্রিয় সুপ্ত থাকে; **চ**—এবং; **শূন্য-দৃক্**—জড় দৃষ্টি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থেকে মুক্ত; **যেন**—যার দ্বারা; **বাক্**—বৈদিক শব্দের বিস্তৃতি; **ব্যজ্যতে**—সম্প্রসারিত; **যস্য**—যার; **ব্যক্তিঃ**—প্রকাশ; **আকাশে**—(হৃদয়ের) আকাশে; **আত্মনঃ**—আত্মার থেকে; **স্ব-ধাম্নঃ**—যিনি তাঁর নিজেরই উৎস; **ব্রহ্মণঃ**—পরম সত্যের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎভাবে; **বাচকঃ**—উপাধি বাচক শব্দ; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **সঃ**—সেই; **সর্ব**—সকলের; **মন্ত্র**—বৈদিক মন্ত্র; **উপনিষৎ**—গুহ্য তত্ত্ব; **বেদ**—বেদের; **বীজম্**—বীজ; **সনাতনম্**—নিত্য।

অনুবাদ

পরম স্তরে অজড় এবং অব্যক্ত এই ওঁকার জড়কর্ণ ও অন্যান্য জড় ইন্দ্রিয় রহিত পরমাত্মা কর্তৃক শ্রুত হয়। সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের বিস্তৃতিই হচ্ছে হৃদয়াকাশে আত্মা থেকে প্রকাশিত এই ওঁকারেরই সম্প্রসারিত রূপ। এই হচ্ছে স্বতঃ উৎসারিত

পরম সত্য তথা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ উপাধি এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের গুহ্য সার এবং নিত্য বীজ স্বরূপ।

তাৎপর্য

একজন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত তার ইন্দ্রিয়গুলি কার্যশীল হয় না। তাই কোনও নিদ্রিত ব্যক্তি যখন কোনও শব্দ শুনে জাগ্রত হয়, কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে "শব্দটি কে শুনল?" এই শ্লোকের *সুপ্ত-শ্রোতে* কথাটি ইঙ্গিত করে যে হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মা এই শব্দ শ্রবণ করে নিদ্রিত জীবকে জাগিয়ে দেন। ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই উৎকৃষ্টতর স্তর থেকে কার্য করে। পরম স্তরে, সমস্ত শব্দই আকাশে তরঙ্গায়িত হয় এবং বৈদিক শব্দ তরঙ্গ ঝংকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের অন্তস্তলেও এক প্রকার আকাশ রয়েছে। সমস্ত বৈদিক শব্দের উৎস বা বীজ হচ্ছে ওঁকার। *ওঁ ইতি এতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম*—এই বৈদিক মন্ত্রে একথা প্রতিপন্ন হয়েছে। বৈদিক বীজ মন্ত্রের সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে সর্বোত্তম বৈদিক গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত*।

শ্লোক ৪২

তস্য হ্যাসংস্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ ।
ধার্যন্তে যৈস্ত্রয়ো ভাবা গুণানামর্থবৃত্তয়ঃ ॥ ৪২ ॥

তস্য—সেই ওঁকারের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আসন্**—সৃষ্টি হয়েছিল; **ত্রয়ঃ**—তিন; **বর্ণাঃ**—বর্ণ; **অ-কার-আদ্যাঃ**—অ-বর্ণ দিয়ে শুরু; **ভৃগু-উদ্বহ**—হে ভৃগু-বংশোদ্ভূত শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি; **ধার্যন্তে**—ধৃত হয়; **যৈঃ**—যে তিনটি শব্দের দ্বারা; **ত্রয়ঃ**—তিন প্রকার; **ভাবাঃ**—অস্তিত্বের অবস্থা; **গুণ**—প্রকৃতির গুণ; **নাম**—নাম সমূহ; **অর্থ**—লক্ষ্য; **বৃত্তয়ঃ**—চেতনার বৃত্তি।

অনুবাদ

ওঁকার অ, উ এবং ম এই তিনটি আদি বর্ণকে প্রকাশ করেছিল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, এই তিনটি বর্ণ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণসহ সমগ্র জড় অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ভাব, ঋক্, যজুঃ এবং সাম বেদের নামসমূহ, ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ রূপে পরিচিত গন্তব্যসমূহ এবং জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্তিরূপে চেতনার তিনটি সক্রিয় স্তরকে ধারণ করে।

শ্লোক ৪৩

ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজঃ ।
অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শহ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ—সেই ওঁকার থেকে; **অক্ষর**—বিভিন্ন শব্দের; **সমাম্নায়ম্**—সমগ্র সংগ্রহ; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ভগবান্**—শক্তিশালী দেবতা; **অজঃ**—জন্মরহিত ব্রহ্মা; **অন্ত-স্থ**—অন্তস্থ বর্ণ রূপে; **উষ্ম**—উষ্মবর্ণ; **স্বর**—স্বরবর্ণ; **স্পর্শ**—এবং স্পর্শ ব্যঞ্জন; **হ্রস্ব-দীর্ঘ**—হ্রস্ব দীর্ঘ রূপে; **আদি**—ইত্যাদি; **লক্ষণম্**—লক্ষণযুক্ত।

অনুবাদ

সেই ওঁকার থেকে ব্রহ্মা স্বর, ব্যঞ্জন, অন্তস্থ বর্ণ, উষ্ম বর্ণ এবং অন্যান্য সকল বর্ণসমূহ হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ ।
সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া ॥ ৪৪ ॥

তেন—সেই শব্দ সমষ্টির দ্বারা; **অসৌ**—তিনি; **চতুরঃ**—চার; **বেদান্**—বেদসমূহ; **চতুর্ভিঃ**—চার (মুখ থেকে); **বদনৈঃ**—মুখ; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **স-ব্যাহৃতিকান্**—ব্যাহৃতি সহ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্য আদি সপ্ত লোকের নামের আবাহন); **স-ওঁকারান্**—ওঁ বীজ সংযোগে; **চতুঃ-হোত্র**—চারি বেদের পুরোহিতগণ কর্তৃক সম্পাদিত চার প্রকার যজ্ঞ; **বিবক্ষয়া**—বর্ণনা করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

বিভু ব্রহ্মা এই সমস্ত শব্দের সংযোগে তাঁর চারিটি মুখ থেকে ওঁকার সহ চারিটি বেদ এবং সপ্ত ব্যহৃতি আবাহন উৎপন্ন করলেন। চারি বেদের পুরোহিতদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুসারে বৈদিক যজ্ঞের প্রবর্তন করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

শ্লোক ৪৫

পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্তু ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্ ।
তে তু ধর্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্ ॥ ৪৫ ॥

পুত্রান্—তাঁর পুত্রগণকে; **অধ্যাপয়ৎ**—তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন; **তান্**—ঐ সকল বেদের; **তু**—কিন্তু; **ব্রহ্ম-ঋষীন্**—ব্রহ্মর্ষিদের; **ব্রহ্ম**—বৈদিক আবৃত্তি শিল্পে; **কোবিদান্**—অত্যন্ত পারদর্শী; **তে**—তারা; **তু**—অধিকন্তু; **ধর্ম**—ধর্মীয় অনুষ্ঠানে; **উপদেষ্টারঃ**—উপদেষ্টা; **স্ব-পুত্রেভ্যঃ**—তাদের নিজেদের পুত্রগণকে; **সমাদিশন্**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বৈদিক আবৃত্তি শাস্ত্রে পারদর্শী পুত্রগণকে এই বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরাই আচার্যের ভূমিকা নিয়ে তাঁদের স্বীয় পুত্রগণকে এই বেদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।
চতুর্যুগেষ্বথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

তে—এই সকল বেদ; **পরম্পরয়া**—ধারাবাহিক গুরু পরম্পরার মাধ্যমে; **প্রাপ্তাঃ**—প্রাপ্ত; **তৎতৎ**—প্রতিটি পরবর্তী বংশের; **শিষ্যৈঃ**—শিষ্যের দ্বারা; **ধৃত-ব্রতৈঃ**—দৃঢ়ব্রত; **চতুঃযুগেষু**—চার যুগ ধরে; **অথ**—তারপর; **ব্যস্তাঃ**—বিভক্ত করা হয়েছিল; **দ্বাপর-আদৌ**—দ্বাপর যুগের শেষভাগে; **মহা-ঋষিভিঃ**—মহান ঋষিদের দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে, চক্রাকারে আবর্তিত চারিটি যুগ ধরে পারমার্থিক জীবনে দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে গুরুপরম্পরার ধারায় এই সকল বেদ লাভ করেছিলেন। প্রতিটি দ্বাপর যুগের শেষভাগে মহান ঋষিগণ এই বেদকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৪৭

ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

ক্ষীণ-আয়ুষঃ—ক্ষীণ আয়ু; **ক্ষীণ-সত্ত্বান্**—ক্ষীণ বল; **দুর্মেধান্**—অল্প মেধার; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কালতঃ**—কালের প্রভাবে; **বেদান্**—বেদ সকল; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রহ্মর্ষিগণ; **ব্যস্যন্**—বিভক্ত করেছিলেন; **হৃদি-স্থ**—তাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করে; **অচ্যুত**—অচ্যুত ভগবানের দ্বারা; **চোদিতাঃ**—অনুপ্রাণিত।

অনুবাদ

কালের প্রভাবে ক্ষীণবল, ক্ষীণআয়ু এবং ক্ষীণমেধা সম্পন্ন মানুষদের দেখে মহান ঋষিগণ তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে, সুসংবদ্ধভাবে বেদকে বিভক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

**অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ লোকভাবনঃ ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্মগুপ্তয়ে ॥ ৪৮ ॥
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্বিধম্ ॥ ৪৯ ॥**

অস্মিন্—এই; **অপি**—ও; **অন্তরে**—মন্বন্তরে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শৌনক); **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **লোক**—ব্রহ্মাণ্ডের; **ভাবনঃ**—রক্ষাকর্তা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মার দ্বারা; **ঈশ**—শিব; **আদ্যৈঃ**—অন্যেরা; **লোক-পালৈঃ**—বিভিন্ন লোকপালগণ; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত; **ধর্ম-গুপ্তয়ে**—ধর্ম রক্ষার জন্য; **পরাশরাৎ**—পরাশর মুনির দ্বারা; **সত্যবত্যাম্**—সত্যবতীর গর্ভে; **অংশ**—তাঁর স্বাংশ প্রকাশ (সঙ্কর্ষণ); **অংশ**—অংশ বিস্তারের (বিষ্ণু); **কলয়া**—অংশ কলা রূপে; **বিভুঃ**—ভগবান; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ; **মহা-ভাগ**—হে মহা ভাগ্যবান; **বেদম্**—বেদ; **চক্রে**—তৈরি করেছিলেন; **চতুঃ-বিধম্**—চার অংশে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান এই বৈবস্বত মন্বন্তরে, শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের নেতৃবর্গ সমস্ত জগতের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে ধর্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। হে মহাভাগ শৌনক, সর্বশক্তিমান ভগবান তখন তাঁর অংশাংশ কলার দিব্য স্ফুলিঙ্গ প্রদর্শন করে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।. এই রূপে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আবির্ভূত হয়ে একটি বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫০

**ঋগথর্বযজুঃসাম্নাং রাশীরুদ্ধৃত্য বর্গশঃ ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব ॥ ৫০ ॥**

ঋক্-অথর্ব-যজুঃ-সাম্নাম্—ঋগ্, অথর্ব, যজুঃ এবং সামবেদের; **রাশি**—(মন্ত্রের) রাশি; **উদ্ধৃত্য**—উদ্ধৃত করে; **বর্গশঃ**—বিশিষ্ট বর্গে; **চতস্রঃ**—চার; **সংহিতাঃ**—সংগ্রহ; **চক্রে**—করেছিলেন; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **মণি-গণাঃ**—মণিসমূহ; **ইব**—ঠিক যেন।

অনুবাদ

মানুষ যেমন রত্ন সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন বর্গের রত্নকে বাছাই করে স্তূপীকৃত করে, ঠিক তেমনি শ্রীল ব্যাসদেব ঋগ্, অথর্ব, যজুঃ এবং সামবেদের মন্ত্র সমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি চারটি স্বতন্ত্র বেদ রচনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন প্রথমে তাঁর চারটি মুখ দিয়ে চারটি বেদ বলেছিলেন, তখন মন্ত্রগুলি এক বিচিত্র প্রকার অবিভক্ত রত্ন সংগ্রহের মতো একত্রে মিশ্রিত ছিল। শ্রীল ব্যাসদেব বৈদিক মন্ত্রগুলিকে চারভাগে (সংহিতা) বিভক্ত করেছিলেন যেগুলি এই রূপে ঋগ্, অথর্ব, যজুঃ এবং সামবেদ নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

শ্লোক ৫১

তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ ।
একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ ॥ ৫১ ॥

তাসাম্—সেই চার প্রকার সংগ্রহের; **সঃ**—তিনি; **চতুরঃ**—চার; **শিষ্যান্**—শিষ্যদের; **উপাহূয়**—নিকটে আহ্বান করে; **মহা-মতিঃ**—মহামতি ঋষি; **এক-একম্**—একের পর এক; **সংহিতাম্**—একটি সংগ্রহ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **এক-একস্মৈ**—তাঁদের প্রত্যেককেই; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **বিভুঃ**—শক্তিশালী ব্যাসদেব।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, মহান শক্তিধর মহামতি ব্যাসদেব তাঁর চারজন শিষ্যকে আহ্বান করে তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই চার সংহিতার একটি করে অর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫২-৫৩

পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ ।
বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণম্ ॥ ৫২ ॥
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাম্ ।
অথর্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে ॥ ৫৩ ॥

পৈলায়—পৈলকে; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ; **আদ্যাম্**—প্রথম (ঋগ্‌বেদের); **বহ্বৃচ-আখ্যাম্**—বহ্বৃচ নামে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—বাস্তবিকই; **বৈশম্পায়ন-সংজ্ঞায়**—বৈশম্পায়ন নামক ঋষিকে; **নিগদ-আখ্যম্**—নিগদ রূপে পরিচিত; **যজুঃ-গণম্**—যজুর্বেদের মন্ত্র সংগ্রহ; **সাম্নাম্**—সাম বেদের মন্ত্র সমূহ; **জৈমিনয়ে**—জৈমিনিকে; **প্রাহ**—তিনি বলেছিলেন; **তথা**—এবং; **ছন্দোগ-সংহিতাম্**—ছন্দোগ নামক সংহিতা; **অথর্ব-অঙ্গিরসীম্**—অথর্ব এবং অঙ্গিরা ঋষিকে ন্যস্ত বেদ; **নাম**—বস্তুতপক্ষে; **স্ব-শিষ্যায়**—তাঁর শিষ্যদের প্রতি; **সুমন্তবে**—সুমন্ত।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেব পৈল ঋষিকে প্রথম সংহিতা ঋগ্‌বেদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই সংগ্রহকে বহ্‌বৃচ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। বৈশম্পায়ন ঋষিকে তিনি নিগদ নামক যজুর্বেদের মন্ত্রের সংহিতা সম্পর্কে উপদেশ করেছিলেন। জৈমিনিকে ছন্দোগ সংহিতা নামক সামবেদের মন্ত্র সমূহের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য সুমন্তুকে অথর্ব বেদ বলেছিলেন।

শ্লোক ৫৪-৫৬

পৈলঃ স্বসংহিতামূচে ইন্দ্রপ্রমিতয়ে মুনিঃ ।
বাষ্কলায় চ সোহপ্যাহ শিষ্যেভ্যঃ সংহিতাং স্বকাম্ ॥ ৫৪ ॥
চতুর্ধা ব্যস্য বোধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যায় ভার্গব ।
পরাশরায়াগ্নিমিত্রে ইন্দ্রপ্রমিতিরাত্মবান্ ॥ ৫৫ ॥
অধ্যাপয়ৎ সংহিতাং স্বাং মাণ্ডুকেয়মৃষিং কবিম্ ।
তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্যাদিভ্য উচিবান্ ॥ ৫৬ ॥

পৈলঃ—পৈল; **স্ব-সংহিতাম্**—তাঁর স্বীয় সংগ্রহ; **উচে**—বলেছিলেন; **ইন্দ্র-প্রমিতয়ে**—ইন্দ্র প্রমিতিকে; **মুনিঃ**—মুনি; **বাষ্কলায়**—বাষ্কলকে; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি (বাষ্কল); **অপি**—অধিকন্তু; **আহ**—বলেছিলেন; **শিষ্যেভ্যঃ**—তাঁর শিষ্যদের; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ; **স্বকাম্**—স্বীয়; **চতুর্ধা**—চার অংশে; **ব্যস্য**—ভাগ করে; **বোধ্যায়**—বোধ্যকে; **যাজ্ঞবল্ক্যায়**—যাজ্ঞবল্ক্যকে; **ভার্গব**—হে ভার্গব (শৌনক); **পরাশরায়**—পরাশরকে; **অগ্নিমিত্রে**—অগ্নিমিত্রকে; **ইন্দ্রপ্রমিতিঃ**—ইন্দ্রপ্রমিতি; **আত্মবান্**—আত্ম-সংযত; **অধ্যাপয়াৎ**—শিক্ষা দিয়েছিলেন; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ; **স্বাম্**—তাঁর; **মাণ্ডুকেয়ম্**—মাণ্ডুকেয়কে; **ঋষিম্**—ঋষি; **কবিম্**—পাণ্ডিত্যপূর্ণ; **তস্য**—তাঁর (মাণ্ডুকেয়); **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **দেবমিত্রঃ**—দেবমিত্র; **সৌভরি-আদিভ্যঃ**—সৌভরি এবং অন্যদেরকে; **উচিবান্**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাজ্ঞ পৈল ঋষি ইন্দ্রপ্রমিতি এবং বাষ্কলকে তা বলেছিলেন। হে ভার্গব, বাষ্কল তাঁর সংহিতাকে আরও চারভাগে ভাগ করে সেগুলি তাঁর শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর এবং অগ্নিমিত্রকে উপদেশ করেছিলেন। আত্মসংযত ঋষি ইন্দ্রপ্রমিতি বিজ্ঞ যোগী মাণ্ডুকেয়কে তাঁর সংহিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যার শিষ্য দেবামৃত ঋগ্‌বেদের শাখা সমূহকে সৌভরি এবং অন্যান্যদের কাছে হস্তান্তরিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, মাণ্ডূকেয় ছিলেন ইন্দ্রপ্রমিতির পুত্র, যাঁর (ইন্দ্রপ্রমিতি) কাছ থেকে তিনি বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

শাকল্যস্তৎসুতঃ স্বাম্ভ পঞ্চধা ব্যস্য সংহিতাম্ ।
বাৎস্যমুদ্‌গলশালীয়গোখল্যশিশিরেষ্বধাৎ ॥ ৫৭ ॥

শাকল্যঃ—শাকল্য; **তৎ-সুতঃ**—মাণ্ডূকেয়ের পুত্র; **স্বাম্**—তার নিজের; **তু**—এবং; **পঞ্চধা**—পাঁচ ভাগে; **ব্যস্য**—ভাগ করে; **সংহিতাম্**—সংহিতা; **বাৎস্য-মুদ্‌গল-শালীয়**—বাৎস্য, মুদ্‌গল এবং শালীয়কে; **গোখল্য-শিশিরেষু**—গোখল্য এবং শিশিরকে; **অধাৎ**—দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মাণ্ডূকেয় ঋষির পুত্র শাকল্য স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং বাৎস্য, মুদ্‌গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশির নামক শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি করে উপশাখা অর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৮

জাতূকর্ণ্যশ্চ তচ্ছিষ্যঃ সনিরুক্তাং স্বসংহিতাম্ ।
বলাকপৈলজাবালবিরজেভ্যো দদৌ মুনিঃ ॥ ৫৮ ॥

জাতূকর্ণ্যঃ—জাতূকর্ণ্য; **চ**—এবং; **তৎ-শিষ্যঃ**—শাকল্যের শিষ্য; **স-নিরুক্তম্**—দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা সমন্বিত পারিভাষিক অভিধান সংযোগে; **স্ব-সংহিতাম্**—তার দ্বারা প্রাপ্ত সংহিতা; **বলাক-পৈল-জাবাল-বিরজেভ্যঃ**—বলাক, পৈল, জাবাল এবং বিরজকে; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

ঋষি জাতূকর্ণ্যও শাকল্যের শিষ্য ছিলেন এবং শাকল্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংহিতাকে তিনভাগে ভাগ করার পর, তিনি একটি চতুর্থ বিভাগ—একটি বৈদিক পরিভাষার অভিধান সংযুক্ত করেন। এই সকল অংশের প্রত্যেকটি অংশ তিনি—বলাক, দ্বিতীয় পৈল, জাবাল এবং বিরজ—তাঁর এই চার শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৯

বাষ্কলিঃ প্রতিশাখাভ্যো বালখিল্যাখ্যসংহিতাম্ ।
চক্রে বালায়নির্ভজ্যঃ কাশারশ্চৈব তাং দধুঃ ॥ ৫৯ ॥

বাষ্কলিঃ—বাষ্কলের পুত্র বাষ্কলি; **প্রতি-শাখাভ্যঃ**—প্রত্যেকটি পৃথক শাখা থেকে; **বালখিল্য-আখ্য**—বালখিল্য নামে; **সংহিতাম্**—সংহিতা; **চক্রে**—তৈরি করেছিলেন; **বালায়নিঃ**—বালায়নি; **ভজ্যঃ**—ভজ্য; **কাশারঃ**—কাশার; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তাম্**—সেই; **দধুঃ**—স্বীকার করেছিলেন।

অনুবাদ

বাষ্কলি ঋগ্‌বেদের সমস্ত শাখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বালখিল্যসংহিতা রচনা করেছিলেন। বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার এই সংহিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার দৈত্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শ্লোক ৬০

বহ্বৃচাঃ সংহিতা হ্যেতা এভির্ব্রহ্মর্ষিভির্ধৃতাঃ ।
শ্রুত্বৈতচ্ছন্দসাং ব্যাসং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

বহ্‌-ঋচাঃ—ঋগ্‌বেদের; **সংহিতাঃ**—সংগ্রহ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতাঃ**—এই সকল; **এভিঃ**—এদের দ্বারা; **ব্রহ্ম-ঋষিভিঃ**—ব্রহ্মর্ষিগণ; **ধৃতাঃ**—গুরু পরম্পরার ধারায় ধৃত; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **এতৎ**—তাদের; **ছন্দসাম্**—পবিত্র শ্লোক সমূহের; **ব্যাসম্**—বিভাজনের পদ্ধতি; **সর্ব-পাপৈঃ**—সমস্ত পাপ থেকে; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

এইরূপে এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ গুরু পরম্পরার ধারায় ঋগ্‌বেদের এই সকল বিভিন্ন সংহিতাকে সংরক্ষিত করেছিলেন। শুধু বৈদিক মন্ত্রের এই বিভাজন সম্পর্কিত বর্ণনা শ্রবণ করেই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে।

শ্লোক ৬১

বৈশম্পায়নশিষ্যা বৈ চরকাধ্বর্যবোঽভবন্ ।
যচ্চেরুর্ব্রহ্মহত্যাংহঃ ক্ষপণং স্বগুরোর্ব্রতম্ ॥ ৬১ ॥

বৈশম্পায়ন-শিষ্যাঃ—বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **চরক**—চরক নামে; **অধ্বর্যবঃ**—অথর্ব বেদের আপ্ত পুরুষ; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **যৎ**—কারণ; **চেরুঃ**

—তারা সম্পাদিত করেছিলেন; **ব্রহ্ম-হত্যা**—ব্রাহ্মণকে হত্যা জনিত; **অংহঃ**—পাপের; **ক্ষপণম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **স্ব-গুরোঃ**—তাদের স্বীয় গুরুর জন্য; **ব্রতম্**—ব্রত।

অনুবাদ

বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ অথর্ব বেদের আপ্ত পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। ব্রহ্ম-হত্যা জনিত পাপ থেকে তাঁদের গুরুকে মুক্ত করার জন্য কঠোর ব্রত সম্পাদন করেছিলেন বলে তাঁরা চরক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৬২

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্য আহাহো ভগবন্ কিয়ৎ ।
চরিতেনাল্পসারাণাং চরিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্ ॥ ৬২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য; **চ**—এবং; **তৎ-শিষ্যঃ**—বৈশম্পায়নের শিষ্য; **আহ**—বলেছিলেন; **অহো**—শুধু দেখ; **ভগবন্**—হে প্রভু; **কিয়ৎ**—কী মূল্য; **চরিতেন**—প্রচেষ্টায়; **অল্প-সারানাম্**—এই সকল দুর্বল ব্যক্তিদের; **চরিষ্যে**—সম্পাদন করব; **অহম্**—আমি; **সু-দুশ্চরম্**—যা সম্পাদন করা খুবই কঠিন।

অনুবাদ

একদা বৈশম্পায়নের এক শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন—হে প্রভু, আপনার এই সকল দুর্বল শিষ্যদের ক্ষীণ প্রচেষ্টা থেকে কতটুকু সুফল লাভ হবে? আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু সুদুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করব।

শ্লোক ৬৩

ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া ।
বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ মদধীতং ত্যজাশ্বিতি ॥ ৬৩ ॥

ইতি—এইরূপে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়ে; **গুরুঃ**—তাঁর গুরু; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **আহ**—বলেছিলেন; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **যাহি**—চলে যাও; **অলম্**—যথেষ্ট হয়েছে; **ত্বয়া**—তোমার সঙ্গে; **বিপ্র-অবমন্ত্রা**—ব্রাহ্মণকে অবমাননাকারী; **শিষ্যেণ**—এই রকম শিষ্য; **মৎ-অধীতম্**—যা কিছু আমার দ্বারা অধীত হয়েছে; **ত্যজ**—ত্যাগ কর; **আশু**—এই মুহূর্তে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

এইরূপে উক্ত হলে পর গুরু বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন— এখান থেকে চলে যাও। হে বিপ্র-অবমাননাকারী শিষ্য! যথেষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু আমার কাছ থেকে তুমি যা কিছু শিখেছ—এই মুহূর্তে সব পরিত্যাগ কর।

তাৎপর্য

শ্রীল বৈশম্পায়ন এই কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরই এক শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অন্যান্য শিষ্যদের নিন্দা করেছিলেন, সর্বোপরি যারা ছিলেন যোগ্য ব্রাহ্মণ। ঠিক যেমন একজন সন্তান পিতার অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, তেমনি যদি কোনও অহংকারী শিষ্য গুরুর অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে কিংবা তাদের অবমাননা করে, তাহলে তিনিও খুব অসন্তুষ্ট হন।

শ্লোক ৬৪-৬৫

দেবরাতসুতঃ সোঽপি ছর্দিত্বা যজুষাং গণম্ ।
ততো গতোঽথ মুনয়ো দদৃশুস্তান্ যজুর্গণান্ ॥ ৬৪ ॥
যজূংষি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপতয়াদদুঃ ।
তৈত্তিরীয়া ইতি যজুঃশাখা আসন্ সুপেশলাঃ ॥ ৬৫ ॥

দেবরাত-সুতঃ—দেবরাতের পুত্র (যাজ্ঞবল্ক্য); **সঃ**—তিনি; **অপি**—[illegible]; **ছর্দিত্বা**—বমি করে; **যজুষাম্**—যজুর্বেদের; **গণম্**—সংগৃহীত মন্ত্রসমূহ; **ততঃ**—সেখান থেকে; **গতঃ**—গত হলে; **অথ**—তারপর; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **দদৃশুঃ**—দেখেছিলেন; **তান্**—ঐ সকল; **যজুঃগণান্**—যজুর মন্ত্র; **যজূংসি**—এই সকল যজুর; **তিত্তিরাঃ**—তিত্তির পাখী; **ভূত্বা**—হয়ে; **তৎ**—ঐ সকল মন্ত্রের জন্য; **লোলুপতয়া**—লোলুপতার সঙ্গে; **আদদুঃ**—তুলেছিলেন; **তৈত্তিরীয়াঃ**—তৈত্তিরীয় নামে পরিচিত; **ইতি**—এইভাবে; **যজুঃ-শাখাঃ**—যজুর্বেদের শাখা; **আসন্**—সৃষ্টি হয়েছিল; **সু-পেশলাঃ**—অতি সুন্দর।

অনুবাদ

দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য তখন যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ বমি করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। সমবেত শিষ্যরা এই সকল যজুর্বেদীয় মন্ত্র গুলিকে প্রলুব্ধ চিত্তে দর্শন করে তিত্তির পাখীর রূপ পরিগ্রহ করে সেগুলি সবই তুলে নিয়েছিলেন। তাই যজুঃ বেদের এই শাখাটি তিত্তির পাখী দ্বারা সংগৃহীত অতি সুন্দর তৈত্তিরীয় সংহিতারূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে বমি করা বিষয় সংগ্রহ করা যথোচিত নয় এবং তাই বৈশম্পায়নের শক্তিশালী ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ তিত্তির পাখীর রূপ গ্রহণ করে মূল্যবান মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন।

শ্লোক ৬৬

যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো ব্রহ্মংশ্ছন্দাংস্যধিগবেষয়ন্ ।
গুরোরবিদ্যমানানি সূপতস্থেঽর্কমীশ্বরম্ ॥ ৬৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য; **ততঃ**—তারপর; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ছন্দাংসি**—মন্ত্র সমূহ; **অধি**—অধিক; **গবেষয়ন্**—গবেষণা করে; **গুরোঃ**—তাঁর গুরুকে; **অবিদ্যমানানি**—অজ্ঞাত; **সু-উপতস্থে**—সাবধানে আরাধনা করেছিলেন; **অর্কম্**—সূর্যদেবকে; **ঈশ্বরম্**—প্রবল নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য তখন এমন কি তাঁর গুরুরও অজ্ঞাত নতুন যজুঃ মন্ত্রের গবেষণা করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। মনের মধ্যে এই বাসনা নিয়ে তিনি সযত্নে শক্তিশালী সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৬৭

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিলজগতামাত্মস্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চতুর্বিধভূতনিকায়ানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চাকাশ ইবোপাধিনাব্যবধীয়মানো ভবানেক এব ক্ষণলবনিমেষাবয়বোপচিত-সংবৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রামনুবহতি ॥ ৬৭ ॥

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বললেন; **ওঁ নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **আদিত্যায়**—সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত; **অখিল-জগতাম্**—সমগ্র গ্রহপুঞ্জের; **আত্ম-স্বরূপেণ**—পরমাত্মারূপে; **কাল-স্বরূপেণ**—কালরূপে; **চতুঃবিধ**—চার প্রকার; **ভূত-নিকায়ানাম্**—সমস্ত জীবের; **ব্রহ্ম-আদি**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **স্তম্ব-পর্যন্তানাম্**—ঘাস পর্যন্ত প্রসারিত; **অন্তঃ-হৃদয়েষু**—তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে; **বহিঃ**—বাহ্যত; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **আকাশঃ ইব**—আকাশের মতো; **উপাধিনা**—জড় উপাধির দ্বারা; **অব্যবধীয়মানঃ**—আচ্ছাদিত না হয়ে; **ভবান্**—আপনি; **একঃ**—একাকী; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ক্ষণ-লব-নিমেষ**—ক্ষণ, লব এবং নিমেষ (সময়ের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ); **অবয়ব**—এই সকল ভগ্নাংশের দ্বারা; **উপচিত**—একত্রে সংগৃহীত; **সংবৎসর-গণেন**—সংবৎসরের; **অপাম্**—জলের; **আদান**—গ্রহণ করে; **বিসর্গাভ্যাম্**—এবং দান করে; **ইমাম্**—এই; **লোক**—লোকসমূহ; **যাত্রাম্**—পালন; **অনুবহতি**—বহন করে।

অনুবাদ

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বললেন—সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণ পর্যন্ত প্রসারিত চার প্রকার জীবের নিয়ন্তারূপে আপনি উপস্থিত আছেন। আকাশ যেমন সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাহিরে বিদ্যমান, ঠিক তেমনি পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে এবং কালরূপে বাহ্যত বিদ্যমান রয়েছেন। ঠিক যেমন আকাশে বিদ্যমান মেঘ আকাশকে আচ্ছাদিত করতে পারেনা, ঠিক তেমনি কোনও জড় উপাধি কখনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। কালের ক্ষণ, লব এবং নিমেষরূপ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা গঠিত সংবৎসর প্রবাহের মাধ্যমে জল শোষণ করে এবং বৃষ্টিরূপে তা প্রত্যর্পণ করে আপনি একাই এই জগতের ভরণ পোষণ করেন।

তাৎপর্য

এই প্রার্থনাটি সূর্যদেবকে এক স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় সত্তারূপে নিবেদন করা হয়নি, বরং সূর্যদেবরূপ প্রবল প্রতিনিধিরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই তা নিবেদিত হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

যদু হ বাব বিবুধর্ষভ সবিতরদস্তপত্যনুসবনমহরহরাম্নায়বিধি-নোপতিষ্ঠমানানামখিলদুরিতবৃজিনবীজাবভর্জন ভগবতঃ সমভিধীমহি তপন মণ্ডলম্ ॥ ৬৮ ॥

যৎ—যা; **উ হ বাব**—বাস্তবিকই; **বিবুধ-ঋষভ**—হে দেবতাদের প্রধান; **সবিতঃ**—হে সূর্যদেব; **অদঃ**—সেই; **তপতি**—দ্যুতি বিকিরণ করছে; **অনুসবনম্**—দিনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে (সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্ত); **অহঃ অহঃ**—প্রতি দিন; **আম্নায়বিধিনা**—গুরু-পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত বৈদিক পন্থার দ্বারা; **উপতিষ্ঠমানানাম্**—যারা প্রার্থনা নিবেদনে নিযুক্ত; **অখিল-দুরিত**—সমস্ত পাপ; **বৃজিন**—পরিণাম দুঃখ; **বীজ**—ঐ দুঃখের বীজ; **অবভর্জন**—হে ভস্মকারী; **ভগবতঃ**—শক্তিশালী নিয়ন্তাদের; **সমভিধীমহি**—আমি পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান করি; **তপন**—হে দ্যুতিময়; **মণ্ডলম্**—মণ্ডলে।

অনুবাদ

হে জ্যোতির্ময়, হে শক্তিশালী সূর্যদেব, আপনিই সমস্ত দেবতাদের প্রধান। আমি সতর্ক মনোযোগের সঙ্গে আপনার অগ্নিময় গোলকের ধ্যান করি, কারণ প্রামাণিক গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত বৈদিক পন্থা অনুসারে যাঁরা প্রতিদিন তিনবার

আপনার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবেন, আপনি তাদের সমস্ত পাপ কর্ম, পরিণাম দুঃখ এবং এমন কি বাসনার আদি বীজকেও ধ্বংস করেন।

শ্লোক ৬৯

য ইহ বাব স্থিরচরনিকরাণাং নিজনিকেতনানাং মনইন্দ্রিয়াসুগণাননাত্মনঃ স্বয়মাত্মান্তর্যামী প্রচোদয়তি ॥ ৬৯ ॥

যঃ—যিনি; **ইহ**—এই জগতে; **বাব**—বাস্তবিকই; **স্থির-চর-নিকরানাম্**—সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের; **নিজ-নিকেতনানাম্**—যারা আপনার আশ্রয়ে নির্ভরশীল; **মনঃ-ইন্দ্রিয়-অসু-গণান্**—মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ু; **অনাত্মনঃ**—নিষ্প্রাণ জড় বস্তু; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **আত্ম**—তাদের হৃদয়ে; **অন্তঃ-যামী**—অন্তর্যামী; **প্রচোদয়তি**—কর্মে পরিচালিত করে।

অনুবাদ

যারা সর্বতোভাবে আপনার আশ্রয়ে নির্ভরশীল, সেই সকল স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের অন্তরে অন্তর্যামী প্রভু রূপে আপনি স্বয়ং উপস্থিত আছেন। বস্তুতপক্ষে, আপনিই তাদের জড় মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুকে কর্মে পরিচালিত করেন।

শ্লোক ৭০

য এবেমং লোকমতিকরালবদনান্ধকারসংজ্ঞাজগরগ্রহগিলিতং মৃতকমিব বিচেতনমবলোক্যানুকম্পয়া পরমকারুণিক ঈক্ষয়ৈবোত্থাপ্যাহরহরনুসবনং শ্রেয়সি স্বধর্মাখ্যাত্মাবস্থানে প্রবর্তয়তি ॥ ৭০ ॥

যঃ—যিনি; **এব**—কেবল; **ইমম্**—এই; **লোকম্**—জগৎ; **অতি-করাল**—অতি ভয়ঙ্কর; **বদন**—যাঁর বদন; **অন্ধকার-সংজ্ঞা**—অন্ধকার রূপে পরিচিত; **অজগর**—অজগর; **গ্রহ**—আক্রান্ত; **গিলিতম্**—এবং গিলিত; **মৃতকম্**—মৃত; **ইব**—যেন; **বিচেতনম্**—অচেতন; **অবলোক্য**—অবলোকন করে; **অনুকম্পয়া**—অনুকম্পাবশতঃ; **পরম-কারুণিকঃ**—পরম কারুণিক; **ঈক্ষয়া**—তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; **ইব**—বস্তুতপক্ষে; **উত্থাপ্য**—তাদের উত্থাপন করে; **অহঃ অহঃ**—দিনের পর দিন; **অনু-সবনম্**—দিনের তিনটি পবিত্র সন্ধিক্ষণে; **শ্রেয়সি**—শ্রেয় লাভে; **স্ব-ধর্ম-আখ্য**—আত্মার যথার্থ কর্তব্যরূপে পরিচিত; **আত্ম-অবস্থানে**—পারমার্থিক জীবনের প্রবণতায়; **প্রবর্তয়তি**—নিযুক্ত হয়।

অনুবাদ

এই জগৎ অন্ধকার নামক অজগরের ভয়ঙ্কর মুখগহ্বরের দ্বারা আক্রান্ত এবং গিলিত হয়ে মৃতবৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনুকম্পাবশতঃ এই জগতের নিদ্রিত মানুষদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনি তাদের দর্শন শক্তি দান করে জাগ্রত করেন। এইভাবে আপনিই হচ্ছেন মহা বদান্য। প্রতিটি দিনের পবিত্র ত্রিসন্ধ্যায় আপনি পুণ্যবান ব্যক্তিদের ধর্মকর্মে পরিচালিত করে তাদেরকে পরম কল্যাণের পথে নিযুক্ত করেন যা তাঁদের চিন্ময় স্থিতি দান করে।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, সমাজের তিনটি উচ্চবর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য) আনুষ্ঠানিক দীক্ষার মাধ্যমে গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করে গুরুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। এই পবিত্রকারী মন্ত্র দিনে তিনবার জপ করা হয়—সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্তের সময়। আকাশে সূর্যের গতিপথ অনুসারে পারমার্থিক কর্তব্য অনুষ্ঠানের শুভ মুহূর্তসমূহ নির্ধারিত হয় এবং আধ্যাত্মিক কর্তব্যের এই সুশৃঙ্খলিত নির্ঘণ্ট নির্ধারণের বিষয়টি এখানে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি-স্বরূপ সূর্যদেবের উপরই ন্যস্ত হয়েছে।

শ্লোক ৭১

অবনিপতিরিবাসাধূনাং ভয়মুদীরয়ন্নটতি পরিত আশাপালৈস্তত্র তত্র কমলকোশাঞ্জলিভিরুপহৃতার্হণঃ ॥ ৭১ ॥

অবনি-পতিঃ—রাজা; **ইব**—যেন; **অসাধুনাম্**—অসাধুদের; **ভয়ম্**—ভয়; **উদীরয়ন্**—সৃষ্টি করে; **অটতি**—ভ্রমণ করে; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **আশা-পালৈঃ**—দিকপালগণের দ্বারা; **তত্র তত্র**—এখানে সেখানে; **কমল-কোশ**—পদ্মধারী; **অঞ্জলিভিঃ**—জোড় হাতে; **উপহৃত**—নিবেদিত; **অর্হণঃ**—উপহার।

অনুবাদ

ঠিক একজন পার্থিব রাজার মতো, অসাধুদের ভয় উৎপাদন করে আপনি সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী দিকপালগণ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আপনাকে পদ্ম এবং অন্যান্য উপহার উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ৭২

অথ হ ভগবংস্তব চরণনলিনযুগলং ত্রিভুবনগুরুভিরভিবন্দিতমহম্ অযাতযামযজুষ্কাম উপসরামীতি ॥ ৭২ ॥

অথ—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **তব**—তোমার; **চরণ-নলিন-যুগলম্**—চরণ কমলদ্বয়; **ত্রিভুবন**—ত্রিলোকের; **গুরুভিঃ**—গুরুবর্গের দ্বারা; **অভিবন্দিতম্**—অভিবন্দিত; **অহম্**—আমি; **অযাত-যাম**—অন্য কারুর অজ্ঞাত; **যজুঃ-কামঃ**—যজুঃ মন্ত্র লাভে আকাঙ্ক্ষী; **উপসরামি**—পূজার মাধ্যমে আপনার সম্মুখীন হচ্ছি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব আমি প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে ত্রিলোকের গুরুবর্গ কর্তৃক অভিনন্দিত আপনার চরণ কমল সমীপে সমাগত হলাম, কেননা আমি আপনার কাছ থেকে যা অন্যের অজ্ঞাত যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করছি।

শ্লোক ৭৩

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবান্ বাজিরূপধরো রবিঃ ।
যজুংষ্যযাতযামানি মুনয়েঽদাৎ প্রসাদিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **স্তুতঃ**—স্তুত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—শক্তিশালী দেবতা; **বাজী-রূপ**—ঘোড়ার রূপ; **ধরঃ**—ধারণ করে; **রবিঃ**—সূর্যদেব; **যজুংসি**—যজুর মন্ত্রসমূহ; **অযাত-যামানি**—অন্য কোন মরণশীল জীব কখনই যা শিখেনি; **মুনয়ে**—মুনিকে; **অদাৎ**—উপহার দিয়েছিলেন; **প্রসাদিতঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এই রকম স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শক্তিশালী সূর্যদেব একটি ঘোড়াররূপ পরিগ্রহ করে, পূর্বে মানব সমাজে অজ্ঞাত যজুর মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ৭৪

যজুর্ভিরকরোচ্ছাখা দশ পঞ্চ শতৈর্বিভুঃ ।
জগৃহুর্বাজসন্যস্তাঃ কাণ্বমাধ্যন্দিনাদয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

যজুরভিঃ—যজুর মন্ত্র দিয়ে; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **শাখাঃ**—শাখাসমূহ; **দশ**—দশ; **পঞ্চ**—পাঁচ সংযুক্ত; **শতৈঃ**—শত শত; **বিভুঃ**—শক্তিশালী; **জগৃহুঃ**—তাঁরা স্বীকার করেছিলেন; **বাজ-সন্যাঃ**—ঘোড়ার কেশর থেকে উৎপন্ন বলে বাজসেনয়ী নামে পরিচিত; **তাঃ**—সেইগুলিকে; **কাণ্ব-মাধ্যন্দিন-আদয়ঃ**—কাণ্ব, মাধ্যন্দিন এবং অন্যান্য ঋষির শিষ্যবর্গ।

অনুবাদ

যজুর্বেদের এই সকল অগণিত শত শত মন্ত্র থেকে শক্তিশালী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক শাস্ত্রের পনেরটি নতুন শাখা গ্রথিত করলেন। ঘোড়ার কেশর থেকে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এগুলি বাজসনেয়ী সংহিতা রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং কাণ্ব, মাধ্যন্দিন এবং অন্যান্য ঋষির অনুগামীদের গুরু-পরম্পরায় এই সকল সংহিতা স্বীকৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৭৫

জৈমিনেঃ সামগস্যাসীৎ সুমন্তুস্তনয়ো মুনিঃ ।
সুত্বাংস্তু তৎসুতস্তাভ্যামেকৈকাং প্রাহ সংহিতাম্ ॥ ৭৫ ॥

জৈমিনেঃ—জৈমিনির; **সম-গস্য**—সামবেদের গায়ক; **আসীৎ**—ছিলেন; **সুমন্তুঃ**—সুমন্তু; **তনয়ঃ**—পুত্র; **মুনিঃ**—মুনি (জৈমিনি); **সুত্বান্**—সুত্বান; **তু**—এবং; **তৎ-সুতঃ**—সুমন্তুর পুত্র; **তাভ্যাম্**—তাদের প্রত্যেকের; **এক-একাম্**—দুটো ভাগের প্রত্যেকটি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ।

অনুবাদ

সামবেদের আপ্তপুরুষ ঋষি জৈমিনির সুমন্তু নামে এক পুত্র ছিলেন এবং সুমন্তুর পুত্র ছিলেন সুত্বান। ঋষি জৈমিনি তাদের প্রত্যেককে সামবেদ সংহিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলেছিলেন।

শ্লোক ৭৬-৭৭

সুকর্মা চাপি তচ্ছিষ্যঃ সামবেদতরোর্মহান্ ।
সহস্রসংহিতাভেদং চক্রে সাম্নাং ততো দ্বিজ ॥ ৭৬ ॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্মণঃ ।
শিষ্যৌ জগৃহতুশ্চান্য আবন্ত্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৭৭ ॥

সুকর্মা—সুকর্মা; **চ**—এবং; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-শিষ্যঃ**—জৈমিনির শিষ্য; **সাম-বেদ-তরোঃ**—সামবেদরূপ বৃক্ষের; **মহান্**—মহান চিন্তাবিদ; **সহস্র-সংহিতা**—এক হাজার সংগ্রহ; **ভেদম্**—ভেদ; **চক্রে**—করেছিলেন; **সাম্নাম্**—সাম মন্ত্রের; **ততঃ**—তারপর; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ (শৌনক); **হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ**—কুশলের পুত্র হিরণ্যনাভ; **পৌষ্যঞ্জিঃ**—পৌষ্যঞ্জি; **চ**—এবং; **সুকর্মণঃ**—সুকর্মার; **শিষ্যৌ**—দুই শিষ্য; **জগৃহতুঃ**—গ্রহণ করেছিলেন; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—অন্য; **আবন্ত্যঃ**—আবন্ত্য; **ব্রহ্ম-বিৎ-তমঃ**—পূর্ণরূপে ব্রহ্মবিদ্।

অনুবাদ

জৈমিনির অপর শিষ্য সুকর্মা ছিলেন এক মহান পণ্ডিত। তিনি সামবেদরূপী মহাবৃক্ষকে এক সহস্র সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। তারপর, হে ব্রাহ্মণ, কৌশল পুত্র হিরণ্যনাভ, পৌষ্যঞ্জি এবং পরম ব্রহ্মবিদ্ আবন্ত্য নামে সুকর্মা ঋষির এই তিনজন শিষ্য সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যা আসন্ পঞ্চশতানি বৈ ।
পৌষ্যঞ্জ্যাবন্ত্যয়োশ্চাপি তাংশ্চ প্রাচ্যান্ প্রচক্ষতে ॥ ৭৮ ॥

উদীচ্যাঃ—উত্তরদেশীয়; **সামগাঃ**—সাম বেদের গায়ক; **শিষ্যাঃ**—শিষ্যসমূহ; **আসন্**—ছিলেন; **পঞ্চশতানি**—পাঁচশত; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পৌষ্যঞ্জি-আবন্ত্যয়োঃ**—পৌষ্যঞ্জি এবং আবন্ত্য; **চ**—এবং; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **তান্**—তাঁরা; **চ**—ও; **প্রাচ্যান্**—প্রাচ্য; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

পৌষ্যঞ্জি এবং আবন্ত্যের পাঁচ শত শিষ্য সামবেদের উদীচী গায়করূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের কেউ কেউ প্রাচ্য গায়করূপেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৭৯

লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেব চ ।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতাস্তে শতং শতম্ ॥ ৭৯ ॥

লৌগাক্ষিঃ মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ—লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি এবং কুল্য; **কুশীদঃ কুক্ষিঃ**—কুশীদ এবং কুক্ষি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **পৌষ্যঞ্জি-শিষ্যাঃ**—পৌষ্যঞ্জির শিষ্য; **জগৃহুঃ**—তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; **সংহিতাঃ**—সংগ্রহ; **তে**—তাঁরা; **শতম্ শতম্**—প্রত্যেকে এক শত।

অনুবাদ

লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ এবং কুক্ষি নামে পৌষ্যঞ্জির অন্য পাঁচজন শিষ্যের প্রত্যেকেই এক শত করে সংহিতা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৮০

কৃতো হিরণ্যনাভস্য চতুর্বিংশতি সংহিতাঃ ।
শিষ্য ঊচে স্বশিষ্যেভ্যঃ শেষা আবন্ত্য আত্মবান্ ॥ ৮০ ॥

কৃতঃ—কৃত; **হিরণ্যনাভস্য**—হিরণ্যনাভের; **চতুঃ-বিংশতি**—চব্বিশ; **সংহিতাঃ**—সংগ্রহ; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **ঊচে**—বলেছিলেন; **স্ব-শিষ্যেভ্যঃ**—তাঁর নিজের শিষ্যদের; **শেষাঃ**—অবশিষ্ট (সংহিতা); **আবন্ত্যঃ**—আবন্ত্য; **আত্ম-বান্**—আত্মসংযত।

অনুবাদ

হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত তাঁর স্বীয় শিষ্যগণকে চব্বিশটি সংহিতা বলেছিলেন এবং অবশিষ্ট সংহিতাগুলি আত্মদর্শী আবন্ত্য ঋষি কর্তৃক বাহিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'মহারাজ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

পৌরাণিক গ্রন্থাবলী

এই অধ্যায়ে শ্রীসূত গোস্বামী অথর্ব বেদের শাখা বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, পুরাণ রচয়িতাদের নাম গণনা করেছেন এবং পুরাণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তিনি আঠারোটি প্রধান পুরাণের তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যে কোন ব্যক্তি যথার্থ গুরুপরম্পরায় আশ্রিত ব্যক্তির কাছ থেকে এই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করলে পারমার্থিক শক্তি অর্জন করবেন—এই কথা বলে তিনি তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

অথর্ববিৎ সুমন্তুশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎ স্বকাম্ ।
সংহিতাং সোঽপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অথর্ব-বিৎ**—অথর্ব বেদের পারদর্শী তত্ত্ববিদ; **সুমন্তুঃ**—সুমন্তু; **চ**—এবং; **শিষ্যম্**—তার শিষ্যকে; **অধ্যাপয়ৎ**—অধ্যাপন করিয়েছিলেন; **স্বকাম্**—তার নিজের; **সংহিতাম্**—সংগ্রহ; **সঃ**—তিনি, সুমন্তুর শিষ্য; **অপি**—ও; **পথ্যায়**—পথ্যকে; **বেদদর্শায়**—বেদদর্শকে; **চ**—এবং; **উক্তবান্**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—অথর্ব বেদের প্রামাণিক তত্ত্ববিদ সুমন্তু ঋষি তাঁর শিষ্য কবন্ধকে তার সংহিতা অধ্যাপন করিয়েছিলেন, যিনি পরে তা পথ্য এবং বেদদর্শকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে যে কথা নিশ্চিত করে বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে—

অথর্ব বেদং স মুনিঃ
সুমন্তুর অমিতা-দ্যুতিঃ ।
শিষ্যম্ অধ্যাপয়াম্ আস
কবন্ধং সোঽপি চ দ্বিধা ।
কৃত্বা তু বেদদর্শায়
তথা পথ্যায় দত্তবান্ ॥

"অমিতমেধা ঋষি সুমন্ত তাঁর শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। কবন্ধ পরবর্তীকালে একে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন এবং পথ্য ও বেদদর্শকে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন।"

শ্লোক ২

শৌক্লায়নির্ব্রহ্মবলির্মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ ।
বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যানথো শৃণু ।
কুমুদঃ শুনকো ব্রহ্মন্ জাজলিশ্চাপ্যথর্ববিৎ ॥ ২ ॥

শৌক্লায়নিঃ ব্রহ্মবলিঃ—শৌক্লায়নি ও ব্রহ্মবলি; **মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ**—মোদষ এবং পিপ্পলায়নি; **বেদদর্শস্য**—বেদদর্শের; **শিষ্যাঃ**—শিষ্যগণ; **তে**—তারা; **পথ্য-শিষ্যান্**—পথ্যের শিষ্যসমূহ; **অথো**—আরও; **শৃণু**—অনুগ্রহ করে শ্রবণ করুন; **কুমুদঃ শুনকঃ**—কুমুদ এবং শুনক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ, শৌনক; **জাজলিঃ**—জাজলি; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **অথর্ব-বিৎ**—অথর্ব বেদের পূর্ণতত্ত্ববিদ।

অনুবাদ

শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি ছিলেন বেদদর্শের শিষ্য। পথ্যের শিষ্যবর্গের নামও আমার কাছে শ্রবণ কর। হে ব্রাহ্মণ, তাঁরা হচ্ছেন কুমুদ, শুনক এবং জাজলি যাঁদের সকলেই ছিলেন অথর্ব বেদের অত্যন্ত পারদর্শী তত্ত্ববিদ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে বেদদর্শ তাঁর সম্পাদিত অথর্ব বেদকে চারভাগে ভাগ করে তার চারজন শিষ্যকে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পথ্য তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থকে তিনভাগে ভাগ করে এখানে উল্লিখিত তিন শিষ্যকে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

বভ্রুঃ শিষ্যোঽথাঙ্গিরসঃ সৈন্ধবায়ন এব চ ।
অধীয়েতাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণাদ্যাস্তথাপরে ॥ ৩ ॥

বভ্রুঃ—বভ্রু; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **অথ**—তখন; **অঙ্গিরসঃ**—শুনকের (অঙ্গিরা নামেও পরিচিত); **সৈন্ধবায়নঃ**—সৈন্ধবায়ন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **অধীয়েতাম্**—তারা শিখেছিলেন; **সংহিতে**—সংহিতাসমূহ; **দ্বে**—দুই; **সাবর্ণ**—সাবর্ণ; **আদ্যাঃ**—প্রমুখ; **তথা**—অনুরূপভাবে; **অপরে**—অন্য শিষ্যরা।

অনুবাদ

শুনকের শিষ্য বভ্রু এবং সৈন্ধবায়ন তাঁদের গুরুদেব কর্তৃক গ্রথিত অথর্ব বেদের দুইটি ভাগ অধ্যয়ন করেছিলেন। সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণ এবং অন্যান্য মহর্ষিদের শিষ্যবর্গও অথর্ব বেদের এই সংস্করণটি অধ্যয়ন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

নক্ষত্রকল্পঃ শান্তিশ্চ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ।
এতে আথর্বণাচার্যাঃ শৃণু পৌরাণিকান্ মুনে ॥ ৪ ॥

নক্ষত্রকল্পঃ—নক্ষত্রকল্প; **শান্তিঃ**—শান্তিকল্প; **চ**—ও; **কশ্যপ-আঙ্গিরস-আদয়ঃ**—কশ্যপ, আঙ্গিরস এবং অন্যেরা; **এতে**—এই সকল; **আথর্বণ-আচার্যাঃ**—অথর্ববেদের গুরুবর্গ; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **পৌরাণিকান্**—পৌরাণিকগণ; **মুনে**—হে মুনিবর, শৌনক।

অনুবাদ

অথর্ববেদের আচার্যদের মধ্যে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস আদি অন্যান্য ঋষিরাও ছিলেন। এখন, হে মুনিবর, আমি পৌরাণিকদের নাম বলছি, শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৫

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ ।
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড় বৈ পৌরাণিকা ইমে ॥ ৫ ॥

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপঃ চ—ত্রয্যারুণি এবং কশ্যপ; **সাবর্ণিঃ অকৃতব্রণঃ**—সাবর্ণি এবং অকৃতব্রণ; **বৈশম্পায়ন-হারীতৌ**—বৈশম্পায়ন এবং হারীত; **ষট্**—ছয়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পৌরাণিকাঃ**—পৌরাণিকগণ; **ইমে**—এই সকল।

অনুবাদ

ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতবর্ণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত—এই ছয় জন হলেন পৌরাণিক।

শ্লোক ৬

অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্বাঃ সমধ্যগাম্ ॥ ৬ ॥

অধীয়ন্ত—তারা অধ্যয়ন করেছেন; **ব্যাস-শিষ্যাৎ**—ব্যাসদেবের শিষ্যের (রোমহর্ষণের) কাছ থেকে; **সংহিতাম্**—পুরাণ-সংহিতা; **মৎ-পিতুঃ**—আমার পিতার; **মুখাৎ**—মুখ

থেকে; **এক-একম্**—প্রত্যেকেই এক একটি ভাগ শিক্ষা করে; **অহম্**—আমি; **এতেষাম্**—এই সকল; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **সর্বাঃ**—সমস্ত সংহিতা; **সমধ্যগাম্**—আমি সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছি।

অনুবাদ

এদের প্রত্যেকেই শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য এবং আমার পিতা রোমহর্ষণের কাছে থেকে পুরাণের ছয়টি সংহিতার এক একটি করে অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি এই ছয় জন পৌরাণিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাদের পৌরাণিক জ্ঞানের সমগ্র সংগ্রহকে সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছিলাম।

শ্লোক ৭

কশ্যপোঽহং চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥ ৭ ॥

কশ্যপঃ—কশ্যপ; **অহম্**—আমি; **চ**—এবং; **সাবর্ণিঃ**—সাবর্ণি; **রাম-শিষ্যঃ**—রামের শিষ্য; **অকৃতব্রণঃ**—অকৃতব্রণ নামে; **অধীমহি**—হৃদয়ঙ্গম করেছি; **ব্যাস-শিষ্যাৎ**—ব্যাসদেবের শিষ্যের কাছ থেকে (রোমহর্ষণ); **চত্বারঃ**—চার; **মূল-সংহিতাঃ**—মূল সংগ্রহ।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ পুরাণকে চারটি মূল সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। সাবর্ণি এবং রামের শিষ্য অকৃতব্রণের সঙ্গে ঋষি কশ্যপ এবং আমি এই চার ভাগ সংহিতা শিক্ষালাভ করেছি।

শ্লোক ৮

পুরাণলক্ষণং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মর্ষিভির্নিরূপিতম্ ।
শৃণুষ্ব বুদ্ধিমাশ্রিত্য বেদশাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৮ ॥

পুরাণ-লক্ষণম্—পুরাণের লক্ষণ; **ব্রহ্মণ**—হে ব্রাহ্মণ শৌনক; **ব্রহ্ম-ঋষিভিঃ**—মহান ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা; **নিরূপিতম্**—নিরূপিত; **শৃণুষ্ব**—শ্রবণ করুন; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় করে; **বেদ-শাস্ত্র**—বৈদিক শাস্ত্র; **অনুসারতঃ**—অনুসারে।

অনুবাদ

হে শৌনক, বেদশাস্ত্র অনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক নিরূপিত পুরাণের লক্ষণসমূহ অনুগ্রহপূর্বক মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৯-১০

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণি চ ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া ॥ ১০ ॥

সর্গঃ—সৃষ্টি; **অস্য**—এই বিশ্বের; **অথ**—তারপর; **বিসর্গঃ**—গৌণ সৃষ্টি; **চ**—এবং; **বৃত্তি**—পালন; **রক্ষা**—রক্ষণ; **অন্তরাণি**—মন্বন্তর; **চ**—এবং; **বংশঃ**—মহান রাজবংশ সমূহ; **বংশ-অনুচরিতম্**—তাদের কার্যের বর্ণনা; **সংস্থা**—প্রলয়; **হেতুঃ**—অভিপ্রায় (জীবদের জড় কর্মে লিপ্ত হওয়ার); **অপাশ্রয়ঃ**—পরম আশ্রয়; **দশভিঃ**—দশ; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণ; **যুক্তম্**—যুক্ত; **পুরাণম্**—পুরাণ; **তৎ**—এই বিষয়ের; **বিদঃ**—তত্ত্ববিদ্‌গণ; **বিদুঃ**—তারা জানেন; **কেচিৎ**—কোন কোন প্রামাণিক ব্যক্তি; **পঞ্চবিধম্**—পাঁচ প্রকার; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **মহৎ**—মহতের; **অল্প**—অল্প; **ব্যবস্থয়া**—পার্থক্য অনুসারে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ পৌরাণিক তত্ত্ববিদগণ পুরাণকে দশটি লক্ষণ সংযুক্ত বলে জানেন। সেগুলি হচ্ছে—এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, জীব এবং জগতের গৌণ সৃষ্টি, জীবের পালন, রক্ষণ, মন্বন্তর, মহান রাজবংশে, উক্ত বংশীয় রাজাদের চরিত, প্রলয়, অভিপ্রায় এবং পরম আশ্রয় সম্পর্কিত বর্ণনা। অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে মহাপুরাণ এই দশবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেখানে উপপুরাণগুলি পাঁচ প্রকার বিষয়ের আলোচনা করতে পারে।

তাৎপর্য

মহাপুরাণের এই দশটি বিষয় *শ্রীমদ্ভাগবতের* (২/১০/১) দ্বিতীয় স্কন্ধেও বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীশুক উবাচ

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥

"শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—*শ্রীমদ্ভাগবতে* নিম্নোক্ত দশটি বিষয়ের বর্ণনা আছে—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, গৌণ সৃষ্টি, গ্রহ সংস্থান, ঐশ্বরিক পোষণ, সৃষ্টির বেগ, মন্বন্তর, ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, (ভগবদ্ধামে) প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং পরম আশ্রয়।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো মহাপুরাণে এই দশটি বিষয়ের আলোচনা আছে, অপরপক্ষে উপপুরাণগুলিতে শুধু পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা আছে। যে কথা বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ ।
বংশানুচরিতম্ চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

"সৃষ্টি, গৌণ সৃষ্টি, রাজবংশ, মন্বন্তর, এবং বিভিন্ন বংশের চরিত—এই হচ্ছে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ।" পাঁচটি বিষয় সমন্বিত পুরাণ সমূহকে উপপুরাণ বলে গণ্য করা হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই দশটি প্রধান বিষয় দ্বাদশ স্কন্ধের প্রতিটি স্কন্ধেই দৃষ্ট হয়। কেউ যেন বিশেষ বিশেষ স্কন্ধে ঐ দশটি বিষয়ের এক একটি বিষয় অর্পণ করার চেষ্টা না করেন। এই দশটি বিষয় *শ্রীমদ্ভাগবতে* পরম্পরা ক্রমে আলোচিত হয়েছে বলে দেখানোর চেষ্টা করে কৃত্রিম ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করাও ঠিক নয়। সহজ সরল বিষয়টি হচ্ছে এই যে পূর্বে উল্লিখিত দশটি শ্রেণীতে সংক্ষিপিত, মানব জীবনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান বিভিন্ন মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র *শ্রীমদ্ভাগবত* জুড়েই বিশ্লেষিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ ।
ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ১১ ॥

অব্যাকৃত—প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা; **গুণ-ক্ষোভাৎ**—গুণের বিক্ষোভ দ্বারা; **মহতঃ**—মূল মহত্তত্ত্ব থেকে; **ত্রিবৃতঃ**—তিন প্রকার; **অহমঃ**—অহংকার থেকে; **ভূত-সূক্ষ্ম**—ইন্দ্রিয়ানুভবের সূক্ষ্ম রূপ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **অর্থানাম্**—ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয়; **সম্ভবঃ**—উদ্ভব; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

অব্যক্ত প্রকৃতির মূল গুণসমূহের বিক্ষোভ থেকে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার নামক উপাদান সৃষ্টি হয় যা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই ত্রিধা বিভক্ত অহংকারই পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম ভূত, ইন্দ্রিয় এবং স্থূল বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। এই সকল বিষয়ের উৎপত্তিকে বলা হয় সৃষ্টি।

শ্লোক ১২

পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্ বীজং চরাচরম্ ॥ ১২ ॥

পুরুষ—সৃষ্টিলীলায় অংশগ্রহণকারী পরমেশ্বর ভগবান; **অনুগৃহীতানাম্**—অনুগৃহীত; **এতেষাম্**—এই সকল উপাদানের; **বাসনা-ময়ঃ**—জীবের অবশিষ্ট অতীত বাসনার প্রাধান্যপূর্ণ; **বিসর্গঃ**—গৌণ সৃষ্টি; **অয়ম্**—এই; **সমাহারঃ**—প্রকাশিত সমাহার; **বীজাৎ**—বীজ থেকে; **বীজম্**—অন্য বীজ; **চর**—জঙ্গম; **অচরম্**—স্থাবর।

অনুবাদ

ভগবানের অনুগৃহীত গৌণ সৃষ্টি হচ্ছে জীবের বাসনারই ব্যক্ত সমাহার। বীজ থেকে যেমন নতুন বীজ উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনি অনুষ্ঠাতার জড় বাসনা বিকাশকারী কর্মসমূহ স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীর উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

একটি বীজ থেকে যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, যা শতসহস্র নতুন বীজ উৎপন্ন করে, ঠিক তেমনি জড় কামনা সকাম কর্মে বিকশিত হয় যা থেকে দেহবদ্ধ জীবের হৃদয়ে শত সহস্র নতুন বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়। *পুরুষানুগৃহীতানাম্* কথাটি ইঙ্গিত করে যে পরম পুরুষের কৃপাতেই মানুষ এই জগতে বাসনা এবং কর্ম করার অনুমতি লাভ করে।

শ্লোক ১৩

বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ ।
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা ॥ ১৩ ॥

বৃত্তিঃ—পালন; **ভূতানি**—জীব সকল; **ভূতানাম্**—জীব সকলের; **চরাণাম্**—জঙ্গমদের; **অচরাণি**—স্থাবর; **চ**—এবং; **কৃতা**—কৃত; **স্বেন**—স্বীয় বদ্ধ প্রকৃতির দ্বারা; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **তত্র**—সেখানে; **কামাৎ**—কাম হেতু; **চোদনয়া**—বৈদিক নির্দেশ পালনে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

বৃত্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে পালন, যার দ্বারা জঙ্গম জীবগণ স্থাবর জীবদের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে। মানুষের পক্ষে বৃত্তি বলতে বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত স্বভাবের অনুকূল জীবিকা অর্জনের কর্মকেই বুঝায়। সেইরূপ কর্ম স্বার্থকেন্দ্রিক কামনার দ্বারাও চালিত হতে পারে বা ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়ম অনুসারেও চালিত হতে পারে।

শ্লোক ১৪

রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানু যুগে যুগে ।
তির্যঙ্‌মর্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ ॥ ১৪ ॥

রক্ষা—রক্ষা; **অচ্যুত-অবতার**—ভগবান অচ্যুতের অবতারদের; **ঈহা**—কার্যাবলী; **বিশ্বস্য**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; **অনু যুগে যুগে**—প্রতিটি যুগে; **তির্যক্**—পশুদের মধ্যে; **মর্ত্য**—মানুষ; **ঋষি**—ঋষি; **দেবেষু**—দেবতাগণ; **হন্যন্তে**—নিহত হয়; **যৈঃ**—যে অবতারের দ্বারা; **ত্রয়ী-দ্বিষঃ**—বৈদিক সংস্কৃতি বিরোধী দৈত্যগণ।

অনুবাদ

প্রতিটি যুগে, অচ্যুত ভগবান এই জগতে পশু, মনুষ্য, ঋষি এবং দেবতাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন। এই সকল অবতারে তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেন এবং বেদ বিদ্বেষী দৈত্যদের হত্যা করেন।

তাৎপর্য

রক্ষা শব্দে নির্দেশিত ভগবান কর্তৃক এই রক্ষণ হচ্ছে মহাপুরাণের দশটি মৌলিক আলোচ্য বিষয়ের একটি।

শ্লোক ১৫

মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ ।
ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনু-অন্তরম্—মন্বন্তর; **মনুঃ**—মনু; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **মনু-পুত্রাঃ**—মনুর পুত্রগণ; **সুর-ঈশ্বরাঃ**—বিভিন্ন ইন্দ্রগণ; **ঋষয়ঃ**—প্রধান ঋষিগণ; **অংশ-অবতারাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের অংশাবতার; **চ**—এবং; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **ষট্-বিধম্**—ছয় প্রকার; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

প্রতিটি মন্বন্তরে, ভগবান শ্রীহরির প্রকাশরূপে ছয় প্রকার ব্যক্তির প্রকাশ হয়। তাঁরা হচ্ছেন—শাসনকারী মনু, প্রধান দেবতাগণ, মনুপুত্রগণ, ইন্দ্র, মহর্ষিগণ এবং পরমেশ্বর ভগবানের অংশাবতারগণ।

শ্লোক ১৬

রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ ।
বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে ॥ ১৬ ॥

রাজ্ঞাম্—রাজাদের; ব্রহ্ম-প্রসূতানাম্—মূলত ব্রহ্মা থেকে জাত; বংশঃ—বংশ; ত্রৈকালিকঃ—ত্রৈকালিক (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত); অন্বয়ঃ—ধারাবাহিক; বংশ-অনুচরিতম্—বংশচরিত; তেষাম্—এই সকল বংশের; বৃত্তম্—কার্যাবলী; বংশধরাঃ—বংশের মুখ্য সদস্যবর্গ; চ—এবং; যে—যা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা থেকে প্রসূত রাজবংশের ধারা অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে অবিরাম প্রসারিত হচ্ছে। এই সকল বংশের বিশেষত মুখ্য সদস্যদের চরিত কথাই বংশ চরিতের আলোচ্য বিষয়।

শ্লোক ১৭

**নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্ধাস্য স্বভাবতঃ ॥ ১৭ ॥**

নৈমিত্তিকঃ—নৈমিত্তিক; প্রাকৃতিকঃ—উপাদানগত; নিত্যঃ—অবিরাম; আত্যন্তিকঃ—চরম; লয়ঃ—প্রলয়; সংস্থা—ধ্বংস; ইতি—এইভাবে; কবিভিঃ—পণ্ডিতদের দ্বারা; প্রোক্তঃ—বর্ণিত; চতুর্ধা—চার ভাগে; অস্য—এই ব্রহ্মাণ্ডের; স্বভাবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের স্বাভাবিক শক্তি।

অনুবাদ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চারপ্রকার প্রলয় সংঘটিত হয়। সেগুলি হচ্ছে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক—যাদের সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই বিষয়কে প্রলয় নামে আখ্যায়িত করেছেন।

শ্লোক ১৮

**হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্মকারকঃ ।
যং চানুশায়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে ॥ ১৮ ॥**

হেতুঃ—কারণ; জীবঃ—জীব; অস্য—এই ব্রহ্মাণ্ডের; সর্গ-আদেঃ—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের; অবিদ্যা—অজ্ঞানতাবশত; কর্ম-কারকঃ—জড়কর্মের অনুষ্ঠাতা; যম্—যাকে; চ—এবং; অনুশায়িনম্—নেপথ্য ব্যক্তিত্ব; প্রাহুঃ—তারা বলেন; অব্যাকৃতম্—অব্যক্ত; উত—বস্তুতপক্ষে; অপরে—অন্যেরা।

অনুবাদ

অজ্ঞতাবশতঃ জীব জড়কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং এইভাবে এক অর্থে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ হয়। কোনও কোনও আপ্তপুরুষ এই জীবকে সৃষ্টির নেপথ্য বক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেন আবার অন্য কেউ মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন অব্যক্ত আত্মা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের বিধান করেন। তবে এই সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয় বদ্ধ জীবাত্মার বাসনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, যাদেরকে এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্যের হেতু রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বদ্ধ জীবদের প্রকৃতিকে শোষণ করার প্রচেষ্টাকে সুযোগ দান করার জন্য এবং পরমে আত্মোপলব্ধির সুযোগ দান করার জন্য ভগবান এই জগতের সৃষ্টি করেন।

বদ্ধজীব যেহেতু তাদের স্বরূপ পরিচয় দর্শন করতে পারে না, তাই তাদেরকে এখানে *অব্যাকৃতম্* বা অব্যক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ণ রূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হলে জীব তার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করতে পারে না।

শ্লোক ১৯

ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ।
মায়াময়েষু তদ্ ব্রহ্ম জীববৃত্তিষ্বপাশ্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যতিরেক—ব্যতিরেক; **অন্বয়ঃ**—এবং অন্বিতরূপে; **যস্য**—যার; **জাগ্রৎ**—জাগ্রত অবস্থায়; **স্বপ্ন**—নিদ্রা; **সুষুপ্তিষু**—এবং গভীর নিদ্রা; **মায়াময়েষু**—মায়াশক্তির উৎপাদনের মধ্যে; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **জীব-বৃত্তিষু**—জীবের কর্মসমূহের মধ্যে; **অপাশ্রয়ঃ**—অনুপম আশ্রয়।

অনুবাদ

পরম সত্য জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরের মধ্যে, মায়াময় এই জগতের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে, এবং সমস্ত জীবের কার্যাবলীর মধ্যে উপস্থিত আছেন। এই সকলের ঊর্ধ্বেও তাঁর পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইরূপে তাঁর দিব্য স্তরে অবস্থিত হয়ে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর পরম এবং অনুপম আশ্রয়।

শ্লোক ২০

পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু ।
বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্ ॥ ২০ ॥

পদ-অর্থেষু—জড় পদার্থের মধ্যে; **যথা**—ঠিক যেন; **দ্রব্যম্**—মূল দ্রব্য; **সৎ-মাত্রম্**—বস্তুর অস্তিত্ব মাত্র; **রূপ-নামষু**—এদের রূপ এবং নামের মধ্যে; **বীজ-আদি**—বীজ আদি (অর্থাৎ বীজের সঞ্চার কাল থেকে); **পঞ্চতা-অন্তাসু**—মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়ে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবস্থাসু**—দৈহিক অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তর জুড়ে; **যুত-অযুতম্**—সংযুক্ত এবং পৃথক উভয়ই।

অনুবাদ

যদিও জড় বস্তু বিভিন্ন নাম এবং রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তবুও তার মূল উপাদান সর্বদাই তার সত্তার ভিত্তিরূপে বর্তমান থাকে। তেমনি বীজ সঞ্চার কাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্ট জড় দেহের বিভিন্ন স্তর জুড়ে, যুক্ত এবং বিযুক্ত—এই উভয়রূপেই পরম সত্য সদা বর্তমান আছেন।

তাৎপর্য

কাদা মাটিকে বিভিন্ন নামে এবং রূপে গঠন করা যেতে পারে; যেমন—জল পাত্র, ফুলের টব, সঞ্চয় পাত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন নাম এবং রূপ সত্ত্বেও, মূল উপাদান মাটি কিন্তু সর্বদাই বর্তমান আছে। অনুরূপভাবে জড়দেহের বিভিন্ন স্তরে পরমেশ্বর ভগবান উপস্থিত আছেন। পরম উৎসরূপে ভগবান জড়া প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন। একই সঙ্গে পরম সত্য ভগবান পৃথকরূপে, নির্লিপ্তরূপে তাঁর স্বীয় ধামেও বিরাজমান।

শ্লোক ২১

বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্ ।
যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ততে ॥ ২১ ॥

বিরমেত—বিরত হয়; **যদা**—যখন; **চিত্তম্**—মন; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বৃত্তি-ত্রয়ম্**—জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির তিনটি স্তরে সংঘটিত জড় জীবনের কার্যসমূহ; **স্বয়ম্**—নিজে নিজেই; **যোগেন**—নিয়ন্ত্রিত পারমার্থিক অভ্যাসের দ্বারা; **বা**—অথবা; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **বেদ**—তিনি জানেন; **ঈহায়াঃ**—জড় প্রচেষ্টা থেকে; **নিবর্ততে**—নিরত হয়।

অনুবাদ

নিজে নিজেই হোক বা নিয়ন্ত্রিত পারমার্থিক অভ্যাসের মাধ্যমেই হোক—মানুষের মন জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির জড় স্তরে কর্ম করা থেকে বিরত হতে পারে। তখন মানুষ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরে নিজেকে জড় প্রচেষ্টা থেকে নিবর্তিত করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে যে কথা বলা হয়েছে (৩/২৫/৩৩), তা হচ্ছে; *জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা*—“পৃথক প্রচেষ্টা ছাড়াই ভক্তিমূলক সেবা জীবের সূক্ষ্ম দেহকে দ্রবীভূত করতে পারে, ঠিক যেমন জঠরাগ্নি আমাদের সমস্ত ভুক্ত খাদ্যকে জীর্ণ করে।” উন্মত্ততা, মিথ্যা অহংকার, লোভ এবং কামের মাধ্যমে সূক্ষ্ম জড় দেহ জড়া প্রকৃতিকে শোষণ করতে আগ্রহী। তবে, ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা সেই একগুঁয়ে মিথ্যা অহংকারকে দ্রবীভূত করতে পারে এবং জীবকে বিশুদ্ধ আনন্দময় কৃষ্ণচেতনা তথা জীবনের পরম পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করতে পারে।

শ্লোক ২২

এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ।
মুনয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ ॥ ২২ ॥

এবম্—এইরূপে; **লক্ষণ-লক্ষ্যাণি**—বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত; **পুরাণানি**—পুরাণসমূহ; **পুরা-বিদঃ**—পৌরাণিক ইতিহাসে পারদর্শী; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **অষ্টাদশ**—আঠারো; **প্রাহুঃ**—বলেন; **ক্ষুল্লকানি**—গৌণ; **মহান্তি**—মহান; **চ**—ও।

অনুবাদ

সুদক্ষ পৌরাণিক ঋষিগণ ঘোষণা করেছেন যে, পুরাণগুলিকে তাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য অনুসারে আঠারোটি মুখ্য পুরাণ এবং আঠারোটি গৌণ পুরাণরূপে ভাগ করা যায়।

শ্লোক ২৩-২৪

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্মং চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মম্—ব্রহ্মা পুরাণ; **পাদ্মম্**—পদ্ম পুরাণ; **বৈষ্ণবম্**—বিষ্ণু পুরাণ; **চ**—এবং; **শৈবম্**—শিব পুরাণ; **লৈঙ্গম্**—লিঙ্গ পুরাণ; **স-গারুড়ম্**—গরুড় পুরাণ সহ; **নারদীয়ম্**—নারদীয় পুরাণ; **ভাগবতম্**—ভাগবত পুরাণ; **আগ্নেয়ম্**—অগ্নি পুরাণ; **স্কান্দ**—স্কন্দ পুরাণ; **সংজ্ঞিতম্**—এই রূপে পরিচিত; **ভবিষ্যম্**—ভবিষ্য পুরাণ; **ব্রহ্ম-বৈবর্তম্**—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ; **মার্কণ্ডেয়ম্**—মার্কণ্ডেয় পুরাণ; **স-বামনম্**—বামন পুরাণ

সহ; **বারাহম্**—বরাহ পুরাণ; **মাৎস্যম্**—মৎস্য পুরাণ; **কৌর্মম্**—কূর্ম পুরাণ; **চ**—এবং; **ব্রহ্মাণ্ড-আখ্যম্**—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ রূপে পরিচিত; **ইতি**—এইরূপে; **ত্রিষট্**—তিন গুণ ছয়।

অনুবাদ

আঠারটি মুখ্য পুরাণ হচ্ছে, ব্রহ্মা, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বরাহ পুরাণ, শিব পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উপরোক্ত দুটি শ্লোককে সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ২৫

ব্রহ্মন্নিদং সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং মুনেঃ ।
শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যাণাং ব্রহ্মতেজোবিবর্ধনম্ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; **ইদম্**—এই; **সমাখ্যাতম্**—সম্যকরূপে বর্ণিত; **শাখা-প্রণয়নম্**—শাখা বিস্তার; **মুনেঃ**—মুনির (শ্রীল ব্যাসদেবের); **শিষ্য**—শিষ্যদের; **শিষ্য-প্রশিষ্যানাম্**—শিষ্য প্রশিষ্যদের; **ব্রহ্ম-তেজঃ**—ব্রহ্মতেজ; **বিবর্ধনম্**—বৃদ্ধি করে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, মহামুনি ব্যাসদেবের এই বেদ-পুরাণ শাখাবিস্তার আপনার নিকট বর্ণনা করলাম। যাঁরা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে এই বর্ণনা শ্রবণ করেন তাঁদের পারমার্থিক-শক্তি বিবর্ধিত হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'পৌরাণিক গ্রন্থাবলী' নামক সপ্তম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

নরনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষি তপস্যা করেছিলেন, সপার্ষদ কামদেবকে পরাভূত করেছিলেন এবং নর-নারায়ণরূপ ভগবান শ্রীহরিকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

মার্কণ্ডেয় ঋষির অসাধারণ দীর্ঘ আয়ুর কথা শুনে শ্রীশৌনক মুনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। শৌনকের স্বীয় বংশে জাত এই মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্বে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রলয় পয়োধিজলে একাকী বিচরণ করেছিলেন এবং বট পত্রের উপর শায়িত এক চমৎকার শিশুর দর্শন লাভ করেছিলেন। শৌনক মুনির মনে হয়েছিল যে মার্কণ্ডেয় ঋষি ব্রহ্মার দুই দিবস কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং শ্রীসূত গোস্বামীকে তিনি একথা ব্যাখ্যা করে শুনাতে বললেন।

শ্রীল সূত গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন যে পিতার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ দীক্ষার সংস্কার গ্রহণ করার পর মার্কণ্ডেয় ঋষি আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রতে নিজেকে স্থিত করেছিলেন। তারপর ছয়টি মন্বন্তর ধরে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পূজা করেছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্রদেব এই ঋষির তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে সপার্ষদ কামদেবকে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তপস্যা জাত শক্তির দ্বারা মার্কণ্ডেয় ঋষি তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন।

তারপর মার্কণ্ডেয় ঋষিকে কৃপা প্রদর্শন করবার জন্য ভগবান শ্রীহরি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় তাঁদেরকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন এবং আরামদায়ক আসন, পাদ্য অর্ঘ্যাদি শ্রদ্ধা ব্যঞ্জক উপহার নিবেদনের মাধ্যমে তাঁদের আরাধনা করলেন। তারপর তিনি প্রার্থনা নিবেদন করলেন; "হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনিই সমস্ত জীবের প্রাণবায়ুকে সঞ্জীবিত করেন এবং ত্রিলোকের পালনও করেন, দুঃখ নিরাকরণ করেন এবং মুক্তি দান করেন। যাঁরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আপনি তাদেরকে কখনই কোনও প্রকার দুঃখ দ্বারা পরাভূত হতে দেন না। আপনার শ্রীচরণকমল লাভ করাই হচ্ছে বদ্ধ জীবের একমাত্র শুভ লক্ষ্য এবং আপনার সেবা তাঁদের সমস্ত বাসনাকে পূর্ণ করে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে সম্পাদিত আপনার লীলাসমূহ প্রত্যেককেই জড় জীবন থেকে মুক্তি দান করতে পারে। তাই মেধাবী ব্যক্তিগণ আপনার শুদ্ধ ভক্তের প্রতিভূস্বরূপ

নর ঋষির সঙ্গে শ্রীনারায়ণ নামে শুদ্ধ সত্ত্বরূপী আপনার ব্যক্তিস্বরূপের আরাধনা করেন।

মায়ামুগ্ধ জীব যদি বেদে উপস্থাপিত এবং জগদ্‌গুরু আপনার দ্বারা প্রচারিত জ্ঞান গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে উপলব্ধি করতে পারেন। এমন কি ব্রহ্মার মতো মহান চিন্তাবিদও যখন সাংখ্য যোগের পন্থায় সংগ্রাম করে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি কেবল বিভ্রান্তই হয়ে পড়েন। আপনি স্বয়ং সাংখ্য এবং অন্যান্য দর্শনের প্রবক্তা, এবং এইরূপে জীবাত্মার উপাধিমূলক আবরণের অন্তরালে আপনার প্রকৃত স্বরূপ পরিচয় লুক্কায়িত রয়েছে।"

শ্লোক ১

শ্রীশৌনক উবাচ

সূত জীব চিরং সাধো বদ নো বদতাং বর ।
তমস্যপারে ভ্রমতাং নৃণাং ত্বং পারদর্শনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক বললেন; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **জীব**—বেঁচে থাকুন; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **সাধো**—হে সাধু; **বদ**—অনুগ্রহপূর্বক বলুন; **নঃ**—আমাদেরকে; **বদতাম্**—বক্তাদের মধ্যে; **বর**—হে শ্রেষ্ঠতম; **তমসি**—অন্ধকারে; **অপারে**—অপার; **ভ্রমতাম্**—ভ্রমণশীল; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **ত্বম্**—তুমি; **পার-দর্শনঃ**—পরপারের দ্রষ্টা।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক বললেন—হে সূত গোস্বামী, আপনি চিরঞ্জীবী হোন! হে সাধু, হে শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী, অনুগ্রহ পূর্বক কথা বলে চলুন। বস্তুতপক্ষে আপনিই কেবল অজ্ঞতার অন্ধকারে ভ্রমণশীল মানুষদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর বক্তব্য অনুসারে, ঋষিরা যখন দেখলেন যে শ্রীল সূত গোস্বামী ভাগবত কথার বর্ণনা সমাপ্ত করতে চলেছেন, তখন তাঁরা প্রথমে মার্কণ্ডেয় ঋষির কাহিনী বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ২-৫

আহুশ্চিরায়ুষমৃষিং মৃকণ্ডুতনয়ং জনাঃ ।
যঃ কল্পান্তে হ্যুর্বরিতো যেন গ্রস্তমিদং জগৎ ॥ ২ ॥
স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবর্ষভঃ ।
নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোঽপি জায়তে ॥ ৩ ॥

এক এবার্ণবে ভ্রাম্যন্ দদর্শ পুরুষং কিল ।
বটপত্রপুটে তোকং শয়ানং ত্বেকমদ্ভুতম্ ॥ ৪ ॥
এষ নঃ সংশয়ো ভূয়ান্ সূত কৌতূহলং যতঃ ।
তং নশ্ছিন্ধি মহাযোগিন্ পুরাণেষ্বপি সম্মতঃ ॥ ৫ ॥

আহুঃ—তাঁরা বলেন; **চির-আয়ুষম্**—অসাধারণ দীর্ঘ আয়ু লাভ করার পর; **ঋষিম্**—ঋষি; **মৃকণ্ডু তনয়ম্**—মৃকণ্ডুর-পুত্র; **জনাঃ**—জনগণ; **যঃ**—যিনি; **কল্প-অন্তে**—ব্রহ্মার দিবসকালের অবসানে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উর্বরিতঃ**—একাকী থেকে; **যেন**—যার দ্বারা (প্রলয়); **গ্রস্তম্**—আক্রান্ত; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **সঃ**—তিনি, মার্কণ্ডেয়; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **অস্মৎ-কুল**—আমার স্বীয় কুলে; **উৎপন্নঃ**—জাত; **কল্পে**—ব্রহ্মার দিবসকালে; **অস্মিন্**—এই; **ভার্গব-ঋষভঃ**—ভৃগুমুনির শ্রেষ্ঠতম বংশধর; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **অধুনা**—অধুনা; **অপি**—এমন কি; **ভূতানাম্**—সমস্ত সৃষ্টির; **সংপ্লবঃ**—প্রলয় প্লাবন; **কঃ**—যে কোনও; **অপি**—আদৌ; **জায়তে**—জাত হয়েছে; **একঃ**—একাকী; **এব**—বস্তুত; **অর্ণবে**—মহা সমুদ্রে; **ভ্রাম্যন্**—ভ্রমণ করে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **পুরুষম্**—একজন পুরুষ; **কিল**—বলা হয়; **বট-পত্র**—একটি বট পাতার; **পুটে**—ভাজের মধ্যে; **তোকম্**—একজন নবীন শিশু; **শয়ানম্**—শায়িত আছেন; **তু**—কিন্তু; **একম্**—একজন; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **এষঃ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **ভূয়ান্**—মহান; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **যতঃ**—যার দরুন; **তম্**—তা; **নঃ**—আমাদের জন্য; **ছিন্ধি**—ছিন্ন করুন; **মহাযোগিন্**—হে মহাযোগী; **পুরাণেষু**—পুরাণের মধ্যে; **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **সম্মতঃ**—সর্বজন সম্মত (তত্ত্বদর্শী হিসাবে)।

অনুবাদ

প্রামাণিক ব্যক্তিগণ বলেন যে মৃকণ্ডু পুত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি ছিলেন এক অসাধারণ দীর্ঘজীবী ঋষি। ব্রহ্মার দিবসান্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রলয়বারিতে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভার্গব সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি বর্তমান ব্রহ্মার জীবদ্দশায় আমার স্বীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ব্রহ্মার এই দিবসে আমরা কোনও পূর্ণ প্রলয় দর্শন করিনি। একথাও সর্বজন বিদিত যে মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন অসহায়ভাবে সেই মহা প্রলয় সমুদ্রে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি সেই ভয়ঙ্কর জলে বটপত্র সম্পুটে একাকী শায়িত চমৎকার এক নবীন শিশুকে দর্শন করেছিলেন। হে সূত গোস্বামী, এই মহা ঋষি মার্কণ্ডেয় সম্পর্কে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্তি এবং কৌতূহল বোধ করছি। হে মহাযোগী, সমস্ত পুরাণের একজন প্রামাণিক পৌরাণিকরূপে আপনি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমার বিভ্রম দূর করুন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার বার ঘণ্টায় অর্থাৎ তাঁর একটি দিবসে চারশ কোটি তিন হাজার দুই শ লক্ষ বছর অতিবাহিত হয় এবং তাঁর রাত্রিরও মেয়াদ এই রকম। আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মার এই রকম একটি দিবস এবং রাত্রিকাল জুড়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি জীবিত ছিলেন, ব্রহ্মার পরবর্তী দিনটিতেও একই মার্কণ্ডেয়রূপে জীবন যাপন করছিলেন। মনে হয় যে ব্রহ্মার রাত্রিকালে যখন প্রলয় হচ্ছিল, সেই ঋষি তখন ভয়ঙ্কর প্রলয় বারির সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং সেই জলে বটপত্রে শায়িত এক অদ্ভুত ব্যক্তিকে দর্শন করেছিলেন। মহান ঋষিদের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় ঋষি সংক্রান্ত এই সকল রহস্য সূত গোস্বামী পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করবেন।

শ্লোক ৬

সূত উবাচ

প্রশ্নস্ত্বয়া মহর্ষেঽয়ং কৃতো লোকভ্রমাপহঃ ।
নারায়ণকথা যত্র গীতা কলিমলাপহা ॥ ৬ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **ত্বয়া**—আপনাদের দ্বারা; **মহা-ঋষে**—হে মহাঋষি শৌনক; **অয়ম্**—এই; **কৃতঃ**—কৃত; **লোক**—সমগ্র জগতের; **ভ্রম**—ভ্রম; **অপহঃ**—যা অপহরণ করে; **নারায়ণ-কথা**—পরমেশ্বর নারায়ণের কথা; **যত্র**—যাতে; **গীতা**—গীত হয়েছে; **কলি-মল**—বর্তমান কলিযুগের মলিনতা; **অপহা**—বিদূরিত করে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে মহা ঋষি শৌনক, আপনার এই প্রশ্নই প্রত্যেকের মোহ বিদূরিত করতে সহায়ক হবে, কেননা তা এই কলিযুগের মলিনতা শোধনকারী ভগবান শ্রীনারায়ণের কথাতেই পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ৭-১১

প্রাপ্তদ্বিজাতিসংস্কারো মার্কণ্ডেয়ঃ পিতুঃ ক্রমাৎ ।
ছন্দাংস্যধীত্য ধর্মেণ তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ ॥ ৭ ॥
বৃহদ্‌ব্রতধরঃ শান্তো জটিলো বল্কলাম্বরঃ ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং দণ্ডমুপবীতং সমেখলম্ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণাজিনং সাক্ষসূত্রং কুশাংশ্চ নিয়মর্ধয়ে ।
অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মস্বর্চয়ন্ সন্ধ্যয়োর্হরিম্ ॥ ৯ ॥

সায়ং প্রাতঃ স গুরবে ভৈক্ষ্যমাহৃত্য বাগ্ যতঃ ।
বুভুজে গুর্বনুজ্ঞাতঃ সকৃন্নো চেদুপোষিতঃ ॥ ১০ ॥
এবং তপঃস্বাধ্যায়পরো বর্ষাণামযুতাযুতম্ ।
আরাধয়ন্ হৃষীকেশং জিগ্যে মৃত্যুং সুদুর্জয়ম্ ॥ ১১ ॥

প্রাপ্ত—প্রাপ্ত হয়ে; **দ্বি-জাতি**—দ্বিতীয় জন্মের; **সংস্কারঃ**—সংস্কার; **মার্কণ্ডেয়ঃ**—মার্কণ্ডেয়; **পিতুঃ**—তার পিতার কাছ থেকে; **ক্রমাৎ**—যথাক্রমে; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্রসমূহ; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করে; **ধর্মেন**—বিধি-নিষেধ সহ; **তপঃ**—তপস্যায়; **স্বাধ্যায়**—অধ্যয়ন; **সংযুতঃ**—পূর্ণ; **বৃহৎ-ব্রত**—আজীবন ব্রহ্মচর্যের মহান ব্রত; **ধরঃ**—ধারণ করে; **শান্তঃ**—শান্ত; **জটিলঃ**—জটা যুক্ত; **বল্কল-অম্বরঃ**—বল্কল পরিধান করে; **বিভ্রৎ**—বহন করে; **কমণ্ডলুম্**—কমণ্ডলু; **দণ্ডম্**—সন্ন্যাস দণ্ড; **উপবীতম্**—উপবীত; **সমেখলম্**—ব্রহ্মচারীর আনুষ্ঠানিক মেখলা সংযুক্ত; **কৃষ্ণ-অজিনম্**—কালো হরিণের চামড়া; **স-অক্ষ-সূত্রম্**—পদ্মবীজে নির্মিত জপমালা; **কুশান্**—কুশ ঘাস; **চ**—ও; **নিয়ম-ঋদ্ধয়ে**—পারমার্থিক প্রগতির সুযোগ দান করতে; **অগ্নি**—অগ্নিরূপে; **অর্ক**—সূর্য; **গুরু**—গুরু; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **আত্মসু**—এবং পরমাত্মা; **অর্চয়ন্**—অর্চনা করে; **সন্ধ্যয়োঃ**—সকালে এবং সন্ধ্যায়; **হরিম্**—শ্রীহরিকে; **সায়ম্**—সন্ধ্যায়; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **সঃ**—তিনি; **গুরবে**—তাঁর গুরুদেবকে; **ভৈক্ষ্যম্**—ভিক্ষালব্ধ বস্তু; **আহৃত্য**—এনে; **বাক্-যতঃ**—সংযতবাক হয়ে; **বুভুজে**—ভোজন করতেন; **গুরু-অনুজ্ঞাতঃ**—গুরুর দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে; **সকৃৎ**—একবার; **ন**—(আমন্ত্রিত) না হলে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **চেৎ**—যদি; **উপোষিতঃ**—উপবাস করে; **এবম্**—এইভাবে; **তপঃ-স্বাধ্যায়-পরঃ**—তপস্যা এবং বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসর্গীকৃত প্রাণ; **বর্ষাণাম্**—বৎসর সমূহ; **অযুত-অযুতম্**—দশ হাজার গুণ দশ হাজার বার; **আরাধয়ন্**—আরাধনা করে; **হৃষীক-ঈশম্**—ইন্দ্রিয় সমূহের পরম অধিপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **জিগ্যে**—তিনি জয় করেছিলেন; **মৃত্যুম্**—মৃত্যুকে; **সু-দুর্জয়ম্**—সুদুর্জয়।

অনুবাদ

মার্কণ্ডেয় ঋষির ব্রাহ্মণ দীক্ষার অনুকূলে, তাঁর পিতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত বিধিবদ্ধ আচার দ্বারা পবিত্র হওয়ার পর, তিনি বৈদিক মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং কঠোরভাবে বিধি নিষেধ পালন করেছিলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং তপস্যায় প্রগতি সাধন করেছিলেন এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। জটা বল্কল ধারণ করে, অতি প্রশান্তরূপে প্রতিভাত হয়ে, ভিক্ষুর কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত, ব্রহ্মচারী মেখলা, কৃষ্ণাজিন, পদ্মবীজের জপমালা এবং কুশগুচ্ছ সংযুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর পারমার্থিক প্রগতি সাধন করেছিলেন। দিনের পবিত্র

সন্ধিক্ষণগুলিতে তিনি পাঁচটিরূপে নিয়মিত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে—যজ্ঞাগ্নি, সূর্যদেব, স্বীয় গুরু, ব্রাহ্মণ এবং হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। সকাল সন্ধ্যায় তিনি ভিক্ষার জন্য নির্গত হতেন, এবং ভিক্ষা থেকে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর সংগৃহীত সমস্ত খাদ্য তাঁর গুরুদেবকে উৎসর্গ করতেন। যদি তার গুরুদেব তাঁকে আমন্ত্রণ করতেন, কেবল তখনই তিনি দিবসে একবার মাত্র ভোজন গ্রহণ করতেন। অন্যথায় উপবাস করতেন। এইভাবে স্বাধ্যায় ও তপস্যায় নিরত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি অগণিত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হৃষীকেশ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি অজেয় মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন।

শ্লোক ১২

ব্রহ্মা ভৃগুর্ভবো দক্ষো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যেঽপরে ।
নৃদেবপিতৃভূতানি তেনাসন্নতিবিস্মিতাঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **ভৃগুঃ**—ভৃগুমুনি; **ভবঃ**—ভগবান শিব; **দক্ষঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **ব্রহ্ম-পুত্রাঃ**—ব্রহ্মার মহান পুত্রগণ; **চ**—এবং; **যে**—যাঁরা; **অপরে**—অন্য সকলে; **নৃ**—মানুষ; **দেব**—দেবতাগণ; **পিতৃ**—পূর্ব পুরুষগণ; **ভূতানি**—এবং ভূত সকল; **তেন**—তার দ্বারা (মৃত্যুঞ্জয়); **আসন্**—তাঁরা সকলেই হয়েছিলেন; **অতিবিস্মিতাঃ**—অতি বিস্মিত।

অনুবাদ

ভগবান ব্রহ্মা, ভৃগুমুনি, শিব, প্রজাপতি দক্ষ, ব্রহ্মার মহান পুত্রগণ, দেবতা, পিতৃপুরুষ, প্রেতাত্মা, এবং মানুষদের মধ্যে অনেকেই মার্কণ্ডেয় ঋষির এই প্রাপ্তিতে অতি বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

ইত্থং বৃহদ্‌ব্রতধরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
দধ্যাবধোক্ষজং যোগী ধ্বস্তক্লেশান্তরাত্মনা ॥ ১৩ ॥

ইত্থম্—এই রূপে; **বৃহৎ-ব্রত-ধরঃ**—ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে; **তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ**—তাঁর তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং সংযমের দ্বারা; **দধ্যৌ**—তিনি ধ্যান করেছিলেন; **অধোক্ষজম্**—অধোক্ষজ ভগবানকে; **যোগী**—যোগী; **ধ্বস্ত**—ধ্বংস করেছিলেন; **ক্লেশ**—সমস্ত ক্লেশ; **অন্তঃ-আত্মনা**—তাঁর অন্তর্মুখী মনের দ্বারা।

অনুবাদ

এইরূপে ভক্তিযোগী মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং আত্ম সংযমের মাধ্যমে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এইভাবে সমস্ত ক্লেশ থেকে মনকে মুক্ত করে, অন্তর্মুখী হয়ে তিনি অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং মহাযোগেন যোগিনঃ ।
ব্যতীয়ায় মহান্ কালো মন্বন্তরষড়াত্মকঃ ॥ ১৪ ॥

তস্য—তিনি; **এবম্**—এইরূপে; **যুঞ্জতঃ**—স্থির করার সময়; **চিত্তম্**—তাঁর মন; **মহা-যোগেন**—মহাযোগ অভ্যাসের দ্বারা; **যোগিনঃ**—যোগী; **ব্যতীয়ায়**—অতিক্রান্ত হয়েছিল; **মহান্**—মহান; **কালঃ**—কাল; **মনু-অন্তর**—মন্বন্তর; **ষট্**—ছয়; **আত্মকঃ**—আত্মক।

অনুবাদ

এই যোগিপুরুষ যখন তাঁর প্রবল যোগাভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে স্থির করেছিলেন, সেই সময় ছয়টি মন্বন্তরের সুদীর্ঘ মহাকাল অতিক্রান্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

এতৎ পুরন্দরো জ্ঞাত্বা সপ্তমেঽস্মিন্ কিলান্তরে ।
তপোবিশঙ্কিতো ব্রহ্মন্নারেভে তদ্বিঘাতনম্ ॥ ১৫ ॥

এতৎ—এই; **পুরন্দরঃ**—ভগবান ইন্দ্র; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **সপ্তমে**—সপ্তমে; **অস্মিন্**—এই; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তরে**—মনুর শাসনকালে; **তপঃ**—তপস্যার; **বিশঙ্কিতঃ**—শঙ্কিত হয়ে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ শৌনক; **আরেভে**—গতিশীল করেছিলেন; **তৎ**—সেই; **বিঘাতনম্**—ব্যাঘাত।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান সময় তথা সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্রদেব মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান যোগ শক্তিতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

গন্ধর্বাপ্সরসঃ কামং বসন্তমলয়ানিলৌ ।
মুনয়ে প্রেষয়ামাস রজস্তোকমদৌ তথা ॥ ১৬ ॥

গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ—গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের; **কামম্**—কামদেবকে; **বসন্ত**—বসন্ত ঋতুকে; **মলয়-অনিলৌ**—মলয় পর্বতের নির্মল বাতাস; **মুনয়ে**—ঋষির নিকট; **প্রেষয়াম্ আস**—তিনি পাঠিয়েছিলেন; **রজঃ-তোক**—রজগুণের সন্তান লোভকে; **মদৌ**—এবং নেশা; **তথা**—ও।

অনুবাদ

মার্কণ্ডেয় ঋষির পারমার্থিক অনুশীলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র লোভ এবং মদের মূর্ত বিগ্রহ সমভিব্যাহারে কামদেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, বসন্ত ঋতু এবং মলয় পর্বতের চন্দনের সুগন্ধ সংযুক্ত বায়ুকে প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তে বৈ তদাশ্রমং জগ্মুর্হিমাদ্রেঃ পার্শ্ব উত্তরে ।
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা বিভো ॥ ১৭ ॥

তে—তারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—মার্কণ্ডেয় ঋষির; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **হিম-অদ্রেঃ**—হিমালয় পর্বতের; **পার্শ্বে**—পাশে; **উত্তরে**—উত্তরে; **পুষ্পভদ্রা নদী**—পুষ্পভদ্রা নদী; **যত্র**—যেখানে; **চিত্রা-আখ্যা**—চিত্রা নামে; **চ**—এবং; **শিলা**—শিখর; **বিভো**—হে শক্তিশালী শৌনক।

অনুবাদ

হে মহাশক্তিশালী শৌনক, তারা হিমালয় পর্বতের উত্তর পার্শ্বে, যেখানে বিখ্যাত চিত্রা নামক পর্বতশৃঙ্গের পাশ দিয়ে পুষ্পভদ্রা নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮-২০

তদাশ্রমপদং পুণ্যং পুণ্যদ্রুমলতাঞ্চিতম্ ।
পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং পুণ্যামলজলাশয়ম্ ॥ ১৮ ॥
মত্তভ্রমরসঙ্গীতং মত্তকোকিলকূজিতম্ ।
মত্তবর্হিনটাটোপং মত্তদ্বিজকুলাকুলম্ ॥ ১৯ ॥
বায়ুঃ প্রবিষ্ট আদায় হিমনির্ঝরশীকরান্ ।
সুমনোভিঃ পরিষ্বক্তো ববাবুত্তম্ভয়ন্ স্মরম্ ॥ ২০ ॥

তৎ—তার; **আশ্রম-পদম্**—আশ্রমস্থলী; **পুণ্যম্**—পুণ্যময়; **পুণ্য**—পুণ্যময়; **দ্রুম**—বৃক্ষ সংযুক্ত; **লতা**—এবং লতা; **অঞ্চিতম্**—বিশেষরূপে চিহ্নিত; **পুণ্য**—পুণ্যময়;

দ্বিজ—দ্বিজের; **কুল**—সদলে; **আকীর্ণম্**—আকীর্ণ; **পুণ্য**—পুণ্যময়; **অমল**—নির্মল; **জল-আশয়ম্**—জলাশয় সংযুক্ত; **মত্ত**—উন্মত্ত; **ভ্রমর**—ভ্রমরদের; **সঙ্গীতম্**—সঙ্গীত সহযোগে; **মত্ত**—মত্ত; **কোকিল**—কোকিলদের; **কূজিতম্**—কূজনে; **মত্ত**—মত্ত; **বর্হি**—ময়ূরদের; **নট-আটোপম্**—নৃত্যের উন্মাদনায়; **মত্ত**—মত্ত; **দ্বিজ**—পাখীদের; **কুল**—সপরিবারে; **আকুলম্**—পরিপূর্ণ; **বায়ুঃ**—মলয় পর্বতের বায়ু; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **হিম**—অতি শীতল; **নির্ঝর**—ঝর্ণার; **শীকরান্**—শিশিরবিন্দু; **সুমনোভিঃ**—ফুলের দ্বারা; **পরিষ্বক্তঃ**—আলিঙ্গিত হয়ে; **ববৌ**—প্রবাহিত হয়েছিল; **উত্তম্ভয়ন্**—জাগ্রত করে; **স্মরম্**—কামদেব।

অনুবাদ

পুণ্যবৃক্ষের কুঞ্জসমূহ মার্কণ্ডেয় ঋষির পবিত্র আশ্রমকে সজ্জিত করেছিল এবং বহু সংখ্যক পবিত্র জলাশয় উপভোগ করে বহু ব্রাহ্মণ সন্তগণ সেখানে বাস করতেন। উৎফুল্ল ময়ূরদের নৃত্যের সময়, উন্মত্ত অলিকুলের গুঞ্জনে এবং উত্তেজিত কোকিলদের কুহু কুহু রবে আশ্রমস্থলী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বহু উন্মত্ত পক্ষিকুল সেই আশ্রমে সমবেত হয়েছিল। ইন্দ্র প্রেরিত বসন্ত বায়ু নিকটবর্তী নির্ঝরের শীতল জলকণা বহন করে সেখানে প্রবেশ করেছিল। বনপুষ্পের আলিঙ্গন সঞ্জাত সুগন্ধবায়ু সেই আশ্রমে প্রবেশ করে কামদেবের রতিবাসনা জাগ্রত করতে আরম্ভ করেছিল।

শ্লোক ২১

উদ্যচ্চন্দ্রনিশাবক্ত্রঃ প্রবালস্তবকালিভিঃ ।
গোপদ্রুমলতাজালৈস্তত্রাসীৎ কুসুমাকরঃ ॥ ২১ ॥

উদ্যৎ—উদীয়মান; **চন্দ্র**—চন্দ্রের সঙ্গে; **নিশা**—রাত্রিকাল; **বক্ত্রঃ**—যার মুখ; **প্রবাল**—নতুন অঙ্কুরের; **স্তবক**—স্তবক; **আলিভিঃ**—শ্রেণীর দ্বারা; **গোপ**—গুপ্ত হয়ে; **দ্রুম**—বৃক্ষের; **লতা**—লতাপুঞ্জ; **জালৈঃ**—জালে; **তত্র**—সেখানে; **আসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **কুসুম-আকরঃ**—বসন্ত ঋতু।

অনুবাদ

অতঃপর, মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে বসন্ত ঋতুর সমাগম হল। বস্তুতপক্ষে উদীয়মান চন্দ্রের আলোকে উদ্ভাসিত সান্ধ্য আকাশ বসন্ত ঋতুর মুখমণ্ডলরূপেই পরিণত হয়েছিল। নবাঙ্কুর এবং পুষ্পমুকুল সমূহ বস্তুতপক্ষেই বৃক্ষলতার জালকে আচ্ছাদিত করেছিল।

শ্লোক ২২

অন্বীয়মানো গন্ধর্বৈর্গীতবাদিত্রযূথকৈঃ ।
অদৃশ্যতাত্তচাপেষুঃ স্বঃস্ত্রীযূথপতিঃ স্মরঃ ॥ ২২ ॥

অন্বীয়মানঃ—অনুসৃত হয়ে; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বগণের দ্বারা; **গীত**—গায়কদের; **বাদিত্র**—বাদ্যযন্ত্রের বাদকগণ; **যূথকৈঃ**—দলবদ্ধ হয়ে; **অদৃশ্যত**—দৃষ্ট হয়েছিল; **আত্ত**—উত্তোলিত করে; **চাপ-ইষুঃ**—তাঁর তীর ধনুক; **স্বঃ-স্ত্রী-যূথ**—স্বর্গীয় রমণীদলের; **পতিঃ**—পতি; **স্মরঃ**—কামদেব।

অনুবাদ

বহু সংখ্যক স্বর্গীয় রমণীদের পতি কামদেব তখন তাঁর তীরধনুক ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গীত এবং বাদ্যবাদনে রত গন্ধর্বের দল তাঁকে অনুসরণ করেছিল।

শ্লোক ২৩

হুত্বাগ্নিং সমুপাসীনং দদৃশুঃ শক্রকিঙ্করাঃ ।
মীলিতাক্ষং দুরাধর্ষং মূর্তিমন্তমিবানলম্ ॥ ২৩ ॥

হুত্বা—আহুতি প্রদান করে; **অগ্নিম্**—যজ্ঞাগ্নিতে; **সম্-উপাসীনম্**—যৌগিক ধ্যানে আসীন; **দদৃশুঃ**—তারা দেখেছিল; **শক্র**—ইন্দ্রের; **কিঙ্করাঃ**—সেবকদের; **মীলিত**—নিমীলিত; **অক্ষম্**—তাঁর চক্ষুদ্বয়; **দুরা-ধর্ষম্**—অজেয়; **মূর্তি-মন্তম্**—মূর্তিমান; **ইব**—যেন; **অনলম্**—অগ্নি।

অনুবাদ

ইন্দ্রদেবের ভৃত্যগণ মার্কণ্ডেয় ঋষিকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করার পর ধ্যানে সমাসীন অবস্থায় দর্শন করল। তাঁর চক্ষুদ্বয় সমাধিতে নিমীলিত হয়েছিল এবং তাঁকে দেখতে মূর্তিমান অগ্নিদেবের মতোই অজেয় বলে মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ২৪

ননৃতুস্তস্য পুরতঃ স্ত্রিয়োঽথো গায়কা জগুঃ ।
মৃদঙ্গবীণাপণবৈর্বাদ্যং চক্রুর্মনোরমম্ ॥ ২৪ ॥

ননৃতুঃ—নৃত্য করেছিলেন; **তস্য**—তার; **পুরতঃ**—সম্মুখে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **অথ-উ**—অধিকন্তু; **গায়কাঃ**—গায়কগণ; **জগুঃ**—গান গেয়েছিল; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ সহযোগে; **বীণা**—বীণা; **পণবৈঃ**—এবং করতাল; **বাদ্যম্**—বাদ্য বাজনা; **চক্রুঃ**—করেছিল; **মনঃ-রমম্**—মনোরম।

অনুবাদ

সেই ঋষির সম্মুখে রমণীগণ নৃত্য করেছিল, গন্ধর্বগণ মৃদঙ্গ, করতাল এবং বীণার মনোরম ঝঙ্কার সংযোগে গান গেয়েছিল।

শ্লোক ২৫

সন্দধেঽস্ত্রং স্বধনুষি কামঃ পঞ্চমুখং তদা ।
মধুর্মনো রজস্তোক ইন্দ্রভৃত্যা ব্যকম্পয়ন্ ॥ ২৫ ॥

সন্দধে—স্থির করেছিলেন; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **স্ব-ধনুষি**—তার স্বীয় ধনুতে; **কামঃ**—কামদেব; **পঞ্চমুখম্**—পঞ্চমুখ সংযুক্ত (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ); **তদা**—তখন; **মধুঃ**—বসন্তঋতু; **মনঃ**—ঋষির মন; **রজঃ-তোকঃ**—রজগুণের সন্তান লোভ; **ইন্দ্র-ভৃত্যাঃ**—ইন্দ্রদেবের ভৃত্য; **ব্যকম্পয়ন্**—উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

অনুবাদ

যখন রজগুণের পুত্র লোভ (লোভের মূর্ত বিগ্রহ); বসন্ত ঋতু, এবং ইন্দ্রের অন্যান্য ভৃত্যগণ সকলেই মার্কণ্ডেয় ঋষির মনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। কামদেব তখন তাঁর পঞ্চমুখী শর তাঁর ধনুকে সংযুক্ত করে গুণ আকর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

ক্রীড়ন্ত্যাঃ পুঞ্জিকস্থল্যাঃ কন্দুকৈঃ স্তনগৌরবাৎ ।
ভৃশমুদ্বিগ্নমধ্যায়াঃ কেশবিস্রংসিতস্রজঃ ॥ ২৬ ॥
ইতস্ততো ভ্রমদ্দৃষ্টেশ্চলন্ত্যা অনু কন্দুকম্ ।
বায়ুর্জহার তদ্বাসঃ সূক্ষ্মং ত্রুটিতমেখলম্ ॥ ২৭ ॥

ক্রীড়ন্ত্যাঃ—যারা ক্রীড়া করছিল; **পুঞ্জিকস্থল্যাঃ**—পুঞ্জিকস্থলী নাম্নী অপ্সরা; **কন্দুকৈঃ**—একাধিক বল দিয়ে; **স্তন**—তার স্তনের; **গৌরবাৎ**—গুরুভারের জন্য; **ভৃশম্**—ভীষণ; **উদ্বিগ্ন**—অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত; **মধ্যায়াঃ**—যার কোমর; **কেশ**—তার চুল থেকে; **বিস্রংসিত**—স্খলিত; **স্রজঃ**—ফুলের মালা; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **ভ্রমৎ**—ভ্রমণ করে; **দৃষ্টেঃ**—যার চক্ষু; **চলন্ত্যাঃ**—চলনশীল; **অনু কন্দুকম্**—বল অনুসরণ করে; **বায়ুঃ**—বায়ু; **জহার**—হরণ করেছিল; **তৎ-বাসঃ**—তার বসন; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম; **ত্রুটিত**—স্খলিত; **মেখলম্**—মেখলা।

অনুবাদ

পুঞ্জিকস্থলী নামে অপ্সরা কতগুলি খেলার বল নিয়ে ক্রীড়া করার অভিনয় করতে লাগল। তার গুরু স্তনভারে কটিদেশকে ভারাক্রান্ত ও আনত বলে মনে হয়েছিল। তার কেশে বিন্যস্ত পুষ্পমালা অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে যখন বলের পেছনে ধাবিত হয়েছিল, তখন তার সূক্ষ্ম বসনের কটি বন্ধন স্খলিত হয়েছিল এবং অকস্মাৎ বায়ু তার বসনকে হরণ করেছিল।

শ্লোক ২৮

বিসসর্জ তদা বাণং মত্বা তং স্বজিতং স্মরঃ ।
সর্বং তত্রাভবন্মোঘমনীশস্য যথোদ্যমঃ ॥ ২৮ ॥

বিসসর্জ—নিক্ষেপ করেছিলেন; **তদা**—তখন; **বাণম্**—বাণ; **মত্বা**—মনে করে; **তম্**—তাকে; **স্ব**—নিজেই; **জিতম্**—জিত; **স্মরঃ**—কামদেব; **সর্বম্**—সব কিছু; **তত্র**—ঋষির প্রতি নির্দেশিত; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **মোঘম্**—ব্যর্থ; **অনীশস্য**—নিরীশ্বরবাদীর; **যথা**—ঠিক যেন; **উদ্যমঃ**—প্রচেষ্টা।

অনুবাদ

কামদেব সেই ঋষিকে জয় করেছেন বলে মনে করে তখন তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ঠিক যেমন একজন নাস্তিকের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তেমনি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে ভ্রষ্ট করার এই সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৯

ত ইত্থমপকুর্বন্তো মুনেস্তত্তেজসা মুনে ।
দহ্যমানা নিববৃতুঃ প্রবোধ্যাহিমিবার্ভকাঃ ॥ ২৯ ॥

তে—তারা; **ইত্থম্**—এইরূপে; **অপকুর্বন্তঃ**—ক্ষতি করার চেষ্টা করে; **মুনেঃ**—মুনির; **তৎ**—তাঁর; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **মুনে**—হে মুনিবর (শৌনক); **দহ্যমানাঃ**—দহ্যমান অনুভব করে; **নিববৃতুঃ**—তারা নিবৃত্ত হয়েছিল; **প্রবোধ্য**—জাগ্রত হয়ে; **অহিম্**—সাপ; **ইব**—যেন; **অর্ভকাঃ**—শিশুগণ।

অনুবাদ

হে মুনিবর শৌনক, কামদেব এবং তাঁর অনুগামীগণ যখন ঋষির ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেরাই ঋষির তেজে জীবন্ত দাহ্যমান হওয়ার অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ঠিক যেমন শিশুরা একটি ঘুমন্ত সাপকে জাগিয়ে তোলে পরে নিরত হয়, তেমনি তারাও তাদের অপকর্ম বন্ধ করেছিল।

শ্লোক ৩০

ইতীন্দ্রানুচরৈর্ব্রহ্মন্ ধর্ষিতোঽপি মহামুনিঃ ।
যন্নাগাদহমো ভাবং ন তচ্চিত্রং মহৎসু হি ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **ইন্দ্র-অনুচরৈঃ**—ইন্দ্রের অনুচরদের দ্বারা; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ধর্ষিতঃ**—ধর্ষিত হয়ে; **অপি**—যদিও; **মহামুনিঃ**—মহামুনি; **যৎ**—যা; **ন-অগাৎ**—বশীভূত হননি; **অহমঃ**—অহংকারের; **ভাবম্**—বিকার; **ন**—না; **তৎ**—তা; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **মহৎসু**—মহাত্মাদের পক্ষে; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রের অনুগামীগণ নির্লজ্জভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা অহংকারের প্রভাবে আদৌ বশীভূত হননি। মহাত্মাদের পক্ষে এইরকম সহিষ্ণুতা আশ্চর্যের কিছু নয়।

শ্লোক ৩১

দৃষ্ট্বা নিস্তেজসং কামং সগণং ভগবান্ স্বরাট্ ।
শ্রুত্বানুভাবং ব্রহ্মর্ষের্বিস্ময়ং সমগাৎ পরম্ ॥ ৩১ ॥

দৃষ্ট্বা—দেখে; **নিস্তেজসম্**—নিস্তেজ; **কামম্**—কামদেব; **স-গণম্**—তার গণ সহ; **ভগবান্**—শক্তিশালী দেবতা; **স্ব-রাট্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **শ্রুত্বা**—শুনে; **অনুভাবম্**—অনুভাব; **ব্রহ্ম-ঋষেঃ**—ব্রহ্মর্ষির; **বিস্ময়ম্**—বিস্ময়; **সমগাৎ**—তিনি লাভ করেছিলেন; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

শক্তিশালী ইন্দ্র যখন মহান মার্কণ্ডেয় ঋষির যোগ শক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করলেন এবং দেখলেন যে কিভাবে তাঁর উপস্থিতিতে কামদেব এবং তার পার্ষদেরা নিস্তেজ হয়ে গেছে, তখন তিনি অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
অনুগ্রহায়াবিরাসীন্নরনারায়ণো হরিঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য—মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন; **এবম্**—এইরূপে; **যুঞ্জতঃ**—স্থির করছিলেন; **চিত্তম্**—তার মন; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়ন; **সংযমৈঃ**—সংযমের দ্বারা; **অনুগ্রহায়**—অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য; **আবিরাসীৎ**—নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন; **নর-নারায়ণঃ**—নর নারায়ণরূপ প্রদর্শন করে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সংযম পালনের দ্বারা আত্মোপলব্ধিতে পূর্ণরূপে স্থিরচিত্ত মার্কণ্ডেয় ঋষিকে কৃপা প্রদর্শন করার বাসনায় পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ঋষির সম্মুখে নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩-৩৪

তৌ শুক্লকৃষ্ণৌ নবকঞ্জলোচনৌ
চতুর্ভুজৌ রৌরববল্কলাম্বরৌ ।
পবিত্রপাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ
কমণ্ডলুং দণ্ডমৃজুং চ বৈণবম্ ॥ ৩৩ ॥
পদ্মাক্ষমালামুত জন্তুমার্জনং
বেদং চ সাক্ষাৎ তপ এব রূপিণৌ ।
তপত্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা
প্রাংশূ দধানৌ বিবুধর্ষভার্চিতৌ ॥ ৩৪ ॥

তৌ—তাদের দুজনে; **শুক্ল-কৃষ্ণৌ**—একজন শুক্লবর্ণ, অপরজন কৃষ্ণবর্ণ; **নব-কঞ্জ**—ফুটন্ত পদ্মের মতো; **লোচনৌ**—তাদের চক্ষু; **চতুঃ-ভুজৌ**—চতুর্ভুজ; **রৌরব**—কৃষ্ণাজিন; **বল্কল**—বল্কল; **অম্বরৌ**—তাদের বস্ত্ররূপে; **পবিত্র**—পরম পবিত্র; **পাণী**—তাঁদের হাত; **উপবীতকম্**—উপবীত; **ত্রি-বৃৎ**—তিন গুণবিশিষ্ট; **কমণ্ডলুম্**—কমণ্ডলু; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **ঋজুম্**—সরল; **চ**—এবং; **বৈণবম্**—বাঁশের নির্মিত; **পদ্ম-অক্ষ**—পদ্মবীজ; **মালাম্**—জপমালা; **উত**—এবং; **জন্তু-মার্জনম্**—যা সমস্ত জীবকে পবিত্র করে; **বেদম্**—বেদ (দর্ভ ঘাসের গুচ্ছরূপে উপস্থাপিত); **চ**—এব; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **তপঃ**—তপস্যা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রূপিনৌ**—মূর্ত বিগ্রহ; **তপৎ**—জ্বলন্ত; **তড়িৎ**—তড়িৎ; **বর্ণ**—বর্ণ; **পিশঙ্গ**—হলুদবর্ণ; **রোচিষা**—তাদের জ্যোতিতে; **প্রাংশু**—সুদীর্ঘ; **দধানৌ**—বহন করে; **বিবুধ-ঋষভ**—প্রধান দেবতার দ্বারা; **অর্চিতৌ**—অর্চিত।

অনুবাদ

তাঁদের একজন ছিলেন শুক্লবর্ণ, অপরজন কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয়েই ছিলেন চতুর্ভুজ। তাঁদের চক্ষু ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ, তাঁরা কৃষ্ণাজিন, বল্কল এবং তিন গুণবিশিষ্ট উপবীত ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পরম পবিত্র হস্তে তাঁরা সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু, বংশদণ্ড, পদ্মবীজ নির্মিত জপমালা এবং সকল জীবের পবিত্রকারী দর্ভ ঘাস গুচ্ছের

প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সুদীর্ঘ এবং তাঁদের হলুদ বর্ণের অঙ্গজ্যোতি ছিল বিকিরণশীল তড়িৎ বর্ণের মতো। তপস্যার মূর্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা মুখ্য দেবতাদের দ্বারা পূজিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তে বৈ ভগবতো রূপে নরনারায়ণাবৃষী ।
দৃষ্ট্বোত্থায়াদরেণোচ্চৈর্ননামাঙ্গেন দণ্ডবৎ ॥ ৩৫ ॥

তে—তারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপে**—মূর্তিমান প্রকাশ; **নর-নারায়ণৌ**—নর এবং নারায়ণ; **ঋষী**—ঋষিদ্বয়; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **আদরেণ**—শ্রদ্ধার সঙ্গে; **উচ্চৈঃ**—মহান; **ননাম**—প্রণাম করেছিলেন; **অঙ্গেন**—সর্বাঙ্গ দিয়ে; **দণ্ডবৎ**—ঠিক একটি দণ্ডের মতো।

অনুবাদ

নর এবং নারায়ণ এই দুজন ঋষি ছিলেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের মূর্তরূপ। মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন তাঁদের দেখেছিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদেরকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

স তৎসন্দর্শনানন্দনির্বৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।
হৃষ্টরোমাশ্রুপূর্ণাক্ষো ন সেহে তাবুদীক্ষিতুম্ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি, মার্কণ্ডেয়; **তৎ**—তাঁদের; **সন্দর্শন**—দর্শন করার ফলে; **আনন্দ**—আনন্দে; **নির্বৃত**—প্রসন্ন; **আত্ম**—যার দেহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আশয়ঃ**—এবং মন; **হৃষ্ট**—রোমাঞ্চিত; **রোমা**—লোম; **অশ্রুঃ**—অশ্রুতে; **পূর্ণ**—পরিপূর্ণ; **অক্ষঃ**—তার চক্ষুদ্বয়; **ন সেহে**—সহ্য করতে অক্ষম; **তৌ**—তাঁদের প্রতি; **উদীক্ষিতুম্**—দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে।

অনুবাদ

তাঁদের দর্শন করার দিব্য আনন্দ পূর্ণরূপে মার্কণ্ডেয় ঋষির দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে তৃপ্ত করেছিল, তার লোম সমূহ রোমাঞ্চিত এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্লাবিত হয়েছিল। আনন্দে অভিভূত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেও অক্ষমতা বোধ করছিলেন।

শ্লোক ৩৭

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঔৎসুক্যাদাশ্লিষন্নিব ।
নমো নম ইতীশানৌ বভাষে গদ্‌গদাক্ষরম্ ॥ ৩৭ ॥

উত্থায়—উঠে; **প্রাঞ্জলিঃ**—অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে; **প্রহ্বঃ**—বিনীত; **ঔৎ-সুক্যাৎ**—ঔৎসুক্য বশতঃ; **আশ্লিষন্**—আলিঙ্গন করে; **ইব**—যেন; **নমঃ**—প্রণতি; **নমঃ**—প্রণতি; **ইতি**—এইরূপে; **ঈশানৌ**—উভয় প্রভুকে; **বভাষে**—বলেছিলেন; **গদ্‌গদ**—গদ্‌গদ স্বরে; **অক্ষরম্**—অক্ষর।

অনুবাদ

অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় উত্থিত হয়ে বিনম্র চিত্তে মস্তক অবনত করে মার্কণ্ডেয় ঋষি এমনই ঔৎসুক্য অনুভব করেছিলেন যে তিনি কল্পনার চোখে উভয় ঈশ্বরকেই আলিঙ্গন করছিলেন। আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে তিনি পুন পুন বলেছিলেন, "আমি আপনাদের বিনীতভাবে প্রণাম করি।"

শ্লোক ৩৮

তয়োরাসনমাদায় পাদয়োরবনিজ্য চ ।
অর্হণেনানুলেপেন ধূপমাল্যৈরপূজয়ৎ ॥ ৩৮ ॥

তয়োঃ—তাঁদেরকে; **আসনম্**—আসন; **আদায়**—নিবেদন করে; **পাদয়োঃ**—তাঁদের চরণযুগল; **অবনিজ্য**—প্রক্ষালন করে; **চ**—এবং; **অর্হণেন**—সশ্রদ্ধ যথোপযুক্ত অর্ঘ্যে; **অনুলেপেন**—চন্দন এবং অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত অনুলেপনের দ্বারা; **ধূপ**—ধূপ সংযোগে; **মাল্যৈঃ**—এবং পুষ্পমাল্যে; **অপূজয়ৎ**—পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

তিনি তাঁদেরকে আসন প্রদান করে তাঁদের চরণ ধৌত করেছিলেন। তারপর অর্ঘ্য, চন্দনাদি উপলেপনদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, ধূপ এবং মাল্য সহকারে তাঁদের পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

সুখমাসনমাসীনৌ প্রসাদাভিমুখৌ মুনী ।
পুনরানম্য পাদাভ্যাং গরিষ্ঠাবিদমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥

সুখম্—সুখে; **আসনম্**—আসনে; **আসীনৌ**—উপবিষ্ট; **প্রসাদ**—কৃপা; **অভিমুখৌ**—দিতে প্রস্তুত; **মুনী**—দুই জন মুনিরূপে ভগবানের অবতার; **পুনঃ**—পুনরায়; **আনম্য**—প্রণাম করে; **পাদাভ্যাম্**—তাদের চরণে; **গরিষ্ঠৌ**—পরম পূজনীয়; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সুখে সমাসীন, বর প্রদানে উদ্যত পরম পূজনীয় সেই দুজন ঋষির চরণ কমলে মার্কণ্ডেয় ঋষি পুনরায় প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন।

শ্লোক ৪০

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্‌মনইন্দ্রিয়াণি ।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রী-মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন; কিম্—কী; বর্ণয়ে—বর্ণনা করব; তব—তোমার সম্পর্কে; বিভো—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; যৎ—যার দ্বারা; উদীরিতঃ—চালিত; অসুঃ—প্রাণবায়ু; সংস্পন্দতে—প্রাণবন্ত হয়; তম্ অনু—তাকে অনুগমন করে; বাক্—বাকশক্তি; মনঃ—মন; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; স্পন্দন্তি—স্পন্দিত হয়; বৈ—বস্তুত; তনুভৃতাম্—সমস্ত দেহধারী জীবদের; অজ-শর্বয়োঃ—ব্রহ্মা এবং শিব; চ—এবং; স্বস্য—আমার নিজের; অপি—ও; অথ-অপি—তা সত্ত্বেও; ভজতাম্—যারা ভজনা করছেন, তাদের জন্য; অসি—তুমি হও; ভাববন্ধুঃ—অন্তরঙ্গ প্রেমিক বন্ধু।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, কী করে আপনার বর্ণনা করব? আপনি প্রাণবায়ুকে সঞ্জীবিত করেন যা জীবের মন, ইন্দ্রিয় এবং বাকশক্তিকে স্পন্দিত করে। একথা সমস্ত সাধারণ বদ্ধ জীবের পক্ষে সত্য এবং এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো মহান দেবতাদের ক্ষেত্রেও সত্য। সুতরাং আমার পক্ষে তা অবশ্যই সত্য। তা সত্ত্বেও, যাঁরা আপনার আরাধনা করেন, আপনি তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন।

শ্লোক ৪১

মূর্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ
ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং
সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্বমিবোর্ণনাভিঃ ॥ ৪১ ॥

মূর্তী—মূর্তিমান বিগ্রহদ্বয়; **ইমে**—এই; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ত্রি-লোক্যাঃ**—ত্রিলোকের; **ক্ষেমায়**—পরম শ্রেয় লাভের জন্য; **তাপ**—জড় দুঃখের জ্বালা; **বিরমায়**—নিবৃত্তির জন্য; **চ**—এবং; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **জিত্যৈ**—জয়ের জন্য; **নানা**—নানা; **বিভর্ষি**—আপনি প্রকাশ করেন; **অবিতুম্**—রক্ষা করার উদ্দেশ্যে; **অন্য**—অন্য; **তনুঃ**—দিব্য দেহ; **যথা**—ঠিক যেন; **ইদম্**—এই বিশ্ব; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **গ্রসসি**—আপনি গ্রাস করেন; **সর্বম্**—সমগ্ররূপে; **ইব**—ঠিক যেন; **ঊর্ণনাভিঃ**—মাকড়সা।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার এই বিগ্রহদ্বয় জড় দুঃখের নিবৃত্তি এবং মৃত্যুকে জয় করার মাধ্যমে ত্রিলোকের পরম কল্যাণ সাধন করার নিমিত্ত আবির্ভূত হয়েছেন। হে ভগবান, যদিও আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং একে রক্ষা করার জন্য বিবিধ দিব্যরূপ পরিগ্রহ করেন, তবুও ঠিক যেমন একটি মাকড়সা জাল বুনার পর সেটি আত্মসাৎ করে থাকে, আপনিও সেইভাবে এই জগতকে আত্মসাৎ করে থাকেন।

শ্লোক ৪২

তস্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং
যৎস্থং ন কর্মগুণকালরজঃ স্পৃশন্তি ।
যদ্বৈ স্তুবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাপ্ত্যৈ ॥ ৪২ ॥

তস্য—তাঁর; **অবিতুঃ**—রক্ষাকর্তা; **স্থির-চর**—স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের; **ঈশিতুঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—চরণ কমলের তলদেশ; **যৎ-স্থম্**—যাতে স্থিত; **ন**—না; **কর্ম-গুণ-কাল**—জড় কর্ম, জড় গুণ এবং কাল; **রজঃ**—কলুষ; **স্পৃশন্তি**—স্পর্শ করে; **যৎ**—যাকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্তুবন্তি**—স্তব করে; **নিনমন্তি**—প্রণাম করে; **যজন্তি**—পূজা করেন; **অভীক্ষ্ণম্**—প্রতি মুহূর্তে; **ধ্যায়ন্তি**—ধ্যান করেন; **বেদ-হৃদয়াঃ**—যিনি বেদ সারকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **তৎ-আপ্ত্যৈ**—তাঁকে লাভ করার উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

যেহেতু আপনিই সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের পরম রক্ষক ও নিয়ন্তা, তাই যে কেউ আপনার চরণকমলে আশ্রিত হলে কখনই জড় কর্ম, জড় গুণ ও কালের কলুষে কলুষিত হয় না। বেদসার হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে সব মহান ঋষিগণ, তাঁরা আপনাকে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেন।

আপনার সঙ্গ লাভের জন্য তাঁরা সুযোগ পেলেই আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন, অবিরাম আপনার আরাধনা এবং ধ্যান করেন।

শ্লোক ৪৩

নান্যং তবাঙ্ঘ্র্যুপনয়াদপবর্গমূর্তেঃ
ক্ষেমং জনস্য পরিতোভিয় ঈশ বিদ্মঃ ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্যঃ
কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্ ॥ ৪৩ ॥

ন অন্যম্—অন্য কিছু নয়; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি**—চরণ কমলের; **উপনয়াৎ**—প্রাপ্তির চেয়ে; **অপবর্গ-মূর্তেঃ**—মূর্তিমান অপবর্গ; **ক্ষেমম্**—লাভ; **জনস্য**—মানুষের; **পরিতঃ**—সব দিকে; **ভিয়ঃ**—শঙ্কিত; **ঈশ**—হে ভগবান; **বিদ্মঃ**—আমরা জানি; **ব্রহ্মা**—ভগবান ব্রহ্মা; **বিভেতি**—ভীত হয়; **অলম্**—অত্যন্ত; **অতঃ**—এই হেতু; **দ্বি-পরার্ধ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র আয়ুষ্কাল; **ধিষ্ণ্যঃ**—যার শাসনকালে; **কালস্য**—কালের জন্য; **তে**—আপনার বৈশিষ্ট্য; **কিম্ উত**—তাহলে কী বলা যায়; **তৎ-কৃত**—তাঁর (ব্রহ্মার) দ্বারা কৃত; **ভৌতিকানাম্**—জড় জগতের জীবদের।

অনুবাদ

হে ভগবান, এমনকি ব্রহ্মা যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র আয়ুষ্কাল ধরে তার মহিমান্বিত পদ ভোগ করেন, তিনিও কাল প্রবাহকে ভয় করেন। তাহলে ব্রহ্মার সৃষ্ট বদ্ধ জীবদের আর কী কথা। তারা তো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই বিপদের সম্মুখীন হন। আমি অপবর্গের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ আপনার চরণ কমলের আশ্রয় ছাড়া এই ভয় থেকে মুক্তির অন্য কোনও উপায় দেখি না।

শ্লোক ৪৪

তদ্বৈ ভজাম্যৃতধিয়স্তব পাদমূলং
হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য ।
দেহাদ্যপার্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং
বিন্দেত তে তর্হি সর্বমনীষিতার্থম্ ॥ ৪৪ ॥

তৎ—অতএব; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভজামি**—ভজনা করি; **ঋত-ধিয়ঃ**—যাঁর বুদ্ধি সর্বদাই সত্যকে দর্শন করে; **তব**—আপনার; **পাদমূলম্**—চরণ কমলের তলদেশ; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ইদম্**—এই; **আত্ম-ছদি**—আত্মার আচ্ছাদন; **চ**—এবং; **আত্ম-**

গুরোঃ—আত্মার গুরুর; **পরস্য**—পরম সত্য; **দেহ-আদি**—জড় দেহ আদি মিথ্যা উপাধিসমূহ; **অপার্থম্**—অর্থহীন; **অসৎ**—অসৎ; **অন্ত্যম্**—ক্ষণস্থায়ী; **অভিজ্ঞ-মাত্রম্**—পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে বলে কল্পনা করা; **বিন্দেত**—লাভ করে; **তে**—আপনার কাছ থেকে; **তর্হি**—তাহলে; **সর্ব**—সকল; **মনীষিত**—আকাঙ্ক্ষিত; **অর্থম্**—বিষয়।

অনুবাদ

অতএব, জড় দেহাত্মবোধ এবং প্রকৃত আত্মাকে আচ্ছাদনকারী সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ করে আমি আপনার চরণকমলের আরাধনা করি। এই সকল অর্থহীন, অসৎ এবং ক্ষণস্থায়ী আচ্ছাদনগুলিকে সর্বসত্য ধারণকারী মনীষা সমন্বিত আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই গণ্য করা হয়। পরমেশ্বর ভগবান তথা জীবাত্মার প্রভু আপনাকে লাভ করার দ্বারা মানুষ সমস্ত কাম্যবস্তুই লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

যে মানুষ নিজেকে জড়দেহ বা মনের সঙ্গে ভ্রান্তভাবে অভিন্ন বলে মনে করে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জড় জগতকে ভোগ করার তাগিদ বোধ করে। কিন্তু যখন আমরা আমাদের নিত্য চিন্ময় প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করি এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে সব কিছুর মালিক, তা জানতে পারি, তখন দিব্য জ্ঞানের শক্তিতে আমরা আমাদের মিথ্যা ভোগ প্রবণতাকে পরিত্যাগ করতে পারি।

শ্লোক ৪৫

সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য ।
লীলা ধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**—তম; **ইতি**—এইরূপে আখ্যায়িত জড়গুণসমূহ; **ঈশ**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **আত্ম-বন্ধো**—হে জীবাত্মার পরম বন্ধু; **মায়া-ময়াঃ**—আপনার স্বীয় শক্তি থেকে উৎপন্ন; **স্থিতি-লয়-উদয়**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়; **হেতবঃ**—হেতুসমূহ; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **লীলাঃ**—লীলারূপে; **ধৃতাঃ**—ধারণ করেছিলেন; **যৎ অপি**—যদিও; **সত্ত্ব-ময়ী**—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন; **প্রশান্ত্যৈ**—মুক্তির জন্য; **ন**—না; **অন্যে**—অন্য দুটি; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **ব্যসন**—বিপদ; **মোহ**—মোহ; **ভিয়ঃ**—এবং ভয়; **চ**—ও; **যাভ্যাম্**—যা থেকে।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে বদ্ধ জীবের পরম সুহৃদ, যদিও এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য আপনি আপনার মায়াময়ী সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণকে স্বীকার করেন, তবুও আপনি বিশেষত সত্ত্বগুণকেই বদ্ধ জীবের মুক্তি প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেন। অন্য দুটো গুণ তাদের দুঃখ, মোহ এবং ভয়ই কেবল নিয়ে আসে।

তাৎপর্য

লীলা ধৃতাঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য, শিবের ধ্বংস এবং বিষ্ণুর পালন—এ সবই হচ্ছে পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই লীলামাত্র। কিন্তু চরমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুই কেবল জড় মোহ থেকে জীবকে মুক্ত করতে পারেন, যে কথা *সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ* কথাটির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে।

আমাদের রজ এবং তমোগুণাত্মক কার্যাবলী নিজেদের এবং অন্যদের জন্য মহা দুঃখ, মোহ এবং ভয়েরই সৃষ্টি করে, তাই সেগুলি পরিত্যাজ্য। মানুষের কর্তব্য দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে চিন্ময় স্তরে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা। সত্ত্বগুণের সার হচ্ছে সমস্ত কর্মে স্বার্থ ত্যাগ করা এবং এইরূপে মানুষের সমগ্র সত্তাকে আমাদের অস্তিত্বের উৎস পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা।

শ্লোক ৪৬

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি ।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ ॥ ৪৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **তব**—আপনার; **ইহ**—এই জগতে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **অথ**—এবং; **তাবকানাম্**—আপনার ভক্তদের; **শুক্লাম্**—দিব্য; **তনুম্**—ব্যক্তিগতরূপ; **স্ব-দয়িতাম্**—তাদের অতি প্রিয়; **কুশলাঃ**—যাঁরা দিব্য জ্ঞানে পারদর্শী; **ভজন্তি**—ভজনা করেন; **যৎ**—কারণ; **সাত্বতাঃ**—মহান ভক্তগণ; **পুরুষ**—আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **উশন্তি**—বিবেচনা করেন; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **লোকঃ**—চিজ্জগৎ; **যতঃ**—যার থেকে; **অভয়ম্**—অভয়; **উত**—এবং; **আত্মসুখম্**—আত্মার সুখ; **ন**—না; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্য কিছু।

অনুবাদ

হে ভগবান, যেহেতু শুদ্ধ সত্ত্বগুণের মাধ্যমে অভয়, চিদানন্দ, ভগবদ্ধাম সবই লাভ করা যায়, তাই আপনার ভক্তগণ এই গুণকেই আপনার সাক্ষাৎ প্রকাশ পরমেশ্বর

ভগবান বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু কখনই রজ এবং তমোগুণকে সেরকম বলে গণ্য করেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের চিন্ময় রূপের পাশাপাশি আপনার শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রিত প্রেমময় দিব্য রূপেরই আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা রজ এবং তমোগুণের প্রতিনিধি দেবতাদের উপাসনা করেন না। ব্রহ্মা রজোগুণের প্রতিনিধি, শিব তমোগুণের প্রতিনিধি, এবং ইন্দ্রাদি দেবতারাও জড়া প্রকৃতির গুণেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণ শুদ্ধ চিন্ময় সত্ত্বগুণেরই প্রতিনিধিত্ব করেন, যা মানুষকে চিজ্জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধি, অভয় এবং চিদানন্দ দান করে। এই প্রাপ্তি কখনই অশুদ্ধ জড় সত্ত্বগুণ থেকে লাভ হতে পারে না, কেননা তা সর্বদাই রজ এবং তমোগুণের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। যে কথা এই শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে বলা হল তা হচ্ছে এই যে, ভগবানের দিব্যরূপ সম্পূর্ণরূপেই নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আশ্রিত এবং এইভাবে তাতে জড় সত্ত্ব, রজ বা তমো গুণের লেশমাত্রও নেই।

শ্লোক ৪৭

তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূম্নে
বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদৈবতায় ।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায়
হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায় ॥ ৪৭ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **নমঃ**—আমার প্রণাম; **ভগবতে**—ভগবানকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষ ভগবানকে; **ভূম্নে**—সর্বব্যাপক; **বিশ্বায়**—সর্বাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ; **বিশ্ব-গুরবে**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গুরু; **পর-দৈবতায়**—পরম আরাধ্য বিগ্রহ; **নারায়ণায়**—ভগবান শ্রীনারায়ণকে; **ঋষয়ে**—ঋষি; **চ**—এবং; **নর-উত্তমায়**—নরোত্তমকে; **হংসায়**—পূর্ণশুদ্ধস্তরে স্থিত; **সংযত-গিরে**—যিনি তাঁর বাক্যকে সংযত করেছেন; **নিগম-ঈশ্বরায়**—বৈদিক শাস্ত্রের অধীশ্বর।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আমার বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপক এবং সর্বাত্মক বিশ্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের গুরু। ঋষিরূপে অবতীর্ণ পরম আরাধ্যদেব ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষিকে আমি প্রণাম করি এবং বৈদিক শাস্ত্রের প্রচারক, পূর্ণরূপে সংযতবাক, শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আস্থিত, নরোত্তম সন্তপুরুষ শ্রীনর

ঋষিকেও আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৮

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ
সন্তং স্বকেষ্বসুষু হৃদ্যপি দৃক্‌পথেষু ।
তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষাদ্
আদ্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য বেদম্ ॥ ৪৮ ॥

যম্—যাকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ন বেদ**—জানে না; **বিতথ**—বঞ্চনাকারী; **অক্ষ-পথৈঃ**—অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান লাভের পন্থার দ্বারা; **ভ্রমৎ**—বিভ্রান্ত হয়ে; **ধীঃ**—যার বুদ্ধি; **সন্তম্**—উপস্থিত; **স্বকেষু**—নিজের মধ্যে; **অসুষু**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **হৃদি**—হৃদয়ের মধ্যে; **অপি**—এমন কি; **দৃক্-পথেষু**—বাহ্য জগতের দৃশ্য বস্তু সমূহের মধ্যে; **তৎ-মায়য়া**—তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা; **আবৃত**—আবৃত; **মতিঃ**—তাঁর উপলব্ধি; **সঃ**—সে; **উ**—এমন কি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **আদ্যঃ**—মূলত (অজ্ঞতাবশে); **তব**—আপনার; **অখিল-গুরোঃ**—সমস্ত জীবের গুরু; **উপসাদ্য**—লাভ করে; **বেদম্**—বৈদিক জ্ঞান।

অনুবাদ

বঞ্চনাকারী ইন্দ্রিয়ের কর্ম দ্বারা বিকৃতবুদ্ধি জড়বাদী মানুষ আপনাকে সনাক্ত করতে পারে না, যদিও আপনি সর্বদাই তার স্বীয় ইন্দ্রিয়ে, হৃদয়ে এবং তার অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বস্তু সমূহের মধ্যেও উপস্থিত আছেন। তবে যদিও আপনার মায়াশক্তি মানুষের উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তবুও পরম বিশ্বগুরু আপনার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ করার ফলে, সেও আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৪৯

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ ।
তং সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্ ॥ ৪৯ ॥

যৎ—যার; **দর্শনম্**—দর্শন; **নিগমে**—বেদে; **আত্ম**—পরমাত্মার; **রহঃ**—রহস্য; **প্রকাশম্**—যা প্রকাশ করে; **মুহ্যন্তি**—বিভ্রান্ত হয়; **যত্র**—যে সম্পর্কে; **কবয়ঃ**—মহান প্রামাণিক তত্ত্ববিদ্‌গণ; **অজ-পরাঃ**—ব্রহ্মা প্রমুখ; **যতন্তঃ**—যত্নশীল; **তম্**—তাকে; **সর্ব-বাদ**—বিভিন্ন দর্শন সকলের; **বিষয়**—বিষয়; **প্রতিরূপ**—প্রতিরূপ; **শীলম্**—যার

ব্যক্তিস্বরূপ; **বন্দে**—বন্দনা করি; **মহাপুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **আত্ম**—আত্মা থেকে; **নিগূঢ়**—গুপ্ত; **বোধম্**—উপলব্ধি।

অনুবাদ

হে ভগবান, কেবল বৈদিক শাস্ত্রই আপনার ব্যক্তিস্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে এবং এইরূপে ব্রহ্মার মতো মহান তত্ত্ববিদ পুরুষগণও অভিজ্ঞতামূলক পন্থায় আপনাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় বিভ্রান্ত হয়। প্রত্যেক দার্শনিক তাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট কল্পনা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনাকে উপলব্ধি করে। আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করি যাঁর জ্ঞান বদ্ধজীবাত্মার চিন্ময় স্বরূপকে আচ্ছাদনকারী দৈহিক উপাধির দ্বারা আবৃত হয়ে আছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার কল্পনামূলক প্রচেষ্টায় এমন কি ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও মুহ্যমান হয়ে পড়েন। প্রত্যেক দার্শনিক জড়া প্রকৃতির এক একটি অনুপম মিশ্রণের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব জড় বন্ধন অনুসারে পরম সত্যকে বর্ণনা করে থাকেন। তাই এমন কি শ্রমসাধ্য অভিজ্ঞতামূলক প্রচেষ্টাও মানুষকে সমস্ত জ্ঞানের সিদ্ধান্ত দান করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম জ্ঞান এবং শুধুমাত্র তাঁর কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এবং প্রীতির সঙ্গে তাঁর সেবা করার মাধ্যমেই তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই মার্কণ্ডেয় ঋষি এখানে *বন্দে মহাপুরুষম্* কথাটি ব্যবহার করেছেন—"আমি শুধু সেই পরমেশ্বরের ভজনা করি।" যারা ভগবানকে আরাধনা করার চেষ্টা করেন এবং একই সঙ্গে জল্পনা কল্পনা করে চলেন কিংবা সকাম কর্মে লিপ্ত থাকেন, তারা শুধু মিশ্র এবং বিভ্রান্তিকর ফলই লাভ করবেন মাত্র। শুদ্ধ হতে হলে ভক্তকে সমস্ত প্রকার সকাম কর্ম এবং মানসিক জল্পনা কল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। এইভাবে ভগবানের প্রতি তার যে ভক্তিমূলক সেবা, তা পরমেশ্বর সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান দান করবে। শুধু এই পূর্ণতাই নিত্য আত্মাকে তৃপ্ত করতে পারে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'নরনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা' নামক অষ্টম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করলেন

এই অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় ঋষির পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রদত্ত প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে বর চাইতে বললেন এবং তখন ঋষিবর ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করতে চাইলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির সম্মুখে নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়ে উত্তর দিলেন—"তবে তাই হোক," এবং তারপর তাঁরা বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে বিদায় নিলেন। একদিন শ্রীমার্কণ্ডেয় যখন তাঁর সান্ধ্য বন্দনা নিবেদন করছিলেন, তখন অকস্মাৎ প্রলয় বারিতে ত্রিভুবন প্লাবিত হয়ে গেল। প্রচণ্ড কষ্টে মার্কণ্ডেয় একাকী সেই জলে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করতে লাগলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি এক বট বৃক্ষের সমীপে এসে উপস্থিত হলেন। সেই বৃক্ষের একটি পাতায় মনোরম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটি নবীন শিশু শায়িত ছিলেন। মার্কণ্ডেয় যখন সেই পাতার দিকে এগিয়ে গেলেন, তখন তিনি ঠিক একটি মশকের মতো সেই শিশুর প্রশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

সেই শিশুর দেহের ভেতরে মার্কণ্ডেয় দেখে অবাক হলেন যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমনটি ছিল, তা সেখানে ঠিক সেইভাবেই রয়ে গেছে। এক মুহূর্ত পরে সেই শিশুর নিঃশ্বাসের ধাক্কায় মার্কণ্ডেয় ঋষি বহির্গত হলেন এবং পুনরায় সেই প্রলয় সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলেন। তারপর পাতায় শায়িত শিশুটিকে বস্তুত পক্ষে তাঁর স্বীয় অন্তরে অবস্থিত দিব্য ভগবান শ্রীহরিরূপে দর্শন করে, মার্কণ্ডেয় তাঁকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে যোগেশ্বর শ্রীহরি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে প্রলয়বারিও অদৃশ্য হয়ে গেল এবং শ্রীমার্কণ্ডেয় দেখতে পেলেন যে তিনি পূর্বের মতোই তাঁর আশ্রমেই আছেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

সংস্তুতো ভগবানিত্থং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।

নারায়ণো নরসখঃ প্রীত আহ ভৃগূদ্বহম্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **সংস্তুতঃ**—সম্যকরূপে স্তুত হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইত্থম্**—এইভাবে; **মার্কণ্ডেয়েন**—মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা; **ধী-মতা**—বুদ্ধিমান ঋষি; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **নর-সখঃ**—নরের সখা; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **আহ**—বলেছিলেন; **ভৃগু-উদ্বহম্**—শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—নর সখা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ মহামতি ঋষি মার্কণ্ডেয় কর্তৃক প্রদত্ত সংস্তুতিতে প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইরূপে ভগবান শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবর্যোঽসি সিদ্ধ আত্মসমাধিনা ।
ময়ি ভক্ত্যানপায়িন্যা তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ভোঃ ভোঃ**—হে প্রিয় ঋষি; **ব্রহ্ম-ঋষি**—ব্রহ্মর্ষি; **বর্যঃ**—শ্রেষ্ঠতম; **অসি**—হও; **সিদ্ধঃ**—পূর্ণ; **আত্ম-সমাধিনা**—আত্ম-সমাধির দ্বারা; **ময়ি**—আমার প্রতি নির্দেশিত; **ভক্ত্যা**—ভক্তিমূলক সেবার দ্বারা; **অনপায়িন্যা**—অবিচ্যুত; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়ন; **সংযমৈঃ**—এবং সংযম।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় মার্কণ্ডেয়, তুমি বাস্তবিকপক্ষেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। পরমাত্মার ধ্যানে সমাধি অভ্যাসের দ্বারা এবং আমার প্রতি তোমার অবিচলিত ভক্তিসেবা, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সংযমের দ্বারা তুমি তোমার জীবনকে সফল করেছ।

শ্লোক ৩

বয়ং তে পরিতুষ্টাঃ স্ম ত্বদ্‌বৃহদ্‌ব্রতচর্যয়া ।
বরং প্রতীচ্ছ ভদ্রং তে বরদোঽস্মি ত্বদীপ্সিতম্ ॥ ৩ ॥

বয়ম্—আমরা; **তে**—তোমার প্রতি; **পরিতুষ্টাঃ**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **স্ম**—হয়েছ; **ত্বৎ**—তোমার; **বৃহৎ-ব্রত**—আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত; **চর্যয়া**—অনুষ্ঠানের দ্বারা; **বরম্**—বর; **প্রতীচ্ছ**—ইচ্ছা কর; **ভদ্রম্**—সমস্ত শুভ; **তে**—তোমার প্রতি; **বরদঃ**—বরদানকারী; **অস্মি**—আমি; **ত্বৎ-ঈপ্সিতম্**—তোমার ঈপ্সিত।

অনুবাদ

তোমার আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত অভ্যাসের প্রতি আমরা পূর্ণরূপে প্রসন্ন। তুমি তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। কেননা আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম। তুমি সমস্ত সৌভাগ্য উপভোগ কর।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকের শুরুতে ভগবান বহুবচন ব্যবহার করে বলেছেন যে 'আমরা প্রসন্ন' কেননা তিনি তাঁর নিজের সঙ্গে শিব এবং উমাকেও ইঙ্গিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে মার্কণ্ডেয় ঋষি যাদের মহিমা কীর্তন করবেন। তারপর ভগবান একবচন ব্যবহার করলেন—আমিই বর প্রদানকারী—কেননা চরমে শুধু ভগবান নারায়ণই (শ্রীকৃষ্ণ) জীবনের পূর্ণতম সিদ্ধি তথা নিত্য কৃষ্ণভাবনামৃত দান করতে সক্ষম।

শ্লোক ৪

শ্রীঋষিরুবাচ

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাচ্যুত।
বরেণৈতাবতালং নো যদ্ভবান্ সমদৃশ্যত ॥ ৪ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন; **জিতম্**—বিজিত; **তে**—আপনাকে; **দেব-দেব-ঈশ**—হে দেব-দেবেশ; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **আর্তিহর**—হে সর্ব আর্তি হরণকারী; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **বরেণ**—বরের দ্বারা; **এতাবতা**—এ পর্যন্ত; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **ভবান্**—আপনি; **সমদৃশ্যত**—দৃশ্য হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—হে দেব-দেবেশ, আপনার জয় হোক! হে ভগবান অচ্যুত, আপনি আপনার শরণাগত ভক্তদের সমস্ত আর্তি হরণ করেন। আপনি যে আমাকে আপনার দর্শন লাভের অধিকার দান করেছেন, এটিই হচ্ছে আমার ঈপ্সিত সমস্ত বর।

শ্লোক ৫

গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎপাদাব্জদর্শনম্।
মনসা যোগপক্বেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ ॥ ৫ ॥

গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; **অজ-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **যস্য**—যার; **শ্রীমৎ**—সর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত; **পাদ-অব্জ**—চরণকমলের; **দর্শনম্**—দর্শন; **মনসা**—মনের দ্বারা; **যোগ-**

পক্কেন—যোগাভ্যাসে পরিপক্ক; **সঃ**—তিনি; **ভবান্**—আপনি; **মে**—আমার; **অক্ষি**—চোখে; **গোচরঃ**—গোচর।

অনুবাদ

ব্রহ্মার মতো দেবতাগণ তাঁদের মন যোগাভ্যাসে পরিপক্কতা লাভ করার পর শুধু আপনার সুন্দর চরণকমল দর্শন করার মাধ্যমে তাঁদের মহিমান্বিত পদ লাভ করেছিলেন। আর এখন, হে প্রভু, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় ঋষি নির্দেশ করেন যে ব্রহ্মার মতো মহিমান্বিত দেবতাগণ শুধুমাত্র ভগবানের চরণ কমলের ক্ষণিক দর্শন লাভ করে তাঁদের পদ লাভ করেছিলেন এবং এখন মার্কণ্ডেয় ঋষি এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বিগ্রহ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। এইভাবে তাঁর সৌভাগ্যের পরিসীমা কল্পনা করতেও তিনি অক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

অথাপ্যম্বুজপত্রাক্ষ পুণ্যশ্লোকশিখামণে ।
দ্রক্ষ্যে মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেদ সদ্ভিদাম্ ॥ ৬ ॥

অথ অপি—তা সত্ত্বেও; **অম্বুজ-পত্র**—পদ্মের পাপড়ির মতো; **অক্ষ**—নয়ন; **পুণ্য-শ্লোক**—বিখ্যাত ব্যক্তিদের; **শিখামণে**—শিরোমণি; **দ্রক্ষ্যে**—আমি দেখার বাসনা করি; **মায়াম্**—মায়া; **যয়া**—যার দ্বারা; **লোকঃ**—সমগ্র জগৎ; **স-পালঃ**—পালনকারী দেবতাগণ সহ; **বেদ**—বিবেচনা করে; **সদ্**—পরম সত্যের; **ভিদাম্**—জড় ভেদ।

অনুবাদ

হে কমললোচন, হে যশস্বী ব্যক্তিদের শিরোমণি, যদিও আমি শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই পরিতৃপ্ত, তা সত্ত্বেও আমি আপনার মায়াশক্তিকে দর্শন করার বাসনা করি, যার প্রভাবে পালনকারী দেবতাবৃন্দ সহ সমগ্র জগৎ সত্যকে জড় বৈচিত্রে পরিপূর্ণ বলে মনে করে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব জড় জগৎকে স্বতন্ত্র স্বনির্ভর সত্তায় সংগঠিত বলেই মনে করে। বস্তুতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি হওয়ার ফলে সবকিছুই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। ভগবানের মোহময়ী শক্তি মায়া ঠিক কিভাবে জীবকে মোহগ্রস্ত করে, তার সঠিক পন্থাটি সাক্ষাৎ করার জন্য শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি কৌতূহল বোধ করছেন।

শ্লোক ৭

সূত উবাচ

ইতীড়িতোঽর্চিতঃ কামমৃষিণা ভগবান্ মুনে ।
তথেতি স স্ময়ন্ প্রাগাদ্ বদর্যাশ্রমমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এই সকল কথায়; **ঈড়িতঃ**—কীর্তিত; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **কামম্**—সন্তোষজনকভাবে; **ঋষিণা**—মার্কণ্ডেয় ঋষির দ্বারা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মুনে**—হে বিজ্ঞ শৌনক; **তথা ইতি**—"তবে তাই হোক"; **সঃ**—তিনি; **স্ময়ন্**—মৃদু হেসে; **প্রাগাৎ**—বিদায় নিয়েছিলেন; **বদরী-আশ্রমম্**—বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে শৌনক মুনি, এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা এবং পূজায় প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "তবে তাই হোক্" এবং তারপর তিনি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান এবং ঈশ্বর শব্দে নর এবং নারায়ণরূপে অবতীর্ণ ভগবানের অবতার ঋষিদ্বয়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান দুঃখপূর্ণভাবে হেসেছেন কেননা তিনি চান যে তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা তাঁর মায়াশক্তি থেকে দূরে থাকুক। ভগবানের মায়াশক্তিকে দর্শন করার কৌতূহল অনেক সময় জড় পাপ বাসনায় বিকশিত হয়। তা সত্ত্বেও, তাঁর ভক্ত মার্কণ্ডেয়কে খুশী করবার জন্য ভগবান তাঁর অনুরোধ অনুমোদন করলেন, ঠিক যেমন একজন পিতা, যিনি তাঁর পুত্রকে কোনও বিপজ্জনক বাসনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে কিছু দুঃখজনক প্রতিফল অনুভব করার সুযোগ দেয়, যাতে পরবর্তী কালে সে স্বেচ্ছায় তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারে। এইভাবে, খুব শীঘ্রই মার্কণ্ডেয় ঋষির কী হবে, তা বুঝতে পেরে, তাঁকে মায়াশক্তির প্রদর্শন করতে প্রস্তুত হয়ে ভগবান স্মিতহাস্য করেছিলেন।

শ্লোক ৮-৯

তমেব চিন্তয়ন্নর্থমৃষিঃ স্বাশ্রম এব সঃ ।
বসন্নগ্ন্যর্কসোমাম্বুভূবায়ুবিয়দাত্মসু ॥ ৮ ॥

ধ্যায়ন্ সর্বত্র চ হরিং ভাবদ্রব্যৈরপূজয়ৎ ।
ক্বচিৎ পূজাং বিসস্মার প্রেমপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৯ ॥

তম্—সেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **অর্থম্**—লক্ষ্য; **ঋষিঃ**—মার্কণ্ডের ঋষি; **স্ব-আশ্রমে**—তাঁর স্বীয় আশ্রমে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—তিনি; **বসন্**—বাস করে; **অগ্নি**—অগ্নিতে; **অর্ক**—সূর্য; **সোম**—চন্দ্র; **অম্বু**—জল; **ভূ**—পৃথিবী; **বায়ু**—বায়ু; **বিয়ৎ**—তড়িৎ; **আত্মসু**—তাঁর স্বীয় হৃদয়ে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **সর্বত্র**—সর্ব অবস্থায়; **চ**—এবং; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **ভাব-দ্রব্যৈঃ**—মনে ভাবিত দ্রব্যাদির দ্বারা; **অপূজয়ৎ**—পূজা করেছিলেন; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **পূজাম্**—পূজা; **বিসস্মার**—ভুলে গিয়েছিলেন; **প্রেম**—শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের; **প্রসর**—প্লাবনে; **সংপ্লুতঃ**—প্লাবিত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়াশক্তিকে দর্শন করবার বাসনার কথা সর্বদা চিন্তা করে, অবিরাম অগ্নিতে, সূর্যে, চন্দ্রে, জলে, স্থলে, বায়ুতে, তড়িৎ প্রবাহে এবং তাঁর স্বীয় হৃদয়ে ভগবানকে ধ্যান করে এবং ভাব দ্রব্য সম্ভারে তাঁর আরাধনা করে ঋষিবর তাঁর আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো ভগবৎ-প্রেমের তরঙ্গে প্লাবিত হয়ে, মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর নিত্য পূজা অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হয়ে যেতেন।

তাৎপর্য

এই সকল শ্লোক থেকে একথা সুস্পষ্ট যে মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক মহান ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি যে ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর কোনও জড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য নয়, কিন্তু কিভাবে ভগবানের শক্তি কার্য করে, তা শেখার জন্যই তিনি সেরকম বাসনা করেছিলেন।

শ্লোক ১০

তস্যৈকদা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পুষ্পভদ্রাতটে মুনেঃ ।
উপাসীনস্য সন্ধ্যায়াং ব্রহ্মন্ বায়ুরভূন্মহান্ ॥ ১০ ॥

তস্য—যখন তিনি; **একদা**—একদিন; **ভৃগু-শ্রেষ্ঠ**—হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ; **পুষ্পভদ্রা-তটে**—পুষ্পভদ্রা নদীর কিনারে; **মুনেঃ**—মুনি; **উপাসীনস্য**—উপাসনা করছিলেন; **সন্ধ্যায়াম্**—সন্ধ্যা সময়ে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **অভূৎ**—উত্থিত হয়েছিল; **মহান্**—মহান।

অনুবাদ

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শৌনক, একদিন মার্কণ্ডেয় যখন পুষ্পভদ্রা নদীর কিনারে তাঁর সান্ধ্য পূজার অনুষ্ঠান করছিলেন, এমন সময় এক ভীষণ বায়ু অকস্মাৎ উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ১১

তং চণ্ডশব্দং সমুদীরয়ন্তং
বলাহকা অন্বভবন্ করালাঃ ।
অক্ষস্থবিষ্ঠা মুমুচুস্তড়িদ্ভিঃ
স্বনন্ত উচ্চৈরভি বর্ষধারাঃ ॥ ১১ ॥

তম্—সেই বায়ু; চণ্ড-শব্দম্—প্রচণ্ড শব্দ; সমুদীরয়ন্তম্—যা সৃষ্টি করছিল; বলাহকাঃ—মেঘ; অনু—অনুসরণ করে; অভবন্—আবির্ভূত হয়েছিল; করালাঃ—ভয়ঙ্কর; অক্ষ—মালগাড়ির চাকার মতো; স্থবিষ্ঠাঃ—কঠিন; মুমুচুঃ—মুক্ত করেছিল; তড়িদ্ভিঃ—তড়িৎ সহ; স্বনন্তঃ—গর্জন করে; উচ্চৈঃ—উচ্চস্বরে; অভি—সব দিকে; বর্ষ—বৃষ্টির; ধারাঃ—ধারা।

অনুবাদ

সেই বায়ু প্রবাহ প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করেছিল। এর অব্যবহিত পরেই তড়িৎ এবং বজ্রপাতের গর্জন সমন্বিত ভয়ঙ্কর মেঘ আনয়ন করেছিল এবং সেই মেঘপুঞ্জ সমস্ত দিকে মালগাড়ির চাকার মতো মুশল ধারে বারি বর্ষণ করেছিল।

শ্লোক ১২

ততো ব্যদৃশ্যন্ত চতুঃ সমুদ্রাঃ
সমন্ততঃ ক্ষ্মাতলমাগ্রসন্তঃ ।
সমীরবেগোর্মিভিরুগ্রনক্র-
মহাভয়াবর্তগভীরঘোষাঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; ব্যদৃশ্যন্ত—আবির্ভূত হয়েছিল; চতুঃ সমুদ্রাঃ—চারটি সমুদ্র; সমন্ততঃ—সর্বদিকে; ক্ষ্মা-তলম্—পৃথিবী পৃষ্ঠ; আগ্রসন্তঃ—গ্রাস করে; সমীর—বায়ু প্রবাহের; বেগ—বেগে তাড়িত হয়ে; ঊর্মিভিঃ—তাদের তরঙ্গে; উগ্র—ভয়ঙ্কর; নক্র—সামুদ্রিক দৈত্যে; মহা-ভয়—প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর; আবর্ত—আবর্তে; গভীর—গম্ভীর; ঘোষাঃ—শব্দে।

অনুবাদ

তারপর সর্ব দিক থেকে চারিটি মহান সমুদ্র তাদের বায়ু তাড়িত তরঙ্গের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ গ্রাস করতে করতে আবির্ভূত হল। এই সকল সমুদ্রে উগ্র সামুদ্রিক দৈত্যরা ছিল, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি আর অশুভ গর্জনের নির্ঘোষ শুনা গিয়েছিল।

শ্লোক ১৩

অন্তর্বহিশ্চাদ্ভিরতিদ্যুভিঃ খরৈঃ
শতহ্রদাভিরুপতাপিতং জগৎ।
চতুর্বিধং বীক্ষ্য সহাত্মনা মুনি-
র্জলাপ্লুতাং ক্ষ্মাং বিমনাঃ সমত্রসৎ ॥ ১৩ ॥

অন্তঃ—অন্তর্নিহিতভাবে; **বহিঃ**—বাহ্যত; **চ**—এবং; **অদ্ভিঃ**—জলের দ্বারা; **অতি-দ্যুভিঃ**—আকাশকেও অতিক্রম করে; **খরৈঃ**—খরতর; **শত-হ্রদাভিঃ**—তড়িৎপূর্ণ বজ্রের দ্বারা; **উপতাপিতম্**—ভীষণভাবে দুঃখিত; **জগৎ**—সমগ্র জগৎবাসী; **চতুঃ-বিধম্**—চার প্রকার (ভ্রূণজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং বীজ থেকে উদ্ভূত); **বীক্ষ্য**—দেখে; **সহ**—সহ; **আত্মনা**—স্বয়ং; **মুনিঃ**—মুনি; **জল**—জলের দ্বারা; **আপ্লুতাম্**—আপ্লুত; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবী; **বিমনাঃ**—বিভ্রান্ত; **সমত্রসৎ**—সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি দেখলেন যে তাঁর সঙ্গে সমগ্র জগৎবাসী তীব্র বায়ু প্রবাহ, তড়িৎপূর্ণ বজ্রপাত এবং আকাশকেও অতিক্রম করে যে মহাতরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল, তাদের দ্বারা অন্তরে বাহিরে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছিলেন। যখন সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হল, তিনি তখন বিমূঢ় এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তাৎপর্য

এখানে চতুর্বিধ শব্দে দেহবদ্ধ জীবাত্মার জন্মের চারিটি উৎস সম্পর্কে বলা হল। সেগুলি হচ্ছে—ভ্রূণ, ডিম, বীজ এবং স্বেদ।

শ্লোক ১৪

তস্যৈবমুদ্বীক্ষত ঊর্মিভীষণঃ
প্রভঞ্জনাঘূর্ণিতবার্মহার্ণবঃ।
আপূর্যমাণো বরষদ্ভিরম্বুদৈঃ
ক্ষ্মামপ্যধাদ্ দ্বীপবর্ষাদ্রিভিঃ সমম্ ॥ ১৪ ॥

তস্য—যখন তিনি; **এবম্**—এইরূপে; **উদ্বীক্ষতঃ**—বীক্ষণ করছিলেন; **ঊর্মি**—তরঙ্গ সংযুত; **ভীষণম্**—ভীষণ; **প্রভঞ্জন**—তীব্র ঝটিকা; **আঘূর্ণিত**—চারিদিকে ঘূর্ণিত; **বাঃ**—এর জল; **মহা-অর্ণবঃ**—মহাসমুদ্র; **আপূর্যমানঃ**—পরিপূর্ণ হয়ে; **বরষদ্ভিঃ**—বর্ষণের দ্বারা; **অম্বুদৈঃ**—মেঘের দ্বারা; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবী; **অপ্যধাৎ**—আচ্ছাদিত হয়েছিল; **দ্বীপ**—দ্বীপপুঞ্জসহ; **বর্ষ**—মহাদেশ সমূহ; **অদ্রিভিঃ**—পর্বত সমূহ; **সমম্**—একত্রে।

অনুবাদ

এমন কি মার্কণ্ডেয় যখন এইসব দর্শন করছিলেন, সেই সময় মেঘের বর্ষণ সেই মহাসমুদ্রকে অধিক থেকে অধিকতর পূর্ণ করেছিল, এর জল ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা ভয়ঙ্কর তরঙ্গে তীব্র কশাঘাত করছিল এবং পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ, পর্বত এবং মহাদেশ সমূহকে আচ্ছাদিত করেছিল।

শ্লোক ১৫

সক্ষ্মান্তরিক্ষং সদিবং সভাগণং
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সহ দিগ্‌ভিরাপ্লুতম্ ।
স এক এবোর্বরিতো মহামুনি-
র্বভ্রাম বিক্ষিপ্য জটা জড়ান্ধবৎ ॥ ১৫ ॥

স—সঙ্গে; **ক্ষ্মা**—পৃথিবী; **অন্তরিক্ষম্**—আকাশ; **স-দিবম্**—স্বর্গীয় গ্রহপুঞ্জ সহ; **স-ভা-গণম্**—সমস্ত স্বর্গীয় জীবগণ; **ত্রৈলোক্যম্**—ত্রিলোক; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **সহ**—সঙ্গে; **দিগ্‌ভিঃ**—সর্বদিকে; **আপ্লুতম্**—প্লাবিত; **সঃ**—তিনি; **একঃ**—একাকী; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উর্বরিতঃ**—অবশিষ্ট; **মহা-মুনিঃ**—মহামুনি; **বভ্রাম**—ভ্রমণ করেছিলেন; **বিক্ষিপ্য**—বিক্ষিপ্ত হয়ে; **জটাঃ**—তাঁর জটা; **জড়**—বোবা ব্যক্তি; **অন্ধ**—অন্ধ; **বৎ**—মতো।

অনুবাদ

এই জল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং ঊর্ধ্বলোককে পরিপ্লাবিত করেছিল। বস্তুতপক্ষে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্বদিক থেকে প্লাবিত হয়েছিল এবং সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিই অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁর জটাজুট বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, এবং সেই মহামুনি সেই জলের মধ্যে জড় এবং অন্ধবৎ একাকী পরিভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ক্ষুত্তৃট্‌পরীতো মকরৈস্তিমিঙ্গিলৈ-
রুপদ্রুতো বীচিনভস্বতাহতঃ ।
তমস্যপারে পতিতো ভ্রমন্ দিশো
ন বেদ খং গাং চ পরিশ্রমেষিতঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধার দ্বারা; **তৃট্**—এবং তৃষ্ণা; **পরীতঃ**—আচ্ছাদিত; **মকরৈঃ**—মকরের দ্বারা; **তিমিঙ্গিলৈঃ**—তিমি মাছ ভক্ষণকারী সুবৃহৎ মৎস বিশেষ; **উপদ্রুতঃ**—উপদ্রুত; **বীচি**—তরঙ্গের দ্বারা; **নভস্বতা**—বায়ুপ্রবাহ; **আহতঃ**—পীড়িত; **তমসি**—অন্ধকারে; **অপারে**—অপার; **পতিতঃ**—পতিত; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করে; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **ন বেদ**—সনাক্ত করতে পারেন নি; **খম্**—আকাশ; **গাম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **পরিশ্রম-ইষিতঃ**—পরিশ্রমে নিঃশেষিত।

অনুবাদ

ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে, কদাকার মকর এবং তিমিঙ্গিল মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং তরঙ্গ ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হয়ে অসীম অন্ধকারে পতিত সেই ঋষি লক্ষ্যহীনভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন। যতই তিনি পরিশ্রমে নিঃশেষিত হচ্ছিলেন, ততই তিনি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং পৃথিবী থেকে আকাশকে পৃথক করতে পারছিলেন না।

শ্লোক ১৭-১৮

ক্বচিন্মগ্নো মহাবর্তে তরলৈস্তাড়িতঃ ক্বচিৎ ।
যাদোভির্ভক্ষ্যতে ক্বাপি স্বয়মন্যোন্যঘাতিভিঃ ॥ ১৭ ॥
ক্বচিচ্ছোকং ক্বচিন্মোহং ক্বচিদ্দুঃখং সুখং ভয়ম্ ।
ক্বচিন্মৃত্যুমবাপ্নোতি ব্যাধ্যাদিভিরুতার্দিতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্বচিৎ—কখনো কখনো; **মগ্নঃ**—নিমগ্ন; **মহা-আবর্তে**—মহা-আবর্তে; **তরলৈঃ**—তরঙ্গের দ্বারা; **তাড়িতঃ**—তাড়িত; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **যাদোভিঃ**—কদাকার জলজ প্রাণীর দ্বারা; **ভক্ষ্যতে**—ভক্ষিত হওয়ার ভয় পেয়েছিলেন; **ক্ব অপি**—কখনো কখনো; **স্বয়ম্**—নিজে; **অন্যোন্য**—পরস্পর; **ঘাতিভিঃ**—আক্রমণ করে; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **শোকম্**—শোক; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **মোহম্**—মোহ; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সুখম্**—সুখ; **ভয়ম্**—ভয়; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অবাপ্নোতি**—অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন; **ব্যাধি**—রোগের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য ব্যথায়; **উত**—ও; **অর্দিতঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

কখনো কখনো তিনি প্রচণ্ড ঘূর্ণির কবলীভূত হয়েছিলেন, কখনো বা শক্তিশালী তরঙ্গে আহত হয়েছিলেন, আবার কখনো কদাকার জলজ প্রাণীরা পরস্পরকে আক্রমণ করার সময় তাঁকে ভক্ষণ করবার ভয় দেখিয়েছিল। কখনো কখনো তিনি অনুতাপ, বিভ্রম, দুঃখ, সুখ বা ভয় অনুভব করেছিলেন। আবার কখনো বা এমন ভয়ঙ্কর ব্যাধিযন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি মৃত্যুবরণ করছেন।

শ্লোক ১৯

অযুতাযুতবর্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ ।
ব্যতীয়ুর্ভ্রমতস্তস্মিন্ বিষ্ণুমায়াবৃতাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অযুত—দশসহস্র; **অযুত**—দশ সহস্রের দ্বারা; **বর্ষাণাম্**—বৎসরের; **সহস্রাণি**—সহস্র; **শতানি**—শত শত; **চ**—এবং; **ব্যতীয়ুঃ**—অতিক্রম করেছিলেন; **ভ্রমতঃ**—তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন; **তস্মিন্**—তাতে; **বিষ্ণু-মায়া**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা; **আবৃত**—আচ্ছন্ন; **আত্মনঃ**—তার মন।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি যখন সেই জল প্লাবনে ভ্রমণ করছিলেন, তখন অযুত অযুত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ২০

স কদাচিদ্ ভ্রমংস্তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি দ্বিজঃ ।
ন্যাগ্রোধপোতং দদৃশে ফলপল্লবশোভিতম্ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি; **কদাচিৎ**—একবার; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করার সময়; **পৃথিব্যাঃ**—পৃথিবীর; **ককুদী**—এক উন্নত স্থানে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **ন্যাগ্রোধ-পোতম্**—এক নবীন বটবৃক্ষ; **দদৃশে**—দর্শন করেছিলেন; **ফল**—ফল সহ; **পল্লব**—এবং পল্লব; **শোভিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

একবার, সেই জলে ভ্রমণ করার সময় ব্রাহ্মণ মার্কণ্ডেয় একটি দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন যার উপর ফল পল্লব সমন্বিত এক নবীন বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল।

শ্লোক ২১

প্রাগুত্তরস্যাং শাখায়াং তস্যাপি দদৃশে শিশুম্ ।
শয়ানং পর্ণপুটকে গ্রসন্তং প্রভয়া তমঃ ॥ ২১ ॥

প্রাক্-উত্তরস্যাম্—উত্তরপূর্ব দিকে; **শাখায়াম্**—একটি শাখার উপর; **তস্য**—সেই বৃক্ষের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **শিশুম্**—একটি শিশু; **শয়ানম্**—শায়িত; **পর্ণ-পুটকে**—পাতার অভ্যন্তরে; **গ্রসন্তম্**—গ্রাস করে; **প্রভয়া**—তাঁর প্রভায়; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

সেই বৃক্ষের উত্তরপূর্বাংশের একটি শাখায় তিনি একটি শিশুকে পাতার অভ্যন্তরে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। সেই শিশুর অঙ্গজ্যোতি অন্ধকারকে গ্রাস করেছিল।

শ্লোক ২২-২৫

মহামরকতশ্যামং শ্রীমদ্বদনপঙ্কজম্ ।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং সুনাসং সুন্দরভ্রুবম্ ॥ ২২ ॥
শ্বাসৈজদলকাভাতং কম্বুশ্রীকর্ণদাড়িমম্ ।
বিদ্রুমাধরভাসেষচ্ছোণায়িতসুধাস্মিতম্ ॥ ২৩ ॥
পদ্মগর্ভারুণাপাঙ্গং হৃদ্যহাসাবলোকনম্ ।
শ্বাসৈজদ্বলিসংবিগ্ননিম্ননাভিদলোদরম্ ॥ ২৪ ॥
চার্বঙ্গুলিভ্যাং পাণিভ্যামুন্নীয় চরণাম্বুজম্ ।
মুখে নিধায় বিপ্রেন্দ্রো ধয়ন্তং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥

মহা-মরকত—মহামরকত মণির মতো; **শ্যামম্**—শ্যাম; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **বদন-পঙ্কজম্**—যার মুখপদ্ম; **কম্বু**—শঙ্খের মতো; **গ্রীবম্**—যাঁর গ্রীবা; **মহা**—বিস্তৃত; **উরস্কম্**—যার বক্ষ; **সু-নাসম্**—সুন্দর নাসিকাযুক্ত; **সুন্দর-ভ্রুবম্**—সুন্দর ভ্রু সংযুক্ত; **শ্বাস**—তাঁর শ্বাসের দ্বারা; **এজৎ**—কম্পমান; **অলক**—চুলের সাথে; **আভাতম্**—দীপ্তিমান; **কম্বু**—শঙ্খের মতো; **শ্রী**—সুন্দর; **কর্ণ**—তাঁর কর্ণ; **দাড়িমম্**—ডালিমের ফুলের মতো; **বিদ্রুম**—প্রবালের মতো; **অধর**—তাঁর ঠোঁটের; **ভাসা**—জ্যোতির দ্বারা; **ঈষৎ**—ঈষৎরূপে; **শোণায়িত**—রক্তিম; **সুধা**—অমৃতময়; **স্মিতম্**—তাঁর স্মিত হাসি; **পদ্ম-গর্ভ**—পদ্মফুলের আবর্ত; **অরুণ**—রক্তিম; **অপাঙ্গম্**—চোখের প্রান্তভাগ; **হৃদ্য**—মনোরম; **হাস**—স্মিতহাস্যে; **অবলোকনম্**—তাঁর দৃষ্টি; **শ্বাস**—তাঁর শ্বাস; **এজৎ**—চালিত করা হয়েছিল; **বলি**—বলিরেখার দ্বারা; **সংবিগ্ন**—মোচড়ানো; **নিম্ন**—গভীর;

নাভি—তাঁর নাভি সহ; **দল**—পাতার মতো; **উদরম্**—যার উদর; **চারু**—আকর্ষণীয়; **অঙ্গুলিভ্যাম্**—অঙ্গুলি সংযুক্ত; **পাণিভ্যাম্**—তাঁর দুই হাতের দ্বারা; **উন্নীয়**—তুলে; **চরণ-অম্বুজম্**—তাঁর চরণপদ্ম; **মুখে**—মুখে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **বিপ্র-ইন্দ্রঃ**—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মার্কণ্ডেয়; **ধয়ন্তম্**—পান করে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সেই শিশুর ঘনশ্যাম বর্ণটি ছিল এক নিখাঁদ মরকত মণির মতো। তাঁর মুখপদ্ম সৌন্দর্য সম্পদে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠে ছিল শঙ্খরেখার মতো বলিরেখা। তাঁর বক্ষ ছিল বিস্তৃত, নাসিকা সুনির্মিত, ভ্রূযুগল সুন্দর। তাঁর মনোরম কর্ণযুগল দাড়িম্ব ফলসদৃশ, যার অভ্যন্তরে ছিল শঙ্খিল রেখা। তাঁর আঁখির প্রান্তভাগ পদ্ম গর্ভের মতো রক্তিম, তাঁর প্রবাল সদৃশ অধরোষ্ঠের দ্যুতি তাঁর শ্রীমুখের মনোরম অমৃতময় স্মিত হাস্যকে ঈষৎ রক্তিমাভ করে তুলেছিল। শ্বাস গ্রহণ করার সময় তাঁর উজ্জ্বল কেশরাশি কম্পিত হয়েছিল এবং তাঁর কদলীপত্র সদৃশ উদরে ত্বকের চঞ্চল ভাঁজসমূহ তাঁর গভীর নাভিদেশকে সংবিগ্ন করেছিল। সেই শিশু যখন তাঁর কমনীয় অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা তাঁর একটি চরণকমল ধারণ করে, সেই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাঁর মুখের অভ্যন্তরে স্থাপন করে চুষতে আরম্ভ করেছিল, সেই মহান ব্রাহ্মণ তখন বিস্মিত চক্ষে সেই দৃশ্য দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সেই নবীন শিশুটি ছিল পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন—"কত ভক্ত আমার চরণ কমলের অমৃত আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। অতএব, ব্যক্তিগতভাবে সেই অমৃত আস্বাদন করে দেখা যাক।" এইভাবে ভগবান একটি শিশুর মতো খেলা করে তাঁর চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

তদ্দর্শনাদ্বীতপরিশ্রমো মুদা
প্রোৎফুল্লহৃৎপদ্মবিলোচনাম্বুজঃ ।
প্রহৃষ্টরোমাদ্ভুতভাবশঙ্কিতঃ
প্রষ্টুং পুরস্তং প্রসসার বালকম্ ॥ ২৬ ॥

তৎ-দর্শনাৎ—শিশুটিকে দর্শন করে; **বীত**—নির্মুক্ত হয়েছিল; **পরিশ্রমঃ**—পরিশ্রম; **মুদা**—আনন্দে; **প্রোৎফুল্ল**—প্রসারিত; **হৃৎ-পদ্ম**—তাঁর হৃদয়ের পদ্ম; **বিলোচন-**

অম্বুজঃ—তাঁর পদ্মলোচন; **প্রহৃষ্ট**—রোমাঞ্চিত; **রোমা**—লোমসমূহ; **অদ্ভুত-ভাব**—এই অদ্ভুতরূপের স্বরূপ সম্পর্কে; **শঙ্কিতঃ**—বিভ্রান্ত; **প্রষ্টুম্**—প্রশ্ন করতে; **পুরঃ**—সম্মুখে; **তম্**—তার; **প্রসসার**—তিনি সমাগত হয়েছিলেন; **বালকম্**—বালকটি।

অনুবাদ

ঋষি মার্কণ্ডেয় যখন সেই বালকটিকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর সমস্ত পরিশ্রম প্রশমিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁর আনন্দ এতই তীব্র ছিল যে তাঁর হৃদয়পদ্মের সঙ্গে পদ্মনেত্রও পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং তাঁর দেহের রোমরাজি রোমাঞ্চিত হয়েছিল। সেই চমৎকার শিশুর স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে, সেই ঋষি তাঁর সমীপে সমাগত হলেন।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই শিশুটিকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর সম্মুখীন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

তাবচ্ছিশোর্বৈশ্বসিতেন ভার্গবঃ
সোঽন্তঃশরীরং মশকো যথাবিশৎ ।
তত্রাপ্যদো ন্যস্তমচষ্ট কৃৎস্নশো
যথা পুরামুহ্যদতীব বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

তাবৎ—সেই মুহূর্তে; **শিশোঃ**—শিশুটির; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শ্বসিতেন**—শ্বাসের সঙ্গে; **ভার্গবঃ**—ভৃগু বংশোদ্ভূত; **সঃ**—তিনি; **অন্তঃ-শরীরম্**—দেহের মধ্যে; **মশকঃ**—মশা; **যথা**—ঠিক যেমন; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **তত্র**—সেখানে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অদঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **ন্যস্তম্**—ন্যস্ত হয়েছিল; **অচষ্ট**—দেখেছিলেন; **কৃৎস্নশঃ**—সমগ্র; **যথা**—যেমন; **পুরা**—পূর্বে; **অমুহ্যৎ**—বিভ্রান্ত হয়েছিলেন; **অতীব**—অতীব; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

ঠিক সেই সময় শিশুটি প্রশ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং একটি মশকের মতো ঋষি মার্কণ্ডেয়কে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করেছিল। সেখানে তিনি দেখলেন যে প্রলয়ের পূর্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা ঠিক যেরকম ছিল, সেখানেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক সেইভাবেই বিন্যস্ত ছিল। তা দেখে ঋষি মার্কণ্ডেয় অতীব বিভ্রান্ত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮-২৯

খং রোদসী ভাগণানদ্রিসাগরান্
দ্বীপান্ সবর্ষান্ ককুভঃ সুরাসুরান্ ।
বনানি দেশান্ সরিতঃ পুরাকরান্
খেটান্ ব্রজানাশ্রমবর্ণবৃত্তয়ঃ ॥ ২৮ ॥
মহান্তি ভূতান্যথ ভৌতিকান্যসৌ
কালং চ নানাযুগকল্পকল্পনম্ ।
যৎ কিঞ্চিদন্যদ্ব্যবহারকারণং
দদর্শ বিশ্বং সদিবাবভাসিতম্ ॥ ২৯ ॥

খম্—আকাশ; **রোদসী**—স্বর্গ এবং পৃথিবী; **ভা-গণান্**—সমস্ত তারকা; **অদ্রি**—পর্বত সমূহ; **সাগরান্**—এবং সাগর; **দ্বীপান্**—মহান্ দ্বীপসমূহ; **স-বর্ষান্**—মহাদেশ সহ; **ককুভঃ**—দিকসমূহ; **সুর-অসুরান্**—ভক্ত এবং অসুরগণ; **বনানি**—বনসমূহ; **দেশান্**—দেশসমূহ; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **পুর**—নগর সমূহ; **আকরান্**—খনি সমূহ; **খেটান্**—কৃষিক্ষেত্র সমন্বিত গ্রাম সমূহ; **ব্রজান্**—গাভী বিচরণ ক্ষেত্র; **আশ্রম-বর্ণ**—সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা; **বৃত্তয়ঃ**—বৃত্তি; **মহান্তি-ভূতানি**—প্রকৃতির মৌলিক উপাদান সমূহ; **অথ**—এবং; **ভৌতিকানি**—তাদের স্থূল প্রকাশ; **অসৌ**—তিনি; **কালম্**—কাল; **চ**—এবং; **নানা-যুগ-কল্প**—ব্রহ্মার বিভিন্ন দিবস এবং কল্প; **কল্পনম্**—নিয়ন্তা; **যৎ-কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **অন্যৎ**—অন্য কেউ; **ব্যবহার-কারণম্**—জড় জগতে ব্যবহার্য বিষয় সমূহ; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **বিশ্বম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সৎ**—প্রকৃত; **ইব**—যেন; **অবভাসিতম্**—প্রকাশিত।

অনুবাদ

মার্কণ্ডেয় ঋষি সেখানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে পেলেন—আকাশ, স্বর্গ এবং পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্বত, সমুদ্র, মহান দ্বীপসমূহ এবং মহাদেশসমূহ প্রতিটি দিঙ্মণ্ডল, সুর এবং অসুর, বনানী, দেশ, নদী, নগর এবং খনিসমূহ; কৃষিক্ষেত্রময় গ্রামসমূহ গাভী বিচরণক্ষেত্র এবং সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—সবই সেখানে উপস্থিত। তিনি সেখানে সমগ্র উৎপন্ন বস্তুসহ এদের মূল উপাদান সমূহকেও দেখতে পেলেন এবং স্বয়ং কাল, যা ব্রহ্মার দিবস সমূহে অগণিত বৎসরের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেও দেখতে পেলেন। এই সকলই তিনি তাঁর সম্মুখে প্রকৃত সত্য বস্তুর মতোই ব্যক্ত দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৩০

হিমালয়ং পুষ্পবহাং চ তাং নদীং
নিজাশ্রমং যত্র ঋষী অপশ্যত ।
বিশ্বং বিপশ্যন্ শ্বসিতাচ্ছিশোর্বৈ
বহির্নিরস্তো ন্যপতল্লয়াব্ধৌ ॥ ৩০ ॥

হিমালয়ম্—হিমালয় পর্বতশ্রেণী; **পুষ্পবহাম্**—পুষ্পভদ্রা; **চ**—এবং; **তাম্**—সেই; **নদীম্**—নদী; **নিজ-আশ্রমম্**—তাঁর নিজের আশ্রম; **যত্র**—যেখানে; **ঋষী**—নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়; **অপশ্যত**—তিনি দেখেছিলেন; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **বিপশ্যন্**—যখন দেখেছিলেন; **শ্বসিতাৎ**—শ্বাসের দ্বারা; **শিশোঃ**—শিশুটির; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বহিঃ**—বাইরে; **নিরস্তঃ**—বহিস্কৃত; **ন্যপতৎ**—তিনি পতিত হয়েছিলেন; **লয়-অব্ধৌ**—প্রলয় সমুদ্রে।

অনুবাদ

তিনি তাঁর সম্মুখে হিমালয় পর্বতমালা, পুষ্পভদ্রা নদী, এবং তাঁর নিজের আশ্রম, যেখানে তিনি নর-নারায়ণ ঋষির দর্শন লাভ করেছিলেন, সবই দেখতে পেলেন। তারপর মার্কণ্ডেয় যখন এভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করছিলেন, শিশুটি তখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং ঋষিকে তাঁর দেহ থেকে বহিষ্কার করে পুনরায় তাঁকে প্রলয় সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি প্ররূঢ়ং
বটং চ তৎপর্ণপুটে শয়ানম্ ।
তোকং চ তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন
নিরীক্ষিতোঽপাঙ্গনিরীক্ষণেন ॥ ৩১ ॥
অথ তং বালকং বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ধিষ্ঠিতং হৃদি ।
অভ্যয়াদতিসংক্লিষ্টঃ পরিষ্বক্তুমধোক্ষজম্ ॥ ৩২ ॥

তস্মিন্—সেই জলে; **পৃথিব্যাঃ**—দেশের; **ককুদি**—উন্নত স্থানে; **প্ররূঢ়ম্**—বিকশিত; **বটম্**—বটবৃক্ষ; **চ**—এবং; **তৎ**—এর; **পর্ণ-পুটে**—পাতার স্বল্প গভীরতার মধ্যে; **শয়ানম্**—শায়িত; **তোকম্**—শিশুটি; **চ**—এবং; **তৎ**—নিজের জন্য; **প্রেম**—প্রেমের; **সুধা**—অমৃতের মতো; **স্মিতেন**—হাসির দ্বারা; **নিরীক্ষিতঃ**—নিরীক্ষিত হয়ে; **অপাঙ্গ**—তাঁর চোখের প্রান্তভাগে; **নিরীক্ষণেন**—দৃষ্টির দ্বারা; **অথ**—তারপর; **তম্**—

সেই; **বালকম্**—বালক; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **নেত্রাভ্যাম্**—তাঁর নেত্রের দ্বারা; **ধিষ্ঠিতম্**—স্থাপিত; **হৃদি**—তাঁর হৃদয়ে; **অভ্যয়াৎ**—সম্মুখে ধাবিত হয়েছিলেন; **অতি-সংক্লিষ্টঃ**—অতি উত্তেজিত হয়ে; **পরিষ্বক্তুম্**—আলিঙ্গন করতে; **অধোক্ষজম্**—অধোক্ষজ পরমেশ্বরকে।

অনুবাদ

সেই মহাসমুদ্রে তিনি পুনরায় সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে বটবৃক্ষটিকে বিকশিত হতে দেখলেন এবং সেই শিশুটিকে পাতার মধ্যে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। শিশুটি তাঁর প্রেমামৃত সিঞ্চিত স্মিত হাস্যে চোখের প্রান্তভাগে ঋষির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁর অক্ষিপথে শিশুটিকে হৃদয়ে ধারণ করলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঋষিবর সেই দিব্য পরমেশ্বর ভগবানকে আলিঙ্গন করতে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

তাবৎ স ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগাধীশো গুহাশয়ঃ ।
অন্তর্দধ ঋষেঃ সদ্যো যথেহানীশনির্মিতা ॥ ৩৩ ॥

তাবৎ—ঠিক সেই সময়; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎভাবে; **যোগ-অধীশঃ**—পরম যোগেশ্বর; **গুহাশয়ঃ**—যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে গুপ্ত আছেন; **অন্তর্দধে**—অন্তর্নিহিত হলেন; **ঋষেঃ**—সেই ঋষির সম্মুখে; **সদ্যঃ**—অকস্মাৎ; **যথা**—ঠিক যেভাবে; **ঈহা**—প্রচেষ্টা; **অনীশ**—অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা; **নির্মিতা**—নির্মিত।

অনুবাদ

সেই মুহূর্তে, পরম যোগেশ্বর, প্রতিটি জীবের হৃদয় গুহায় গুপ্ত পরমেশ্বর ভগবান সেই ঋষির কাছে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, ঠিক যেমন অযোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্ত সম্পদ অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৪

তমন্বথ বটো ব্রহ্মন্ সলিলং লোকসংপ্লবঃ ।
তিরোধায়ি ক্ষণাদস্য স্বাশ্রমে পূর্ববৎ স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

তম্—তাঁকে; **অনু**—অনুসরণ করে; **অথ**—তারপর; **বটঃ**—বটবৃক্ষ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ শৌনক; **সলিলম্**—জল; **লোক-সংপ্লবঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়; **তিরোধায়ি**—তিরোহিত হল; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **অস্য**—তাঁর সমুখে; **স্ব-আশ্রমে**—তাঁর নিজের আশ্রমে; **পূর্ব-বৎ**—পূর্বের মতো; **স্থিতঃ**—তিনি অবস্থিত ছিলেন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, ভগবান অন্তর্হিত হওয়ার পর, সেই বটবৃক্ষ, মহান জলরাশি এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সকলই অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং মুহূর্তকালের মধ্যে ঋষি মার্কণ্ডেয় নিজেকে পূর্ববৎ তাঁর স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত দেখতে পেলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করলেন' নামক নবম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা

এই অধ্যায়ে, মার্কণ্ডেয় ঋষি কিভাবে ভগবান শিবের কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, শ্রীসূত গোস্বামী তা বর্ণনা করেছেন।

একদিন শিব যখন তাঁর স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে আকাশ মার্গে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি সমাধি নিমগ্ন শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির সম্মুখীন হয়েছিলেন। পার্বতীর অনুরোধে শিব ঋষিকে তাঁর তপস্যার ফল দান করবার জন্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমাধি ভঙ্গ হলে পরে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীশিবকে পার্বতীসহ দর্শন করেছিলেন এবং আসন, অভ্যর্থনা বাক্য ও প্রণাম নিবেদনের মাধ্যমে তিনি তাঁদের পূজা করেছিলেন।

তারপর ভগবান শিব পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা করে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যে কোন বর নেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এবং ভগবানের ভক্তদের প্রতি এবং শিবের প্রতি অটল ভক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয়ের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব তাঁকে যশ, ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল অবধি জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি, ত্রিকালজ্ঞতা, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান এবং পৌরাণিকের পদ দান করেছিলেন।

যাঁরা শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির চরিতকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করবেন, তারা সকাম কর্ম থেকে উদ্ভুত সঞ্চিত কামনা ভিত্তিক জড় জীবন থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ১

সূত-উবাচ

স এবমনুভূয়েদং নারায়ণবিনির্মিতম্ ।
বৈভবং যোগমায়ায়াস্তমেব শরণং যযৌ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি, মার্কণ্ডেয়; **এবম্**—এই রূপে; **অনুভূয়**—অনুভব করে; **ইদম্**—এই; **নারায়ণ-বিনির্মিতম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ কর্তৃক বিনির্মিত; **বৈভবম্**—ঐশ্বর্য প্রদর্শনী; **যোগমায়ায়াঃ**—তাঁর অন্তরঙ্গা যোগশক্তির; **তম্**—তাঁকে, **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যযৌ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর এই বৈভবশালী মোহময়ী মায়াশক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এই অভিজ্ঞতা লাভ করার পর ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ

প্রপন্নোঽস্ম্যঙ্ঘ্রিমূলং তে প্রপন্নাভয়দং হরে ।
যন্মায়য়াপি বিবুধা মুহ্যন্তি জ্ঞানকাশয়া ॥ ২ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন; **প্রপন্নঃ**—শরণাগত; **অস্মি**—আমি; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—চরণপদ্মের মূল; **তে**—আপনার; **প্রপন্ন**—শরণাগতদের; **অভয়দম্**—অভয় দানকারী; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **যৎ-মায়য়া**—যাঁর মায়ার দ্বারা; **অপি**—এমন কি; **বিবুধাঃ**—বুদ্ধিমান দেবতাগণ; **মুহ্যন্তি**—মোহগ্রস্ত হয়; **জ্ঞান-কাশয়া**—যা ভ্রান্তভাবে জ্ঞান বলে প্রতিভাত হয়।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—হে ভগবান শ্রীহরি, প্রপন্নদের অভয় প্রদানকারী আপনার শ্রীচরণকমল তলে আমি শরণাগত হই। মহান দেবতাগণও তাঁদের কাছে জ্ঞান রূপে প্রতিভাত আপনার মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হন।

তাৎপর্য

দেহবদ্ধ জীবেরা জড় জাগতিক ইন্দ্রিয়ভোগে আকৃষ্ট হয় এবং এইভাবে তারা অতি যত্নের সঙ্গে প্রকৃতির ক্রিয়াসমূহ পর্যালোচনা করে। যদিও মনে হয় যে তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে প্রগতি সাধন করছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তারা জড় দেহের প্রতি মিথ্যা তাদাত্ম্যবোধে অধিক থেকে অধিকতর আবদ্ধ হয়ে পড়ছে এবং তাই ক্রমবর্ধমান হারে অজ্ঞানতায় নিমগ্ন হচ্ছে।

শ্লোক ৩

সূত উবাচ

তমেবং নিভৃতাত্মানং বৃষেণ দিবি পর্যটন ।
রুদ্রাণ্যা ভগবান্ রুদ্রো দদর্শ স্বগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **তম্**—তাঁকে, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিকে; **এবম্**—এইরূপে; **নির্ভৃত-আত্মানম্**—তাঁর মন পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন; **বৃষেণ**—তাঁর বৃষের উপর;

দিবি—আকাশে; **পর্যটন**—পর্যটনশীল; **রুদ্রাণ্যা**—রুদ্রাণী (উমা) সহ; **ভগবান্**—শক্তিশালী প্রভু; **রুদ্রঃ**—শিব; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **স্ব-গণৈঃ**—স্বীয় গণের দ্বারা; **বৃতঃ**—আবৃত।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—স্বগণ পরিবেষ্টিত ভগবান শিব পার্বতীসহ বৃষে উপবিষ্ট হয়ে আকাশ মার্গে পর্যটন করতে করতে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪

অথোমা তমৃষিং বীক্ষ্য গিরিশং সমভাষত ।
পশ্যেমং ভগবন্ বিপ্রং নিভৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ম্ ॥ ৪ ॥

অথ—তখন; **উমা**—উমা; **তম্**—সেই; **ঋষিম্**—ঋষিকে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **গিরিশম্**—ভগবান শিবকে; **সমভাষতঃ**—বলেছিলেন; **পশ্য**—শুধু দেখ; **ইমম্**—এই; **ভগবন্**—হে প্রভু; **বিপ্রম্**—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে; **নিভৃত**—নিঃস্তব্ধ; **আত্ম-ইন্দ্রিয়-আশয়ম্**—তাঁর দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়।

অনুবাদ

দেবী উমা সেই ঋষিকে দর্শন করে শিবকে সম্বোধন করে বললেন—হে প্রভু, সমাধিতে নিঃস্তব্ধ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শুধু দর্শন করুন।

শ্লোক ৫

নিভৃতোদঝষব্রাতো বাতাপায়ে যথার্ণবঃ ।
কুর্বস্য তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥ ৫ ॥

নিভৃত—স্থির; **উদ**—জল; **ঝষ-ব্রাতঃ**—মৎস্যকুল; **বাত**—বাতাস; **অপায়ে**—বিরত হলে পরে; **যথা**—ঠিক যেমন; **অর্ণবঃ**—সমুদ্র; **কুরু**—অনুগ্রহ করে করুন; **অস্য**—তাঁর; **তপসঃ**—তপস্যার; **সাক্ষাৎ**—প্রকাশ; **সংসিদ্ধিম্**—পূর্ণতা; **সিদ্ধি-দঃ**—সিদ্ধি প্রদানকারী; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

বায়ুপ্রবাহ নিরস্ত হলে পরে সমুদ্রের জল এবং মৎস্যসমূহ যেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তিনিও সেইরকমই প্রশান্ত অবস্থায় রয়েছেন। সুতরাং হে প্রভু, আপনি যেহেতু তপস্বীদের সিদ্ধি দান করেন, অনুগ্রহ করে এই ঋষিকেও সিদ্ধি দান করুন, যা স্পষ্টতই তাঁর প্রাপ্য।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শক্তিশালী প্রভু (শিব) বললেন; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইচ্ছতি**—ইচ্ছা করেন; **আশিষঃ**—বর; **ক্ব-অপি**—কোনও ক্ষেত্রেই; **ব্রহ্মর্ষিঃ**—ব্রহ্মর্ষি; **মোক্ষম্**—মুক্তি; **অপি উত**—এমন কি; **ভক্তিম্**—ভক্তিমূলক সেবা; **পরাম্**—দিব্য; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **লব্ধবান্**—লাভ করেছেন; **পুরুষে**—পরম পুরুষ ভগবানে; **অব্যয়ে**—যিনি অব্যয়।

অনুবাদ

ভগবান শিব উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মর্ষি কোনও বর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত, কেননা তিনি অব্যয় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

নৈবেচ্ছত্য আশিষঃ ক্বাপি কথাটি ইঙ্গিত করে যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন গ্রহে লভ্য যে কোন পুরস্কার গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি এমন কি মুক্তিও চাননি, কেননা তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা ।
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥ ৭ ॥

অথ অপি—তা সত্ত্বেও; **সংবদিষ্যামঃ**—আমরা কথা বলব; **ভবানি**—হে প্রিয় ভবানী; **এতেন**—এর সঙ্গে; **সাধুনা**—শুদ্ধ ভক্ত; **অয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পরমঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **লাভঃ**—লাভ; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **সাধু-সমাগমঃ**—সাধু সঙ্গ।

অনুবাদ

তা সত্ত্বেও, হে ভবানী, চল, এই সাধুর সঙ্গে সংলাপ করি। সর্বোপরি, সাধু সঙ্গই হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

ইত্যুক্ত্বা তমুপেয়ায় ভগবান্ স সতাং গতিঃ ।
ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **তম্**—ঋষির কাছে; **উপেয়ায়**—গিয়ে; **ভগবান্**—মহান দেবতা; **সঃ**—তিনি; **সতাম্**—শুদ্ধ জীবদের; **গতিঃ**—আশ্রয়; **ঈশানঃ**—প্রভু; **সর্ব-বিদ্যানাম্**—সমস্ত বিদ্যার; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **সর্বদেহিনাম্**—সমস্ত দেহবদ্ধ জীবের।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইরকম কথা বলে, শুদ্ধ জীবের আশ্রয়, সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞানের অধীশ্বর এবং সমস্ত দেহবদ্ধ জীবের নিয়ন্তা ভগবান শঙ্কর সেই ঋষির সম্মুখে সমাগত হলেন।

শ্লোক ৯

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ ॥ ৯ ॥

তয়োঃ—তাদের দুজনের; **আগমনম্**—আগমন; **সাক্ষাৎ**—ব্যক্তিগতভাবে; **ঈশয়োঃ**—শক্তিশালী ব্যক্তিদের; **জগৎ-আত্মনঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তাগণকে; **ন বেদ**—তিনি লক্ষ্য করেননি; **রুদ্ধ**—রুদ্ধ; **ধী-বৃত্তিঃ**—মনের কার্য; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **বিশ্বম্**—বহির্বিশ্ব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

যেহেতু শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির জড় মনের বৃত্তি রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাই সেই ঋষি জানতেই পারেননি যে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান শিব এবং তাঁর পত্নী স্বয়ং তাঁকে দেখতে এসেছেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এতই ধ্যানমগ্ন ছিলেন যে তিনি যেমন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, তেমনি বহির্বিশ্বকেও বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

ভগবাংস্তদভিজ্ঞায় গিরিশো যোগমায়য়া ।
আবিশৎ তদ্গুহাকাশং বায়ুশ্ছিদ্রমিবেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

ভগবান্—মহান ব্যক্তিত্ব; **তৎ**—সেই; **অভিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **গিরিশঃ**—ভগবান গিরিশ; **যোগমায়য়া**—তাঁর যোগশক্তির বলে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **তৎ**—মার্কণ্ডেয়ের; **গুহা-আকাশম্**—হৃদয়ের গুপ্ত আকাশে; **বায়ু**—বায়ু; **ছিদ্রম্**—ছিদ্র; **ইব**—যেন; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

ঋষির অবস্থা খুব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে ভগবান শিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের হৃদয়ের আকাশে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর যোগবল প্রয়োগ করলেন, ঠিক যেমন ছিদ্র পথে বায়ু প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ১১-১৩

আত্মন্যপি শিবং প্রাপ্তং তড়িৎপিঙ্গজটাধরম্ ।
ত্র্যক্ষং দশভুজং প্রাংশুমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ১১ ॥
ব্যাঘ্রচর্মাম্বরং শূলধনুরিষ্বসিচর্মভিঃ ।
অক্ষমালাডমরুককপালং পরশুং সহ ॥ ১২ ॥
বিভ্রাণং সহসা ভাতং বিচক্ষ্য হৃদি বিস্মিতঃ ।
কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ ॥ ১৩ ॥

আত্মনি—নিজের মধ্যে; **অপি**—ও; **শিবম্**—ভগবান শিব; **প্রাপ্তম্**—উপনীত হলেন; **তড়িৎ**—তড়িতালোকের মতো; **পিঙ্গ**—হলুদবর্ণ; **জটা**—জটা; **ধরম্**—ধারণকারী; **ত্রি-অক্ষম্**—ত্রিলোচন; **দশ-ভুজম্**—দশটি বাহু বিশিষ্ট; **প্রাংশুম্**—সুদীর্ঘ; **উদ্যন্তম্**—উদিত হয়ে; **ইব**—ঠিক যেন; **ভাস্করম্**—সূর্য; **ব্যাঘ্র**—বাঘের; **চর্ম**—চামড়া; **অম্বরম্**—তার বস্ত্র হিসাবে; **শূল**—তাঁর ত্রিশূলসহ; **ধনুঃ**—ধনুক; **ইষু**—তীর; **অসি**—তলোয়ার; **চর্মভিঃ**—এবং বর্ম; **অক্ষ-মালা**—তাঁর জপমালা; **ডমরুক**—ডমরু; **কপালম্**—এবং করোটি; **পরশুম্**—কুঠার; **সহ**—সহ; **বিভ্রাণম্**—প্রদর্শন করে; **সহসা**—অকস্মাৎ; **ভাতম্**—প্রতিভাত; **বিচক্ষ্য**—দর্শন করে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **কিম্**—কী; **ইদম্**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইতি**—এইরূপে; **সমাধেঃ**—তার সমাধিস্থ অবস্থা থেকে; **বিরতঃ**—বিরত হয়েছিলেন; **মুনিঃ**—মুনিবর।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগবান শিবকে অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হতে দেখলেন। শিবের পিঙ্গল জটা তড়িতালোক সদৃশ, তাঁর তিনটি লোচন, দশটি বাহু, উদীয়মান সূর্যের মতো উজ্জ্বল সুদীর্ঘ দেহ। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেছিলেন এবং জপমালা, ডমরু, করোটি এবং কুঠার সহ একটি ত্রিশূল, তীরধনুক, তলোয়ার এবং বর্ম ধারণ করেছিলেন। বিস্মিত হয়ে সেই ঋষি তাঁর সমাধি থেকে নির্গত হলেন এবং ভাবলেন, "কে তিনি এবং কোথা থেকেই বা এসেছেন?"

শ্লোক ১৪

নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে সগণং সোমমাগতম্ ।
রুদ্রং ত্রিলোকৈকগুরুং ননাম শিরসা মুনিঃ ॥ ১৪ ॥

নেত্রে—তার চক্ষু; **উন্মীল্য**—উন্মীলিত করে; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **স-গণম্**—গণ সহ; **স-উমম্**—উমা সহ; **আগতম্**—আগত; **রুদ্রম্**—রুদ্র; **ত্রিলোক**—ত্রিলোকের; **এক-গুরুম্**—এক গুরু; **ননাম**—তিনি প্রণাম নিবেদন করেছিলেন; **শিরসা**—তাঁর মস্তক দিয়ে; **মুনিঃ**—মুনিবর।

অনুবাদ

ঋষি তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, উমা এবং গণ সহ ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীশিবকে দর্শন করলেন। মার্কণ্ডেয় তখন নত মস্তকে তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষি মার্কণ্ডেয় যখন তাঁর হৃদয়ে শিব এবং উমাকে দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁদের সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কেও অবগত হলেন। অপরপক্ষে, সমাধির সময়, তিনি শুধু পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানেই নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং এইভাবে নিজেকেও সচেতন দ্রষ্টারূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তস্মৈ সপর্যাং ব্যদধাৎ সগণায় সহোমযা ।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্য-গন্ধস্রগ্‌ধূপদীপকৈঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মৈ—তাঁর প্রতি; **সপর্যাম্**—পূজা; **ব্যদধাৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **স-গণায়**—গণ সহ; **সহ উময়া**—উমা সহ; **সু-আগত**—স্বাগত বাক্যে; **আসন**—আসন নিবেদন করে; **পাদ্য**—পাদ্য; **অর্ঘ্য**—সুবাসিত পানীয় জল; **গন্ধ**—সুগন্ধি তৈল; **স্রক্**—মাল্য; **ধূপ**—ধূপ; **দীপকৈঃ**—প্রদীপ।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় স্বাগতবাক্যে, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, মাল্য এবং প্রদীপ নিবেদন করে গণসহ শিব এবং উমার পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

আহ ত্বাত্মানুভাবেন পূর্ণকামস্য তে বিভো ।
করবাম কিমীশান যেনেদং নির্বৃতং জগৎ ॥ ১৬ ॥

আহ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বলেছিলেন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-অনুভাবেন**—আপনার স্বীয় আনন্দ অনুভবের দ্বারা; **পূর্ণ-কামস্য**—পূর্ণকাম; **তে**—আপনার জন্য; **বিভো**—হে বিভো; **করবাম**—আমি করতে পারি; **কিম্**—কী; **ঈশান**—হে প্রভু; **যেন**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **নির্বৃতম্**—প্রশান্ত করা হয়; **জগৎ**—সমগ্র জগৎ।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—হে বিভো, আপনার স্বীয় আনন্দে পূর্ণরূপে আত্মকাম আপনার জন্য আমি কী-ই বা করতে পারি? বস্তুতপক্ষে আপনার কৃপায় আপনি সমগ্র জগতকে তৃপ্ত করেন।

শ্লোক ১৭

নমঃ শিবায় শান্তায় সত্ত্বায় প্রমৃড়ায় চ ।
রজোজুষেঽথ ঘোরায় নমস্তুভ্যং তমোজুষে ॥ ১৭ ॥

নমঃ—প্রণতি; **শিবায়**—পরম কল্যাণময়; **শান্তায়**—প্রশান্ত; **সত্ত্বায়**—জড়ীয় সত্ত্বগুণের মূর্ত বিগ্রহ; **প্রমৃড়ায়**—আনন্দ প্রদানকারী; **চ**—এবং; **রজঃ-জুষে**—রজোগুণাশ্রিত ব্যক্তিকে; **অথ**—ও; **ঘোরায়**—ভয়ঙ্কর; **নমঃ**—প্রণাম; **তুভ্যম্**—তোমাকে; **তমঃ-জুষে**—তমোগুণের সঙ্গকারী।

অনুবাদ

হে পরম করুণাময় দিব্য পুরুষ, আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণাম করি, সত্ত্বগুণের প্রভুরূপে আপনি আনন্দ দান করেন, রজোগুণের সংস্পর্শে আপনি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে প্রতিভাত হন এবং আপনি তমোগুণেরও সঙ্গকারী।

শ্লোক ১৮

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবানাদিদেবঃ সতাং গতিঃ ।
পরিতুষ্টঃ প্রসন্নাত্মা প্রহসংস্তমভাষত ॥ ১৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এই সকল বাক্যে; **স্তুতঃ**—সংস্তুত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—শক্তিশালী শিব; **আদি-দেব**—আদি দেব; **সতাম্**—সাধু ভক্তদের; **গতিঃ**—আশ্রয়; **পরিতুষ্টঃ**—পূর্ণরূপে তুষ্ট; **প্রসন্ন-আত্মা**—প্রসন্নাত্মা; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **তম্**—শ্রীমার্কণ্ডেয়কে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—দেবাদিদেব এবং সাধুদের আশ্রয় ভগবান শ্রীশিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। প্রসন্ন হয়ে, স্মিতহাস্যে তিনি ঋষিকে সম্বোধন করলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

বরং বৃণীষ্ব নঃ কামং বরদেশা বয়ং ত্রয়ঃ ।
অমোঘং দর্শনং যেষাং মর্ত্যো যদ্ বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান শ্রীশিব বললেন; **বরম্**—বর; **বৃণীষ্ব**—অনুগ্রহ-পূর্বক বেছে নাও; **নঃ**—আমাদের থেকে; **কামম্**—কাম্য; **বরদ**—সমস্ত বরদানকারীদের; **ঈশাঃ**—নিয়ন্তা; **বয়ম্**—আমরা; **ত্রয়ঃ**—তিন (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর); **মর্ত্যঃ**—মর্ত্যবাসী; **যৎ**—যার দ্বারা; **বিন্দতে**—লাভ করে; **অমৃতম্**—অমরত্ব।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীশিব বললেন—অনুগ্রহ করে আমার কাছে কিছু বর চাও। কেননা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি—এই তিন জন সমস্ত বরদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আমাদের দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, কেননা শুধুমাত্র আমাদের দর্শন করেই মরণশীল ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২০-২১

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ ।
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ২০ ॥
সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চন্ত্যুপাসতে ।
অহং চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং চ হরিরীশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; **সাধবঃ**—সদাচার পালনকারী; **শান্তাঃ**—প্রশান্ত এবং ঈর্ষাদি অন্যান্য মন্দ গুণ থেকে মুক্ত; **নিঃসঙ্গাঃ**—জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত; **ভূত-বৎসলাঃ**—সমস্ত জীবদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন; **একান্ত-ভক্তাঃ**—একান্ত ভক্তগণ; **অস্মাসু**—আমাদের (ব্রহ্মা, ভগবান শ্রীহরি এবং শিব); **নির্বৈরাঃ**—কখনই ঘৃণা করেন না; **সমদর্শিনঃ**—সমদর্শী; **স-লোকাঃ**—সমস্ত লোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে; **লোক-পালাঃ**—বিভিন্ন গ্রহের পালকগণ; **তান্**—সেই সকল ব্রাহ্মণগণ; **বন্দন্তি**—বন্দনা করি;

অর্চন্তি—অর্চনা করি; **উপাসতে**—সাহায্য করি; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সমস্ত লোকের বাসিন্দাগণ এবং লোকপালগণ ব্রহ্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এবং আমি সহ সকলেই সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের বন্দনা করি, অর্চনা করি এবং সহযোগিতা করি, যাঁরা সমদর্শী, নির্মৎসর, আমাদের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ; সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু, জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত, সদা প্রশান্ত এবং সন্তস্বভাব বিশিষ্ট।

শ্লোক ২২

ন তে ময্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে ।
নাত্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্‌যুষ্মান্ বয়মীমহি ॥ ২২ ॥

ন—করে না; **তে**—তারা; **ময়ি**—আমাতে; **অচ্যুতে**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে; **অজে**—ভগবান শ্রীব্রহ্মাতে; **চ**—এবং; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **অণু**—স্বল্প; **অপি**—এমন কি; **চক্ষতে**—দেখে; **ন**—না; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **চ**—এবং; **জনস্য**—অন্য মানুষের; **অপি**—ও; **তৎ**—অতএব; **যুষ্মান্**—নিজেদের; **বয়ম্**—আমরা; **ঈমহি**—পূজা করি।

অনুবাদ

এই সকল ভক্তগণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন না এবং নিজেদের সঙ্গেও অন্যান্য জীবদের পার্থক্য করেন না। সুতরাং, তুমি যেহেতু সেরকম সাধু ভক্ত, আমরা তোমার পূজা করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন যথাক্রমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সৃষ্টি এবং প্রলয়কারী শক্তির প্রকাশ। এইভাবে জড় জগতের এই তিন পালকদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সমূহের মধ্যে জড়গুণের ভিত্তিতে জড়ীয় দ্বৈতভাব দর্শন করা উচিত নয়, যদিও সেই শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব রূপে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছেন।

শ্লোক ২৩

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবাশ্চেতনোজ্‌ঝিতাঃ ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন যূয়ং দর্শনমাত্রতঃ ॥ ২৩ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপ্‌-ময়ানি**—পবিত্র জলময়; **তীর্থানি**—পবিত্র তীর্থসমূহ; **ন**—না; **দেবাঃ**—দেবতাদের মূর্তিরূপ; **চেতন-উজ্ঝিতাঃ**—প্রাণশূন্য; **তে**—তারা; **পুনন্তি**—পবিত্র করে; **উরু-কালেন**—দীর্ঘকাল পরে; **যূয়ম্**—নিজেদেরকে; **দর্শন-মাত্রতঃ**—দর্শন মাত্রেই।

অনুবাদ

শুধু জলাশয় মাত্রই তীর্থ নয়, কিংবা দেবতাদের প্রাণশূন্য মূর্তিগুলিও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। কেননা বাহ্য দৃষ্টি পবিত্র নদী এবং দেবতাদের উচ্চতর সার হৃদয়ঙ্গমে ব্যর্থ হয়। সুদীর্ঘ কাল সেবা করার পরই এগুলি মানুষকে পবিত্র করে। কিন্তু তোমার মতো ভক্তগণ শুধু দর্শন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে থাকেন।

শ্লোক ২৪

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো যেঽস্মদ্রূপং ত্রয়ীময়ম্ ।
বিভ্রত্যাত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণেভ্যঃ—ব্রাহ্মণদের; **নমস্যামঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি; **যে**—যাঁরা; **অস্মৎ-রূপম্**—আমাদের রূপ (শিব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু); **ত্রয়ী-ময়ম্**—তিন বেদের মাধ্যমে উপস্থাপিত; **বিভ্রতি**—বহন করে; **আত্ম-সমাধান**—আত্ম সমাধির দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়নের দ্বারা; **সংযমৈঃ**—সংযম পালনের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমাত্মার ধ্যানের মাধ্যমে, তপ অনুষ্ঠান করে, স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত হয়ে এবং সংযম পালনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমার থেকে অভিন্ন তিন বেদকে ধারণ করেন। তাই আমি ব্রাহ্মণদের প্রণাম করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচেয়ে মহিমান্বিত বলে গণ্য করা হয়, কেননা সমস্ত পারমার্থিক প্রচেষ্টা ভগবানের প্রেমময়ী সেবাতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শ্লোক ২৫

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রবণাৎ—শ্রবণের মাধ্যমে; **দর্শনাৎ**—দর্শন করে; **বা**—অথবা; **অপি**—ও; **মহা-পাতকিনঃ**—মহাপাতকী; **অপি**—এমন কি; **বঃ**—আপনি; **শুধ্যেরন্**—তারা শুদ্ধ হয়;

অন্ত্য-জাঃ—নিম্ন জাতি; **চ**—এবং; **অপি**—এমন কি; **কিম্ উ**—কী আর বলা যায়; **সম্ভাষণ-আদিভিঃ**—প্রত্যক্ষ সম্ভাষণ ইত্যাদির মাধ্যমে।

অনুবাদ

এমন কি মহাপাতকী এবং অন্ত্যজ ব্যক্তিরাও শুধুমাত্র আপনাদের সম্পর্কে শ্রবণ করে কিংবা আপনাদের মতো ব্যক্তিদের দর্শন করে পবিত্র হয়ে যায়। তাহলে কল্পনা করুন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণে তাঁরা কীরকম পবিত্র হবে।

শ্লোক ২৬

সূত উবাচ

ইতি চন্দ্রললামস্য ধর্মগুহ্যোপবৃংহিতম্ ।
বচোঽমৃতায়নমৃষির্নাতৃপ্যৎ কর্ণয়োঃ পিবন্ ॥ ২৬ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইরূপে; **চন্দ্র-ললামস্য**—চন্দ্র শোভিত শিবের; **ধর্ম-গুহ্য**—ধর্মের গোপন সার কথা; **উপবৃংহিতম্**—পরিপূর্ণ; **বচঃ**—বাক্যসমূহ; **অমৃত-অয়নম্**—অমৃতের উৎস; **ঋষিঃ**—ঋষিবর; **ন অতৃপ্যৎ**—তৃপ্তি অনুভব করেননি; **কর্ণয়োঃ**—তাঁর কর্ণের দ্বারা; **পিবন্**—পান করে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—ধর্মগুহ্য নির্যাসে পরিপূর্ণ অমৃতময় কথা শিবের কাছ থেকে শ্রবণ করে মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় ঋষি শিব কর্তৃক তাঁর নিজের প্রশংসাবাক্য শ্রবণে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ধর্ম নীতি সম্পর্কে ভগবান শিবের গভীর তত্ত্বজ্ঞান তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তাই তা আরও শ্রবণ করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

স চিরং মায়য়া বিষ্ণোর্ভ্রামিতঃ কর্শিতো ভৃশম্ ।
শিববাগমৃতধ্বস্তক্লেশপুঞ্জস্তমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সঃ—তিনি; **চিরম্**—দীর্ঘকাল ধরে; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ভ্রামিতঃ**—ভ্রমণ করতে বাধ্য; **কর্শিতঃ**—নিঃশেষিত; **ভৃষম্**—ভীষণরূপে; **শিব**—শিবের; **বাক্-অমৃত**—বাক্যরূপ অমৃতের দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিধ্বস্ত; **ক্লেশপুঞ্জঃ**—তাঁর ক্লেশরাশি; **তম্**—তাঁকে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা দীর্ঘকাল প্রলয়বারিতে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়ে, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শিবের কথামৃত তাঁর সঞ্চিত ক্লেশকে নির্মূল করেছিল। এইরূপে তিনি শিবকে সম্বোধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তি দর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং বিশাল দুঃখ ভোগ করেছিলেন। কিন্তু এখন, শিবের ব্যক্তিত্বের মধ্যে শ্রীবিষ্ণু পুনরায় ঋষির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং দিব্য আনন্দময় চিন্ময় উপদেশ দান করে তাঁর সমস্ত ক্লেশ দূর করে দিলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ

অহো ঈশ্বরলীলেয়ং দুর্বিভাব্যা শরীরিণাম্ ।
যন্নমন্তীশিতব্যানি স্তুবন্তি জগদীশ্বরাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন; **অহো**—আহা; **ঈশ্বর**—মহান নিয়ন্তাদের; **লীলা**—লীলা; **ইয়ম্**—এই; **দুর্বিভাব্যা**—অচিন্ত্য; **শরীরিণাম্**—দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে; **যৎ**—যেহেতু; **নমন্তি**—তাঁরা প্রণাম করেন; **ঈশিতব্যানি**—তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের; **স্তুবন্তি**—তাঁরা প্রশংসা করে; **জগদীশ্বরাঃ**—বিশ্ব-নিয়ন্তাগণ।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে বিশ্বনিয়ন্তাদের লীলা অনুধাবন করা বাস্তবিকই অতীব কঠিন, কেননা, সেই নিয়ন্তাগণ তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবদেরই প্রণাম এবং প্রশংসা করে থাকেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে দেহবদ্ধ জীব একে অপরের উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে। তাই প্রকৃত বিশ্বনিয়ন্তাদের লীলা তারা অনুধাবন করতে পারে না। সেই রকম প্রকৃত নিয়ন্তাদের মনোবৃত্তি অতি চমৎকার উদারতা সম্পন্ন এবং এইভাবে কখনো কখনো তাঁরা স্বীয় প্রজাদের মধ্যে যাঁরা অতি গুণবান সাধু, তাদেরকে প্রণাম করেন।

শ্লোক ২৯

ধর্মং গ্রাহয়িতুং প্রায়ঃ প্রবক্তারশ্চ দেহিনাম্ ।
আচরন্ত্যনুমোদন্তে ক্রিয়মাণং স্তুবন্তি চ ॥ ২৯ ॥

ধর্মম্—ধর্ম; **গ্রাহয়িতুম্**—গ্রহণ করাতে; **প্রায়ঃ**—প্রায় ক্ষেত্রেই; **প্রবক্তারঃ**—প্রামাণিক প্রবক্তা; **চ**—এবং; **দেহিনাম্**—সাধারণ দেহবদ্ধ জীবের; **আচরন্তি**—আচরণ করে; **অনুমোদন্তে**—উৎসাহ দান করেন; **ক্রিয়মাণম্**—সম্পাদনকারী; **স্তুবন্তি**—তাঁরা স্তব করেন; **চ**—ও।

অনুবাদ

সাধারণত অন্যাদের যথার্থ ব্যবহারে উৎসাহ দান এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে প্রামাণিক ধর্ম-প্রবক্তাগণ যে আদর্শ আচরণ প্রদর্শন করেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহবদ্ধ জীবকে ধর্মনীতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

শ্লোক ৩০

নৈতাবতা ভগবতঃ স্বমায়াময়বৃত্তিভিঃ ।
ন দুষ্যেতানুভাবস্তৈর্মায়িনঃ কুহকং যথা ॥ ৩০ ॥

ন—না; **এতাবতা**—এইরকম আচরণের দ্বারা (বিনয় প্রদর্শন); **ভগবতঃ**—ভগবানের; **স্ব-মায়া**—তাঁর স্বীর মায়ার; **ময়**—পরিপূর্ণ; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা; **ন দুষ্যেত**—দুষিত হয় না; **অনুভাবঃ**—শক্তি; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **মায়িনঃ**—যাদুকরের; **কুহকম্**—কৌশল; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

এই আপাত নম্রতা শুধু তাঁদের কৃপারই প্রদর্শনী মাত্র। স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা সম্পাদিত ভগবান ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের এই যে আচরণ, তা কখনই তাঁর শক্তিকে নষ্ট করতে পারে না, ঠিক যেমন কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে যাদুকরের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় না।

শ্লোক ৩১-৩২

সৃষ্ট্বেদং মনসা বিশ্বমাত্মনানুপ্রবিশ্য যঃ ।
গুণৈঃ কুর্বদ্ভিরাভাতি কর্তেব স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥ ৩১ ॥
তস্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণায় গুণাত্মনে ।
কেবলায়াদ্বিতীয়ায় গুরবে ব্রহ্মমূর্তয়ে ॥ ৩২ ॥

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে; **ইদম্**—এই; **মনসা**—তাঁর মনের দ্বারা, শুধু তাঁর ইচ্ছার দ্বারা; **বিশ্বম্**—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড; **আত্মনা**—পরমাত্মারূপে; **অনুপ্রবিশ্য**—অনুপ্রবেশ করে; **যঃ**—যিনি; **গুণৈঃ**—জড়গুণের দ্বারা; **কুর্বদ্ভিঃ**—যা কার্য করছে; **আভাতি**—প্রতিভাত হয়; **কর্তা ইব**—কর্তার মতো; **স্বপ্নদৃক্**—স্বপ্ন দর্শনকারী; **যথা**—যেমন; **তস্মৈ**—তাঁকে;

নমঃ—প্রণাম; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ত্রিগুণায়**—ত্রিগুণাত্মক; **গুণ-আত্মনে**—প্রকৃতির গুণসমূহের পরম নিয়ন্তা; **কেবলায়**—পবিত্রকে; **অদ্বিতীয়ায়**—অদ্বিতীয়; **গুরবে**—পরম গুরুদেব; **ব্রহ্ম-মূর্তয়ে**—পরম সত্যের ব্যক্তিরূপ।

অনুবাদ

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি, যিনি শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমে এই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর পরমাত্মারূপে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। জড়া প্রকৃতির গুণকে কার্যকর করার মাধ্যমে তিনি এই জগতের প্রত্যক্ষ স্রষ্টা বলে প্রতিভাত হন, ঠিক যেমন একজন স্বপ্নদ্রষ্টাকে তার স্বপ্নের মধ্যে সক্রিয় বলে মনে হয়। তিনিই হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীশ্বর এবং পরম নিয়ন্তা, তা সত্ত্বেও তিনি একক এবং পবিত্র, কেবলাদ্বিতীয়। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম গুরু, পরম সত্যের আদি মূর্ত বিগ্রহ।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জড়া শক্তিকে মুক্ত করেন এবং এদেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিকার্য সম্পাদিত হয়। ভগবান পরম চিন্ময় সত্তারূপে এসব থেকে নির্লিপ্ত থাকেন। তা সত্ত্বেও, যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা অনুসারে বিকশিত হয়, তাই সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী হস্তের স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়। মানুষ এইভাবে কল্পনা করে যে, ভগবানই এই জগতের প্রত্যক্ষ নির্মাতা, যদিও তিনি তাঁর বহুমুখী শক্তির সুদক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টি করে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন।

শ্লোক ৩৩

কং বৃণে নু পরং ভূমন্ বরং ত্বদ্বরদর্শনাৎ ।
যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

কম্—কী; **বৃণে**—বেছে নেব; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **পরম্**—অন্যেরা; **ভূমন্**—হে সর্বব্যাপক ভগবান; **বরম্**—বর; **ত্বৎ**—আপনার কাছ থেকে; **বর-দর্শনাৎ**—যাকে দর্শন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ বর; **যৎ**—যাঁর; **দর্শনাৎ**—দর্শন থেকে; **পূর্ণকামঃ**—পূর্ণকাম; **সত্যকামঃ**—সমস্ত কাম্য বস্তু লাভে সমর্থ; **পুমান্**—ব্যক্তি; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

হে সর্বব্যাপক প্রভু, আমি যেহেতু আপনাকে দর্শন করার বর লাভ করেছি, অন্য আর কী বর আমি চাইতে পারি? শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই মানুষ পূর্ণকাম হতে পারে এবং তার ঈপ্সিত যে কোন বিষয় লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৩৪

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥ ৩৪ ॥

বরম্—বর; **একম্**—এক; **বৃণে**—প্রার্থনা করি; **অথ অপি**—তা সত্ত্বেও; **পূর্ণাৎ**—পূর্ণ থেকে; **কাম-অভিবর্ষণাৎ**—যিনি কাম্যবিষয়ের বর্ষণ করেন; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য; **অচ্যুতাম্**—অচ্যুত; **ভক্তিম্**—ভক্তিমূলক সেবা; **তৎ-পরেষু**—যাঁরা তৎপর তাঁদের জন্য; **তথা**—আরও; **ত্বয়ি**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

তা সত্ত্বেও সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় বর্ষণে সক্ষম এবং সর্বতোভাবে পূর্ণ আপনার কাছ থেকে একটি বর আমি প্রার্থনা করি। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর তৎপর ভক্তদের প্রতি, বিশেষত আপনার প্রতি আমি অবিচলিত ভক্তি লাভের বর প্রার্থনা করি।

তাৎপর্য

তৎ-পরেষু তথা ত্বয়ি কথাগুলি সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে শিব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান নন। যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধিকেও স্বয়ং ভগবানের সমান মর্যাদা অর্পণ করা হয়, তাই পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে মার্কণ্ডেয় ঋষি শিবকে "ভগবান" বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এখানে একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হল যে শিব হচ্ছেন ভগবানের নিত্য সেবক এবং তিনি স্বয়ং ভগবান নন, যে কথা সমগ্র বৈদিক শাস্ত্র জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করার সূক্ষ্ম নিয়ম অনুসারে মন এবং হৃদয়ের মধ্যে কামনা স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ভগবানের ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়ার যে শুদ্ধ বাসনা, তা মানুষকে চেতনার সর্বোচ্চ মহিমান্বিত স্তরে উন্নীত করে এবং জীবন সম্পর্কে সেরকম পূর্ণ উপলব্ধি কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তদের বিশেষ কৃপাবলেই লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৫

সূত উবাচ

ইত্যর্চিতোঽভিষ্টুতশ্চ মুনিনা সূক্তয়া গিরা ।
তমাহ ভগবান্ শর্বঃ শর্বয়া চাভিনন্দিতঃ ॥ ৩৫ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এই সকল কথায়; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **অভিষ্টুতঃ**—কীর্তিত; **চ**—এবং; **মুনিনা**—মুনির দ্বারা; **সু-উক্তয়া**—সুন্দরভাবে উক্ত;

গিরা—বাক্যের দ্বারা; তম্—তাকে; আহ—বলেছিলেন; ভগবান্ শর্বঃ—ভগবান শ্রীশিব; শর্বয়া—তাঁর পত্নী শর্বার দ্বারা; চ—এবং; অভিনন্দিতঃ—অভিনন্দিত।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—মার্কণ্ডেয় ঋষির সুন্দর বাক্যের দ্বারা কীর্তিত এবং পূজিত হয়ে ভগবান শর্ব (শিব) তাঁর পত্নী শর্বার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তাঁকে (ঋষিকে) নিম্নোক্তভাবে উত্তর দিলেন।

শ্লোক ৩৬

কামো মহর্ষে সর্বোঽয়ং ভক্তিমাংস্ত্বমধোক্ষজে ।
আকল্পান্তাদ্ যশঃ পুণ্যমজরামরতা যথা ॥ ৩৬ ॥

কামঃ—কামনা; মহা-ঋষে—হে মহর্ষি; সর্বঃ—সব; অয়ম্—এই; ভক্তিমান্—ভক্তিমান; ত্বম্—তুমি; অধোক্ষজে—অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবান; আ-কল্প-অন্তাৎ—ব্রহ্মার দিবসের অন্ত (কল্পান্ত) পর্যন্ত; যশঃ—যশ; পুণ্যম্—পুণ্য; অজর-অমরতা—বার্ধক্য এবং মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি; তথা—ও।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, তুমি যেহেতু ভগবান অধোক্ষজে ভক্তি পরায়ণ, তাই তোমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হবে। কল্পান্ত পর্যন্ত তুমি পুণ্যযশ এবং অজরত্ব ও অমরত্ব ভোগ করবে।

শ্লোক ৩৭

জ্ঞানং ত্রৈকালিকং ব্রহ্মন্ বিজ্ঞানং চ বিরক্তিমৎ ।
ব্রহ্মবর্চস্বিনো ভূয়াৎ পুরাণাচার্যতাস্তু তে ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; ত্রৈ-কালিকম্—ত্রিকালের (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত); ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; বিজ্ঞানম্—দিব্য উপলব্ধি; চ—ও; বিরক্তি-মৎ—বৈরাগ্য সহ; ব্রহ্ম-বর্চস্বিনঃ—ব্রহ্মণ্য শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির; ভূয়াৎ—হোক; পুরাণ-আচার্যতা—পুরাণাচার্যের পদ; অস্তু—হোক; তে—তোমার।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য সম্পদে সমৃদ্ধ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপলব্ধি সহ তোমার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হোক। আদর্শ ব্রাহ্মণের দ্যুতি তোমার মধ্যে রয়েছে এবং এইরূপে তোমার পুরাণাচার্যের পদ লাভ হোক।

শ্লোক ৩৮

সূত উবাচ

এবং বরান্ স মুনয়ে দত্ত্বাগাৎ ত্র্যক্ষ ঈশ্বরঃ ।
দেব্যৈ তৎকর্ম কথয়ন্ননুভূতং পুরামুনা ॥ ৩৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইরূপে; **বরান্**—বর; **সঃ**—তিনি; **মুনয়ে**—মুনিকে; **দত্ত্বা**—দান করে; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **ত্রি-অক্ষঃ**—ত্রিলোচন; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান শিব; **দেব্যৈ**—দেবী পার্বতীকে; **তৎ-কর্ম**—মার্কণ্ডেয় ঋষির কর্ম; **কথয়ন্**—বলতে বলতে; **অনুভূতম্**—যা অনুভূত হয়েছিল; **পুরা**—পূর্বে; **অমুনা**—তার (মার্কণ্ডেয়) দ্বারা।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে বর দান করলেন। তারপর দেবী পার্বতীকে ঋষির কর্মসমূহ ও ভগবানের মায়াশক্তির যে সাক্ষাৎ প্রদর্শনী তিনি অনুভব করেছেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে করতে ভগবান শিব তাঁর পথে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

সোঽপ্যবাপ্তমহাযোগমহিমা ভার্গবোত্তমঃ ।
বিচরত্যধুনাপ্যদ্ধা হরাবেকান্ততাং গতঃ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি, শ্রীমার্কণ্ডেয়; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অবাপ্ত**—লাভ করে; **মহা-যোগ**—যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি; **মহিমা**—মহিমা; **ভার্গব-উত্তমঃ**—ভৃগু বংশের শ্রেষ্ঠতম বংশধর; **বিচরতি**—বিচরণ করেন; **অধুনা অপি**—এমন কি আজও; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **হরৌ**—শ্রীহরির জন্য; **এক-অন্ততাম্**—একান্ত ভক্তির স্তর; **গতঃ**—লাভ করে।

অনুবাদ

ভৃগু বংশের উত্তম বংশধর শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর যোগ সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভের জন্য মহিমামণ্ডিত হয়েছেন। এমন কি আজও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ভক্তিতে নিমগ্ন হয়ে তিনি এই জগতে বিচরণ করেন।

শ্লোক ৪০

অনুবর্ণিতমেতৎ তে মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ ।
অনুভূতং ভগবতো মায়াবৈভবমদ্ভুতম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবর্ণিতম্—বর্ণিত; এতৎ—এই; তে—আপনাকে; মার্কণ্ডেয়স্য—মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা; ধী-মতঃ—বুদ্ধিমান; অনুভূতম্—অভিজ্ঞ; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; মায়া-বৈভবম্—মায়ার বৈভব; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত।

অনুবাদ

এইরূপে আমি আপনাদের কাছে ধীমান শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির কর্মসমূহ এবং বিশেষত কিভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অদ্ভুত মায়াশক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৪১

এতৎ কেচিদবিদ্বাংসো মায়াসংসৃতিরাত্মনঃ।
অনাদ্যাবর্তিতং নৃণাং কাদাচিৎকং প্রচক্ষতে ॥ ৪১ ॥

এতৎ—এই; কেচিৎ—কেউ কেউ; অবিদ্বাংসঃ—অবিদ্বান; মায়া-সংসৃতিঃ—মায়াময় সৃষ্টি; আত্মনঃ—পরমাত্মার; অনাদি—অনাদিকাল ধরে; আবর্তিতম্—পুনরাবৃত্তি করে; নৃণাম্—বদ্ধ জীবের; কাদাচিৎকম্—অভূতপূর্ব; প্রচক্ষতে—তারা বলে।

অনুবাদ

যদিও এই ঘটনাটি ছিল অনুপম এবং অভূতপূর্ব, কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি একে বদ্ধ জীবের জন্য ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট মায়াময় জড় সংসার চক্র—যা স্মরণাতীত কাল থেকে অন্তহীনভাবে আবর্তিত হচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনা করেন।

তাৎপর্য

নিঃশ্বাসের দ্বারা ভগবানের দেহে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের আকৃষ্ট হওয়া এবং পুনরায় প্রশ্বাসের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনাটিকে জড় সৃষ্টি এবং প্রলয়ের সুদীর্ঘকালীন চক্রাবর্তের কোনও প্রতীকী বর্ণনা বলে গণ্য করা উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অংশে ভগবানের এক মহান ভক্ত কর্তৃক অনুভূত এক বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে এবং যারা এই কাহিনীকে শুধুমাত্র প্রতীকী রূপকথার স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসেন, তাদেরকে এখানে নির্বোধ মূর্খ রূপেই ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২

য এবমেতদ্ভৃগুবর্য বর্ণিতং
রথাঙ্গপাণেরনুভাবভাবিতম্।
সংশ্রাবয়েৎ সংশৃণুয়াদুতাবুভৌ
তয়োর্ন কর্মাশয়সংসৃতির্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যিনি; **এবম্**—এইরূপে; **এতৎ**—এই; **ভৃগুবর্য**—হে শ্রেষ্ঠ ভার্গব (শৌনক); **বর্ণিতম্**—বর্ণিত; **রথ-অঙ্গ-পাণেঃ**—হস্তে রথের চক্র ধারণকারী ভগবান শ্রীহরির; **অনুভাব**—শক্তিতে; **ভাবিতম্**—ভাবিত; **সংশ্রাবয়েৎ**—কাউকে শ্রবণ করান; **সংশৃণুয়াৎ**—স্বয়ং শ্রবণ করেন; **উ**—অথবা; **তৌ**—তারা; **উভৌ**—উভয়ে; **তয়োঃ**—তাদের; **ন**—না; **কর্ম-আশয়**—সকাম কর্মের মনোবৃত্তিকে ভিত্তি করে; **সংসৃতিঃ**—জড় জীবনের চক্র; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

হে শ্রেষ্ঠতম ভার্গব, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি সম্পর্কিত এই বর্ণনা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য শক্তিকে ব্যক্ত করে। যে কেউ যথাযথভাবে এই কাহিনী শ্রবণ বা কীর্তন করবেন, তাকে কখনোই সকাম কর্ম ভিত্তিক জড় সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা' নামক দশম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

বিরাটপুরুষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অর্চন প্রসঙ্গে, এই অধ্যায়ে বিরাটপুরুষ এবং প্রতিটি মাসে সূর্যদেবের বিভিন্ন প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীসূত গোস্বামী প্রথমে শৌনক ঋষিকে সেই সব জড় বিষয় সম্পর্কে বলছেন যার মাধ্যমে মানুষ ভগবান শ্রীহরির অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং বেশ সম্পর্কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তারপর তিনি বাস্তব সেবার পন্থা নিরূপিত করলেন যার মাধ্যমে মরণশীল জীব অমরত্ব লাভ করতে পারে। শৌনক ঋষি যখন সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত ভগবান শ্রীহরি সম্পর্কে আরও অধিক জানতে আগ্রহী হলেন, তখন সূত গোস্বামী উত্তর দেন যে, আদি জগৎ স্রষ্টা এবং অন্তর্যামী জগদীশ্বর নিজেকে সূর্যদেবরূপে প্রকাশ করেন। মুনিগণ জড় উপাধির তারতম্য অনুসারে সূর্যদেবকে বহুবিধরূপে বর্ণনা করেন। এই জগতকে পালন করার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান সূর্যদেবরূপে তাঁর কাল শক্তি প্রকাশ করেন এবং দ্বাদশ পার্ষদ দল সমভিব্যাহারে চৈত্র মাস থেকে শুরু করে বারটি মাস জুড়ে পরিভ্রমণ করেন। সূর্যদেব রূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ঐশ্বর্য যিনি স্মরণ করেন, তিনি তার পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১

শ্রীশৌনক উবাচ

অথেমমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহুবিত্তমম্ ।
সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে ভবান্ ভাগবত তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক বললেন; **অথ**—এখন; **ইমম্**—এই; **অর্থম্**—বিষয়; **পৃচ্ছামঃ**—আমরা জিজ্ঞাসা করছি; **ভবন্তম্**—আপনার কাছ থেকে; **বহু-বিৎ-তমম্**—বৃহত্তম জ্ঞানের অধিকারী; **সমস্ত**—সমস্ত; **তন্ত্র**—অর্চনের বাস্তব পন্থা বর্ণনাকারী শাস্ত্র; **রাদ্ধ-অন্তে**—সংজ্ঞা নিরূপক সিদ্ধান্তে; **ভবান্**—আপনি; **ভাগবত**—হে মহান ভগবদ্ভক্ত; **তত্ত্ববিৎ**—সারজ্ঞ।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক বললেন—হে সূত, আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম তত্ত্ববিদ এবং পরমেশ্বর ভগবানের মহান ভক্ত। তাই আমরা এখন আপনার কাছে সমস্ত তন্ত্র শাস্ত্রের নির্ণীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করছি।

শ্লোক ২-৩

তান্ত্রিকাঃ পরিচর্যায়াং কেবলস্য শ্রিয়ঃ পতেঃ ।
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা চ যৈঃ ॥ ২ ॥
তন্নো বর্ণয় ভদ্রং তে ক্রিয়াযোগং বুভুৎসতাম্ ।
যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্যো যায়াদমর্ত্যতাম্ ॥ ৩ ॥

তান্ত্রিকাঃ—তান্ত্রিক শাস্ত্রের পন্থা অনুসরণকারী; **পরিচর্যায়াম্**—আরাধনায়; **কেবলস্য**—বিশুদ্ধাত্মা; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতেঃ**—পতির; **অঙ্গ**—তাঁর অঙ্গ, যেমন তাঁর চরণ; **উপাঙ্গ**—তাঁর উপাঙ্গ, যেমন পার্ষদ গরুড়; **আয়ুধ**—তাঁর অস্ত্র, যেমন সুদর্শন চক্র; **আকল্পম্**—এবং তাঁর অলংকার, যেমন কৌস্তুভ মণি; **কল্পয়ন্তি**—তাঁরা কল্পনা করেন; **যথা**—যেভাবে; **চ**—এবং; **যৈঃ**—যার দ্বারা (জড় প্রতিনিধি); **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **বর্ণয়**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **ভদ্রম্**—পরম কল্যাণ; **তে**—আপনার; **ক্রিয়া-যোগম্**—বাস্তব অনুশীলনের পন্থা; **বুভুৎসতাম্**—জানতে আগ্রহী; **যেন**—যার দ্বারা; **ক্রিয়া**—সুশৃঙ্খল অভ্যাসে; **নৈপুণ্যেন**—দক্ষতা; **মর্ত্যঃ**—মর্ত্য জীব; **যায়াৎ**—লাভ করতে পারে; **অমর্ত্যতাম্**—অমরত্ব।

অনুবাদ

আপনার কল্যাণ হোক! লক্ষ্মীপতি পরমেশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে যে ক্রিয়াযোগের অনুশীলন করা হয়, অনুগ্রহ পূর্বক অত্যুৎসাহী শিক্ষার্থী আমাদের কাছে সেই পন্থা ব্যাখ্যা করুন। বিশেষ বিশেষ জড় প্রতিভূর পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের ভক্তরা যেভাবে তাঁর অঙ্গ, পার্ষদ, অস্ত্র এবং অলঙ্কার সম্পর্কে ধারণা করেন, তাও অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন। দক্ষতার সঙ্গে পরমেশ্বরের আরাধনা করে, মরণশীল জীবও অমরত্ব লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪

সূত উবাচ

নমস্কৃত্য গুরূন্ বক্ষ্যে বিভূতীর্বৈষ্ণবীরপি ।
যাঃ প্রোক্তা বেদতন্ত্রাভ্যামাচার্যৈঃ পদ্মজাদিভিঃ ॥ ৪ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **নমস্কৃত্য**—নমস্কার করে; **গুরূন্**—গুরুবর্গকে; **বক্ষ্যে**—বলব; **বিভূতিঃ**—ঐশ্বর্য; **বৈষ্ণবীঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অধিকারে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **যাঃ**—যা; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হয়; **বেদ-তন্ত্রাভ্যাম্**—বেদ এবং তন্ত্রের দ্বারা; **আচার্যৈঃ**—আচার্যদের দ্বারা; **পদ্মজ-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—আমি আমার গুরুবর্গকে প্রণাম নিবেদন পূর্বক ব্রহ্মাদি মহান আচার্যবর্গ কর্তৃক বেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে প্রদত্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্যের বর্ণনা আপনাদের কাছে পুনরাবৃত্তি করব।

শ্লোক ৫

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্ ।
নির্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥

মায়া-আদ্যৈঃ—প্রকৃতির অব্যক্ত স্তর থেকে শুরু করে; **নবভিঃ**—নয়টি সহ; **তত্ত্বৈঃ**—উপাদান; **সঃ**—সেই; **বিকার-ময়ঃ**—বিকার সহ (পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের); **বিরাট্**—ভগবানের বিশ্বরূপ; **নির্মিতঃ**—নির্মিত; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **যত্র**—যেখানে; **স-চিৎকে**—সচেতন হয়ে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে শুরু করে নয়টি মৌলিক উপাদান এবং তাদের পরবর্তী বিকারসমূহ পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের অন্তর্ভুক্ত। এই বিরাটরূপে একবার চেতনা অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পর, তার মধ্যে ত্রিভুবন প্রকাশিত হল।

তাৎপর্য

সৃষ্টির নয়টি উপাদান হচ্ছে প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ-তত্ত্ব, অহংকার, এবং পঞ্চতন্মাত্র। এদের বিকার হচ্ছে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পাঁচটি স্থূল জড় উপাদান তথা পঞ্চভূত।

শ্লোক ৬-৮

এতদ্বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরো নভঃ ।
নাভিঃ সূর্যোঽক্ষিণী নাসে বায়ুঃ কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ ॥ ৬ ॥
প্রজাপতিঃ প্রজননমপানো মৃত্যুরীশিতুঃ ।
তদ্বাহবো লোকপালা মনশ্চন্দ্রো ভ্রুবৌ যমঃ ॥ ৭ ॥
লজ্জোত্তরোঽধরো লোভো দন্তা জ্যোৎস্না স্ময়ো ভ্রমঃ ।
রোমাণি ভূরুহা ভূম্নো মেঘাঃ পুরুষমূর্ধজাঃ ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **পৌরুষম্**—বিরাট পুরুষের; **রূপম্**—রূপ; **ভূঃ**—পৃথিবী; **পাদৌ**—তার চরণ; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **শিরঃ**—মস্তক; **নভঃ**—আকাশ; **নাভিঃ**—তাঁর নাভি; **সূর্যঃ**—সূর্য; **অক্ষিণী**—তাঁর আঁখি; **নাসে**—তাঁর নাসাগহ্বর; **বায়ুঃ**

—বায়ু; **কর্ণৌ**—তাঁর কর্ণ; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **প্রভোঃ**—পরম প্রভু ভগবানের; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি; **প্রজননম্**—তাঁর জননেন্দ্রিয়; **অপানঃ**—তাঁর পায়ু; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ঈশিতুঃ**—পরম নিয়ন্তার; **তৎ-বাহবঃ**—তাঁর বহু বাহু; **লোক-পালাঃ**—বিভিন্ন গ্রহের পালক দেবতাগণ; **মনঃ**—তাঁর মন; **লজ্জা**—লজ্জা; **উত্তরঃ**—তাঁর ওষ্ঠ; **অধরঃ**—তাঁর অধর; **লোভঃ**—লোভ; **দন্তাঃ**—তাঁর দন্তসমূহ; **জ্যোৎস্না**—চন্দ্রকিরণ; **স্ময়ঃ**—তাঁর স্মিতহাস্য; **ভ্রমঃ**—বিভ্রম; **রোমাণি**—দেহের লোমসমূহ; **ভূ-রুহাঃ**—বৃক্ষসমূহ; **ভূম্নঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবানের; **মেঘাঃ**—মেঘসমূহ; **পুরুষ**—বিরাট পুরুষের; **মূর্ধ-জাঃ**—মস্তকে জাত কেশরাশি।

অনুবাদ

এই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপ যার মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে তাঁর চরণযুগল, আকাশ তাঁর নাভি, সূর্য তাঁর চক্ষু, বায়ু তাঁর নাসিকা গহ্বর, প্রজাপতিগণ তাঁর জননেন্দ্রিয়, মৃত্যু তাঁর পায়ু এবং চন্দ্র হচ্ছে তাঁর মন। স্বর্গ তাঁর মস্তক, দিকসমূহ তাঁর কর্ণ, বিভিন্ন লোকপালগণ তাঁর বিভিন্ন বাহু। যমরাজ তাঁর ভ্রূযুগল, লজ্জা তাঁর অধর, লোভ তাঁর ওষ্ঠ, ভ্রম তাঁর স্মিতহাস্য, এবং চন্দ্রকিরণ তাঁর দন্তরাজি, যেখানে বৃক্ষ সমূহ তাঁর রোম এবং মেঘপুঞ্জ তাঁর মস্তকের কেশরাশি।

তাৎপর্য

জড় সৃষ্টির বিভিন্ন দিকসমূহ, যেমন পৃথিবী, সূর্য এবং বৃক্ষসমূহ ভগবানের বিরাটরূপের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ধৃত হয়ে আছে। এইভাবে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, এদেরকে তাঁর থেকে অভিন্ন বলে গণ্য করা হয়, যা হচ্ছে আমাদের ধ্যানের বিষয়।

শ্লোক ৯

যাবানয়ং বৈ পুরুষো যাবত্যা সংস্থয়া মিতঃ ।
তাবানসাবপি মহাপুরুষো লোকসংস্থয়া ॥ ৯ ॥

যাবান্—যতদূর; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষঃ**—সাধারণ ব্যক্তি; **যাবত্যা**—যতদূর পরিমাপ করা যায়; **সংস্থয়া**—তাঁর অঙ্গ সংস্থান দ্বারা; **মিতঃ**—পরিমিত; **তাবান্**—ততদূর পর্যন্ত; **অসৌ**—তিনি; **অপি**—ও; **মহাপুরুষঃ**—দিব্য পুরুষ; **লোক-সংস্থয়া**—বিভিন্ন গ্রহপুঞ্জের সংস্থান অনুসারে।

অনুবাদ

ঠিক যেমন মানুষ এই জগতের কোন সাধারণ ব্যক্তির অঙ্গ সংস্থান পরিমাপ করে তাঁর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন, ঠিক তেমনি বিরাটরূপের অন্তর্ভুক্ত গ্রহসংস্থান পরিমাপ করে মহাপুরুষের আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে।

শ্লোক ১০

কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্যজঃ ।
তৎ প্রভা ব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ ॥ ১০ ॥

কৌস্তুভ-ব্যপদেশেন—কৌস্তুভ মণি যার প্রতিভূ; **স্ব-আত্ম**—শুদ্ধ জীবাত্মার; **জ্যোতিঃ**—চিন্ময় জ্যোতি; **বিভর্তি**—বহন করে; **অজঃ**—জন্মরহিত ভগবান; **তৎ-প্রভা**—এর (কৌস্তুভ মণির) প্রভা; **ব্যাপিনী**—ব্যাপক; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **শ্রীবৎসম্**—শ্রীবৎস চিহ্নের; **উরসা**—তাঁর বক্ষের উপর; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান অজ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বক্ষে কৌস্তুভ মণি ধারণ করেন, যা হচ্ছে শুদ্ধ জীবাত্মার প্রতিভূ। তার সঙ্গে ধারণ করেন শ্রীবৎস চিহ্ন, যা হচ্ছে সেই মণিরই পরিব্যাপ্ত জ্যোতির সাক্ষাৎ প্রকাশ।

শ্লোক ১১-১২

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ ।
বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎ স্বরম্ ॥ ১১ ॥
বিভর্তি সাঙ্খ্যং যোগং চ দেবো মকরকুণ্ডলে ।
মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্বলোকাভয়ঙ্করম্ ॥ ১২ ॥

স্বমায়াম্—তাঁর স্বীয় জড়া শক্তি; **বন-মালা-আখ্যাম্**—তাঁর পুষ্পমালা যার প্রতিভূ; **নানা-গুণ**—জড়া প্রকৃতির বিচিত্র গুণের সমাহার; **ময়ীম্**—নির্মিত; **দধৎ**—ধারণ করে; **বাসঃ**—তাঁর বস্ত্র; **ছন্দঃ-ময়ম্**—বৈদিক ছন্দময়; **পীতম্**—হলুদ বর্ণ; **ব্রহ্ম-সূত্রম্**—তাঁর পবিত্র উপবীত; **ত্রি-বৃৎ**—তিন প্রকার; **স্বরম্**—পবিত্র স্বর ওঁকার; **বিভর্তি**—তিনি বহন করেন; **সংখ্যম্**—সাংখ্য যোগের পন্থা; **যোগম্**—যোগপন্থা; **চ**—এবং; **দেবঃ**—ভগবান; **মকর-কুণ্ডলে**—তাঁর মকরাকৃতি কুণ্ডল; **মৌলিম্**—তাঁর মুকুট; **পদম্**—পদ; **পারমেষ্ঠ্যম্**—পরম (ব্রহ্মার); **সর্ব-লোক**—সর্ব জগতে; **অভয়ম্**—অভয়; **করম্**—যা দান করে।

অনুবাদ

তাঁর পুষ্পমালাটি হচ্ছে গুণ সমূহের বিচিত্র সমাহারে নির্মিত তাঁর জড়া প্রকৃতি। তাঁর পীত বসন হচ্ছে বৈদিক ছন্দ এবং তাঁর পবিত্র উপবীত হচ্ছে ত্রি অক্ষর বিশিষ্ট ওঁকার। তাঁর মকরাকৃতি কর্ণকুণ্ডলরূপে তিনি সাংখ্য ও যোগ মার্গকে ধারণ করেন এবং ত্রিজগতে অভয় প্রদানকারী তাঁর মুকুট হচ্ছে ব্রহ্মলোকের পরম পদ।

শ্লোক ১৩

অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ ।
ধর্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অব্যাকৃতম্—জড় সৃষ্টির অব্যক্ত স্তর; **অনন্ত-আখ্যম্**—ভগবান অনন্তরূপে পরিচিত; **আসনম্**—তাঁর ব্যক্তিগত আসন; **যৎ-অধিষ্ঠিতঃ**—যার উপর তিনি অধিষ্ঠিত আছেন; **ধর্ম-জ্ঞান-আদিভিঃ**—ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সহ; **যুক্তম্**—সংযুক্ত; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণে; **পদ্মম্**—তাঁর পদ্ম; **ইহ**—এর উপর; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

ভগবানের আসন অনন্ত হচ্ছে জড় প্রকৃতির অব্যক্ত স্তর এবং তাঁর পদ্ম সদৃশ মুকুট হচ্ছে ধর্ম জ্ঞান সমন্বিত সত্ত্বগুণ।

শ্লোক ১৪-১৫

ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ ।
অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্ ॥ ১৪ ॥
নভোনিভং নভস্তত্ত্বমসিং চর্ম তমোময়ম্ ।
কালরূপং ধনুঃ শার্ঙ্গং তথা কর্মময়েষুধিম্ ॥ ১৫ ॥

ওজঃ-সহঃ-বল—দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা; **যুতম্**—সংযুত; **মুখ্য-তত্ত্বম্**—প্রধান উপাদান বায়ু, যা হচ্ছে জড় দেহের জীবনী শক্তি; **গদাম্**—গদা; **দধৎ**—ধারণ করেন; **অপাম্**—জলের; **তত্ত্বম্**—উপাদান; **দর**—তাঁর শঙ্খ; **বরম্**—উৎকৃষ্ট; **তেজঃ-তত্ত্বম্**—তেজ উপাদান; **সুদর্শনম্**—তাঁর সুদর্শন চক্র; **নভোঃ-নিভম্**—ঠিক আকাশের মতো; **নভঃ-তত্ত্বম্**—ব্যোম তত্ত্ব; **অসিম্**—তাঁর তলোয়ার; **চর্ম**—তাঁর বর্ম; **তমঃ-ময়ম্**—তমোগুণে নির্মিত; **কালরূপম্**—কালরূপে প্রতিভাত; **ধনুঃ**—তাঁর ধনুক; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ নামে; **তথা**—এবং; **কর্ম-ময়**—সক্রিয় ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিভূ; **ইষু-ধিম্**—তাঁর তীর ধারণকারী তূণীর।

অনুবাদ

ভগবান যে গদা ধারণ করেন তা হচ্ছে দৈহিক, মানসিক এবং ইন্দ্রিয় বল সংযুত মুখ্য তত্ত্ব প্রাণ। তাঁর উৎকৃষ্ট শঙ্খ হচ্ছে অপ তত্ত্ব, তাঁর সুদর্শন চক্র হচ্ছে তেজ তত্ত্ব, এবং আকাশের মতো নির্মল তাঁর অসি হচ্ছে ব্যোম তত্ত্ব। তাঁর বর্ম হচ্ছে তমোগুণের মূর্ত প্রকাশ তাঁর শার্ঙ্গ ধনু কালের প্রকাশ এবং তাঁর তীরসমূহে পরিপূর্ণ তূণীর হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয় তত্ত্ব।

শ্লোক ১৬

ইন্দ্রিয়াণি শরানাহুরাকূতীরস্য স্যন্দনম্ ।
তন্মাত্রাণ্যস্যাভিব্যক্তিং মুদ্রয়ার্থক্রিয়াত্মতাম্ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রিয়ানি—ইন্দ্রিয়সমূহ; **শরান্**—তাঁর তীরসমূহ; **আহুঃ**—তাঁরা বলেন; **আকূতীঃ**—সক্রিয় (মন); **অস্য**—তাঁর; **স্যন্দনম্**—রথ; **তৎ-মাত্রাণি**—তন্মাত্র তথা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **অস্য**—তাঁর; **অভিব্যক্তিম্**—বাহ্য প্রকাশ; **মুদ্রয়া**—তাঁর হস্ত মুদ্রার দ্বারা (বর এবং অভয় প্রভৃতি প্রদানকারী মুদ্রা); **অর্থ-ক্রিয়া-আত্মতাম্**—উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সার।

অনুবাদ

তাঁর তীর সমূহকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। তাঁর রথ হচ্ছে সক্রিয় ও প্রবল মন। তাঁর বাহ্য অভিব্যক্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্ম বিষয় তথা তন্মাত্র এবং তাঁর হস্তমুদ্রা হচ্ছে সমস্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সারাংশ।

তাৎপর্য

সমস্ত কর্মের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং ভগবানের কৃপাময় হস্তে এই পূর্ণতা প্রদত্ত হয়। ভগবানের মুদ্রাসমূহ তাঁর ভক্তের হৃদয় থেকে সমস্ত ভয় দূর করে এবং চিদাকাশে তাঁকে ভগবানের স্বীয় পার্ষদের স্তরে উন্নীত করে।

শ্লোক ১৭

মণ্ডলং দেবযজনং দীক্ষা সংস্কার আত্মনঃ ।
পরিচর্যা ভগবত আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ ॥ ১৭ ॥

মণ্ডলম্—সূর্য মণ্ডল; **দেব-যজনম্**—যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান পূজিত হন; **দীক্ষা**—দীক্ষা; **সংস্কারঃ**—সংস্কার; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **পরিচর্যা**—ভক্তিমূলক সেবা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আত্মনঃ**—জীবাত্মার; **দুরিত**—পাপের প্রতিফল; **ক্ষয়ঃ**—ক্ষয়।

অনুবাদ

সূর্য মণ্ডল হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পরমেশ্বর পূজিত হন, দীক্ষা হচ্ছে জীবাত্মার শুদ্ধির উপায় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তিমূলক সেবা দান করা হচ্ছে মানুষের সমস্ত পাপের প্রতিফলকে নির্মূল করার উপায়।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য ভগবানের আরাধনার স্থান রূপে তেজোময় সূর্য মণ্ডলের ধ্যান করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত তেজের আশ্রয় এবং তাই জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলে যথাযথভাবে তাঁর আরাধনা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

শ্লোক ১৮

ভগবান্ ভগশব্দার্থং লীলাকমলমুদ্বহন্ ।
ধর্মং যশশ্চ ভগবাংশ্চামরব্যজনেঽভজৎ ॥ ১৮ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **ভগ-শব্দ**—ভগ শব্দের; **অর্থম্**—অর্থ (যেমন ঐশ্বর্য); **লীলা-কমলম্**—তাঁর লীলা কমল; **উদ্বহন্**—বহন করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **যশঃ**—খ্যাতি; **চ**—এবং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **চামর-ব্যজনে**—চামর যুগল; **অভজৎ**—গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

ভগ শব্দে নির্দেশিত বিচিত্র ঐশ্বর্যের প্রতিভূস্বরূপ একটি লীলাকমল ধারণ করে পরমেশ্বর ভগবান ধর্ম এবং যশ স্বরূপ চামর যুগলের সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

শ্লোক ১৯

আতপত্রং তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্ ।
ত্রিবৃদ্বেদঃ সুপর্ণাখ্যো যজ্ঞং বহতি পুরুষম্ ॥ ১৯ ॥

আতপত্রম্—তাঁর ছত্র; **তু**—এবং; **বৈকুণ্ঠম্**—তাঁর চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠ; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ধাম**—তাঁর স্বীয় ধাম, চিজ্জগৎ; **অকুতঃ-ভয়ম্**—অকুতোভয়; **ত্রি-বৃৎ**—তিন প্রকার; **বেদঃ**—বেদ; **সুপর্ণ-আখ্যঃ**—সুপর্ণ বা গরুড় নামক; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ পুরুষ; **বহতি**—বহন করে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, ভগবানের ছত্র হচ্ছে তাঁর চিন্ময় ধাম তথা বৈকুণ্ঠ যেখানে কোন ভয় নেই এবং যজ্ঞপুরুষের বাহন গরুড় হচ্ছে তিন প্রকার বেদ।

শ্লোক ২০

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ ।
বিষ্বক্‌সেনস্তন্ত্রমূর্তির্বিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ ।
নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাঃস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যা হরের্গুণাঃ ॥ ২০ ॥

অনপায়িনী—অবিচ্ছেদ্য; **ভগবতী**—লক্ষ্মীদেবী; **শ্রীঃ**—শ্রী; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **আত্মনঃ**—অন্তরঙ্গা প্রকৃতির; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **বিষ্বক্সেনঃ**—বিষ্বক্সেন; **তন্ত্র-মূর্তিঃ**—তন্ত্র শাস্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ; **বিদিতঃ**—জ্ঞাত হয়; **পার্ষদ-অধিপঃ**—তাঁর পার্ষদ প্রধান; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ আদি; **অষ্টৌ**—আট; **দ্বাঃ-স্থাঃ**—দ্বার রক্ষক; **চ**—এবং; **তে**—তারা; **অণিমা-আদ্যাঃ**—অণিমা এবং অন্যান্য যোগসিদ্ধি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর শ্রীহরির; **গুণাঃ**—গুণ সকল।

অনুবাদ

সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী যিনি কখনই ভগবানকে পরিত্যাগ করেন না, তিনি এই জগতে তাঁর অন্তরঙ্গাশক্তির প্রতিভূরূপে তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের প্রধান বিষ্বক্সেন পঞ্চরাত্র এবং অন্যান্য তন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ রূপে পরিচিত। আর নন্দ প্রমুখ ভগবানের আটজন দ্বার রক্ষক হচ্ছেন তাঁর অণিমাদি যোগসিদ্ধি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন সমস্ত জড় ঐশ্বর্যের মুল উৎস। জড়া প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তি মহামায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন তাঁর অন্তরঙ্গা তথা উৎকৃষ্টা শক্তি। তা সত্ত্বেও, ভগবানের নিকৃষ্টা প্রকৃতির ঐশ্বর্যের মুল উৎস লক্ষ্মীদেবীর পরম চিদৈশ্বর্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যে কথা শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

পরমাত্মা হরিদেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীইহোদিতা ।
শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ।
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা ॥

"পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি এবং তাঁর শক্তি এই জগতে শ্রীরূপে পরিচিত। ভগবতী লক্ষ্মী প্রকৃতিরূপে পরিচিত এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশব পুরুষরূপে পরিচিত। ভগবতী শ্রীদেবী কখনই তাঁকে ছাড়া থাকেন না। এবং ভগবান শ্রীহরিও পদ্মজাকে ছাড়া কখনই আবির্ভূত হন না।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (১/৮/১৫) বলা হয়েছে—

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমাঃ ॥

"তিনিই নিত্য জগন্মাতা, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবিচ্ছেদ্যা শ্রীদেবী। হে দ্বিজোত্তমগণ,

ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন সর্বগত তিনিও তেমনি সর্বগত।" *বিষ্ণুপুরাণে* (১/৯/১৪০) আরও উল্লেখ আছে—

এবং যথা জগৎ-স্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।
অবতারং করোত্যেব তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥

"এইভাবে, জগৎস্বামী দেব-দেব জনার্দন যেভাবে এই জগতে অবতীর্ণ হন, ঠিক সেইভাবে তাঁর সহায়িনী লক্ষ্মীদেবীও অবতীর্ণ হন।"

লক্ষ্মীদেবীর বিশুদ্ধ চিন্ময় স্থিতি সম্পর্কে *স্কন্দপুরাণেও* বর্ণনা করা হয়েছে—

অপরং ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জড়-রূপিকা ।
শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণু-সংশ্রয়া ॥
তং অক্ষরং পরং প্রাহুঃ পরতঃ পরম্ অক্ষরম্ ।
হরিরেবাখিল-গুণোঽপ্যক্ষরত্রয়মীরিতম্ ॥

"নিকৃষ্ট অক্ষর সত্তা হচ্ছেন সেই প্রকৃতি যিনি এই জড় জগৎরূপে প্রকাশিত। অপর পক্ষে, লক্ষ্মীদেবী উৎকৃষ্টা প্রকৃতিরূপে পরিচিত। তিনি হচ্ছেন বিশুদ্ধ চেতনা এবং প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আশ্রিত। যদিও তাঁকে উৎকৃষ্টা অক্ষর সত্তা বলা হয়, তবুও যিনি মহত্তম থেকেও মহত্তর, সেই অক্ষর সত্তাই হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণের মূল অধীশ্বর শ্রীহরি স্বয়ং। এইভাবে তিনটি স্বতন্ত্র অক্ষর সত্তার বর্ণনা করা হয়েছে।"

এইরূপে, ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তি যদিও তাঁর কার্যক্ষেত্রে অক্ষর, তবুও ক্ষণস্থায়ী মায়িক ঐশ্বর্য প্রকাশে তাঁর শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের স্বীয় সঙ্গিনী তথা অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কৃপাতেই অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে।

পদ্মপুরাণে (২৫৬/৯-২১) ভগবানের আঠারো জন দ্বাররক্ষকের নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা হচ্ছেন—নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, চণ্ড, প্রচণ্ড, ভদ্র, সুভদ্র, ধাতা, বিধাতা, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক্ষ, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্লোক ২১

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ ।
অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্মূর্তিব্যূহোঽভিধীয়তে ॥ ২১ ॥

বাসুদেবঃ সংকর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ—বাসুদেব, সংকর্ষণ এবং প্রদ্যুম্ন; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **ইতি**—এইরূপে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ, শৌনক; **মূর্তি-ব্যূহঃ**—সবিশেষ ব্যক্তিরূপের বিস্তার; **অভিধীয়তে**—আখ্যাত হয়।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ শৌনক, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ হচ্ছে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ ব্যক্তিরূপের প্রত্যক্ষ বিস্তারের নাম।

শ্লোক ২২

স বিশ্বস্তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ ।
অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈর্ভগবান্ পরিভাব্যতে ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **বিশ্বঃ তৈজসঃ প্রাজ্ঞঃ**—জাগ্রত চেতনা, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির প্রকাশ; **তুরীয়ঃ**—চতুর্থ তথা দিব্য স্তর; **ইতি**—এইরূপে আখ্যাত; **বৃত্তিভিঃ**—কার্যের মাধ্যমে; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ানুভবের বাহ্য বিষয়ের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—মন; **আশয়**—আবৃত চেতনা; **জ্ঞানৈঃ**—এবং চিন্ময় জ্ঞান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরিভাব্যতে**—পরিভাবিত হয়।

অনুবাদ

বাহ্যবিষয়, মন এবং জড়বুদ্ধির মাধ্যমে ক্রিয়াশীল জাগ্রত চেতনা, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং চেতনার চতুর্থ স্তর তথা বিশুদ্ধ জ্ঞানময় দিব্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষ পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে ভাবনা করতে পারেন।

শ্লোক ২৩

অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পৈর্ভগবাংস্তচ্চতুষ্টয়ম্ ।
বিভর্তি স্ম চতুর্মূর্তির্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥

অঙ্গ—তাঁর প্রধান অঙ্গ; **উপাঙ্গ**—গৌণ অঙ্গ; **আয়ুধ**—অস্ত্র; **আকল্পৈঃ**—অলংকার; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ-চতুষ্টয়ম্**—এই চার প্রকার প্রকাশ (বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়ের); **বিভর্তি**—পালন করেন; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **চতুঃ-মূর্তিঃ**—তাঁর চার প্রকার সবিশেষ ব্যক্তিরূপে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ); **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

এইরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি চতুর্বিধ সবিশেষ ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হন যাঁদের প্রত্যেকে ভগবানের অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং অলংকার প্রদর্শন করে থাকেন। এই সকল পৃথক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ভগবান এই অস্তিত্বশীল জগতের চারটি স্তরকে পালন করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের চিন্ময় দেহ, অস্ত্র, অলংকার এবং পার্ষদ—সকলেই হচ্ছেন বিশুদ্ধ চিন্ময় সত্তা এবং তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ২৪

দ্বিজঋষভ স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ংদৃক্
স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া চ স্বয়ৈতৎ ।
সৃজতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো
বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎ পরৈরাত্মলভ্যঃ ॥ ২৪ ॥

দ্বিজ-ঋষভ—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ; **সঃ এষঃ**—একমাত্র তিনিই; **ব্রহ্ম-যোনিঃ**—বেদের উৎস; **স্বয়ম্-দৃক্**—স্বয়ং উদ্ভাসিত; **স্ব-মহিম**—তাঁর স্বীয় মহিমায়; **পরিপূর্ণঃ**—পরিপূর্ণ; **মায়য়া**—জড়া শক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **স্বয়া**—তাঁর নিজের; **এতৎ**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **সৃজতি**—তিনি সৃষ্টি করেন; **হরতি**—সংবরণ করেন; **পাতি**—পালন করেন; **ইতি আখ্যয়া**—এরকম ধারণা করা হয়; **অনাবৃত**—অনাবৃত; **অক্ষঃ**—তাঁর দিব্য চেতনা; **বিবৃতঃ**—জড় জাগতিকভাবে বিভক্ত; **ইব**—যেন; **নিরুক্তঃ**—বর্ণিত; **তৎ-পরৈঃ**—তাঁর তৎপর ভক্তগণের দ্বারা; **আত্ম**—তাঁদের আত্মারূপে; **লভ্যঃ**—উপলব্ধি যোগ্য।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং-জ্যোতির্ময়, বেদের আদি উৎস, এবং তাঁর স্বীয় মহিমায় পরিপূর্ণ। তাঁর জড়া শক্তির মাধ্যমে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন এবং পালন করেন। যেহেতু তিনি বিভিন্ন জড় জাগতিক কার্য অনুষ্ঠান করেন, কখনও কখনও তাঁকে জড় জাগতিকভাবে বিভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদাই তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানে চিন্ময় স্তরে স্থিত আছেন। যাঁরা তাঁর প্রতি ভক্তিতে তৎপর, তাঁরাই তাঁকে তাঁদের প্রকৃত পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেন যে আমরা যেন নিম্নোক্ত কথাগুলির ধ্যান অভ্যাস করে বিনীত হতে পারি—" আমার সম্মুখে সর্বদাই প্রকট এই যে পৃথিবী, তিনি আমার প্রভুর চরণ কমলেরই বিস্তার, যাঁকে সর্বদাই ধ্যান করা উচিত। সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীব এই পৃথিবীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং এইভাবে আমার প্রভুর চরণ কমলে আশ্রয় নিয়েছেন। এই কারণে সমস্ত জীবকেই আমার

শ্রদ্ধা করা উচিত এবং কাউকেই ঈর্ষা করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে, সমস্ত জীবই আমার প্রভুর বক্ষের কৌস্তুভ মণিটি গঠন করেছে। তাই কোনও জীবকেই কখনই আমার ঈর্ষা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়।" এইরূপ ধ্যানের অভ্যাস করে মানুষ জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৫

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য ।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে শ্রীকৃষ্ণ; **কৃষ্ণ-সখ**—হে অর্জুনের সখা; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণি বংশোদ্ভূত; **ঋষভ**—হে মুখ্য; **অবনি**—পৃথিবীতে; **ধ্রুক্**—বিদ্রোহী; **রাজন্য-বংশ**—রাজন্য বংশের; **দহন**—হে ধ্বংসকারী; **অনপবর্গ**—ক্ষয় রহিত; **বীর্য**—যার বীর্য; **গোবিন্দ**—হে গোলোক ধামের অধীশ্বর; **গোপ**—গোপজনদের; **বনিতা**—গোপীদের; **ব্রজ**—বহুগুণ; **ভৃত্য**—তাদের ভৃত্যদের দ্বারা; **গীত**—গীত; **তীর্থ**—পবিত্রতম তীর্থের মতোই পুণ্যময়; **শ্রবঃ**—যাঁর মহিমা; **শ্রবণ**—যাঁর কথা শুধু শ্রবণ করা; **মঙ্গল**—মঙ্গলময়; **পাহি**—অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন; **ভৃত্যান্**—ভৃত্যদের।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, হে অর্জুন-সখা, হে বৃষ্ণি ঋষভ, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই পৃথিবীর উপদ্রবস্বরূপ, আপনি তাদের সংহার কর্তা। আপনার বীর্য কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আপনিই দিব্য ধামের অধীশ্বর। বৃন্দাবনের গোপগোপী এবং তাদের ভৃত্যবর্গ কর্তৃক গীত আপনার অতি পবিত্র মহিমা কীর্তন শুধুমাত্র শ্রবণ করলেই সর্বতোভাবে কল্যাণ হয়। হে ভগবান, অনুগ্রহ করে আপনার ভক্তদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৬

য ইদং কল্য উত্থায় মহাপুরুষলক্ষণম্ ।
তচ্চিত্তঃ প্রযতো জপ্ত্বা ব্রহ্ম বেদ গুহাশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

যঃ—যে কেউ; **ইদম্**—এই; **কল্যে**—ভোর বেলায়; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **মহাপুরুষ-লক্ষণম্**—বিশ্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের লক্ষণ; **তৎ-চিত্তঃ**—তদ্‌গত চিত্ত; **প্রযতঃ**—পবিত্র; **জপ্ত্বা**—নিজে জপ করে; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **বেদ**—তিনি জানতে পারেন; **গুহাশয়ম্**—হৃদয়ে স্থিত।

অনুবাদ

যে কেউ ভোর বেলায় উত্থিত হয়ে বিশুদ্ধ চিত্তে মহাপুরুষের ধ্যানে সমাহিত হয়ে শান্তভাবে তাঁর এই সমস্ত লক্ষণ বর্ণনা কীর্তন করবেন, তিনি তাঁকে হৃদয়ে অবস্থানকারী পরম সত্যরূপে উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্লোক ২৭-২৮

শ্রীশৌনক উবাচ

শুকো যদাহ ভগবান্ বিষ্ণুরাতায় শৃণ্বতে ।
সৌরো গণো মাসি মাসি নানা বসতি সপ্তকঃ ॥ ২৭ ॥
তেষাং নামানি কর্মাণি নিযুক্তানামধীশ্বরৈঃ ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্যাত্মনো হরেঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক বললেন; **শুকঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **যৎ**—যা; **আহ**—বর্ণিত; **ভগবান্**—মহামুনি; **বিষ্ণু-রাতায়**—মহারাজ পরীক্ষিতকে; **শৃণ্বতে**—যিনি শ্রবণ করছিলেন; **সৌরঃ**—সূর্যদেবের; **গণঃ**—পার্ষদগণ; **মাসি মাসি**—প্রতি মাসে; **নানা**—বিচিত্র; **বসতি**—যিনি বাস করেন; **সপ্তকঃ**—সাত জনের দল; **তেষাম্**—তাদের; **নামানি**—নামসমূহ; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **নিযুক্তনাম্**—যারা নিযুক্ত; **অধীশ্বরৈঃ**—তাঁদের নিয়ন্তা সূর্যদেবের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের দ্বারা; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে বলুন; **নঃ**—আমাদেরকে; **শ্রদ্দধানানাম্**—যারা শ্রদ্ধাশীল; **ব্যূহম্**—ব্যক্তিগত বিস্তার; **সূর্য-আত্মনঃ**—সূর্যদেব রূপে তাঁর ব্যক্তিগত বিস্তার; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক বললেন—আপনার বাক্যে শ্রদ্ধাশীল আমাদের কাছে অনুগ্রহপূর্বক প্রতি মাসে প্রদর্শিত সূর্যদেবের বিভিন্ন ব্যক্তিগত পার্ষদ সপ্তকদের কথা তাঁদের নাম এবং কার্যাবলী সহ বর্ণন করুন। সূর্যদেবের সেবক তথা পার্ষদগণ হচ্ছেন সূর্যের অধিদেবতারূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সবিশেষ ব্যক্তিরূপের বিস্তার।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিত এবং শুকদেব গোস্বামীর মহিমান্বিত সংলাপের বর্ণনা শ্রবণ করার পর শৌনক মুনি এবার পরমেশ্বর ভগবানের বিস্তাররূপে সূর্যদেব সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন। সূর্য যদিও সমস্ত গ্রহের রাজা, তবুও শ্রীশৌনক ঋষি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির বিস্তাররূপেই এই জ্যোতির্ময় মণ্ডল সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছেন।

সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ সাতটি দলে বিভক্ত। সূর্যের কক্ষপথ পরিভ্রমণকালে বারটি মাস রয়েছে এবং প্রতিটি মাসে ভিন্ন ভিন্ন সূর্যদেব এবং তাঁর ছয় জন পার্ষদের পৃথক দল আধিপত্য করে থাকেন। বৈশাখ থেকে শুরু করে বারটি মাসের প্রত্যেকটিতে স্বয়ং সূর্যদেবের পৃথক পৃথক নাম আছে এবং ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, রাক্ষস ও নাগগণ মিলে সর্বমোট সাতটি দলের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২৯

সূত উবাচ

অনাদ্যবিদ্যয়া বিষ্ণোরাত্মনঃ সর্বদেহিনাম্ ।
নির্মিতো লোকতন্ত্রোঽয়ং লোকেষু পরিবর্ততে ॥ ২৯ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অনাদি**—অনাদি; **অবিদ্যয়া**—অবিদ্যা শক্তির দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **সর্ব-দেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের; **নির্মিতঃ**—উৎপন্ন; **লোক-তন্ত্রঃ**—গ্রহ সমূহের নিয়ন্তা; **অয়ম্**—এই; **লোকেষু**—গ্রহদের মধ্যে; **পরিবর্ততে**—ভ্রমণ করেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—সূর্য সমস্ত গ্রহদের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন এবং এইভাবে তাদের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর অনাদি জড়া শক্তির মাধ্যমে এই সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন।

শ্লোক ৩০

এক এব হি লোকানাং সূর্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ ।
সর্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুধোদিতঃ ॥ ৩০ ॥

একঃ—এক; **এব**—শুধু; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **লোকানাম্**—জগতের; **সূর্যঃ**—সূর্য; **আত্মা**—তাদের আত্মা; **আদি-কৃৎ**—আদি স্রষ্টা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **সর্ব-বেদ**—সমস্ত বেদে; **ক্রিয়া**—আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া; **মূলম্**—ভিত্তি; **ঋষিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **বহুধা**—বহুভাবে; **উদিতঃ**—আখ্যাত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন সূর্যদেব সমস্ত জগতের একমাত্র আত্মা এবং তিনিই তাদের আদি স্রষ্টা। বেদে নির্দেশিত সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারও উৎস হচ্ছেন তিনি এবং বৈদিক ঋষিগণ তাঁকে নানা নামে ভূষিত করেন।

শ্লোক ৩১

কালো দেশঃ ক্রিয়া কর্তা করণং কার্যমাগমঃ ।
দ্রব্যং ফলমিতি ব্রহ্মন্ নবধোক্তোঽজয়া হরিঃ ॥ ৩১ ॥

কালঃ—কাল; **দেশঃ**—স্থান; **ক্রিয়া**—প্রচেষ্টা; **কর্তা**—কর্তা; **করণম্**—করণ; **কার্যম্**—বিশেষ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া; **আগমঃ**—শাস্ত্র; **দ্রব্যম্**—দ্রব্য; **ফলম্**—ফল; **ইতি**—এইরূপে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ, শৌনক; **নবধা**—নয় প্রকার; **উক্তঃ**—বর্ণিত; **অজয়া**—জড়া শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

জড়া শক্তির উৎস হওয়ার ফলে সূর্যদেবরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির বিস্তারকে নববিধ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হে শৌনক, সেগুলি হচ্ছে—কাল, স্থান, প্রচেষ্টা, কর্তা, করণ, বিশেষ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, শাস্ত্র, আরাধনার দ্রব্য এবং লভ্য ফল।

শ্লোক ৩২

মধ্বাদিষু দ্বাদশসু ভগবান্ কালরূপধৃক্ ।
লোকতন্ত্রায় চরতি পৃথগ্ দ্বাদশভির্গণৈঃ ॥ ৩২ ॥

মধু-আদিষু—মধু আদি; **দ্বাদশসু**—দ্বাদশ (মাসে); **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কাল-রূপ**—কালরূপ; **ধৃক্**—ধারণ করে; **লোক-তন্ত্রায়**—গ্রহের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে; **চরতি**—ভ্রমণ করেন; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **দ্বাদশভিঃ**—দ্বাদশের সহিত; **গণৈঃ**—পার্ষদ দল।

অনুবাদ

সূর্যদেব রূপে তাঁর কালশক্তি প্রকাশ করে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত গ্রহপুঞ্জের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে মধু আদি দ্বাদশ মাসের প্রত্যেকটিতে পরিভ্রমণ করেন। এই দ্বাদশ মাসের প্রত্যেকটিতে ছয়টি পার্ষদ দল সূর্যদেবের সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন।

শ্লোক ৩৩

ধাতা কৃতস্থলী হেতির্বাসুকী রথকৃন্মুনে ।
পুলস্ত্যস্তুম্বুরুরিতি মধুমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৩ ॥

ধাতা-কৃতস্থলী হেতিঃ—ধাতা, কৃতস্থলী এবং হেতি; **বাসুকিঃ রথকৃৎ**—বাসুকি এবং রথকৃৎ; **মুনে**—হে মুনিবর; **পুলস্ত্যঃ তুম্বুরুঃ**—পুলস্ত্য এবং তুম্বুরু; **ইতি**—এইরূপে;

মধু-মাসম্—মধু মাস (চৈত্র তথা মহাবিষুব কালে); নয়ন্তি—অভিমুখী করে; অমী—এই সকল।

অনুবাদ

হে মুনিবর, সূর্যদেব রূপে ধাতা, অপ্সরারূপে কৃতস্থলী, রাক্ষসরূপে হেতি, নাগরূপে বাসুকি, যক্ষরূপে রথকৃৎ, ঋষিরূপে পুলস্ত্য এবং গন্ধর্বরূপে তুম্বুরু মধুমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৪

অর্যমা পুলহোঽথৌজাঃ প্রহেতিঃ পুঞ্জিকস্থলী ।
নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নয়ন্ত্যেতে স্ম মাধবম্ ॥ ৩৪ ॥

অর্যমা পুলহঃ অথৌজাঃ—অর্যমা, পুলহ এবং অথৌজা; **প্রহেতিঃ পুঞ্জিকস্থলী**—প্রহেতি এবং পুঞ্জিকস্থলী; **নারদঃ কচ্ছনীরঃ**—নারদ ও কচ্ছনীর; **চ**—ও; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **এতে**—এই সকল; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **মাধবম্**—মাধব মাসকে (বৈশাখ)।

অনুবাদ

সূর্যদেব রূপে অর্যমা, ঋষিরূপে পুলহ, যক্ষরূপে অথৌজা, রাক্ষসরূপে প্রহেতি, অপ্সরারূপে পুঞ্জিকস্থলী, গন্ধর্বরূপে নারদ, নাগরূপে কচ্ছনীর মাধব মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৫

মিত্রোঽত্রিঃ পৌরুষেয়োঽথ তক্ষকো মেনকা হাহাঃ ।
রথস্বন ইতি হ্যেতে শুক্রমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৫ ॥

মিত্রঃ অত্রিঃ পৌরুষেয়ঃ—মিত্র, অত্রি এবং পৌরুষেয়; **অথ**—এবং; **তক্ষকঃ মেনকা হাহাঃ**—তক্ষক, মেনকা ও হাহা; **রথস্বনঃ**—রথস্বন; **ইতি**—এইরূপে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—এই সকল; **শুক্র-মাসম্**—শুক্র মাসকে (জ্যৈষ্ঠ); **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে মিত্র, ঋষিরূপে অত্রি, রাক্ষসরূপে পৌরুষেয়, নাগরূপে তক্ষক, অপ্সরারূপে মেনকা, গন্ধর্বরূপে হাহা এবং যক্ষরূপে রথস্বন শুক্র মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৬

বশিষ্ঠো বরুণো রম্ভা সহজন্যস্তথা হূহূঃ ।
শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈব শুচিমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৬ ॥

বশিষ্ঠঃ বরুণঃ রম্ভা—বশিষ্ঠ, বরুণ এবং রম্ভা; **সহজন্যঃ**—সহজন্য; **তথা**—ও; **হূহূঃ**—হূহূ; **শুক্রঃ চিত্রস্বনঃ**—শুক্র এবং চিত্রস্বন; **চ এব**—এবং; **শুচি-মাসম্**—শুচি মাস (আষাঢ়); **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

ঋষিরূপে বশিষ্ঠ, সূর্যদেবরূপে বরুণ, অপ্সরারূপে রম্ভা, রাক্ষসরূপে সহজন্য, গন্ধর্বরূপে হূহূ, নাগরূপে শুক্র এবং যক্ষরূপে চিত্রস্বন শুচিমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৭

ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ শ্রোতা এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ ।
প্রম্লোচা রাক্ষসো বর্যো নভোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৭ ॥

ইন্দ্রঃ বিশ্বাবসুঃ শ্রোতাঃ—ইন্দ্র, বিশ্বাবসু এবং শ্রোতা; **এলাপত্রঃ**—এলাপত্র; **তথা**—এবং; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **প্রম্লোচা**—প্রম্লোচা; **রাক্ষসঃ বর্যঃ**—বর্য নামে রাক্ষস; **নভঃ-মাসম্**—নভো (শ্রাবণ) মাসকে; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে ইন্দ্র, গন্ধর্বরূপে বিশ্বাবসু, যক্ষরূপে শ্রোত, নাগরূপে এলাপত্র, ঋষিরূপে অঙ্গিরা, অপ্সরারূপে প্রম্লোচা এবং রাক্ষসরূপে বর্য নভো মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৮

বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো ভৃগুঃ ।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো নভস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৮ ॥

বিবস্বান্ উগ্রসেনঃ—বিবস্বান ও উগ্রসেন; **চ**—ও; **ব্যাঘ্রঃ আসারণঃ ভৃগুঃ**—ব্যাঘ্র, আসারণ ও ভৃগু; **অনুম্লোচা শঙ্খপালঃ**—অনুম্লোচা ও শঙ্খপাল; **নভস্য-আখ্যম্**—নভস্য নামক মাসকে (ভাদ্র); **নয়ন্তি**—শাসন করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে বিবস্বান, গন্ধর্বরূপে উগ্রসেন, রাক্ষসরূপে ব্যাঘ্র, যক্ষরূপে আসারণ, ঋষিরূপে ভৃগু, অপ্সরারূপে অনুম্লোচা এবং নাগরূপে শঙ্খপাল নভস্য মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৯

পূষা ধনঞ্জয়ো বাতঃ সুষেণঃ সুরুচিস্তথা ।
ঘৃতাচী গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৯ ॥

পূষা ধনঞ্জয়ঃ বাতঃ—পূষা, ধনঞ্জয় এবং বাত; **সুষেণঃ সুরুচিঃ**—সুষেণ এবং সুরুচি; **তথা**—ও; **ঘৃতাচী গৌতমঃ**—ঘৃতাচী ও গৌতম; **চ**—এবং; **ইতি**—এইরূপে; **তপঃ-মাসম্**—তপঃ (মাঘ) মাসকে; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে পূষা, নাগরূপে ধনঞ্জয়, রাক্ষসরূপে বাত, গন্ধর্বরূপে সুষেণ, যক্ষরূপে সুরুচি, অপ্সরারূপে ঘৃতাচী এবং ঋষিরূপে গৌতম তপো মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪০

ঋতুর্বর্চা ভরদ্বাজঃ পর্জন্যঃ সেনজিৎ তথা ।
বিশ্ব ঐরাবতশ্চৈব তপস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী ॥ ৪০ ॥

ঋতুঃ বর্চা ভরদ্বাজঃ— ঋতু, বর্চা এবং ভরদ্বাজ; **পর্জন্যঃ সেনজিৎ**—পর্জন্য এবং সেনজিৎ; **তথা**—ও; **বিশ্বঃ ঐরাবতঃ**—বিশ্ব এবং ঐরাবত; **চ এব**—ও; **তপস্য-আখ্যম্**—তপস্য (ফাল্গুন) নামে খ্যাত মাস; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

যক্ষরূপে ঋতু, রাক্ষসরূপে বর্চা, ঋষিরূপে ভরদ্বাজ, সূর্যদেবরূপে পর্জন্য, অপ্সরারূপে সেনজিৎ, গন্ধর্বরূপে বিল্ব এবং নাগরূপে ঐরাবত তপস্য মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪১

অথাংশুঃ কশ্যপস্তার্ক্ষ্য ঋতসেনস্তথোর্বশী ।
বিদ্যুচ্ছত্রুর্মহাশঙ্খঃ সহোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৪১ ॥

অথ—তারপর; **অংশুঃ কশ্যপঃ তার্ক্ষ্যঃ**—অংশু, কশ্যপ এবং তার্ক্ষ্য; **ঋতসেনঃ**—ঋতসেন; **তথা**—এবং; **উর্বশী**—উর্বশী; **বিদ্যুচ্ছত্রুঃ মহাশঙ্খঃ**—বিদ্যুচ্ছত্রু এবং মহাশঙ্খ; **সহঃ-মাসম্**—সহো (মার্গশীর্ষ) মাসকে; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে অংশু, ঋষিরূপে কশ্যপ, যক্ষরূপে তার্ক্ষ্য, গন্ধর্বরূপে ঋতসেন, অপ্সরারূপে উর্বশী, রাক্ষসরূপে বিদ্যুচ্ছত্রু এবং নাগরূপে মহাশঙ্খ সহোমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪২

ভগঃ স্ফূর্জোঽরিষ্টনেমিরূর্ণ আয়ুশ্চ পঞ্চমঃ ।
কর্কোটকঃ পূর্বচিত্তিঃ পুষ্যমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৪২ ॥

ভগঃ স্ফূর্জঃ অরিষ্টনেমিঃ—ভগ, স্ফূর্জ এবং অরিষ্টনেমি; **ঊর্ণঃ**—ঊর্ণ; **আয়ুঃ**—আয়ুর; **চ**—এবং; **পঞ্চমঃ**—পঞ্চম পার্ষদ; **কর্কোটকঃ পূর্বচিত্তিঃ**—কর্কোটক এবং পূর্বচিত্তি; **পুষ্য-মাসম্**—পুষ্য মাস; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে ভগ, রাক্ষসরূপে স্ফূর্জ, গন্ধর্বরূপে অরিষ্টনেমি, যক্ষরূপে ঊর্ণ, ঋষিরূপে আয়ু, নাগরূপে কর্কোটক এবং অপ্সরারূপে পূর্বচিত্তি পুষ্যমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪৩

ত্বষ্টা ঋচীকতনয়ঃ কম্বলশ্চ তিলোত্তমা ।
ব্রহ্মাপেতোঽথ শতজিদ্ধৃতরাষ্ট্র ইষম্ভরাঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্বষ্টা—ত্বষ্টা; **ঋচীক-তনয়ঃ**—ঋচীকের পুত্র (জমদগ্নি); **কম্বলঃ**—কম্বল; **চ**—এবং; **তিলোত্তমা**—তিলোত্তমা; **ব্রহ্মাপেতঃ**—ব্রহ্মাপেত; **অথ**—এবং; **শতজিৎ**—শতজিৎ; **ধৃতরাষ্ট্রঃ**—ধৃতরাষ্ট্র; **ইষম্ভরাঃ**—ইষ (আশ্বিন) মাসের পালক।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে ত্বষ্টা, ঋষিরূপে ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, নাগরূপে কম্বল, অপ্সরারূপে তিলোত্তমা, রাক্ষসরূপে ব্রহ্মাপেত, যক্ষরূপে শতজিৎ এবং গন্ধর্বরূপে ধৃতরাষ্ট্র ইষ মাসকে পালন করেন।

শ্লোক ৪৪

বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্যবর্চাশ্চ সত্যজিৎ ।
বিশ্বামিত্রো মখাপেত ঊর্জমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৪৪ ॥

বিষ্ণুঃ অশ্বতরঃ রম্ভা—বিষ্ণু, অশ্বতর এবং রম্ভা; **সূর্য-বর্চাঃ**—সূর্যবর্চা; **চ**—এবং; **সত্যজিৎ**—সত্যজিৎ; **বিশ্বামিত্রঃ মখাপেতঃ**—বিশ্বামিত্র এবং মখাপেত; **ঊর্জ-মাসম্**—ঊর্জ (কার্তিক) মাসকে; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে বিষ্ণু, নাগরূপে অশ্বতর, অপ্সরারূপে রম্ভা, গন্ধর্বরূপে সূর্যবর্চা, যক্ষরূপে সত্যজিৎ, ঋষিরূপে বিশ্বামিত্র এবং রাক্ষস রূপে মখাপেত ঊর্জ মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত সূর্যদেব এবং তাঁদের পার্ষদগণের কথা পৃথক পৃথক ভাবে *কূর্মপুরাণে* নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ আছে—

ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণশ্চেন্দ্র এব চ ।
বিবস্বান অথ পূষা চ পর্জন্যশ্চাংশুরেব চ ॥
ভগস্ত্বষ্টা চ বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চাত্রির্বসিষ্ঠোঽথাঙ্গিরা ভৃগুঃ ॥
গৌতমোঽথ ভরদ্বাজঃ কশ্যপঃ ক্রতুরেব চ ।
জমদগ্নিঃ কৌশিকশ্চ মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনাঃ ॥
রথকৃচ্ছাপ্যথোজাশ্চ গ্রামণীঃ সুরুচিস্তথা ।
রথচিত্রস্বনঃ শ্রোতারুণঃ সেনজিৎ তথা ।
তার্ক্ষ্যারিষ্টনেমিশ্চরিতজিৎ সত্যজিৎ তথা ॥
অথহেতিঃ প্রহেতিশ্চ পৌরুষেয়ো বধস্তথা ।
বর্যোব্যাঘ্রস্তথাপশ্চ বায়ুর্বিদ্যুদ্দিবাকরঃ ॥
ব্রহ্মাপেতশ্চবিপেন্দ্রা যজ্ঞাপেতশ্চ রাক্ষকাঃ ।
বাসুকিঃ কচ্ছনীরশ্চ তক্ষকঃ শুক্র এব চ ॥
এলাপত্রঃ শঙ্খপালস্তথৈরাবত সংজ্ঞিতঃ ।
ধনঞ্জয়ো মহাপদ্মস্তথা কর্কোটকো দ্বিজাঃ ॥
কম্বলোঽশ্বতরশ্চৈব বহন্ত্যেনং যথাক্রমম্ ।
তুম্বুরুর্নারদো হাহা হুহূর্বিশ্বাবসুস্তথা ॥
উগ্রসেনো বসুরুচির্বিশ্ববসুর অথাপরঃ ।
চিত্রসেনস্তথোর্নায়ুর্ধৃতরাষ্ট্রো দ্বিজোত্তমাঃ ॥
সূর্যবর্চা দ্বাদশৈতে গন্ধর্বা গায়তাং বরাঃ ।
কৃতস্তল্যপ্সরোবর্যা তথান্যাপুঞ্জিকস্থলী ॥

মেনকা সহজন্যা চ প্রম্লোচা চ দ্বিজোত্তমাঃ।
অনুম্লোচা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচীচোর্বশী তথা॥
অন্যা চ পূর্বচিত্তিঃ স্যাদান্যা চৈব তিলোত্তমা।
রম্ভা চেতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তথৈবাপ্সরসঃ স্মৃতাঃ॥

শ্লোক ৪৫

এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ।
স্মরতাং সন্ধ্যয়োর্নৃণাং হরন্ত্যংহো দিনে দিনে॥ ৪৫॥

এতাঃ—এই সকল; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **আদিত্যস্য**—সূর্যদেবের; **বিভূতয়ঃ**—বিভূতি; **স্মরতাম্**—যাঁরা স্মরণ করেন তাদের পক্ষে; **সন্ধ্যয়োঃ**—দিবসের সন্ধিক্ষণ সমূহে; **নৃণাম্**—সেইরকম মানুষের পক্ষে; **হরন্তি**—হরণ করেন; **অংহঃ**—পাপের ফল; **দিনে দিনে**—দিনে দিনে।

অনুবাদ

এই সকল ব্যক্তিগণ হচ্ছেন সূর্যদেব রূপে পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্যময় বিস্তার। যারা ভোর এবং সূর্যাস্তের সময় এই সকল বিগ্রহের কথা স্মরণ করেন, তাঁরা তাদের সমস্ত পাপের ফল হরণ করেন।

শ্লোক ৪৬

দ্বাদশস্বপি মাসেষু দেবোঽসৌ ষড়্ভিরস্য বৈ।
চরন্ সমন্তাৎ তনুতে পরত্রেহ চ সন্মতিম্॥ ৪৬॥

দ্বাদশসু—দ্বাদশের প্রত্যেকটিতে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **মাসেষু**—মাসে; **দেবঃ**—দেব; **অসৌ**—এই; **ষড়্ভিঃ**—ছয় প্রকার পার্ষদ সহ; **অস্য**—এই জগতের জনগণের জন্য; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **চরন্**—বিচরণ করে; **সমন্তাৎ**—সর্বদিকে; **তনুতে**—প্রসার করেন; **পরত্র**—পরলোকে; **ইহ**—ইহ জীবনে; **চ**—এবং; **সৎ-মতিম্**—শুদ্ধ মতি।

অনুবাদ

এইভাবে দ্বাদশ মাস ধরে ইহ জীবন এবং পর জীবনের জন্য ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণের অন্তরে বিশুদ্ধ চেতনার সঞ্চার করে সূর্যদেব তাঁর ছয় প্রকার পার্ষদ সহ সর্ব দিকে পরিভ্রমণ করেন।

শ্লোক ৪৭-৪৮

সামর্গ্যজুর্ভিস্তল্লিঙ্গৈর্ঋষয়ঃ সংস্তুবন্ত্যমুম্।
গন্ধর্বাস্তং প্রগায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপ্সরসোঽগ্রতঃ॥ ৪৭॥

উন্নহ্যন্তি রথং নাগা গ্রামণ্যো রথযোজকাঃ ।
চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈর্ঋতা বলশালিনঃ ॥ ৪৮ ॥

সাম-ঋক্-যজুর্ভিঃ—সাম, ঋক্ এবং যজুর্বেদের মন্ত্র সহযোগে; **তৎ-লিঙ্গৈঃ**—যা সূর্যদেবকে প্রকাশ করে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **সংস্তবন্তি**—গুণকীর্তন করেন; **অমুম্**—তাঁকে; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **তম্**—তাঁর সম্পর্কে; **প্রগায়ন্তি**—উচ্চস্বরে গান করেন; **নৃত্যন্তি**—নৃত্য করেন; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **অগ্রতঃ**—সামনে; **উন্নহ্যন্তি**—বন্ধন করেন; **রথম্**—রথটিকে; **নাগাঃ**—নাগগণ; **গ্রামণ্যঃ**—যক্ষগণ; **রথ-যোজকাঃ**—যারা রথকে ঘোড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেন; **চোদয়ন্তি**—চালনা করেন; **রথম্**—রথটিকে; **পৃষ্ঠে**—পেছন দিক থেকে; **নৈর্ঋতাঃ**—রাক্ষসগণ; **বলশালিনঃ**—বলশালী।

অনুবাদ

ঋষিগণ যখন সাম, ঋক্ এবং যজুর্বেদীয় মন্ত্র সহযোগে সূর্যদেবের স্বরূপ প্রকাশক গুণমহিমা কীর্তন করেন, সেই সময় গন্ধর্বগণও তাঁর গুণ কীর্তন করেন এবং অপ্সরাগণ তাঁর রথের অগ্রভাগে নৃত্য করেন। নাগগণ রথের রজ্জু বন্ধন করেন এবং যক্ষগণ ঘোড়াগুলিকে রথে সংযুক্ত করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী রাক্ষস গণ সেই রথকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে থাকেন।

শ্লোক ৪৯

বালখিল্যাঃ সহস্রাণি ষষ্টির্ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ।
পুরতোঽভিমুখং যান্তি স্তুবন্তি স্তুতিভির্বিভুম্ ॥ ৪৯ ॥

বালখিল্যাঃ—বালখিল্যগণ; **সহস্রাণি**—সহস্র; **ষষ্টিঃ**—ষাট; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রহ্মর্ষিগণ; অমলাঃ—নির্মল; **পুরতঃ**—সামনে; **অভিমুখম্**—রথের অভিমুখে; **যান্তি**—গমন করেন; **স্তুবন্তি**—স্তব করেন; **স্তুতিভিঃ**—বৈদিক স্তুতির দ্বারা; **বিভুম্**—সর্বশক্তিমান প্রভু।

অনুবাদ

সেই রথের অভিমুখে দাঁড়িয়ে সম্মুখে ভ্রমণ করতে করতে বালখিল্য নামে খ্যাত ষাট হাজার ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র সহযোগে সর্বশক্তিমান সূর্যদেবের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করেন।

শ্লোক ৫০

এবং হ্যনাদিনিধনো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
কল্পে কল্পে স্বমাত্মানং ব্যূহ্য লোকানবত্যজঃ ॥ ৫০ ॥

এবম্—এইভাবে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনাদি**—অনাদি; **নিধনঃ**—কিংবা নিধন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **কল্পে কল্পে**—ব্রহ্মার প্রত্যেক দিবসে; **স্বম্ আত্মানম্**—স্বয়ং; **ব্যূহ্য**—বিভিন্নরূপে প্রসারিত; **লোকান্**—লোকসমূহ; **অবতি**—রক্ষা করেন; **অজঃ**—জন্মরহিত ভগবান।

অনুবাদ

সমস্ত জগৎকে রক্ষা করবার জন্য অনাদি অনন্ত এবং অজস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এইরূপে ব্রহ্মার প্রতিটি দিবসে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভূরূপে এই সকল বিশেষ বিশেষ দলে নিজেকে বিস্তার করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'বিরাটপুরুষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা' নামক একাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে শ্রীল সূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত বিষয় সমূহের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করেন।

যিনি ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ করেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং তাঁর সমস্ত দুঃখ দূর করেন। যে কোন কথা যখন পরমেশ্বর ভগবানের অপার দিব্য গুণের মহিমা বর্ণনা করে, তখন তাই সত্য, কল্যাণ এবং পুণ্য সঞ্চারক, অপরপক্ষে অন্য সকল কথাই হচ্ছে অপবিত্র। পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কিত আলোচনা দিব্য আনন্দ দান করে এবং তা নিত্য নব নবায়মান, কিন্তু কাকতুল্য ব্যক্তিরা অনাবশ্যক বিষয়ে মগ্ন হয়—যে সমস্ত কথার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কোনও সম্পর্ক নেই।

ভগবান শ্রীহরির গুণমহিমা বাচক অসংখ্য নাম শ্রবণ কীর্তন করে মানুষ তাদের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তিশূন্য জ্ঞানের কিংবা তাঁর শ্রীচরণে অর্পিত না হলে সকাম কর্মেরও কোনও প্রকৃত সৌন্দর্য নেই। অপরপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা অবিরাম স্মরণ করলে মানুষের অশুভ কামনা দূরীভূত হয়, মন পবিত্র হয় এবং মানুষ উপলব্ধি ও বৈরাগ্য সংযুত হয়ে ভগবান শ্রীহরির প্রতি প্রেমভক্তি লাভ করে।

তারপর সূত গোস্বামী বললেন যে, পূর্বে মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে সর্বপাপহর শ্রীকৃষ্ণ মহিমা শ্রবণ করেছিলেন এবং এখন তিনি সেই একই ভগবৎ মহিমা নৈমিষারণ্যের ঋষিদের শুনাচ্ছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* কথা শ্রবণ করে আত্মা পবিত্র হয় এবং সমস্ত প্রকার ভয় ও পাপ থেকে মুক্ত হয়। এই গ্রন্থ পাঠের ফলে সমস্ত বেদ পাঠের ফল লাভ হয় এবং মানুষের সমস্ত কামনাও পূর্ণ হয়। সংযত চিত্তে সমস্ত *পুরাণের* সারাতিসার এই গ্রন্থটি পাঠ করলে মানুষ শ্রীভগবানের পরম ধামে পৌঁছতে পারবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি শ্লোকে অসংখ্য সবিশেষ রূপে প্রকাশিত ভগবান শ্রীহরির গুণ মহিমাই কীর্তিত হয়েছে। অবশেষে, শ্রীসূত গোস্বামী অজ এবং অসীম পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে এবং সমস্ত জীবের পাপ হরণে সক্ষম ব্যাসদেব পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **নমঃ**—প্রণাম; **ধর্মায়**—ধর্মকে; **মহতে**—মহত্তম; **নমঃ**—প্রণাম; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **বেধসে**—স্রষ্টা; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **নমস্কৃত্য**—প্রণাম করে; **ধর্মান্**—ধর্মকে; **বক্ষ্যে**—বলব; **সনাতনান্**—সনাতন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—পরম ধর্ম ভক্তিমূলক সেবাকে, পরম স্রষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণদেরকে প্রণাম নিবেদন করে এখন আমি সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

দ্বাদশ স্কন্ধের এই দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীল সূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধ থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ের সার সংক্ষেপ বলবেন।

শ্লোক ২

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা বিষ্ণোশ্চরিতমদ্ভুতম্ ।
ভবদ্ভির্যদহং পৃষ্টো নরাণাং পুরুষোচিতম্ ॥ ২ ॥

এতৎ—এই সকল; **বঃ**—আপনাদেরকে; **কথিতম্**—বর্ণনা করেছি; **বিপ্রাঃ**—হে বিপ্রগণ; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **চরিতম্**—চরিত কথা; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **ভবদ্ভিঃ**—মহান আপনাদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **অহম্**—আমি; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **নরাণাম্**—মানুষদের মধ্যে; **পুরুষ**—প্রকৃত মানুষের পক্ষে; **উচিতম্**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে মহান ঋষিগণ, আপনাদের জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অদ্ভুত লীলাকথা আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছি। এই হরিকথা শ্রবণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষের উপযুক্ত কর্ম।

তাৎপর্য

নরাণাম্ পুরুষোচিতম্ কথাটি ইঙ্গিত করে যে নর-নারীদের মধ্যে যারা প্রকৃত মনুষ্যত্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরাই পরমেশ্বর ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তন

করেন। অপরপক্ষে অসভ্য মানুষেরা ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞান সম্পর্কে সেরকম আগ্রহবোধ করেন না।

শ্লোক ৩

অত্র সংকীর্তিতঃ সাক্ষাৎ সর্বপাপহরো হরিঃ।
নারায়ণো হৃষীকেশো ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৩ ॥

অত্র—এখানে, এই শ্রীমদ্ভাগবতে; **সংকীর্তিতঃ**—পূর্ণরূপে কীর্তিত; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **সর্বপাপ**---সমস্ত পাপের; **হরঃ**—হরণকারী; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **হৃষীকেশঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান হৃষীকেশ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাত্বতাম্**—যদুর; **পতিঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

এই গ্রন্থে পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণমহিমা কীর্তন করে, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত পাপ হরণ করেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ, হৃষীকেশ এবং যদুপতিরূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু পবিত্র নাম তাঁর অসাধারণ দিব্য গুণাবলী সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। *শ্রীহরি* নামটি ইঙ্গিত করে যে ভগবান তাঁর ভক্তদের হৃদয় থেকে সমস্ত প্রকার পাপ হরণ করেন। *নারায়ণ* নামটি নির্দেশ করে যে ভগবান সমস্ত জীবকে পালন করেন। *হৃষীকেশ* নামটি ইঙ্গিত করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়সমূহের পরম নিয়ন্তা। *ভগবান* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বাকর্ষক পরম সত্তা। এবং *সাত্বতাং পতিঃ* কথাটি ইঙ্গিত করে যে ভগবান স্বাভাবিকভাবেই সাধু এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রভু, বিশেষ করে মহিমান্বিত যদুবংশের সদস্যদের পতি স্বরূপ।

শ্লোক ৪

অত্র ব্রহ্ম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
জ্ঞানং চ তদুপাখ্যানং প্রোক্তং বিজ্ঞানসংযুতম্ ॥ ৪ ॥

অত্র—এখানে; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **পরম্**—পরম; **গুহ্যম্**—গুহ্য; **জগতঃ**—এই জগতের; **প্রভব**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ম্**—এবং প্রলয়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **তৎ-উপাখ্যানম্**—তা অনুশীলনের উপায়; **প্রোক্তম্**—বলা হয়েছে; **বিজ্ঞান**—দিব্য উপলব্ধি; **সংযুতম্**—সংযুত।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ পরম সত্যের রহস্য, সৃষ্টির মূল উৎস এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পর্কে বর্ণনা করে। বিজ্ঞান তথা মানুষের দিব্য উপলব্ধি সংযুত ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান এবং তা অনুশীলনের পন্থাও এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

শ্লোক ৫

ভক্তিযোগঃ সমাখ্যাতো বৈরাগ্যং চ তদাশ্রয়ম্ ।
পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব চ ॥ ৫ ॥

ভক্তিযোগঃ—ভক্তিমূলক সেবার পন্থা; **সমাখ্যাতঃ**—বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে; **বৈরাগ্যম্**—বৈরাগ্য; **চ**—এবং; **তৎ-আশ্রয়ম্**—তার আশ্রিত; **পারীক্ষিতম্**—মহারাজ পরীক্ষিতের; **উপাখ্যানম্**—উপাখ্যান; **নারদ**—নারদের; **আখ্যানম্**—ইতিহাস; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও বর্ণিত হয়েছে—ভক্তিমূলক সেবা এবং তার আশ্রিত বৈরাগ্যলক্ষণ, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শ্রীনারদমুনির আখ্যান।

শ্লোক ৬

প্রায়োপবেশো রাজর্ষের্বিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ ।
শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সংবাদশ্চ পরীক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥

প্রায়-উপবেশঃ—আমৃত্যু উপবাস; **রাজ-ঋষেঃ**—রাজর্ষি; **বিপ্র-শাপাৎ**—ব্রাহ্মণপুত্রের অভিশাপ হেতু; **পরীক্ষিতঃ**—মহারাজ পরীক্ষিতের; **শুকস্য**—শুকদেব গোস্বামীর; **ব্রহ্ম-ঋষভস্য**—হে দ্বিজোত্তম; **সংবাদঃ**—সংলাপ; **চ**—এবং; **পরীক্ষিতঃ**—পরীক্ষিতের সঙ্গে।

অনুবাদ

সেখানে বিপ্রশাপে রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন, দ্বিজোত্তম শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের সংলাপও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৭

যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সংবাদো নারদাজয়োঃ ।
অবতারানুগীতং চ সর্গঃ প্রাধানিকোঽগ্রতঃ ॥ ৭ ॥

যোগ-ধারণয়া—স্থির যোগ সমাধির দ্বারা; **উৎক্রান্তিঃ**—মৃত্যুর মুহূর্তে মুক্তি লাভ; **সংবাদ**—সংলাপ; **নারদ-অজয়োঃ**—ব্রহ্মা এবং নারদের মধ্যে; **অবতার-অনুগীতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের অবতার তালিকা; **চ**—এবং; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **প্রাধানিকঃ**—অব্যক্ত জড়া প্রকৃতি তথা প্রধান থেকে; **অগ্রতঃ**—ক্রমে ক্রমে।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে যোগ সমাধির অভ্যাস করে মানুষ মৃত্যুর সময় মুক্তি লাভ করতে পারে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মা ও নারদের সংলাপ, পরমেশ্বর ভগবানের অবতার তালিকা, ক্রমিক পর্যায়ে অব্যক্ত প্রধান থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কথাও বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত অসংখ্য বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান করা হচ্ছে এক কঠিন ব্যাপার। তাই একথা সুস্পষ্ট যে, সূত গোস্বামী শুধু বিষয়গুলির সারসংক্ষেপ করছেন। আমাদের ভাবা উচিত নয় যে তিনি যে-সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করতে পারেন নি, সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ বা নিষ্প্রয়োজনীয়, কেননা, *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি বর্ণ, প্রতিটি শব্দ হচ্ছে পরম কৃষ্ণভাবনাময় শব্দতরঙ্গ।

শ্লোক ৮

বিদুরোদ্ধবসংবাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ ।
পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ ॥ ৮ ॥

বিদুর-উদ্ধব—বিদুর এবং উদ্ধবের মধ্যে; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **ক্ষত্তৃ-মৈত্রেয়য়োঃ**—বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে; **ততঃ**—তারপর; **পুরাণ-সংহিতা**—এই পুরাণ সংহিতা সম্পর্কে; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **মহাপুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে; **সংস্থিতিঃ**—সৃষ্টি সংবরণ।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ বিদুরের সঙ্গে উদ্ধব এবং মৈত্রেয়ের কথোপকথন, এই পুরাণ সংহিতার বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন, প্রলয়ের সময় পরমেশ্বর ভগবানের দেহে সৃষ্টি সংবরণ ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করে।

শ্লোক ৯

ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে ।
ততো ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ ॥ ৯ ॥

ততঃ—তারপর; **প্রাকৃতিকঃ**—জড়া প্রকৃতি থেকে; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **সপ্ত**—সাত; **বৈকৃতিকাঃ**—বিকারের মাধ্যমে উদ্ভূত সৃষ্টির স্তরসমূহ; **চ**—এবং; **যে**—যা; **ততঃ**—তারপর; **ব্রহ্ম-অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ড; **সম্ভূতিঃ**—নির্মাণ; **বৈরাজঃ পুরুষঃ**—ভগবানের বিরাটরূপ; **যতঃ**—যা থেকে।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভ থেকে সঞ্জাত সৃষ্টি, ভৌতিক বিকারের দ্বারা সাতটি স্তরের ক্রমবিকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ, যা থেকে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের প্রকাশ—এই সমস্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১০

কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ ।
ভুব উদ্ধরণেঽম্ভোধের্হিরণ্যাক্ষবধো যথা ॥ ১০ ॥

কালস্য—কালের; **স্থূল-সূক্ষ্মস্য**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম; **গতিঃ**—গতি; **পদ্ম**—পদ্মের; **সমুদ্ভবঃ**—উদ্ভব; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **উদ্ধরণে**—উদ্ধার সম্পর্কে; **অম্ভোধেঃ**—সমুদ্র থেকে; **হিরণ্যাক্ষ বধঃ**—হিরণ্যাক্ষ বধ; **যথা**—যেরকম সংঘটিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কালের সূক্ষ্ম এবং স্থূল গতির বর্ণনা, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্মের উদ্ভব, পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে হিরণ্যাক্ষ বধের বর্ণনা।

শ্লোক ১১

ঊর্ধ্বতির্যগবাক্‌সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ ।
অর্ধনারীশ্বরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥ ১১ ॥

ঊর্ধ্ব—ঊর্ধ্বলোকের দেবতাগণ; **তির্যক্**—পশুদের; **অবাক্**—নিম্ন যোনিজাত জীবের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **রুদ্র**—শিবের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **তথা**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **অর্ধ-নারী**—অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ; **ঈশ্বরস্য**—ঈশ্বরের; **অথ**—তারপর; **যতঃ**—যার থেকে; **স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু।

অনুবাদ

দেবতা, পশু এবং অসুর প্রজাতির সৃষ্টি, রুদ্রের জন্ম, অর্ধনারীশ্বর স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব—ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা রয়েছে।

শ্লোক ১২

শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা ।
সন্তানো ধর্মপত্নীনাং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১২ ॥

শতরূপা—শতরূপা; **চ**—এবং; **যা**—যিনি; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **আদ্যা**—আদি; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **উত্তমা**—শ্রেষ্ঠা; **সন্তানঃ**—সন্তান; **ধর্মপত্নীনাম্**—ধর্ম পত্নীদের; **কর্দমস্য**—কর্দম মুনির; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতিদের।

অনুবাদ

প্রথমা রমণী তথা মনুর উত্তমা পত্নী শতরূপার আবির্ভাব এবং প্রজাপতি কর্দমের ধর্মপত্নীদের সন্তানদের সম্পর্কেও এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ ।
দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা ॥ ১৩ ॥

অবতারঃ—অবতার; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কপিলস্য**—ভগবান কপিলদেবের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **দেবহূত্যাঃ**—দেবহূতির; **চ**—এবং; **সংবাদঃ**—সংলাপ; **কপিলেন**—কপিলদেবের সঙ্গে; **চ**—এবং; **ধীমতা**—বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের অবতাররূপে মহাত্মা কপিল মুনির অবতার সম্পর্কে এবং সেই ধীমান মহাত্মার সঙ্গে তাঁর মাতা দেবহূতির সংলাপ সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪-১৫

নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্ ।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ১৪ ॥
নারদস্য চ সংবাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ ।
নাভেস্ততোঽনুচরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ ॥ ১৫ ॥

নব-ব্রহ্ম—নয়জন ব্রাহ্মণের (মরীচি আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ); **সমুৎপত্তিঃ**—বংশধর; **দক্ষযজ্ঞ**—দক্ষ যজ্ঞ; **বিনাশনম্**—বিনাশ; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **চরিতম্**—চরিত কথা; **পশ্চাৎ**—তারপর; **পৃথোঃ**—মহারাজ পৃথুর; **প্রাচীনবর্হিষঃ**—প্রাচীনবর্হির; **নারদস্য**—নারদমুনির সঙ্গে; **চ**—এবং; **সংবাদঃ**—তাঁর সংলাপ; **ততঃ**—তারপর;

প্রৈয়ব্রতম্—মহারাজ প্রিয়ব্রতের গল্প; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **নাভেঃ**—নাভীর; **ততঃ**—তারপর; **অনুচরিতম্**—জীবন ইতিহাস; **ঋষভস্য**—ভগবান ঋষভদেবের; **ভরতস্য**—ভরত মহারাজের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সেখানে নয়জন মহান ব্রাহ্মণের বংশধরদের কথা, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ, ধ্রুব চরিত, মহারাজ পৃথু এবং প্রাচীনবর্হি চরিত, শ্রীনারদ এবং প্রাচীনবর্হির সংলাপ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের জীবন ইতিহাস ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে। তারপর, হে ব্রাহ্মণগণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজ নাভি, ভগবান ঋষভদেব এবং মহারাজ ভরতের চরিত কথাও বর্ণনা করে।

শ্লোক ১৬

দ্বীপবর্ষসমুদ্রাণাং গিরিনদ্যুপবর্ণনম্ ।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ ॥ ১৬ ॥

দ্বীপ-বর্ষ-সমুদ্রাণাম্—দ্বীপ, মহাদেশ এবং সমুদ্রের; **গিরি-নদী**—পর্বত এবং নদীর; **উপবর্ণনম্**—বিস্তারিত বর্ণনা; **জ্যোতিঃ-চক্রস্য**—জ্যোতির্মণ্ডলের; **সংস্থানম্**—সংস্থান, **পাতাল**—পাতাললোক; **নরক**—নরকের; **স্থিতিঃ**—অবস্থিতি।

অনুবাদ

পৃথিবীর মহাদেশসমূহ, অঞ্চল, সমুদ্র, পর্বত এবং নদী সম্পর্কেও শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তারিত বর্ণনা করে। মহাকাশীয় জ্যোতির্মণ্ডলের সংস্থিতি সংক্রান্ত বর্ণনা, পাতাল এবং নরকের অবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাও সেখানে রয়েছে।

শ্লোক ১৭

দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাং চ সন্ততিঃ ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্যঙ্নগখগাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

দক্ষ-জন্ম—দক্ষের জন্ম; **প্রচেতোভ্যঃ**—প্রচেতাদের কাছ থেকে; **তৎ-পুত্রীণাম্**—তাঁর কন্যাদের; **চ**—এবং; **সন্ততিঃ**—সন্তান-সন্ততি; **যতঃ**—যার থেকে; **দেব-অসুর-নরাঃ**—দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণ; **তির্যক্-নগ-খগ-আদয়ঃ**—পশু, সর্প, পক্ষী এবং অন্যান্য প্রজাতি।

অনুবাদ

প্রচেতাদের পুত্ররূপে দক্ষের পুনর্জন্ম, দক্ষকন্যাদের সন্তান-সন্ততি, যারা দেবতা, অসুর, নর, পশু, সর্প, পক্ষী এবং অন্যান্য বংশধারার সূত্রপাত করেছিলেন—এ সকলের কথাই তাতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৮

ত্বাষ্ট্রস্য জন্মনিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥

ত্বাষ্ট্রস্য—ত্বষ্টার পুত্রের (বৃত্র); **জন্ম-নিধনম্**—জন্ম এবং মৃত্যু; **পুত্রয়োঃ**—হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই পুত্রের; **চ**—এবং; **দিতেঃ**—দিতির; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **দৈত্য-ঈশ্বরস্য**—দৈত্যেশ্বরদের কথা; **চরিতম্**—চরিত কথা; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, বৃত্রাসুরের জন্ম ও মৃত্যুর কথা, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর কথা এবং দৈত্যেশ্বর মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৯

মন্বন্তরানুকথনং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণম্ ।
মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

মনু-অন্তর—বিভিন্ন মনুর শাসনকালের; **অনুকথনম্**—বিস্তারিত বর্ণনা; **গজ-ইন্দ্রস্য**—গজেন্দ্রের; **বিমোক্ষণম্**—মুক্তি; **মনু-অন্তর-অবতারাঃ**—প্রত্যেক মন্বন্তরে পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ অবতার; **চ**—এবং; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **হয়শিরা-আদয়ঃ**—যেমন ভগবান হয়শীর্ষা।

অনুবাদ

প্রত্যেক মনুর শাসনকাল, গজেন্দ্রমোক্ষণ এবং প্রতিটি মন্বন্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ অবতার, যেমন হয়শীর্ষাদি—ইত্যাদিও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২০

কৌর্মং মাৎস্যং নারসিংহং বামনং চ জগৎপতেঃ ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্ ॥ ২০ ॥

কৌর্মম্—কূর্ম অবতার; **মাৎস্যম্**—মৎস অবতার; **নারসিংহম্**—নরসিংহরূপে; **বামনম্**—বামনরূপে; **চ**—এবং; **জগৎ-পতেঃ**—জগৎপতির; **ক্ষীর-উদ**—ক্ষীরসমুদ্রের; **মথনম্**—মন্থন; **তদ্বৎ**—সেইরূপ; **অমৃত-অর্থে**—অমৃতের জন্য; **দিব-ওকসাম্**—স্বর্গবাসীদের পক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত কূর্ম, মৎস, নরসিংহ এবং বামনরূপে জগৎপতির আবির্ভাবের কথা এবং অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের কথাও বর্ণনা করে।

শ্লোক ২১

দেবাসুরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্তনম্ ।
ইক্ষ্বাকুজন্ম তদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১ ॥

দেব-অসুর—দেবতা এবং অসুরদের; **মহাযুদ্ধম্**—মহাযুদ্ধ; **রাজ-বংশ**—রাজবংশের; **অনুকীর্তনম্**—অনুক্রমিক আবৃত্তি; **ইক্ষ্বাকু-জন্ম**—ইক্ষ্বাকুর জন্ম; **তৎ-বংশঃ**—তাঁর বংশ; **সুদ্যুম্নস্য**—সুদ্যুম্নের (বংশের কথা); **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা।

অনুবাদ

দেবাসুর মহাসংগ্রামের কাহিনী, বিভিন্ন রাজবংশের আনুক্রমিক বর্ণন, ইক্ষ্বাকুর জন্ম কথা, তাঁর বংশ এবং মহাত্মা সুদ্যুম্নের বংশের কথা—এই সবই এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

শ্লোক ২২

ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ ।
সূর্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃগাদয়ঃ ॥ ২২ ॥

ইলা-উপাখ্যানম্—ইলার উপাখ্যান; **অত্র**—এই গ্রন্থে; **উক্তম্**—বলা হয়েছে; **তারা-উপাখ্যানম্**—তারার উপাখ্যান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **সূর্য-বংশ**—সূর্যবংশের; **অনুকথনম্**—বর্ণনা; **শশাদ-আদ্যাঃ**—শশাদ প্রভৃতি; **নৃগ-আদয়ঃ**—নৃগ আদি।

অনুবাদ

ইলা এবং তারার উপাখ্যান, শশাদ এবং নৃগাদি রাজা সহ সূর্যবংশের বিভিন্ন রাজাদের কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

সৌকন্যং চাথ শর্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ ।
খট্বাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ ॥ ২৩ ॥

সৌকন্যম্—সুকন্যার কাহিনী; **চ**—এবং; **অথ**—তখন; **শর্যাতেঃ**—শর্যাতির; **ককুৎস্থস্য**—ককুৎস্থের; **চ**—এবং; **ধীমতঃ**—যিনি ছিলেন বুদ্ধিমান রাজা; **খট্বাঙ্গস্য**—খট্বাঙ্গের; **চ**—এবং; **মান্ধাতুঃ**—মান্ধাতার; **সৌভরেঃ**—সৌভরি মুনির; **সগরস্য**—সগরের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সুকন্যার উপাখ্যান, শর্যাতি, ধীমান ককুৎস্থ, খট্বাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি মুনি এবং সগরের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৪

রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্ ।
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাং চ সম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥

রামস্য—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের; **কোশল-ইন্দ্রস্য**—কোশল রাজ; **চরিতম্**—চরিতকথা; **কিল্বিষ-অপহম্**—সমস্ত পাপ নাশকারী; **নিমেঃ**—মহারাজ নিমির; **অঙ্গ-পরিত্যাগঃ**—তাঁর দেহত্যাগ; **জনকানাম্**—জনক বংশের; **চ**—এবং; **সম্ভবঃ**—আবির্ভাব।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য কাহিনী, কোশল রাজার কাহিনী এবং মহারাজ নিমির জড়দেহ ত্যাগের কাহিনীও বর্ণনা করে। জনক রাজবংশীয় রাজাদের আবির্ভাব কাহিনীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৫-২৬

রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং ভুবঃ ।
ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ ॥ ২৫ ॥
দৌষ্মন্তের্ভরতস্যাপি শান্তনোস্তৎসুতস্য চ ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশোঽনুকীর্তিতঃ ॥ ২৬ ॥

রামস্য—ভগবান পরশুরামের দ্বারা; **ভার্গব-ইন্দ্রস্য**—শ্রেষ্ঠতম ভার্গব; **নিঃক্ষত্রী-করণম্**—সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ঐলস্য**—মহারাজ ঐলের; **সোম-বংশস্য**—চন্দ্রবংশের; **যযাতেঃ**—যযাতির; **নহুষস্য**—নহুষের; **চ**—এবং; **দৌষ্মন্তেঃ**—দুষ্মন্ত-পুত্রের; **ভরতস্য**—ভরতের; **অপি**—ও; **শান্তনোঃ**—মহারাজ শান্তনুর; **তৎ**—তার; **সুতস্য**—পুত্র ভীষ্মের; **চ**—এবং; **যযাতেঃ**—যযাতির; **জ্যেষ্ঠ-পুত্রস্য**—জ্যেষ্ঠ পুত্রের; **যদোঃ**—যদুর; **বংশঃ**—বংশ; **অনুকীর্তিতঃ**—অনুকীর্তিত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে শ্রেষ্ঠতম ভার্গব ভগবান পরশুরাম ভূপৃষ্ঠের সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করেছিলেন। অধিকন্তু এই গ্রন্থে চন্দ্রবংশে আবির্ভূত ঐল, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্তপুত্র ভরত, শান্তনু এবং শান্তনুপুত্র ভীষ্মদেবের মতো

মহিমামণ্ডিত রাজন্যদের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ যদুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহান বংশের কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ ।
বসুদেবগৃহে জন্ম ততো বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে ॥ ২৭ ॥

যত্র—যে বংশে; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণ-আখ্যঃ**—কৃষ্ণ নামে পরিচিত; **জগদীশ্বরঃ**—জগদীশ্বর; **বসুদেব-গৃহে**—বসুদেবের গৃহে; **জন্ম**—তাঁর জন্ম; **ততঃ**—তারপর; **বৃদ্ধিঃ**—তাঁর বৃদ্ধি; **চ**—এবং; **গোকুলে**—গোকুলে।

অনুবাদ

কিভাবে জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হলেন, কিভাবে তিনি বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করলেন, তারপর কিভাবে তিনি গোকুলে বর্ধিত হলেন—এ সব কথাই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৮-২৯

তস্য কর্মাণ্যপারাণি কীর্তিতান্যসুরদ্বিষঃ ।
পূতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ ॥ ২৮ ॥
তৃণাবর্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ ।
অঘাসুরবধো ধাত্রা বৎসপালাবগূহনম্ ॥ ২৯ ॥

তস্য—তাঁর; **কর্মাণি**—কার্যসমূহ; **অপারাণি**—অপার; **কীর্তিতানি**—কীর্তিত হয়; **অসুর-দ্বিষঃ**—অসুরদের শত্রু; **পূতনা**—পূতনা রাক্ষসীর; **অসু**—তার প্রাণবায়ু সহ; **পয়ঃ**—দুধের; **পানম্**—পান করা; **শকট**—শকটের; **উচ্চাটনম্**—ভঙ্গ করা; **শিশোঃ**—শিশুর দ্বারা; **তৃণাবর্তস্য**—তৃণাবর্তের; **নিষ্পেষঃ**—পদদলিত করা; **তথা**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বক-বৎসয়োঃ**—বক এবং বৎস নামীয় অসুরদের; **অঘ-অসুর**—অঘাসুরের; **বধঃ**—হত্যা; **ধাত্রা**—ব্রহ্মা কর্তৃক; **বৎস-পাল**—গোপবালক এবং গোবৎসদের; **অবগূহনম্**—অপহরণ।

অনুবাদ

পূতনার স্তন্যপানের সঙ্গে তার প্রাণবায়ুকে শোষণ করা, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত দলন, বকাসুর, বৎসাসুর এবং অঘাসুর বধ, ব্রহ্মাকর্তৃক গোপসখা এবং গোবৎসগণ অপহৃত হলে পর ভগবানের অনুষ্ঠিত লীলা—ইত্যাদি বাল্যলীলার সঙ্গে অসুরারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলাকথাও সেখানে কীর্তিত হয়েছে।

শ্লোক ৩০

ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সঙ্ক্ষয়ঃ ।
গোপানাং চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ ॥ ৩০ ॥

ধেনুকস্য—ধেনুকের; **সহভ্রাতুঃ**—তার সঙ্গীদের সঙ্গে; **প্রলম্বস্য**—প্রলম্বের; **চ**—এবং; **সংক্ষয়ঃ**—ধ্বংস; **গোপানাম্**—গোপবালকদের; **চ**—এবং; **পরিত্রাণম্**—পরিত্রাণ; **দাব-অগ্নেঃ**—দাবাগ্নি থেকে; **পরিসর্পতঃ**—যা পরিবেষ্টিত করছিল।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ধেনুকাসুর ও তার সঙ্গীদের বধ করেছিলেন, কিভাবে প্রভু বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন, এবং কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তীব্র দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত গোপসখাদের রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩৩

দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণম্ ।
ব্রতচর্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ ॥ ৩১ ॥
প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাং চানুতাপনম্ ।
গোবর্ধনোদ্ধারণং চ শক্রস্য সুরভেরথ ॥ ৩২ ॥
যজ্ঞাভিষেকঃ কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু ।
শঙ্খচূড়স্য দুর্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ ॥ ৩৩ ॥

দমনম্—দমন; **কালিয়স্য**—কালিয়ের; **অহেঃ**—সর্প; **মহা অহেঃ**—মহাসর্পের কবল থেকে; **নন্দমোক্ষণম্**—নন্দ মহারাজের মুক্তি; **ব্রত-চর্যা**—কঠোর তপস্যা সম্পাদন; **তু**—এবং; **কন্যানাম্**—গোপীদের; **যত্র**—যার দ্বারা; **তুষ্টঃ**—পরিতুষ্ট হয়েছিলেন; **অচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রতৈঃ**—তাদের ব্রতের দ্বারা; **প্রসাদঃ**—কৃপা; **যজ্ঞপত্নীভ্যঃ**—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীদের প্রতি; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণ পতিদের; **চ**—এবং; **অনুতাপনম্**—অনুতাপ; **গোবর্ধন-উদ্ধারণম্**—গোবর্ধন পর্বত ধারণ; **চ**—এবং; **শক্রস্য**—ইন্দ্রের দ্বারা; **সুরভেঃ**—সুরভী গাভী সহ; **অথ**—তারপর; **যজ্ঞ-অভিষেকঃ**—যজ্ঞাভিষেক; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদের সঙ্গে; **ক্রীড়া**—ক্রীড়া; **চ**—এবং; **রাত্রিষু**—রাত্রিতে; **শঙ্খচূড়স্য**—শঙ্খচূড় নামক অসুরের; **দুর্বুদ্ধেঃ**—দুর্বুদ্ধি পরায়ণ; **বধঃ**—বধ; **অরিষ্টস্য**—অরিষ্টের; **কেশিনঃ**—কেশীর।

অনুবাদ

কালিয় নাগ দমন, মহাসর্প থেকে নন্দ মহারাজের উদ্ধার, গোপবালিকাদের কঠোর তপস্যা—যার দ্বারা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করেছিলেন, অনুতপ্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীগণের প্রতি ভগবানের কৃপাপ্রদর্শন, গোবর্ধন পর্বত ধারণ এবং তারপর সুরভী গাভী এবং ইন্দ্র কর্তৃক ভগবানের পূজাভিষেক, গোপীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নৈশ লীলা মূর্খ অসুর শঙ্খচূড়, অরিষ্ট এবং কেশীর নিধন—এই সমস্ত লীলাই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ।
ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ ॥ ৩৪ ॥

অক্রূর—অক্রূরের; **আগমনম্**—আগমন; **পশ্চাৎ**—তারপর; **প্রস্থানম্**—প্রস্থান; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—ভগবান কৃষ্ণ এবং বলরাম; **ব্রজস্ত্রীণাম্**—বৃন্দাবনের স্ত্রীগণ; **বিলাপঃ**—বিলাপ; **চ**—এবং; **মথুরা-আলোকনম্**—মথুরা দর্শন; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

অক্রূরের আগমন, তারপর কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা প্রস্থান, গোপীদের বিলাপ এবং কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা ভ্রমণাদির কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

গজমুষ্টিকচাণূরকংসাদীনাং তথা বধঃ।
মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ ॥ ৩৫ ॥

গজ—কুবলয়াপীড় নামক হস্তীর; **মুষ্টিক-চাণূর**—চাণূর মুষ্টিকাদি মল্লবীরের; **কংস**—কংসের; **আদীনাম্**—এবং অন্যদের; **তথা**—ও; **বধঃ**—বধ; **মৃতস্য**—যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন; **আনয়নম্**—ফিরিয়ে আনা; **সূনোঃ**—পুত্রের; **পুনঃ**—পুনরায়; **সান্দীপনেঃ**—সান্দীপনির; **গুরোঃ**—তাঁদের গুরু।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে, চাণূর মুষ্টিকাদি মল্লবীরদের এবং কংসাদি অন্যান্য অসুরদের বধ করেছিলেন, এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুদেব সান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রদের ফিরিয়ে এনেছিলেন—এ সকল কথাও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

মথুরায়াং নিবসতা যদুচক্রস্য যৎ প্রিয়ম্ ।
কৃতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ ॥ ৩৬ ॥

মথুরায়াম্—মথুরাতে; **নিবসতা**—বসবাসকারী তাঁর দ্বারা; **যদু-চক্রস্য**—যদুমণ্ডলের জন্য; **যৎ**—যা; **প্রিয়ম্**—তৃপ্তিকারী; **কৃতম্**—কৃত হয়েছিল; **উদ্ধব-রামাভ্যাম্**—উদ্ধব এবং বলরামের সঙ্গে; **যুতেন**—সংযুক্ত; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, তারপর উদ্ধব এবং বলরামের সঙ্গে মথুরায় বাস করার সময়, ভগবান শ্রীহরি কিভাবে যদুবংশের তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশ্যে লীলাবিলাস করেছিলেন, এই গ্রন্থ তার বর্ণনা দেয়।

শ্লোক ৩৭

জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ ।
ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যা নিবেশনম্ ॥ ৩৭ ॥

জরাসন্ধ—মহারাজ জরাসন্ধের দ্বারা; **সমানীত**—সমবেত; **সৈন্যস্য**—সৈন্যের; **বহুশঃ**—বহুবার; **বধঃ**—বধ; **ঘাতনম্**—হত্যা; **যবন-ইন্দ্রস্য**—যবনরাজের; **কুশস্থল্যাঃ**—দ্বারকার; **নিবেশনম্**—প্রতিষ্ঠা।

অনুবাদ

বহুবার জরাসন্ধ কর্তৃক আনীত সৈন্যসমূহের নিধন, বর্বর জাতির রাজা কালযবনের হত্যা এবং দ্বারকানগরীর প্রতিষ্ঠার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

আদানং পারিজাতস্য সুধর্মায়াঃ সুরালয়াৎ ।
রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ ॥ ৩৮ ॥

আদানম্—গ্রহণ; **পারিজাতস্য**—পারিজাত বৃক্ষের; **সুধর্মায়াঃ**—সুধর্মা নামক সভাকক্ষের; **সুর-আলয়াৎ**—দেবতাদের আলয় থেকে; **রুক্মিণ্যাঃ**—রুক্মিণীর; **হরণম্**—হরণ; **যুধে**—যুদ্ধে; **প্রমথ্য**—পরাজিত করে; **দ্বিষতঃ**—তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ আরও বর্ণনা করে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাতবৃক্ষ ও সুধর্মা নামক সভাগৃহ আনয়ন করেছিলেন, এবং কিভাবে তিনি যুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে রুক্মিণীদেবীকে হরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্ ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণং চ যৎ ॥ ৩৯ ॥

হরস্য—ভগবান শ্রীশিবের; **জৃম্ভণম্**—প্রবল হাই তোলা; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **বাণস্য**—বাণাসুরের; **ভুজ**—বাহুর; **কৃন্তনম্**—কর্তন; **প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতিম্**—প্রাগজ্যোতিষ নগরের অধিপতি; **হত্বা**—হত্যা করে; **কন্যানাম্**—কুমারীদের; **হরণম্**—হরণ; **চ**—এবং; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের প্রবল জৃম্ভণ উৎপন্ন করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন, কিভাবে ভগবান বাণাসুরের বাহুগুলি কর্তন করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতিকে বধ করেছিলেন এবং তারপর তার নগরীতে আবদ্ধ রাজকন্যাদের উদ্ধার করেছিলেন, এই সমস্ত কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪০-৪১

চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্মতেঃ ।
শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥
মাহাত্ম্যং চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্ ।
ভারাবতরণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্ ॥ ৪১ ॥

চৈদ্য—চেদিরাজ শিশুপালের; **পৌণ্ড্রক**—পৌণ্ড্রকের; **শাল্বানাম্**—এবং শাল্বের; **দন্তবক্রস্য**—দন্তবক্রের; **দুর্মতেঃ**—দুর্মতি; **শম্বরঃ দ্বিবিদঃ পীঠঃ**—শম্বর, দ্বিবিদ এবং পীঠ নামক অসুর; **মুরঃ পঞ্চজন-আদয়ঃ**—মুর, পঞ্চজন এবং অন্যেরা; **মাহাত্ম্যম্**—পরাক্রম; **চ**—এবং; **বধঃ**—মৃত্যু; **তেষাম্**—এদের; **বারাণস্যাঃ**—পবিত্র বারানসী নগরী; **চ**—এবং; **দাহনম্**—দহন; **ভার**—ভারের; **অবতরণম্**—পরিণতি; **ভূমেঃ**—ভূমির; **নিমিত্তী-কৃত্য**—নিমিত্ত কারণ; **পাণ্ডবান্**—পাণ্ডুপুত্রগণ।

অনুবাদ

চেদিরাজের পরাক্রম ও মৃত্যুর বর্ণনা, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, দুর্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর, পঞ্চজন এবং অন্যান্য অসুরের বর্ণনা, এবং তৎসঙ্গে বারানসী নগরী কিভাবে ভস্মীভূত হয়ে ভূমিস্যাৎ হয়েছিল—এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের নিযুক্ত করে ভূভার হরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ ।
উদ্ধবস্য চ সংবাদো বসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ ॥ ৪২ ॥
যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্মবিনির্ণয়ঃ ।
ততো মর্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ ॥ ৪৩ ॥

বিপ্র-শাপ—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; **অপদেশেন**—ছলনায়; **সংহারঃ**—সংহার; **স্বকুলস্য**—নিজ বংশের; **চ**—এবং; **উদ্ধবস্য**—উদ্ধবের সঙ্গে; **চ**—এবং; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের (নারদের সঙ্গে); **চ**—এবং; **অদ্ভুতঃ**—অদ্ভুত; **যত্র**—যাতে; **আত্ম-বিদ্যা**—আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অখিলা**—সম্পূর্ণরূপে; **প্রোক্তা**—উক্ত হয়েছিল; **ধর্ম-বিনির্ণয়ঃ**—ধর্ম নির্ধারণ; **ততঃ**—তারপর; **মর্ত্য**—মর জগতের; **পরিত্যাগঃ**—পরিত্যাগ; **আত্ম-যোগ**—ব্যক্তিগত যোগবল; **অনুভাবতঃ**—শক্তিতে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের অভিশাপের ছলে ভগবান কিভাবে নিজ বংশকে সংবরণ করলেন, নারদের সঙ্গে বসুদেবের সংলাপ, উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কথোপকথন যা পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং মানব সমাজের ধর্মনীতি নির্ধারণ করে, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এবং তারপর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগবলে মরজগতকে পরিত্যাগ করলেন, সে সব কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪৪

যুগলক্ষণবৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ ।
চতুর্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা ॥ ৪৪ ॥

যুগ—বিভিন্ন যুগের; **লক্ষণ**—লক্ষণ; **বৃত্তিঃ**—বৃত্তি; **চ**—ও; **কলৌ**—বর্তমান কলিযুগে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **উপপ্লবঃ**—সামগ্রিক উপদ্রব; **চতুঃ-বিধঃ**—চার প্রকার; **চ**—এবং; **প্রলয়ঃ**—প্রলয়ের পন্থা; **উৎপত্তিঃ**—সৃষ্টি; **ত্রি-বিধা**—তিন প্রকার; **তথা**—এবং।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ বিভিন্ন যুগের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার, কলিযুগের উপদ্রব সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা, চতুর্বিধ প্রলয় এবং তিন প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কেও বর্ণনা করে।

শ্লোক ৪৫

দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষেবিষ্ণুরাতস্য ধীমতঃ ।
শাখাপ্রণয়নমৃর্ষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা ।
মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৪৫ ॥

দেহত্যাগঃ—তাঁর দেহত্যাগ; **চ**—এবং; **রাজ-ঋষেঃ**—রাজর্ষির দ্বারা; **বিষ্ণুরাতস্য**—পরীক্ষিত; **ধী-মতঃ**—বুদ্ধিমান; **শাখা**—বেদের শাখা; **প্রণয়নম্**—প্রণয়ন; **ঋষেঃ**—মহাঋষি ব্যাসদেব থেকে; **মার্কণ্ডেয়স্য**—মার্কণ্ডেয় ঋষির; **সৎ-কথা**—পুণ্য কথা; **মহা-পুরুষ**—ভগবানের বিশ্বরূপ; **বিন্যাসঃ**—বিন্যাস; **সূর্যস্য**—সূর্যের; **জগৎ-আত্মনঃ**—বিশ্বাত্মা।

অনুবাদ

ধীমান রাজর্ষি বিষ্ণুরাত তথা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, শ্রীল ব্যাসদেব কিভাবে বেদ শাখার প্রণয়ন করলেন, তার ব্যাখ্যা, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির পুণ্যকথা, বিশ্বাত্মা সূর্যদেবরূপে এবং বিরাট পুরুষরূপে ভগবানের বিশ্বরূপের বিস্তারিত বিন্যাস সম্পর্কিত বর্ণনাও সেখানে রয়েছে।

শ্লোক ৪৬

ইতি চোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টোঽহমিহাস্মি বঃ ।
লীলাবতারকর্মাণি কীর্তিতানীহ সর্বশঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **চ**—এবং; **উক্তম্**—উক্ত; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ**—দ্বিজশ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এখানে; **অস্মি**—হয়েছি; **বঃ**—আপনাদের দ্বারা; **লীলা-অবতার**—পরমেশ্বর ভগবানের স্বীয় আনন্দবিধায় দিব্য লীলা অবতার; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **কীর্তিতানি**—কীর্তিত হয়েছে; **ইহ**—এই শাস্ত্রে; **সর্বশঃ**—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা আমি এখানে উপস্থাপিত করলাম। এই গ্রন্থ ভগবানের লীলা অবতারের লীলার মহিমা পূর্ণরূপে কীর্তন করেছে।

শ্লোক ৪৭

পতিতঃ স্খলিতশ্চার্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্ ।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ ॥ ৪৭ ॥

পতিতঃ—পতিত; **স্খলিতঃ**—স্খলিত; **চ**—এবং; **আর্তঃ**—ব্যথিত; **ক্ষুত্ত্বা**—হাঁচি দিয়ে; **বা**—অথবা; **বিবশঃ**—অনিচ্ছাকৃতভাবে; **গৃণন্**—জপকীর্তন করে; **হরয়ে নমঃ**—শ্রীহরিকে প্রণাম; **ইতি**—এইরূপে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **মুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **সর্ব-পাতকাৎ**—সমস্ত পাপের ফল থেকে।

অনুবাদ

পতিত, স্খলিত, ব্যথিত হয়ে কিংবা হাঁচি দেওয়ার সময় কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবেও উচ্চস্বরে বলেন—'ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম', তাহলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সর্বদাই উচ্চস্বরে 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ' কীর্তন করছেন এবং সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে জড় জাগতিক ভোগ প্রবণতা থেকে উদ্ধার করবেন যদি আমরাও উচ্চস্বরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণমহিমা কীর্তন করি।

শ্লোক ৪৮

সংকীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্ ।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ৪৮ ॥

সংকীর্ত্যমানঃ—যথাযথভাবে কীর্তিত হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তঃ**—অনন্ত; **শ্রুত**—শ্রুত হয়ে; **অনুভাবঃ**—তাঁর শক্তি; **ব্যসনম্**—দুঃখ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুংসাম্**—ব্যক্তির; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **চিত্তম্**—চিত্ত; **বিধুনোতি**—

ধৌত করে; **অশেষম্**—সামগ্রিকভাবে; **যথা**—ঠিক যেরকম; **তমঃ**—অন্ধকার; **অর্কঃ**—সূর্য; **অভ্রম্**—মেঘ; **ইব**—যেন; **অতিবাতঃ**—প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ।

অনুবাদ

মানুষ যখন যথাযথরূপে পরমেশ্বর ভগবানের গুণকীর্তন করে কিংবা শুধুমাত্র তাঁর শক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করে, ভগবান্ স্বয়ং তখন তাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের প্রতিটি চিহ্নকে ধৌত করে, ঠিক যেমন সূর্য অন্ধকার দূর করে কিংবা প্রবল বায়ু প্রবাহ মেঘপুঞ্জকে তাড়িত করে।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো সূর্যের অন্ধকার নিরাকরণের দৃষ্টান্তে নাও সন্তুষ্ট হতে পারে, কেননা কখনও কন্দর ও গুহাস্থিত অন্ধকার সূর্যের দ্বারা দূরীভূত হয় না। তাই প্রবল বাতাস যা মেঘের আবরণকে বিতাড়িত করে, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এইভাবে এখানে গুরুত্ব সহকারে বলা হল যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তের হৃদয় থেকে জড় মায়ার অন্ধকার বিদূরিত করবেন।

শ্লোক ৪৯

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

মৃষাঃ—মিথ্যা; **গিরঃ**—কথা; **তাঃ**—তারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসতীঃ**—অসত্য; **অসৎ-কথাঃ**—অনিত্য বিষয় সম্পর্কিত অপ্রয়োজনীয় কথা; **ন কথ্যতে**—আলোচিত হয় না; **যৎ**—যেখানে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজঃ**—ভগবান; **তৎ**—তা; **এব**—একাকী; **সত্যম্**—সত্য; **তৎ**—তা; **উহ**—বস্তুতপক্ষে; **এব**—একাকী; **মঙ্গলম্**—মঙ্গলময়; **তৎ**—তা; **এব**—একাকী; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **ভগবৎ-গুণ**—পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলী; **উদয়ম্**—যা প্রকাশ করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত কথা অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তন করে না, শুধু ক্ষণস্থায়ী জড় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, সে সকল কথা কেবলই মিথ্যা এবং নিষ্প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত কথা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলীকে ব্যক্ত করে, শুধুমাত্র সে সকল কথাই সত্য, শুভ এবং পুণ্যময়।

তাৎপর্য

দুদিন আগে আর পরে, সমস্ত জড় সাহিত্য এবং আলোচনা অবশ্যই কালের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবে। অপরপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য বর্ণনা আমাদেরকে মায়ামোহ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং ভগবানের প্রেমভক্তি-পরায়ণ সেবকরূপে আমাদের নিত্যস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যদিও পশুসদৃশ মানুষেরা পরম সত্যের সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু যাঁরা সভ্য, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তীব্রভাবে ভগবানের দিব্য গুণমহিমা প্রচার করে যাওয়া।

শ্লোক ৫০

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ৫০ ॥

তৎ—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রম্যম্**—আকর্ষণীয়; **রুচিরম্**—আস্বাদনীয়; **নবম্ নবম্**—নব নব; **তৎ**—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শশ্বৎ**—অবিরাম; **মনসঃ**—মনের পক্ষে; **মহা-উৎসবম্**—মহা উৎসব; **তৎ**—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শোক-অর্ণব**—শোক সাগর; **শোষণম্**—যা শুষ্ক করে দেয়; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষের পক্ষে; **যৎ**—যাতে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—পরম যশস্বী পরমেশ্বর ভগবান; **যশঃ**—যশ মহিমা; **অনুগীয়তে**—গীত হয়।

অনুবাদ

যে সমস্ত কথা পরম যশস্বী ভগবানের গুণমহিমা বর্ণনা করে, সেই সমস্ত কথা হচ্ছে আকর্ষণীয়, আস্বাদনীয় এবং নিত্য নব নবায়মান। বস্তুতপক্ষে সেই সমস্ত কথা মনের পক্ষে এক নিত্য উৎসব স্বরূপ এবং সেই সমস্ত কথা মানুষের দুঃখ সমুদ্রকে শোষণ করতে পারে।

শ্লোক ৫১

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ ।
তদ্ ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥ ৫১ ॥

ন—না; **যৎ**—যা; **বচঃ**—বাক্য; **চিত্র-পদম্**—বিচিত্র কথা; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **যশঃ**—মহিমা; **জগৎ**—জগৎ; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **প্রগৃণীত**—বর্ণনা করে; **কর্হিচিৎ**—সর্বদা; **তৎ**—সেই; **ধ্বাঙ্ক্ষ**—কাকের; **তীর্থম্**—তীর্থ; **ন**—না; **তু**—অপরপক্ষে; **হংস**—পরমহংস তথা তত্ত্ববিদ সাধুদের দ্বারা; **সেবিতম্**—সেবিত; **যত্র**—যেখানে; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত (বর্ণিত হয়); **তত্র**—সেখানে; **হি**—কেবল; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **অমলাঃ**—নির্মল।

অনুবাদ

একাই সমগ্র জগতকে পবিত্র করতে সক্ষম যে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত কথা সেই ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করে না, সেই সমস্ত কথাকে কাকের তীর্থক্ষেত্র বলে গণ্য করা হয় এবং দিব্য জ্ঞানে অবস্থিত সন্তগণ কখনই ঐ সমস্ত কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। অমল প্রকৃতির সাধু ভক্তগণ শুধুমাত্র অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তনেই আগ্রহ বোধ করেন।

শ্লোক ৫২

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ৫২ ॥

তৎ—তা; **বাক্**—শব্দ ভাণ্ডার; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **জনতা**—সাধারণ জনতার; **অঘ**—পাপের; **সংপ্লবঃ**—বিপ্লব; **যস্মিন্**—যাতে; **প্রতি-শ্লোকম্**—প্রতিটি শ্লোক; **অবদ্ধবতি**—অসংবদ্ধভাবে রচিত; **অপি**—যদিও; **নামানি**—দিব্য নাম প্রভৃতি; **অনন্তস্য**—অনন্ত ভগবানের; **যশঃ**—যশোমহিমা; **অঙ্কিতানি**—অঙ্কিত; **যৎ**—যা; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করে; **গায়ন্তি**—গান করে; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করে; **সাধবঃ**—পবিত্র সৎ ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা আদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপপঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ ও নির্মলচিত্ত সাধুরা শ্রবণ, কীর্তন এবং গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫৩

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন হ্যর্পিতং কর্ম যদপ্যনুত্তমম্ ॥ ৫৩ ॥

নৈষ্কর্ম্যম্—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম উপলব্ধি; **অপি**—তবুও; **অচ্যুত**—পরমেশ্বর ভগবান যিনি তাঁর স্বরূপগত অবস্থা থেকে কখনও বিচ্যুত হন না; **ভাব**—ধারণা; **বর্জিতম্**—বর্জিত; **ন**—না; **শোভতে**—শোভা পায়; **জ্ঞানম্**—দিব্যজ্ঞান; **অলম্**—ক্রমশ; **নিরঞ্জনম্**—উপাধিমুক্ত; **কুতঃ**—কোথায়; **পুনঃ**—পুনরায়; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **অভদ্রম্**—অশুভ; **ঈশ্বরে**—ভগবানে; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **যৎ**—যা; **অপি**—এমন কি; **অনুত্তমম্**—অনতিক্রান্ত।

অনুবাদ

আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে, তাহলে তা শোভা পায় না। তেমনই অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলেও, যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক ও অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তাহলে তার কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পূর্ববর্তী দুটি শ্লোক *ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৫/১০-১২) সামান্য ভিন্নরূপে দেখা যায়। অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদ ভিত্তিক।

শ্লোক ৫৪

যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু ।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ ॥ ৫৪ ॥

যশঃ—যশ; **শ্রিয়াম্**—এবং ঐশ্বর্য; **এব**—শুধু; **পরিশ্রমঃ**—পরিশ্রম; **পরঃ**—মহান; **বর্ণ-আশ্রম-আচার**—বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় মানুষের কর্তব্য পালনের দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **শ্রুত**—পবিত্র শাস্ত্র শ্রবণ; **আদিষু**—এবং ইত্যাদি; **অবিস্মৃতিঃ**—বিস্মৃত না হওয়া;

শ্রীধর—লক্ষ্মীদেবীর পালকের; **পাদ-পদ্ময়োঃ**—চরণকমলের; **গুণ-অনুবাদ**—গুণকীর্তন; **শ্রবণ**—শ্রবণের দ্বারা; **আদর**—আদর করে; **আদিভিঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় সামাজিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে, তপস্যার অনুশীলনে এবং বেদ শ্রবণে মানুষ যে সকল প্রচেষ্টা করে থাকে, সেগুলি চরমে শুধু জড় জাগতিক যশ এবং ঐশ্বর্যলাভেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে এবং সাদরে লক্ষ্মীপতি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যগুণাবলীর কথা শ্রবণ-কীর্তন করে মানুষ তাঁর চরণকমলের কথা স্মরণ করতে পারে।

শ্লোক ৫৫

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানং চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ৫৫ ॥

অবিস্মৃতিঃ—স্মরণ; **কৃষ্ণ-পদ-অরবিন্দয়োঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের; **ক্ষিণোতি**—ক্ষয় করে; **অভদ্রাণি**—প্রতিটি অশুভ; **চ**—এবং; **শম**—সৌভাগ্য; **তনোতি**—প্রসারিত হয়; **সত্ত্বস্য**—হৃদয়ের; **শুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **পরম-আত্ম**—পরমাত্মার জন্য; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **বিজ্ঞান**—প্রত্যক্ষ উপলব্ধিসহ; **বিরাগ**—এবং বৈরাগ্য; **যুক্তম্**—বিভূষিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের স্মৃতি সমস্ত অশুভ দূর করে মানুষকে পরম সৌভাগ্যে পুরস্কৃত করে। এটি হৃদয়কে পবিত্র করে এবং পরমাত্মার প্রতি জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্যসংযুত ভক্তি দান করে।

শ্লোক ৫৬

যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা
যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্ ।
নারায়ণং দেবমদেবমীশম্
অজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য ॥ ৫৬ ॥

যূয়ম্—আপনাদের সকলে; **দ্বিজ-অগ্র্যাঃ**—হে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণগণ; **বত**—বাস্তবিকপক্ষে; **ভূরি-ভাগাঃ**—পরম সৌভাগ্যশালী; **যৎ**—কারণ; **শশ্বৎ**—অবিরাম; **আত্মনি**—আপনাদের হৃদয়ে; **অখিল**—সকলের; **আত্ম-ভূতম্**—পরমাত্মা; **নারায়ণম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অদেবম্**—যাঁর ঊর্ধ্বে অন্য কোন ভগবান নেই; **ঈশম্**—পরম নিয়ন্তা; **অজস্র**—অপ্রতিহত; **ভাবাঃ**—প্রেম লাভ করে; **ভজত**—আপনাদের আরাধনা করা উচিত; **আবিবেশ্য**—তাঁকে স্থাপন করে।

অনুবাদ

হে দ্বিজাগ্রগণ, আপনারা বাস্তবিকই পরম ভাগ্যবান, কেননা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিয়ন্তা, সমস্ত জীবের পরমাত্মা, যাঁর ঊর্ধ্বে আর কোনও ঈশ্বর নেই—সেই শ্রীনারায়ণকে আপনারা আপনাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম অপ্রতিহত এবং তাই তাঁর আরাধনা করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি।

শ্লোক ৫৭

অহং চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং
শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ
সদস্যৃষীণাং মহতাং চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৫৭ ॥

অহম্—আমি; **চ**—এবং; **সংস্মারিতঃ**—স্মরণ করানো হয়েছে; **আত্মতত্ত্বম্**—পরমাত্মার বিজ্ঞান; **শ্রুতম্**—শুনেছি; **পুরা**—পূর্বে; **মে**—আমার দ্বারা; **পরম-ঋষি**—পরম ঋষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **বক্ত্রাৎ**—মুখ থেকে; **প্রায়-উপবেশে**—আমৃত্যু উপবাসে; **নৃপতেঃ**—নৃপতির; **পরীক্ষিতঃ**—পরীক্ষিত; **সদসি**—সভায়; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **মহতাম্**—মহান; **চ**—এবং; **শৃণ্বতাম্**—যখন তারা শ্রবণ করছিলেন।

অনুবাদ

সম্প্রতি আমিও ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞানের কথা পূর্ণরূপে অনুস্মরণ করার সুযোগ পেয়েছি যা পূর্বে আমি পরম ঋষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। মহারাজ পরীক্ষিত যখন আমৃত্যু উপবাসে উপবিষ্ট হয়েছিলেন, সেই সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে হরিকথা শ্রবণ করিয়েছিলেন এবং সেই মহর্ষিদের সভায় আমিও উপস্থিত থেকে তাঁর কথা শ্রবণ করেছিলাম।

শ্লোক ৫৮

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কথনীয়োরুকর্মণঃ ।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য সর্বাশুভবিনাশনম্ ॥ ৫৮ ॥

এতৎ—এই; **বঃ**—আপনাদেরকে; **কথিতম্**—কথিত; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **কথনীয়**—যিনি বর্ণিত হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁর; **উরুকর্মণঃ**—যাঁর কার্যাবলী অতি মহান; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **বাসুদেবস্য**—ভগবান বাসুদেবের; **সর্ব-অশুভ**—সমস্ত অশুভ; **বিনাশনম্**—যা পূর্ণরূপে বিনাশ করে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এইরূপে আপনাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের গুণমহিমা বর্ণনা করলাম, যাঁর অসাধারণ লীলা কীর্তিত হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয়। এই বর্ণনা সমস্ত অশুভ বিনাশ করে।

শ্লোক ৫৯

য এতৎ শ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ ।
শ্লোকমেকং তদর্ধং বা পাদং পাদার্ধমেব বা ।
শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুনাত্যাত্মানমেব সঃ ॥ ৫৯ ॥

যঃ—যিনি; **এতৎ**—এই; **শ্রাবয়েৎ**—অন্যাদের শ্রবণ করার; **নিত্যম্**—সর্বদা; **যাম-ক্ষণম্**—প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিক্ষণে; **অনন্য-ধীঃ**—অনন্য চিত্তে; **শ্লোকম্**—শ্লোক; **একম্**—এক; **তৎ-অর্ধম্**—তার অর্ধেক; **বা**—অথবা; **পাদম্**—একটি মাত্র পাদ; **পাদ-অর্ধম্**—অর্ধেক পাদ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা; **শ্রদ্ধাবান্**—শ্রদ্ধাবান; **যঃ**—যিনি; **অনুশৃণুয়াৎ**—যথার্থ উৎস থেকে শ্রবণ করেন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **আত্মানম্**—তাঁর স্বীয় আত্মা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

যিনি অনন্যচিত্তে অবিরাম প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মুহূর্তে এই গ্রন্থ আবৃত্তি করেন এবং যিনি শ্রদ্ধা সহকারে এমনকি একটি শ্লোক, কিংবা অর্ধশ্লোক, অথবা একটি পাদ, এমনকি পাদার্ধও শ্রবণ করেন, নিশ্চিতরূপে তিনি স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করেন।

শ্লোক ৬০

দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বা শৃণ্বন্নায়ুষ্যবান্ ভবেৎ ।
পঠত্যনশ্নন্ প্রযতঃ পূতো ভবতি পাতকাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্বাদশ্যাম্—দ্বাদশী তিথিতে; **একাদশ্যাম্**—পবিত্র একাদশীতে; **বা**—অথবা; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **আয়ুষ্য-বান্**—দীর্ঘজীবী; **ভবেৎ**—হয়; **পঠতি**—যদি কেউ পাঠ করে; **অনশ্নম্**—উপবাসী থেকে; **প্রযতঃ**—যত্ন সহকারে; **পুতঃ**—পবিত্র; **ভবতি**—হয়; **পাতকাৎ**—পাপের ফল থেকে।

অনুবাদ

যিনি একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন এবং যিনি উপবাসের সময় যত্ন সহকারে তা শ্রবণ করবেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবেন।

শ্লোক ৬১

পুষ্করে মথুরায়াং চ দ্বারবত্যাং যতাত্মবান্ ।
উপোষ্য সংহিতামেতাং পঠিত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ৬১ ॥

পুষ্করে—পুষ্কর নামক পবিত্র তীর্থে; **মথুরায়াম্**—মথুরাতে; **চ**—এবং; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকাতে; **যত-আত্ম-বান্**—আত্ম-সংযত; **উপোষ্য**—উপবাস করে; **সংহিতাম্**—সাহিত্য; **এতাম্**—এই; **পঠিত্বা**—পাঠ করে; **মুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে।

অনুবাদ

যিনি মন সংযত করে পুষ্কর, মথুরা বা দ্বারকা রূপ পবিত্র তীর্থে উপবাস পূর্বক এই শাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবেন।

শ্লোক ৬২

দেবতা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরো মনবো নৃপাঃ ।
যচ্ছন্তি কামান্ গৃণতঃ শৃণ্বতো যস্য কীর্তনাৎ ॥ ৬২ ॥

দেবতাঃ—দেবতাগণ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধ যোগিগণ; **পিতরঃ**—পিতৃপুরুষগণ; **মনবঃ**—মনুগণ; **নৃপাঃ**—পার্থিব রাজন্যগণ; **যচ্ছন্তি**—প্রদান করেন; **কামান্**—কামনাসমূহ; **গৃণতঃ**—যিনি জপকীর্তন করেন, তার প্রতি; **শৃণ্বতঃ**—কিংবা যিনি শ্রবণ করেন; **যস্য**—যার; **কীর্তনাৎ**—কীর্তন হেতু।

অনুবাদ

যিনি শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে এই পুরাণের গুণকীর্তন করেন, দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, পিতৃপুরুষ, মনু এবং পৃথিবীর নৃপতিগণ তাঁদেরকে সমস্ত কাম্য বিষয় দান করেন।

শ্লোক ৬৩

ঋচো যজূংষি সামানি দ্বিজোঽধীত্যানুবিন্দতে ।
মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুল্যাশ্চ তৎফলম্ ॥ ৬৩ ॥

ঋচঃ—ঋগ্‌বেদের মন্ত্র; **যজূংসি**—যজুর্বেদের; **সামানি**—সামবেদের; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করে; **অনুবিন্দতে**—লাভ করে; **মধু-কুল্যাঃ**—মধুর নদী; **ঘৃত-কুল্যাঃ**—ঘৃতের নদী; **পয়ঃ-কুল্যা**—দুধের নদী; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

ঋক, যজুঃ এবং সামবেদ পাঠ করে একজন ব্রাহ্মণ যেরকম মধু, ঘি এবং দুধের সরিৎ প্রবাহ আস্বাদন করে, এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেও তিনি অনুরূপ আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ৬৪

পুরাণসংহিতামেতামধীত্য প্রযতো দ্বিজঃ ।
প্রোক্তং ভগবতা যত্তু তৎপদং পরমং ব্রজেৎ ॥ ৬৪ ॥

পুরাণ-সংহিতাম্—সমস্ত পুরাণের সার; **এতাম্**—এই; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করে; **প্রযতঃ**—যত্ন সহকারে; **দ্বিজঃ**—দ্বিজ; **প্রোক্তম্**—বর্ণিত; **ভগবতাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **যৎ**—যা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—তা; **পদম্**—পদ; **পরমম্**—পরম; **ব্রজেৎ**—লাভ করেন।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে সমস্ত পুরাণের সারাতিসার এই সংহিতা পাঠ করেন, তিনি পরম পদ লাভ করবেন, যা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এখানে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৬৫

বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্ ।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বং চ শূদ্রাঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥ ৬৫ ॥

বিপ্রঃ—একজন ব্রাহ্মণ; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করে; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করে; **প্রজ্ঞাম্**—ভক্তিমূলক সেবা বুদ্ধি; **রাজন্য**—রাজা; **উদধি-মেখলাম্**—সমুদ্র পরিবেষ্টিত (পৃথিবী); **বৈশ্যঃ**—ব্যবসায়ী; **নিধি**—ভাণ্ডারের; **পতিত্বম্**—প্রভুত্ব; **চ**—এবং; **শূদ্রঃ**—কর্মচারী; **শুদ্ধ্যেত**—শুদ্ধ হয়; **পাতকাৎ**—পাপের ফল থেকে।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি ভক্তিমূলক সেবায় দৃঢ়বুদ্ধি লাভ করেন, যে রাজা তা পাঠ করেন, তিনি পৃথিবীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন, বৈশ্য মহা সম্পত্তি লাভ করেন এবং শূদ্র সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৬৬

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো
হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্ ।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্তিঃ
পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৬৬ ॥

কলি—কলিযুগ; **মল-সংহতি**—সমস্ত মলিনতার; **কালনঃ**—ধ্বংসকারী; **অখিল-ঈশঃ**—সমস্ত জীবের পরম নিয়ন্তা; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ইতরত্র**—অন্যত্র; **ন গীয়তে**—বর্ণিত হয়নি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভীক্ষ্ণম্**—অবিরাম; **ইহ**—এখানে; **তু**—যা হোক; **পুনঃ**—পক্ষান্তরে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অশেষ-মূর্তিঃ**—যিনি অশেষ ব্যক্তিরূপে ব্যাপ্ত হন; **পরিপঠিতঃ**—মুক্তভাবে বর্ণিত; **অনু-পদম্**—প্রতিটি শ্লোকে; **কথা-প্রসঙ্গৈঃ**—কথা প্রসঙ্গে।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীহরি কলিযুগের পুঞ্জীভূত পাপকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য গ্রন্থগুলি অবিরাম তাঁর গুণকীর্তন করে না। কিন্তু সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান অসংখ্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী জুড়ে অবিরাম এবং পর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

শ্লোক ৬৭

তমহমজমনন্তমাত্মতত্ত্বং
জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মশক্তিম্ ।
দ্যুপতিভিরজশক্রশঙ্করাদ্যৈ-
র্দুরবসিতস্তবমচ্যুতং নতোঽস্মি ॥ ৬৭ ॥

তম্—তাকে; **অহম্**—আমি; **অজম্**—অজ; **অনন্তম্**—অনন্ত; **আত্ম-তত্ত্বম্**—মূল পরমাত্মা; **জগৎ**—জড় ব্রহ্মাণ্ডের; **উদয়**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযম**—এবং প্রলয়; **আত্ম-শক্তিম্**—যার স্বীয় শক্তির দ্বারা; **দ্যু-পতিভিঃ**—স্বর্গের অধিপতিদের দ্বারা; **অজ-**

শক্র-শঙ্কর-আদ্যৈঃ—ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং শিব প্রমুখ; **দুরবসিত**—অচিন্ত্য; **স্তবম্**—স্তব; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান; **নতঃ**—প্রণত; **অস্মি**—আমি।

অনুবাদ

আমি সেই অজ অনন্ত পরমাত্মাকে প্রণাম করি, যাঁর স্বীয় শক্তি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কে কার্যকর করে। এমনকি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শঙ্কর এবং অন্যান্য সুরপতিগণও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ৬৮

উপচিতনবশক্তিভিঃ স্ব আত্ম-
ন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায় ।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে
সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায় ॥ ৬৮ ॥

উপচিত—পূর্ণরূপে বিকশিত; **নব-শক্তিভিঃ**—তাঁর নয়টি শক্তির দ্বারা (প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র) **স্ব-আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **উপরচিত**—সান্নিধ্যে রচিত; **স্থির-জঙ্গম**—স্থাবর এবং জঙ্গম উভয়প্রকার জীবের; **আলয়ায়**—ধাম; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **উপলব্ধি-মাত্র**—শুদ্ধ চেতনা; **ধাম্নে**—যার প্রকাশ; **সুর**—অধিদেবতাদের; **ঋষভায়**—প্রধান; **নমঃ**—আমার প্রণাম; **সনাতনায়**—সনাতন ভগবানকে।

অনুবাদ

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি যিনি সনাতন প্রভু, অন্যান্য সমস্ত অধিদেবতাদের অধীশ্বর, যিনি তাঁর নয়টি জড় শক্তিকে বিকশিত করে নিজের মধ্যে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবদের বাসস্থান রচনা করেছেন এবং যিনি সর্বদাই দিব্য শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৬৯

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৬৯ ॥

স্বসুখ—আত্মসুখে; **নিভৃত**—নিভৃত; **চেতাঃ**—যার চেতনা; **তৎ**—সেই কারণে; **ব্যুদস্ত**—পরিত্যক্ত; **অন্যভাবঃ**—অন্য চেতনা; **অপি**—যদিও; **অজিত**—অজেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **রুচির**—আনন্দদায়ক; **লীলা**—লীলার দ্বারা; **আকৃষ্ট**—আকৃষ্ট; **সারঃ**—যাঁর হৃদয়; **তদীয়ম্**—ভগবানের লীলা সম্পর্কিত; **ব্যতনুত**—প্রসারিত, ব্যক্ত; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **যঃ**—যিনি; **তত্ত্ব-দীপম্**—পরম সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতি; **পুরাণম্**—পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত); **তম্**—তাঁকে; **অখিল-বৃজিনঘ্নম্**—সমস্ত অশুভ নাশকারী; **ব্যাসসূনুম্**—শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র; **নতঃ অস্মি**—আমার প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই এই জগতের সমস্ত অশুভকে পরাভূত করেন। যদিও প্রথমে তিনি ব্রহ্মসুখে মগ্ন ছিলেন এবং অনন্যচেতা হয়ে নিভৃতে বাস করছিলেন, তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ক পরম সুশ্রাব্য লীলায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাই কৃপাপূর্বক পরম সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের লীলা বর্ণনাকারী এই পরম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং তাঁর পরম্পরাধারায় অন্যান্য মহান আচার্যদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন না করে কোনও মানুষের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের গভীর দিব্য তাৎপর্যে অবগাহন করার সুযোগ লাভ করা সম্ভব নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা

এই অন্তিম অধ্যায়ে শ্রীসূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচ্য বিষয়, তার উদ্দেশ্য, কিভাবে তাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করা যায়, সেই উপহারের মহিমা এবং এই গ্রন্থ শ্রবণ কীর্তনের মহিমা আলোচনার সঙ্গে প্রতিটি *পুরাণের* দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

সমগ্র *পুরাণ* সংকলণে চার লক্ষ শ্লোক রয়েছে, যার মধ্যে *শ্রীমদ্ভাগবতে* রয়েছে আঠারো হাজার শ্লোক। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে এই *শ্রীমদ্ভাগবত* সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন যার বর্ণনা জড় বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন করে এবং যা হচ্ছে সমস্ত বেদান্তের সারাতিসার। যিনি উপহারস্বরূপ এই *শ্রীমদ্ভাগবত* দান করবেন, তিনি পরম পদ লাভ করবেন। সমস্ত *পুরাণের* মধ্যে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম এবং তা হচ্ছে বৈষ্ণবদের অতি প্রিয়। এই গ্রন্থ পরমহংসদের অধিগম্য পরম নির্মল জ্ঞান প্রকাশ করে, এবং যে পন্থায় মানুষ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, যা জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তিতে সমৃদ্ধ—এই গ্রন্থ সেই পন্থাকেও ব্যক্ত করে।

এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* গুণকীর্তন করে শ্রীল সূত গোস্বামী পূর্ণ শুদ্ধ, সর্ব কলুষতা মুক্ত, দুঃখ এবং মৃত্যুরহিত পরম ও মূল সত্য ভগবান শ্রীনারায়ণের ধ্যান করলেন। তারপর তিনি পরম সত্য থেকে অভিন্ন শ্রেষ্ঠতম যোগী শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম নিবেদন করেন। সর্বশেষে, যথার্থ ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করে সূত গোস্বামী সর্বদুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **যম্**—যাঁকে; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ**—এবং বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুতগণ; **স্তুবন্তি**—স্তব করেন; **দিব্যৈঃ**—দিব্য; **স্তবৈঃ**—স্তবের দ্বারা; **বেদৈঃ**—বেদের দ্বারা; **স**—সহ; **অঙ্গ**—শাখা; **পদ-ক্রম**—মন্ত্রের পদগুলির বিশেষ ক্রমিক বিন্যাস; **উপনিষদৈঃ**—এবং উপনিষদের দ্বারা; **গায়ন্তি**—তাঁরা গান করেন; **যম্**—যাঁকে; **সামগাঃ**—সামবেদের কীর্তনকারীগণ; **ধ্যান**—ধ্যান; **অবস্থিত**—অবস্থিত; **তদ্‌গতেন**—কৃষ্ণগত; **মনসা**—মনের দ্বারা; **পশ্যন্তি**—তাঁরা দর্শন করেন; **যম্**—যাঁকে; **যোগিনঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগিগণ; **যস্য**—যাঁর; **অন্তম্**—অন্ত; **ন বিদুঃ**—তাঁরা জানে না; **সুর-অসুর-গণাঃ**—দেবতা ও অসুরগণ; **দেবায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম।

অনুবাদ

যাঁকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুতগণ দিব্য স্তুতির মাধ্যমে এবং উপনিষদ, পদক্রম ও বেদাঙ্গ সহ বেদধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে স্তব নিবেদন করেন, সামবেদের কীর্তনকারীগণ যাঁর সম্বন্ধে কীর্তন করেন, সিদ্ধযোগিগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, দেবতা এবং অসুরগণ যাঁর অন্ত খুঁজে পান না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি।

শ্লোক ২

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়নান্
নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্ বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥ ২ ॥

পৃষ্ঠে—তাঁর পৃষ্ঠদেশে; **ভ্রাম্যৎ**—ঘূর্ণিত হয়ে; **অমন্দ**—প্রচণ্ড ভারি; **মন্দর-গিরি**—মন্দর পর্বতের; **গ্রাব-অগ্র**—পাথরের অগ্রভাগের দ্বারা; **কণ্ডূয়নাৎ**—চুলকানির দ্বারা; **নিদ্রালোঃ**—যিনি নিদ্রালু হয়েছিলেন; **কমঠ-আকৃতেঃ**—কচ্ছপের রূপে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শ্বাস**—শ্বাস থেকে নির্গত; **অনিলাঃ**—বায়ুপ্রবাহ; **পান্তু**—রক্ষা করুন; **বঃ**—আপনাদের সকলকে; **যৎ**—যাঁর; **সংস্কার**—সংস্কারের; **কলা**—চিহ্ন; **অনুবর্তন-বশাৎ**—অনুবর্তন বশে; **বেলা-নিভেন**—প্রবাহ সদৃশ; **অম্ভসাম্**—জলের; **যাতায়াতম্**—আসা যাওয়া; **অতন্দ্রিতম্**—অবিরাম; **জল-নিধেঃ**—সমুদ্রের; **ন**—করে না; **অদ্য অপি**—আজও; **বিশ্রাম্যতি**—বিশ্রাম।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যখন কূর্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন প্রচণ্ড ভারি ঘূর্ণায়মান মন্দর পর্বতে অবস্থিত পাথরের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর পৃষ্ঠদেশে কণ্ডূয়ন করা হয়েছিল এবং সেই কণ্ডূয়ন ভগবানকে নিদ্রালু করে তুলেছিল। তাঁর সেই নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি যে শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রবাহ যেন আপনাদের সকলকে রক্ষা করেন। সেই সময় থেকে এমন কি আজ পর্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাজি তাঁর পুণ্যময় গমনাগমনের মাধ্যমে ভগবানের সেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরই অনুবর্তন করে চলেছেন।

তাৎপর্য

মাঝে মাঝে আমরা ফুৎকার দিয়ে চুলকানির অনুভূতিকে উপশম করে থাকি। অনুরূপভাবে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবানের শ্বাসপ্রশ্বাস মানসিক জল্পনাকল্পনাকারীদের মনের চুলকানি এবং ইন্দ্রিয়ভোগে লিপ্ত বদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়ের চুলকানি উপশম করতে পারে। এইভাবে ভগবান কূর্মদেবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস থেকে উৎপন্ন বায়ু প্রবাহের ধ্যান করে সমস্ত প্রকার বদ্ধ জীবেরা তাদের জড় অস্তিত্বের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে। মানুষকে অবশ্যই এই সুযোগ দিতে হবে যে ভগবান শ্রীকূর্মদেবের লীলাকথা যেন তাঁদের হৃদয়ে অনুকূল বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি করে, তাহলে মানুষ নিশ্চয়ই পারমার্থিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ৩

পুরাণসংখ্যাসম্ভূতিমস্য বাচ্যপ্রয়োজনে ।
দানং দানস্য মাহাত্ম্যং পাঠাদেশ্চ নিবোধত ॥ ৩ ॥

পুরাণ—পুরাণ সমূহের; **সংখ্যা**—(শ্লোক) সংখ্যা; **সম্ভূতিম্**—সমষ্টি; **অস্য**—এই ভাগবতের; **বাচ্য**—আলোচ্য বিষয়; **প্রয়োজনে**—উদ্দেশ্য; **দানম্**—দান করার উপায়; **দানস্য**—সেই রকম দানের; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **পাঠ-আদেঃ**—পাঠাদি; **চ**—এবং; **নিবোধতঃ**—অনুগ্রহপূর্বক শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

এখন অনুগ্রহপূর্বক প্রতিটি পুরাণের শ্লোক সংখ্যার সমষ্টি সম্পর্কে শ্রবণ করুন। তারপর এই ভাগবত পুরাণের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য, এটি দান করার যথার্থ পন্থা, সেই দানের মহিমা, এবং অবশেষে এই গ্রন্থ শ্রবণ কীর্তনের মহিমা সম্পর্কে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সমস্ত পুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে ঠিক যেমন রাজার গুণকীর্তন প্রসঙ্গে তাঁর পার্ষদ সহযোগিদের নাম উল্লেখ করা হয়, তেমনি গ্রন্থরাজ *ভাগবতের* গুণকীর্তন প্রসঙ্গে এখন অন্যান্য *পুরাণেরও* উল্লেখ করা হবে।

শ্লোক ৪-৯

ব্রাহ্মং দশ সহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্বিংশতি শৈবকম্ ॥ ৪ ॥
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ ।
মার্কণ্ডং নব বাহ্নং চ দশপঞ্চ চতুঃশতম্ ॥ ৫ ॥
চতুর্দশ ভবিষ্যং স্যাৎ তথা পঞ্চশতানি চ ।
দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশৈব তু ॥ ৬ ॥
চতুর্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রকম্ ।
স্কান্দং শতং তথা চৈকং বামনং দশ কীর্তিতম্ ॥ ৭ ॥
কৌর্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দশ ।
একোনবিংশৎ সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু ॥ ৮ ॥
এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ ।
তত্রাষ্টদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মম্—ব্রহ্মা পুরাণ; **দশ**—দশ; **সহস্রাণি**—হাজার; **পাদ্মম্**—পদ্মপুরাণ; **পঞ্চউন-ষষ্টি**—ষাট থেকে পাঁচ কম; **চ**—এবং; **শ্রী-বৈষ্ণবম্**—বিষ্ণু পুরাণ; **ত্রয়ঃ-বিংশৎ**—তেইশ; **চতুঃ-বিংশতি**—চব্বিশ; **শৈবকম্**—শিবপুরাণ; **দশ-অষ্টৌ**—আঠারো; **শ্রী-ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **নারদম্**—নারদ পুরাণ; **পঞ্চবিংশতি**—পঁচিশ; **মার্কণ্ডম্**—মার্কণ্ডেয় পুরাণ; **নব**—নয়; **বাহ্নম্**—অগ্নি পুরাণ; **চ**—এবং; **দশ-পঞ্চ-চতুঃ-শতম্**—পনেরো হাজার চার শত; **চতুঃদশ**—চৌদ্দ; **ভবিষ্যম্**—ভবিষ্যপুরাণ; **স্যাৎ**—গঠিত; **তথা**—সংযুক্ত; **পঞ্চ-শতানি**—পাঁচ শত (শ্লোক); **চ**—এবং; **দশ-অষ্টৌ**—আঠারো; **ব্রহ্ম-বৈবর্তম্**—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ; **লৈঙ্গম্**—লিঙ্গপুরাণ; **একাদশ**—একাদশ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তু**—এবং; **চতুঃ-বিংশতি**—চব্বিশ; **বারাহম্**—বরাহ পুরাণ; **একাশীতি-সহস্রকম্**—একাশি হাজার; **স্কান্দম্**—স্কন্দ পুরাণ; **শতম্**—একশত; **তথা**—সংযুক্ত; **চ**—এবং; **একম্**—এক; **বামনম্**—বামন পুরাণ; **দশ**—দশ; **কীর্তিতম্**—কীর্তিত

হয়েছে; **কৌর্মম্**—কূর্মপুরাণ; **সপ্ত-দশ**—সতেরো; **আখ্যাতম্**—বলা হয়; **মাৎস্যম্**—মৎস পুরাণ; **তৎ**—যা; **তু**—এবং; **চতুঃদশ**—চৌদ্দ; **এক-উন-বিংশৎ**—উনিশ; **সৌপর্ণম্**—গরুড় পুরাণ; **ব্রহ্মাণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তু**—এবং; **এবম্**—এইভাবে; **পুরাণ**—পুরাণের; **সন্দোহঃ**—সমষ্টি; **চতুঃ-লক্ষঃ**—চার লক্ষ; **উদাহৃতঃ**—বর্ণিত হয়; **তত্র**—সেখানে; **অষ্ট-দশ-সাহস্রম্**—আঠারো হাজার; **শ্রীভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **ইষ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মাপুরাণে দশ হাজার শ্লোক রয়েছে, পদ্মপুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, শ্রীবিষ্ণু পুরাণে তেইশ হাজার; শিব পুরাণে চব্বিশ হাজার এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে। নারদ পুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপুরাণে পনেরো হাজার চার শত, ভবিষ্যপুরাণে চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আঠারো হাজার এবং লিঙ্গ পুরাণে এগারো হাজার শ্লোক রয়েছে। বরাহ পুরাণে চব্বিশ হাজার, স্কন্দ পুরাণে একাশি হাজার একশত, বামন পুরাণে দশ হাজার, কূর্মপুরাণে সতেরো হাজার, মৎস্য পুরাণে চৌদ্দ হাজার; গরুড় পুরাণে উনিশ হাজার এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বারো হাজার শ্লোক রয়েছে। এইরূপে সমগ্র পুরাণে সর্ব মোট চার লক্ষ শ্লোক রয়েছে। পুনরায় উল্লেখ করছি, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী *মৎস্য পুরাণ* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উল্লেখ করেছেন—

অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ ।
ভারতাখ্যানম্ অখিলম্ চক্রে তদুপবৃংহিতম্ ॥
লক্ষৈণেকেন তৎ প্রোক্তং বেদার্থ-পরিবৃংহিতম্ ।
বাল্মীকিনাপি যৎ প্রোক্তং রামোপখ্যানমুত্তমম্ ॥
ব্রহ্মণাভিহিতং তচ্চ শতকোটি-প্রবিষ্টরাত ।
আহৃত্য নারদেনৈব বাল্মীকায় পুনঃ পুনঃ ॥
বাল্মীকিনা চ লোকেষু ধর্মকামার্থ-সাধনম্ ।
এবং সপাদাঃ পঞ্চৈতে লক্ষস্তেধু প্রকীর্তিতাঃ ॥

"আঠারোটি *পুরাণ* রচনা করার পর সত্যবতী-সুত শ্রীল ব্যাসদেব সমগ্র *মহাভারত* রচনা করেন, যাতে সমস্ত *পুরাণের* সারাতিসার নিহিত রয়েছে। এতে এক লক্ষেরও বেশি শ্লোক আছে এবং এটি বেদের সমস্ত শিক্ষায় পরিপুর্ণ। সেই সঙ্গে বাল্মিকী কথিত *রামায়ণ* গ্রন্থও রয়েছে যা মূলত ব্রহ্মাজী শতকোটি শ্লোকে বর্ণনা করেছিলেন।

সেই রামায়ণ পরবর্তী কালে শ্রীনারদমুনি সংক্ষিপ্ত করে ঋষি বাল্মিকীর কাছে বর্ণনা করেছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে মানব জাতির কাছে এই গ্রন্থটি উপস্থাপিত করেছিলেন, যাতে মানুষ ধর্ম, অর্থ এবং কামরূপ পুরুষার্থ লাভ করতে সমর্থ হয়। মানব সমাজে সমগ্র *পুরাণ* এবং ইতিহাসের সর্বমোট শ্লোক সংখ্যা ৫২৫,০০০ বলে জানা যায়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেন যে এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, শ্রীল সূত গোস্বামী অবতার তালিকা বলার পর, *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্* এই বিশেষ কথাটি যোগ করেন, যার অর্থ হচ্ছে "কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান," অনুরূপভাবে, সমস্ত *পুরাণের* নাম উল্লেখ করার পর, *শ্রীমদ্ভাগবতই* যে সমস্ত *পুরাণের* মধ্যে প্রধান, তা জোর দিয়ে বুঝাবার জন্য শ্রীল সূত গোস্বামী পুনরায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* নাম উল্লেখ করেন।

শ্লোক ১০

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥ ১০ ॥

ইদম্—এই; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **পূর্বম্**—প্রথমে; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মার কাছে; **নাভি-পঙ্কজে**—নাভি থেকে জাত পদ্মের উপর; **স্থিতায়**—যিনি স্থিত ছিলেন; **ভব**—জড় সংসার; **ভীতায়**—যিনি ভীত ছিলেন; **কারুণ্যাৎ**—করুণাবশত; **সম্প্রকাশিতম্**—পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মার কাছেই পরমেশ্বর ভগবান এই শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা জড় সংসারের ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের নাভি সঞ্জাত পদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *পূর্বম্* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মাকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* জ্ঞান দান করে উদ্ভাসিত করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকেও বলা হয়েছে যে *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে*—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে অভ্রান্ত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান সঞ্চার করেছিলেন।" বদ্ধজীব যেহেতু শুধু ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের অভিজ্ঞতাই লাভ করতে পারে, যে সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় রয়েছে, তাই তারা খুব সহজে বুঝতে পারে না যে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে পরমসত্য থেকে অভিন্ন এক সনাতন দিব্য গ্রন্থ।

মুণ্ডক উপনিষদে (১/১/১) যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা ।
স ব্রহ্ম-বিদ্যাং সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্
অথর্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ ॥

"সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মাই প্রথম উদ্ভূত হয়েছিলেন। তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তাও বটে। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে সমস্ত বিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ করেছিলেন।" মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা ভগবানের মায়াশক্তিকে ভয় পান। এইরূপে এই শক্তিকে বস্তুতপক্ষে দুরতিক্রম্য বলেই মনে হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এতই কৃপালু যে পূর্ব এবং দক্ষিণভারতে প্রচারের সময় তিনি সকলকে *ভগবদ্গীতার* গুরু হওয়ার প্রেরণা দিয়ে মুক্তভাবে প্রত্যেকের কাছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেছিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকেই এই কথা বলে উৎসাহ দিয়েছেন—আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে শুধু কৃষ্ণ বিষয়ক উপদেশ দান কর এবং এই দেশকে রক্ষা কর। আমি নিশ্চয়তা দান করছি যে মায়ার তরঙ্গ কখনই তোমার প্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে পারবে না।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১২৮)

আমরা যদি সমস্ত প্রকার পাপকর্ম বর্জন করে অবিরাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের সেবায় নিযুক্ত হই, তাহলে আমাদের ব্যক্তিজীবনে এবং প্রচার প্রচেষ্টাতেও বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ১১-১২

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্ ।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্ ॥ ১১ ॥
সর্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্ ।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥ ১২ ॥

আদি—শুরুতে; **মধ্য**—মধ্য; **অবসানেষু**—অন্তে; **বৈরাগ্য**—জড় বিষয়ে বৈরাগ্য সম্পর্কিত; **আখ্যান**—বর্ণনা সহ; **সংযুতম্**—পূর্ণ; **হরি-লীলা**—ভগবান শ্রীহরির লীলা কথা; **কথা-ব্রাত**—বহু আলোচনার; **অমৃত**—অমৃতের দ্বারা; **আনন্দিত**—আনন্দিত; **সৎ-সুরম্**—সাধু ভক্ত এবং দেবতাগণ; **সর্ব-বেদান্ত**—সমস্ত বেদান্তের; **সারম্**—সার; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **আত্ম-একত্ব**—আত্মা থেকে অভিন্ন; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **বস্তু**—বাস্তব; **অদ্বিতীয়ম্**—অদ্বিতীয়; **তৎ-নিষ্ঠম্**—তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে; **কৈবল্য**—কেবলা ভক্তিসেবা; **এক**—একমাত্র; **প্রয়োজনম্**—পরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সেই সমস্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ যা মানুষকে জড় জীবনে বৈরাগ্য লাভে উৎসাহিত করে এবং সেখানে বর্ণিত ভগবান শ্রীহরির অমৃতময় দিব্য লীলাসমূহ সাধু ভক্ত এবং দেবতাদের দিব্য আনন্দ দান করে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত দর্শনের সারাতিসার, কেননা এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পরম সত্য যা একই সঙ্গে চিন্ময় আত্মা থেকে অভিন্ন, পরম বাস্তব এবং অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরম সত্যের প্রতি কেবলা ভক্তিমূলক সেবা লাভ করা।

তাৎপর্য

বৈরাগ্য কথাটির অর্থ হচ্ছে যা কিছুর সঙ্গে পরম সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই, সে সবই ত্যাগ করা। সন্ত ভক্ত এবং দেবতাগণ ভগবানের চিন্ময় লীলা কথার অমৃতে উদ্বুদ্ধ হন, যা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। জড় বিষয়ের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের কথা গুরুত্ব সহকারে এবং বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান জড় বিষয়ের পরম বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। পরম লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তব বস্তু যা হচ্ছে অদ্বিতীয়। সেই অনুপম পরম সত্য হচ্ছেন এক দিব্য পুরুষ যিনি এই বিবর্ণ জড় জগতে দৃশ্য সমস্ত ব্যক্তিত্ব লক্ষণের এবং জড় বিষয়ের উর্ধ্বে। এইরূপে *শ্রীমদ্ভাগবতের* পরম লক্ষ্য হচ্ছে এর আন্তরিক পাঠকদের ভগবৎ-প্রেমের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সনাতন দিব্য গুণাবলীর জন্য পরম প্রেমাস্পদ ব্যক্তি। এই জগতের সৌন্দর্য হচ্ছে ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্যের এক নিষ্প্রভ প্রতিফলন মাত্র। কোনও রকম আপোষ মীমাংসা না করে *শ্রীমদ্ভাগবত* অবিরাম সেই পরম সত্যের মহিমা ঘোষণা করে এবং তাই এটি হচ্ছে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণ আস্বাদন প্রদানকারী এক পরম চিন্ময় গ্রন্থ।

শ্লোক ১৩

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্ ।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

প্রৌষ্ঠপদ্যাম্—ভাদ্রমাসে; **পৌর্ণমাস্যাম্**—পূর্ণিমায়; **হেম-সিংহ**—স্বর্ণ-সিংহাসনে; **সমন্বিতম্**—স্থাপিত; **দদাতি**—দান করেন; **যঃ**—যিনি; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **সঃ**—তিনি; **যাতি**—গমন করেন; **পরমাম্**—পরম; **গতিম্**—গন্তব্য।

অনুবাদ

কোনও মানুষ যদি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপন করে দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য এই *শ্রীমদ্ভাগবতকে* স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপন করা, কেননা এটি হচ্ছে সমস্ত গ্রন্থের রাজা। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই গ্রন্থরাজের সঙ্গে তুলনীয় সূর্যদেব সিংহ রাশিতে অবস্থান করেন এবং তখন তাঁকে দেখতে এমন মনে হয় যে তিনি যেন রাজ সিংহাসনে উন্নীত হয়েছেন। (জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে সূর্যকে তখন সিংহ রাশির মহিমান্বিত পদে উন্নীত বলে বর্ণনা করা হয়)। এইরূপে মানুষ অকপটভাবে এই পরম দিব্য গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপাসনা করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্ ॥ ১৪ ॥

রাজন্তে—তাঁরা জ্যোতি বিকীরণ করে; **তাবৎ**—ততদিন পর্যন্ত; **অন্যানি**—অন্য সকল; **পুরাণানি**—পুরাণসমূহ; **সতাম্**—সাধু ব্যক্তিদের; **গণে**—সভায়; **যাবৎ**—যতদিন পর্যন্ত; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শ্রূয়তে**—শ্রুত হয়; **অমৃত-সাগরম্**—অমৃতের মহাসাগর।

অনুবাদ

অন্যান্য পুরাণগুলি সাধু ভক্তদের সভায় ততদিনই দীপ্তি বিকীরণ করে যতদিন পর্যন্ত অমৃতের মহাসাগর এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুত না হয়।

তাৎপর্য

অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থরাজি এবং পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ ততদিনই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে যতদিন পর্যন্ত এই *শ্রীমদ্ভাগবত* যথাযথরূপে শ্রুত এবং উপলব্ধ না হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে অমৃতের মহাসাগর এবং পরম গ্রন্থ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সশ্রদ্ধ শ্রবণ, কীর্তন এবং বিতরণ জগতকে পবিত্র করবে এবং অন্যান্য অধস্তন গ্রন্থাবলীকে তখন নিকৃষ্ট স্তরের এবং বিবর্ণ বলে মনে হবে।

শ্লোক ১৫

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥

সর্ববেদান্ত—সমস্ত বেদান্ত দর্শনের; **সারম্**—সার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **শ্রীভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **ইষ্যতে**—বলা হয়; **তৎ**—তাঁর; **রস-অমৃত**—রসামৃতে; **তৃপ্তস্য**—যিনি পরিতৃপ্ত; **ন**—না; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **স্যাৎ**—থাকে; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার বলে ঘোষণা করা হয়। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতে তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি কখনই আর অন্য কোনও গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন না।

শ্লোক ১৬

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা ।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ ১৬ ॥

নিম্নগানাম্—নিম্নগামী নদীদের মধ্যে; **যথা**—যেমন; **গঙ্গা**—গঙ্গানদী; **দেবানাম্**—সমস্ত আরাধ্যদেবের মধ্যে; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **যথা**—যেমন; **বৈষ্ণবানাম্**—বিষ্ণুভক্তদের মধ্যে; **যথা**—যেমন; **শম্ভুঃ**—শিব; **পুরাণানাম্**—পুরাণসমূহের মধ্যে; **ইদম্**—এই; **তথা**—সেইরকম।

অনুবাদ

ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম, বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

শ্লোক ১৭

ক্ষেত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা ।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ ॥ ১৭ ॥

ক্ষেত্রাণাম্—পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রের মধ্যে; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **যথা**—যেমন; **কাশী**—বারাণসী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনুত্তমা**—শ্রেষ্ঠতায় অনতিক্রান্ত; **তথা**—সেইরকম; **পুরাণ-ব্রাতানাম্**—সমস্ত পুরাণের মধ্যে; **শ্রীমদ্ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠতায় অনতিক্রান্ত, ঠিক তেমনি সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম।

শ্লোক ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।

তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীমদ্ভাগবত; **পুরাণম্**—পুরাণ; **অমলম্**—অমল; **যৎ**—যা; **বৈষ্ণবানাম্**—বৈষ্ণবদের; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **যস্মিন্**—যাতে; **পারমহংস্যম্**—সর্বোত্তম পরমহংস ভক্তদের দ্বারা লভ্য; **একম্**—একমাত্র; **অমলম্**—পূর্ণরূপে পবিত্র; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **পরম্**—পরম; **গীয়তে**—গীত হয়; **তত্র**—সেখানে; **জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতম্**—জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সহিত; **নৈষ্কর্ম্যম্**—সমস্ত প্রকার জড় কর্ম থেকে মুক্ত; **আবিষ্কৃতম্**—ব্যক্ত; **তৎ**—তা; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **সু-পঠন্**—যথাযথরূপে পাঠ করে; **বিচারণ-পরঃ**—যাঁরা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে আগ্রহী; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **বিমুচ্যেৎ**—পূর্ণরূপে মুক্ত হয়; **নরঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় কেননা এতে পরমহংসদের গ্রাহ্য পরম অমল জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত দিব্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সহিত জড় জগৎ থেকে মুক্তির উপায় ব্যক্ত করে। যে কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, ভক্তিযুক্ত চিত্তে যথাযথভাবে শ্রবণ কীর্তন করেন, তিনি পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত যেহেতু জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত, তাই এটি অসাধারণ চিন্ময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত এবং তাই এটি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে অতি প্রিয়। *পারমহংস্যম্* কথাটি ইঙ্গিত করে যে এমন কি পূর্ণরূপে মুক্ত আত্মাও *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ এবং বর্ণন করতে আগ্রহী। যাঁরা মুক্তিলাভের চেষ্টা করছেন, তাঁদের কর্তব্য সশ্রদ্ধ চিত্তে ভক্তিসহকারে শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই গ্রন্থের সেবা করা।

শ্লোক ১৯

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা ।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৯ ॥

কস্মৈ—ব্রহ্মাকে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **বিভাসিতঃ**—পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত; **অয়ম্**—এই; **অতুলঃ**—অতুলনীয়; **জ্ঞান**—দিব্যজ্ঞানের; **প্রদীপঃ**—প্রদীপ; **পুরা**—পুরাকালে; **তৎ-রূপেণ**—ব্রহ্মারূপে; **চ**—এবং; **নারদায়**—নারদকে; **মুনয়ে**—মহামুনি; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস; **তৎ-রূপিণা**—নারদরূপে; **যোগী-ইন্দ্রায়**—যোগীশ্রেষ্ঠ শুকদেব গোস্বামীকে; **তৎ-আত্মনা**—নারদরূপে; **অথ**—তারপর; **ভগবত-রাতায়**—পরীক্ষিত মহারাজকে; **কারুণ্যতঃ**—করুণাবশতঃ; **তৎ**—তা; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **বিমলম্**—অমল; **বিশোকম্**—দুঃখ শোক থেকে মুক্ত; **অমৃতম্**—অমর; **সত্যম্**—সত্য ভিত্তিক; **পরম্**—পরম; **ধীমহি**—ধ্যান করি।

অনুবাদ

আমি সেই নির্মল বিশুদ্ধ পরম সত্যের ধ্যান করি যিনি মৃত্যু ও দুঃখ, শোক থেকে নির্মুক্ত এবং যিনি আদিতে স্বয়ং এই অতুলনীয় দিব্যজ্ঞানের প্রদীপ ব্রহ্মার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মা তারপর তা নারদমুনিকে বলেছিলেন এবং নারদমুনি তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বলেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থ পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে *সত্যং পরং ধীমহি* 'আমি পরম সত্যের ধ্যান করি'—এবং এখন এই সুবিশাল দিব্য গ্রন্থের উপসংহারে সেই একই কল্যাণময় শব্দগুলি ঝঙ্কৃত হচ্ছে। এই শ্লোকের *তদ্-রূপেন, তদ্-রূপিনা* এবং *তদ্ আত্মনা* কথাগুলি ইঙ্গিত করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মূলত ব্রহ্মাকে এই *শ্রীমদ্ভাগবত* বলেছিলেন, তারপর তাঁরই প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীনারদমুনি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং অন্যান্য মহান মুনিঋষিদের মাধ্যমে তিনি তা বলে চলেছেন। অন্যভাবে বলা চলে, যখনই কোনও সাধু ভক্ত এই *শ্রীমদ্ভাগবত* উচ্চারণ করেন, তখনই বুঝতে হবে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর শুদ্ধ প্রতিনিধির মাধ্যমে পরম সত্য সম্পর্কে বলছেন। যে কোন মানুষ যদি বিনীতভাবে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে এই গ্রন্থ শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি তাঁর জড় বন্ধনকে অতিক্রম করে পরম সত্যকে ধ্যান করার এবং তাঁর সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

শ্লোক ২০

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে ॥ ২০ ॥

নমঃ—প্রণাম; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—ভগবান

বাসুদেবকে; **সাক্ষিণে**—পরম সাক্ষীকে; **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **কস্মৈ**—ব্রহ্মাকে; **ব্যাচচক্ষে**—ব্যাখ্যা করেছিলেন; **মুমুক্ষবে**—মুক্তি লাভে ইচ্ছুক।

অনুবাদ

আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবান সর্বসাক্ষী বাসুদেবকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি, যিনি কৃপাপূর্বক এই তত্ত্ববিজ্ঞান মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২১

যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে ।
সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ ॥ ২১ ॥

যোগী-ইন্দ্রায়—যোগীরাজকে; **নমঃ**—প্রণাম; **তস্মৈ**—তাঁকে; **শুকায়**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে; **ব্রহ্ম-রূপিণে**—যিনি পরম সত্যের মূর্ত প্রকাশ; **সংসার-সর্প**—সংসাররূপ সর্প; **দষ্টম্**—দষ্ট; **যঃ**—যিনি; **বিষ্ণু-রাতম্**—মহারাজ পরীক্ষিত; **অমূমুচৎ**—মুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

আমি সেই যোগীরাজ এবং পরম সত্যের মূর্ত প্রকাশ স্বরূপ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে আমার বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনি সংসার-সর্প-দষ্ট পরীক্ষিত মহারাজকে মুক্তি দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

সূত গোস্বামী এখন তাঁর স্বীয় গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়টি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন যে, ঠিক যেমন অর্জুনকে জড় মোহে আবিষ্ট করা হয়েছিল যাতে করে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* উপদেশ করা যেতে পারে, তেমনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত মুক্ত পুরুষ পরীক্ষিত মহারাজকেও মৃত্যু শাপে অভিশপ্ত করা হয়েছিল যাতে *শ্রীমদ্ভাগবত* কথিত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে পরীক্ষিত মহারাজ হচ্ছেন বিষ্ণুরাত অর্থাৎ ভগবান তাঁকে নিত্যকাল রক্ষা করছেন। শুদ্ধভক্তের করুণাময় স্বভাব এবং তাঁর সঙ্গ লাভের দীপ্তিময় প্রভাব প্রদর্শন করতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে তাঁর তথাকথিত মোহবন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২২

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে ।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো ॥ ২২ ॥

ভবে ভবে—জন্ম জন্মান্তর ধরে; **যথা**—যাতে; **ভক্তিঃ**—ভক্তিমূলক সেবা; **পাদয়োঃ**

—চরণ কমলে; **তব**—আপনার; **জায়তে**—জন্মায়; **তথা**—সেরকম; **কুরুষ্ব**—অনুগ্রহ করে করুন; **দেব-ঈশ**—হে দেবেশ; **নাথঃ**—হে নাথ; **ত্বম্**—আপনাকে; **নঃ**—আমাদের; **যতঃ**—কারণ; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে দেবেশ, হে নাথ, অনুগ্রহপূর্বক জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার চরণকমলে আমাদের শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা করার অধিকার দান করুন।

শ্লোক ২৩

নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥ ২৩ ॥

নাম-সংকীর্তনম্—নাম সংকীর্তন; **যস্য**—যাঁর; **সর্ব-পাপ**—সমস্ত পাপ; **প্রণাশনম্**—যা নাশ করে; **প্রণামঃ**—প্রণাম; **দুঃখ**—দুঃখ; **শমনঃ**—উপশম করে; **তম্**—তাঁকে; **নমামি**—আমি প্রণাম করি; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি যাঁর নাম সংকীর্তন সর্বপাপ বিনাশ করে এবং যাঁকে প্রণাম করলে সমস্ত জড় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

এই দ্বাদশ স্কন্ধটি ফ্লোরিডার গেইনসভিলেতে ১৯৮২ সালের ১৮ই জুলাই, রবিবার সমাপ্ত হল।

দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত

উপসংহার

আমরা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের চরণকমলে আমাদের পরম সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁরই কৃপাতে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীগণকে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর নিত্য পার্ষদগণকে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে এবং পরম দিব্যগ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবতকে* আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমরা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং অন্যান্য মহান বৈষ্ণব আচার্যদের চরণকমল সমীপে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছি এবং ঐ সমস্ত মুক্ত পুরুষদের পবিত্র তাৎপর্যসমূহ সযত্নে অধ্যয়ন করে আমরা বিনীতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি। আমরা আমাদের গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের অতি তুচ্ছ ভৃত্য এবং তাঁরই কৃপাতে *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থের উপস্থাপনার মাধ্যমে তাঁকে সেবা করার অধিকার আমাদেরকে অর্পণ করা হয়েছিল।